642

NB 1.2

8159

শ্রীনিম্বার্ক
ও
দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন

NO. 642 8147

ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

LIBRARY
No. 8749
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইং ১৯৬৫ সালের ডি. ফিল্. ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত
ও স্বীকৃত গবেষণাগ্রন্থ।

শ্রীনিম্বার্ক
ও
দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন

ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্. এ, ডি. ফিল্., বি টি.,
বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ততীর্থ
("সিদ্ধেশ্বর মেডালিস্ট্" ও "রামদাস মুখার্জী গোল্ড্ মেডালিস্ট্")
প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্ কলেজ, গড়িয়া।

মূল্য—১২.৫০

প্রকাশক ঃ
ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাম, এম্. বি.,
খড়গপুর, (খরিদা)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ—সুখচর, জিঃ—২৪ পরগণা।
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
৩। শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র, ৫১।১।২ বি, সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ, ইং ১৯৬৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপরিমলকুমার বসু
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

LIBRARY
No. 8149
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

উৎসর্গ পত্র

যাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় আমি এই পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম,
যিনি বলিয়াছিলেন যে এই কার্যে আমাদের পূর্বাচার্যগণ তাঁহাদের
কৃপাশীর্বাদে আমাকে সহায়তা করিবেন, এবং যাঁহার অসীম কৃপায়
এই কার্য সুসম্পন্ন হইল, আমার সেই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব
ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীনিম্বার্কীয়
বৈষ্ণবাচার্য শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী
কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণকমলে
এই গ্রন্থ ভক্তি ও প্রণতির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

—:*:—

ইতি—প্রণত :—গ্রন্থকার
শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

প্রকাশকের নিবেদন

ভগবৎ-সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিনের। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বাসনা আমি মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এমনতর মানসিক অবস্থায় "বাসুদেব" পত্রিকার ১৩৭২ সালের ৩য় সংখ্যার একটি আবেদনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। অনুভব করিলাম পরমারাধ্য গুরুদেব এতদিনে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমার গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডক্টর অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল্., মহাশয়ের নিম্বার্ক দর্শনের উপর রচিত গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যের জন্য গুরুদেবের নিকট হইতে সকলের নিকট আহ্বান আসিয়াছে। এখন এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে ভগবৎসেবার আকাঙ্ক্ষাটুকু পূর্ণ করিবার আমার মানস-অভিপ্রায় গুরুদেবের নিকট ব্যক্ত করি। তিনিও সানন্দে আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। ইহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা। তাই এই গ্রন্থপ্রকাশে নিজেকে কাজে লাগাইতে পারিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম।

সাধারণতঃ যে দৃষ্টির দ্বারা আমরা জাগতিক বস্তু দর্শন করি, সেই দৃষ্টি বিশেষ সংস্কার, মোহ এবং জীবনযাত্রার বিশেষ ভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন। তাহার ফলে আমাদের জগৎ-দর্শনও খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ বা বিকৃত। তাহাই প্রকৃত দর্শন যাহা আমাদের দৃষ্টিকে সর্বপ্রকার মালিন্যমুক্ত করিয়া অবিকৃত, অখণ্ড এবং পূর্ণ সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। সেই সত্য বা প্রকৃত দর্শন হইলে আমরা এই বিপুল বিশ্বের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনুভব করি। তখনই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে এই বিশ্বের সকল কিছু—নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, মরুভূমি, বনানী, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, জায়া এবং 'আমি'রূপ সত্তা প্রভৃতি সকলই সেই কেন্দ্রীয় একেরই অভিব্যক্তি। এই সর্বাত্মক এবং সর্বপ্রসারী উপলব্ধির বিপুল আনন্দের নামই ভূমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ।

যে শাস্ত্র উপরি উক্ত সত্যদর্শনে সাহায্য করে তাহারই নাম অধ্যাত্ম দর্শনশাস্ত্র। ভগবান নিম্বার্কাচার্যপ্রদর্শিত নিম্বার্কদর্শনও সেই অধ্যাত্মদর্শন

শাস্ত্রের অন্যতম। শ্রদ্ধেয় অমরবাবু দীর্ঘদিন গবেষণা করিয়া এই দর্শনের কেন্দ্রীয় বক্তব্যটিকে সকল দিক দিয়া বিচার ও যাচাই করিয়া ইহার সত্য স্বরূপটি আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।

তাঁহার এই গ্রন্থ সর্বসাধারণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আমার ক্ষুদ্র সাহায্য ইহার সহিত সংযোজিত করিতে পারিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

বিনীত—প্রকাশক
শ্রীকৃষ্ণলাল দাস।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পরমকরুণাময় শ্রীভগবান ও আচার্যগণের অসীম কৃপায় "শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন" নামক এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। নিছক ডক্টরেট্ ডিগ্রী প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি লিখিবার প্রথম অনুপ্রেরণা লাভ করি ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের বিরচিত "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া। ডক্টর নাথ মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থখানি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তখন হইতেই মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে শ্রীনিম্বার্কবৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধেও এইরূপ সর্বাঙ্গীন সর্বাত্মক আলোচনাপূর্ণ একখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিলে বেশ হইত ,কারণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে নিম্বার্কবৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে ঐরূপ সর্বাত্মক সর্ববিষয়াবগাহী কোন গ্রন্থ নাই। কিন্তু ঐরূপ একখানা গ্রন্থ রচনা করা বিশেষ পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছা থাকিলেও এই বিষয়ে মন্দোৎসাহ হইয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অধিকাংশ পুস্তক অধুনা বাজারে দুষ্প্রাপ্য, এবং ঐরূপ গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয় উপাদানও সহজলভ্য নহে—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া এই বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। কিন্তু মনের মধ্যে ঐরূপ ইচ্ছা জাগিয়া রহিল, এবং মাঝে মাঝে তাহার তাড়নায় মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার মনের আকাঙ্ক্ষার কথা আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য ব্রজবিদেহী মহন্ত ও বৈষ্ণবচতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীকে পত্রের দ্বারা জানাইলাম। তিনি আমার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহও তিনি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিবেন—এইরূপ ভরসাও প্রদান করিলেন। তখন তাঁহার আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থ লিখিবার

কার্যে অগ্রসর হইলাম। ইহা ইং ১৯৫২ সালের কথা। তখন হইতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ গ্রন্থরচনার নানা উপাদান, অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও তথ্যরাজি সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আমাকে পাঠাইতে লাগিলেন। আমিও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। অবশেষে বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়াই বৃহদায়তন এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে আমার শ্রীগুরুদেব উক্ত গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্ ডিগ্রীর জন্য 'থিসিস্' রূপে দাখিল করিতে আমাকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তখন কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ডক্টরেট্ ডিগ্রীর জন্য ঐরূপ বৃহদায়তন গ্রন্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া আমার অধ্যাপক মহাশয় গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু যে বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া গ্রন্থলিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহাতে তাহা অধিক সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব হইল না, কারণ গ্রন্থ অধিক সংক্ষিপ্ত করিতে গেলে সমগ্র পরিকল্পনাটিই ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া করিতে হয়। সুতরাং অগত্যা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া ও অন্যান্য কোন কোন বিষয়ের আলোচনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত করিয়া ডক্টরেট্ ডিগ্রীর জন্য 'থিসিস্' প্রস্তুত করিলাম। কিছু তাহাতেও গ্রন্থ খুব ছোট করিতে পারা গেল না। যাহা হউক অবশেষে ইং ১৯৬৪ সালে গ্রন্থখানাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের ডক্টরেট্ ডিগ্রীর (ডি. ফিল্.) জন্য দাখিল করা হইল এবং পরীক্ষকগণের দ্বারা এই গবেষণাগ্রন্থ ১৯৬৫ সালে 'ডি ফিল্' ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত ও স্বীকৃত হইল। এই গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবন, রচিত গ্রন্থাবলী ও আবির্ভাবকাল এবং শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ ও ভজনধারার একটি সর্বাঙ্গীন সর্ববিষয়াবগাহী তুলনাত্মক আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জিজ্ঞাসু সুধী পাঠকগণের পরিতৃপ্তি হইলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতেছি যে, খড়্গপুর নিবাসী আমার শ্রদ্ধেয় দানবীর গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলালদাম ও তাঁহার সহধর্মিণী এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ মুদ্রণভার বহন করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। নিছক মামুলী ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে ছোট করিতে

চাহিনা। বস্তুতঃতাঁহারা ধন্যবাদের অনেক উর্ধ্বে। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের পরম কল্যাণ করুন এই প্রার্থনা করি।

পরিশেষে এই গ্রন্থ শ্রীগুরু-ভগবান-আচার্যগণের প্রীত্যর্থে তাঁহাদের সেবায় উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুসারেই ব্যয়িত হইবে। ইতি—

তারিখ, কলিকাতা,
১২ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৬৬,
২৬শে পৌষ, বাং ১৩৭৩।

বিনীত
গ্রন্থকার

ভূমিকা

'বেদান্তদর্শন' তিন 'প্রস্থানে' বিভক্ত—'শ্রুতি প্রস্থান', 'স্মৃতি প্রস্থান' ও 'ন্যায় প্রস্থান'। উপনিষৎসমূহকে 'শ্রুতি-প্রস্থান' বলা হয়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাকে 'স্মৃতি-প্রস্থান' বলা হয় এবং ব্রহ্মসূত্রকে 'ন্যায়-প্রস্থান' বা 'যুক্তি-প্রস্থান' বলা হয়। 'প্রস্থান' শব্দের অর্থ "মূল আকর গ্রন্থ"। বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় এই উপনিষৎসমূহে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায়, ও ব্রহ্মসূত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ন্যায় অপর যে সকল স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বেদান্তোপদিষ্ট তত্ত্বসমূহ বিবৃত হইয়াছে, সেই সকল স্মৃতিপুরাণাদিকেও বেদান্তদর্শনের 'স্মৃতি প্রস্থান' বলা যাইতে পারে। শ্রুতিস্মৃতিতে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, "ব্রহ্মসূত্রে" সেই সকল তত্ত্বের শ্রুত্যনুকূল যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তদর্শনের 'যুক্তি প্রস্থান' বা 'ন্যায় প্রস্থান' বলা হয়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের কর্মকাণ্ডের উপর যেমন মীমাংসা দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে বেদান্তদর্শন। উপনিষদের শিক্ষাই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। বস্তুতঃ উপনিষদেরই অপর নাম 'বেদান্ত'। ইহা 'বেদের অন্ত' বা বেদের সিদ্ধান্ত-ভাগ। বেদের শেষ লক্ষ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাই ইহাতে বলা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'বেদান্ত' বলা হয়। আবার এই 'বেদান্ত'কে 'উপনিষৎ'ও বলা হইয়া থাকে, কারণ যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যার নিকট উপস্থিত হইয়া ('উপ') নিশ্চয়ের সহিত ('নি') ইহার অনুশীলন করেন ইহা তাঁহাদের সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে (√'সদ্')। আবার, আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে Deussen, Winternitz, প্রভৃতি কাহারও কাহারও মতে 'সংসদ্', 'পরিষদ্' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'উপনিষদ্' শব্দও, শিষ্যগণ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া '(উপ)' ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য যেখানে সমবেত হইতেন বা বসিতেন ('নি—√সদ্), শিষ্যগণের সেই সভাকেও বুঝাইত এবং পরে সেই সভায় উপদিষ্ট সেই ব্রহ্মবিদ্যাও 'উপনিষদ্' শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে থাকে, এবং তৎপর যে গ্রন্থে এই ব্রহ্মবিদ্যা লিপিবদ্ধ করা হইল সেই গ্রন্থও উপনিষৎপদবাচ্য হয়। (১)

---

১) *Vide* :—Winternitz—History of Indian Literature.—Vol. I. PP.—243——44.

এখানে আমাদের একটু বক্তব্য আছে যে "যদিও 'পরিষদ্', 'সংসদ্' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় 'উপনিষদ্' শব্দও তাহার ব্যুৎপত্তির দ্বারা" গুরুর নিকটে সমবেত শিষ্যগণের সভা'কেও বুঝাইতে পারে, তথাপি ইহাই যে 'উপনিষদ্' শব্দের বিবক্ষিত অর্থ তাহা আমাদের মনে হয় না। কারণ উপনিষদে দেখা যায় নচিকেতা, বা দেবর্ষি নারদ একক ভাবেই যথাক্রমে যম ও সনৎকুমারে নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষালাভ করিতেছেন। সেখানে তো কোনরূপ সভা ছিল না, কারণ নচিকেতা, বা নারদ একাকীই প্রশ্ন করিতেছেন, এবং গুরু 'যম' বা 'সনৎকুমার' সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় "গুরুর" সমীপে '(উপ)' গমন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া শিষ্যভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক (নি—√সদ্) ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থনা করিলে সেই শরণাগত ও অন্তরঙ্গ শিষ্যকেই গুরু যে "রহস্য-বিদ্যা" (অতি গূঢ়, গম্ভীর ও দুর্গম ব্রহ্মবিদ্যা) উপদেশ করিতেন, সেই গূঢ় 'রহস্য'-বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা, এবং তাহাই উপনিষচ্ছব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্যা অতি গম্ভীর ও দুর্গম বা দুর্লভ বলিয়া নির্বিচারে সকলের নিকট যেখানে সেখানে উপদেশ করা হইত না। এই জন্যই এই ব্রহ্মবিদ্যাকে 'রহস্য' বলা হয়। উপযুক্ত শরণাগত শিষ্যের নিকটই এই 'রহস্য'-বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ করা হইত। সেই জন্যই উপনিষদের একটি অর্থ হইতেছে 'রহস্য'। (২)

অতএব 'রহস্য' ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষচ্ছব্দবাচ্য এবং উপনিষদই বেদান্তোপদিষ্ট-ব্রহ্মতত্ত্বের প্রমাণস্থানীয়। (৩)

আর 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' (দৃশ্+ভাববাচ্যে' 'ল্যুট্') এবং 'জ্ঞানলাভের উপায়' (দৃশ্+করণবাচ্যে'ল্যুট্')—উভয়ই হইতে পারে। অতএব 'বেদান্ত-দর্শন' বলিতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞান এবং 'সেই বেদান্তজ্ঞানলাভের উপায়'—উভয়কেই বুঝায়, এবং প্রকৃত পক্ষে উভয়ই বেদান্তদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

---

(২) দ্রষ্টব্য :—বিধু-শেখর ভট্টাচার্য্য—উপনিষদ্ (বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ) পৃঃ ৭—৮। *Also Vide* :—Gold Stucker—Inspired writings of Hinduism, P. 56. History of Indian Literature—Winternitz,—Vol. I., P P. ; 243—245.

(৩) তুলঃ—"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা",—"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্",—ইত্যাদি।—(বেদান্তসার,)

মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে শ্রুত্যনুকূল যুক্তির সাহায্যে উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্মবিদ্যার বিচার করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন মনীষী আচার্যগণ সেই ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদ্‌বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত-দর্শন প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। মহর্ষি ব্যাসদেব নিজেও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমী, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, বাদরি, আত্রেয় প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) ইহা ভিন্ন বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি প্রাচীন আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই ভর্তৃপ্রপঞ্চের রচিত অতিবিস্তৃত বৃহদারণ্যক ভাষ্য ছিল, যাহার তুলনায় শঙ্করাচার্য তাঁহার বৃহদারণ্যক ভাষ্যকে 'অল্পগ্রন্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, —ইত্যাদিও বলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, আচার্য্য আনন্দজ্ঞানও তাঁহার "শাস্ত্র-প্রকাশিকা" নামক টীকায় (আচার্য সুরেশ্বরের 'বৃহদারণ্যক বার্তিক' গ্রন্থের উপর টীকা) এই ভর্তৃপ্রপঞ্চের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, শ্রীরামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যের উপক্রমণিকায় বৃত্তিকার বোধায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং শবর স্বামী তাহার মীমাংসাভাষ্যে বৃত্তিকার উপবর্ষের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্য ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্যের নামও রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থ-সংগ্রহে এবং শঙ্করাচার্য তাঁহার ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় এবং ৩।৮—১০ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন গুহদেব, টঙ্ক, ভারুচি, কপর্দী প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের নামও রামানুজের বেদার্থসংগ্রহে পওয়া যায়। উল্লিখিত প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, আবার কেহ বা ভেদাভেদবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রাচীন আচার্যগণের রচিত কোন গ্রন্থই এখন আর পাওয়া যায় না।

বেদান্তজগতে পরবর্তিকালে অভ্যুদয় হয় আচার্য শ্রীশঙ্করাচার্যের। শ্রীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। শ্রীশঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে একমাত্র নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য, এই জগৎ জীব,

---

(৪) ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২০, ১।৪।২১, ১।৪।২২, ৩।১।৯, ৩।১।১১, ৬।৪।৪৪, ৩।৪।৪৫, ৪।৩।৭, ৪।৪।১০ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর, সৃষ্টি, প্রলয়, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা, অজ্ঞানকল্পিত, ভ্রম মাত্র। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্যের এই মত সকলের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। সুতরাং পরবর্তিকালে ভাস্করাচার্য, শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ, বলদেব, প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ ও দার্শনিক আবির্ভূত হইয়া এই শঙ্করমত খণ্ডন করেন। ইহার মধ্যে শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শ্রীমধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, শ্রীকণ্ঠ বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী, ভাস্করাচার্য ঔপাধিক ভেদাভেদবাদী, ও শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবল্লভাচার্য ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য ও শ্রীবল্লভাচার্য বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। ইহাদের প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সমূহ যথাক্রমে রামানুজ-সম্প্রদায়, মধ্বসম্প্রদায়, ও বল্লভ-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বল্লভসম্প্রদায়ের মূল আদি আচার্য ছিলেন শ্রীবিষ্ণু স্বামী। বল্লভাচার্য সেই বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, পরে তিনি নিজে পৃথক্‌ভাবে একটি শাখা সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন যাহা 'বল্লভী' নামে খ্যাত হয়। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। এই সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন অপর একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে, তাহার নাম নিম্বার্ক সম্প্রদায়। এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ই যে সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ইহা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য ও প্রচারক ছিলেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য। তাঁহার নামেই এই সম্প্রদায় 'নিম্বার্ক' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য যে উপরোক্ত শ্রীরামানুজাদি সকল বৈষ্ণবাচার্য অপেক্ষা পূর্ববর্তী এবং শ্রীশঙ্করাচার্যেরও পূর্ববর্তী ইহাও এই গ্রন্থে নানা প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

এই নিম্বার্কাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ছিলেন এবং ইনি ছিলেন স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী। শ্রীনিম্বার্কের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা বা পঠন-পাঠন বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত নাই। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয়া মনস্বিনী বিদুষী ডক্টর রমা চৌধুরী মহাশয়া বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' এবং

শ্রীনিবাসভাষ্য 'বেদান্ত কৌস্তভের' ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার "Doctrines of Nimbarka And His Followers" নামক গবেষণা গ্রন্থে (মূল গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড) তিনি নিম্বার্ক ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচার্যগণের জীবনী, রচিত গ্রন্থাবলী এবং তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে, সংক্ষেপে হইলেও একটি সুসম্পূর্ণ সর্বাঙ্গীন ও তুলনাত্মক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনার এখনও অভাব রহিয়াছে, ফলে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল, তাঁহার রচিত গ্রন্থ, তাঁহার জীবনকাহিনী প্রভৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত পণ্ডিতগণের মনে অস্পষ্টতা ও সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে সেই অস্পষ্টতা ও সন্দেহ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

"শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন" নামক এই বর্তমান গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক ও নিম্বার্ক-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবনী ও রচনাবলী, এবং শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবকাল বিষয়ে গবেষক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর, কেহ বা দ্বাদশ শতাব্দীর, আবার কেহ বা তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে শঙ্কর ও রামানুজ অপেক্ষা পরবর্তী বলিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে এই সকল মতবাদের সমালোচনা ও খণ্ডন করিয়া শ্রীনিম্বার্ক যে সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং শ্রীরামানুজ ও শ্রীশঙ্করাচার্য অপেক্ষাও পূর্বকালীন ইহা যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর শ্রীনিম্বার্কের রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কেও কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা পণ্ডিতগণের মধ্যে অদ্যাপি রহিয়াছে—যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা শ্রীনিম্বার্ককে শঙ্করের পরবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে এই সম্বন্ধেও নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে। আর শ্রীনিম্বার্কের জীবনবিষয়ক অনেক অপ্রকাশিত তথ্যও গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্ম, জীব, জগৎ ও মোক্ষ সম্বন্ধে শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিক মতবাদ সমূহের বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং

প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্যগণ শঙ্করমতের যেরূপ খণ্ডন করিয়াছেন তাহারও সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের যুগপৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব, অংশিত্ব ও অবিকারিত্ব, জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, ব্রহ্মের পরিণামিত্ব ও অবিকারিত্ব ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলি নিম্বার্কমতে কিরূপে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় ইহাও গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদীর প্রদর্শিত আপত্তিগুলিরও নিরসন করিয়া ভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠাও করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে নিম্বার্কীয় আচার্যগণের প্রদর্শিত রীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে, নিজের কল্পনার আশ্রয় লওয়া হয় নাই।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থে "নিম্বার্ক দর্শন," "নিম্বার্ক বেদান্ত" বা "নিম্বার্ক মতবাদ" বলিতে নিম্বার্ক ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নিম্বার্কানুবর্তী সকল আচার্যগণেরই মতবাদকে বুঝান হইয়াছে, সুতরাং দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিচার-বিশ্লেষণকালে নিম্বার্ক ও নিম্বার্কানুবর্তী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার্যগণের গ্রন্থ হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আর এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে সর্বদাই মূল গ্রন্থেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। আর শ্রীনিম্বার্ক স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদী বৈষ্ণবাচার্য ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থে ব্রহ্ম, জীব, জগৎ ও মোক্ষ বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয় মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সর্বত্রই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরামানুজ, ঔপাধিক ভেদাভেদবাদী শ্রীভাস্করাচার্য ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বৈষ্ণব-আচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতের সহিত তুলনাত্মক আলোচনাও সংক্ষেপে করা হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীমাধবমুকুন্দ দেবাচার্যের বিরচিত 'অধ্যাসপরপক্ষ-গিরিবজ্র' নামক গ্রন্থ অতিশয় বিখ্যাত। কিন্তু কোন কোন মনীষী পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে উক্ত 'পরপক্ষ গিরিবজ্র' গ্রন্থ মাধ্ব সম্প্রদায়ী পণ্ডিত শ্রীব্যাসতীর্থ (বা ব্যাসরাজ) প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ ন্যায়ামৃতেরই অনুকরণ এবং তাঁহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই বিষয়েও তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারা নূতন আলোকপাত করিয়া দেখান হইয়াছে যে উক্ত ব্যাসতীর্থই তাঁহার পূর্ববর্তী নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টের "বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা"

নামক ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি গ্রন্থ দ্বারা সম্ভবতঃ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন,— এবং এইরূপ সম্ভাবনাই সমধিক যুক্তিসঙ্গত।

ইহা ভিন্ন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধকরতঃ ঐ সকল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীনিম্বার্ক দর্শনের ও মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রাথমিক আলোচনার ফলে গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ব্যাখ্যাত নিম্বার্কীয় দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিচার-বিশ্লেষণাদি বুঝিতে বিশেষ সাহায্য হইবে।

আর দার্শনিক তত্ত্বপরীক্ষা সর্বদাই প্রমাণমূলক। বিনা যুক্তিপ্রমাণে কোন দার্শনিক তত্ত্বই গৃহীত হয় না। সুতরাং গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "নিম্বার্ক দর্শনে প্রমাণসমীক্ষা" শীর্ষক অধ্যায়ে নিম্বার্কীয় আচার্যগণের অনুমোদিত প্রমাণপর্যালোচনাও সবিস্তারে করা হইয়াছে, এবং এই প্রসংগে 'প্রমা' ও 'প্রমাণ বিষয়ে অন্যান্য দার্শনিকগণের মতবাদেরও আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে শ্রীনিম্বার্কসম্মত সাধন ও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, এবং এই বিষয়েও রামানুজ, ভাস্করাচার্য ও বলদেবের মতের সহিত তুলনাত্মক আলোচনা করা হইয়াছে। শেষে গ্রন্থের উপসংহারে নিম্বার্ক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক অবদান বিষয়ে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিখিতে যে সমস্ত গ্রন্থরাজির আলোচনা করা বা সাহায্য লওয়া হইয়াছে তৎসমস্তের বিবরণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'গ্রন্থপঞ্জী'তে প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে বক্তব্য যে এই গ্রন্থে পরপক্ষ-গিরিবজ্রের বিষয়-বস্তুর আলোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের কৃত পরপক্ষ-গিরিবজ্রের অনুবাদ হইতে বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

আর বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে নিম্বার্কীয় আচার্যগণের মতবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনায় মনস্বিনী বিদূষী ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী মহোদয়ার Doctrines of Nimbarka And His Followers নামক গ্রন্থখানি আমার পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার প্রতিও আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি। আর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য পরলোকগত শ্রীমৎ-

খ

স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ ব্রজ বিদেহী কর্তৃক প্রণীত "বেদান্ত দর্শন"—দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত" গ্রন্থখানা হইতে নানা বিষয়ে আমি প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি, সুতরাং সেই গ্রন্থের প্রতিও আমি বিশেষ ঋণী। পরিশেষে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনস্থ 'কাঠিয়া বাবাকা স্থানের' বিখ্যাত পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য, বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ আমাকে প্রয়োজনীয় পুস্তক ও নানা দুষ্প্রাপ্য উপাদান ও উপদেশ দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট হইতে এই গ্রন্থ রচনার উপাদান ও পুস্তকাদি না পাইলে আমি এই কার্যে অগ্রসর হইতেই পারিতাম না। কারণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ অধুনা বাজারে দুষ্প্রাপ্য, যাহা আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সালিমাবাদ, পরশুরামপুরীর এবং শ্রীবৃন্দাবনের বড়ী—নিকুঞ্জের' বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীমৎ ব্রজবল্লভ শরণ বেদান্তাচার্যজী মহারাজ ও মথুরার জবাহর ইণ্টার কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণ দত্ত শর্মা মহাশয়ও গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া আমাকে সাহায্য কষিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের "কাঠিয়া বাকাকা স্থান" ও "টট্টিস্থান" হইতে আমি ঐ সম্প্রদায়ের "গুরুপরম্পরার তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, ও ন্যাশানাল্ লাইব্রেরী হইতেও গ্রন্থাদির দ্বারা আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। সুতরাং ঐ সমস্ত আশ্রম ও লাইব্রেরীর নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আর এই গ্রন্থ লিখিবার সময় আমি আমার পূজনীয় অধ্যাপকবৃন্দ ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখার্জি এম্..এ. পি. এইচ্. ডি., ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্. এ, পি. আর. এস্. পি. এইচ্, ডি, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ডি. লিট্, স্বর্গত পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী এম্. এ. পি. আর. এস্., মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রী তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, প্রভৃতি মহামনীষিগণের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি, যাঁহাদের চরণপ্রান্তে বসিয়া আমি বেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। পরিশেষে আমি আমার পূজনীয় অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃত বিভাগের 'রীডার' ডক্টর শ্রীযুক্ত জানকী বল্লভ ভট্ট্যাচার্য এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. মহাশয়ের নিকটও অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি, যিনি আমাকে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়া আমার এই গবেষণা কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মা, বৈষ্ণবাচার্য ও পণ্ডিতগণকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতেছি।

তাং, ১৪ই চৈত্র, ১৩৭০, বাং
দোলপূর্ণিমা।
২৮শে মার্চ—১৯৬৪ ইং।

ইতি বিনীত—
গ্রন্থকার।

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় :—অবতরণিকা—বিষ্ণুর উপাসনা ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়-পরিচিতি :— পৃঃ—৩—৩০

সম্প্রদায় কথার তাৎপর্য—৩, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজনীয়তা—৪, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সাধু সমাজ—৫, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনত্ব—৫, বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়-পরিচিতি—১৩, শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়পরিচিতি—১৬, শ্রীসনকাদি 'চতুঃসন্'—১৯ শ্রীশ্রীহংসভগবান্,—ও 'হংস' শব্দের অর্থ—২৩—২৪, দেবর্ষি নারদ—২৫, দেবর্ষি নারদকে পুরাণকারের কল্পিত বলা অযৌক্তিক—২৭, দেবর্ষি নারদ সম্পর্কে অন্য আপত্তি ও তাহার পরিহার—২৯—৩০।

দ্বিতীয় অধ্যায় :—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবন ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের বিবরণ :— পৃঃ—৩১—৪৯

শ্রীনিম্বার্ক নারদের পিষ্য—৩১, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রবর্তক—৩২, বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্বার্কের উল্লেখ—৩২, শ্রীনিম্বার্কের নাম "নিয়মানন্দ"—৩৩, শ্রীনিম্বার্কনামের কাহিনী—৩৩, নিম্বার্কের অবতারত্বের আলোচনা—৩৪, নিম্বার্কের জীবন বৃত্তান্ত—৩৭, দীক্ষা ও নামকরণ—৩৭ নিম্বার্কের বিভিন্ন নাম—৩৮, দক্ষিণ ভারতের আলওয়ারদের যুগে ও তাহাদের দেশে আবির্ভাব—৩৯, দক্ষিণ ভারতের আলওয়ার বৈষ্ণবগণ ও নিম্বার্কের উপর তাঁহাদের প্রভাব—৩৯, নিম্বার্কের উত্তর ভারতে আগমন ও নিম্বগ্রামে বাস এবং তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচার—৪১, শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য—৪১, ঔডুম্বরাচার্য ও গৌরমুখাচার্য্য—৪২, শ্রীনিম্বার্কের রচিত গ্রন্থাবলী—৪২, 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'—৪৩,

'দশশ্লোকী'—৪৪, প্রপন্নকল্পবল্লী—৪৪, মন্ত্ররহস্যষোড়শী ও স্তোত্রমালা—৪৫, শ্রীনিম্বার্কের রচিত গ্রন্থসম্পর্কে সংশয় ও ভ্রান্তির নিরসন—৪৫—৪৯।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ঃ—
পৃঃ—৫০—১০০

নিম্বার্কসম্প্রদায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম—৫০, নিম্বার্করচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রাচীনত্ব—৫১, আধুনিক মত—৫২, ডক্টর রমা চৌধুরী মহাশয়ার মত, ও তাহার খণ্ডন—৫৩, শ্রীনিম্বার্ক বল্লভাচার্যের পরবর্তী হইতে পারেন না—৫৪, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা—৫৪, R. G. Bhanderkar মহাশয়ের মতের সমালোচনা ও খণ্ডন—৫৬, শ্রীপরশুরামদেবাচার্যের সময়—৫৮, খেজড়লার কার্যবিবরণী খাতার বিবরণ—৫৮, শ্রীপরশুরামদেবাচার্যকে প্রদত্ত পাট্টা—৫৮, পুষ্করের শ্রীপরশুরামদেবাচার্য্যের গুফার শিলালেখ—৫৯, শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্যের সময়—৫৯, শ্রীভট্টজীর সময়—৬১, শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টকে প্রদত্ত পাট্টা—৬৩, কেশবকাশ্মীরী ভট্টের সময় দ্বাদশশতাব্দী—৬৫, নিম্বার্ক একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন না—৬৭, শ্রীচৈতন্যের সহিত এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টের বিচার বিষয়ক ঘটনা কাল্পনিক—৬৬—৬৭, R. G. Bhanderkar মহাশয়ের মত অসংগত—৬৮, শ্রীনিম্বার্কের সম্ভাব্যকাল—শ্রীনিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ববর্তী——৬৮, কবি জয়দেব নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী ছিলেন—৬৯, কবি জয়দেব নিম্বার্ক হইতে ৪৬ পুরুষ অধস্তন আচার্য্য—৭০, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের 'টট্টি' স্থানের আচার্য্য-পরম্পরা—৭১, গীতগোবিন্দকার জয়দেবের সময় দ্বাদশ শতাব্দী—৭১, নিম্বার্ক জয়দেব অপেক্ষাও ৪৬ পুরুষ উর্দ্ধতন আচার্য্য, অতএব জয়দেব অপেক্ষা বহু পূর্ববর্ত্তী—৭২, নিম্বার্ক একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না—৭৩, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতের আলোচনা ও তাহার খণ্ডন—৭৩, ভাস্করাচার্য্য নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসের পরবর্ত্তী—৭৪, নিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ববর্ত্তী—৭৭, শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে নিম্বার্ক সম্মত দ্বৈতাদ্বৈত-

বাদের উল্লেখ করিয়াছেন—৭৮, শঙ্কর নিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসের ভাষ্যের কথা জ্ঞাত ছিলেন—৭৯, শঙ্কর শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসাচার্য অপেক্ষা পরবর্ত্তী—৮০; ভর্ত্তৃ প্রপঞ্চের কথা—৮০; নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস শঙ্করাচার্য্যের নাম বা তাঁহার মতের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, খণ্ডন বা প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, কিন্তু শঙ্করের পরবর্ত্তী অন্য সমস্ত আচার্য্যগণ তাহা করিয়াছেন—৮১, আচার্য শঙ্কর কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে ভাগবত মত খণ্ডনের কোন প্রতিবাদ নিম্বার্ক বা শ্রীনিবাস করেন নাই, কিন্তু শঙ্করের পরবর্ত্তী রামানুজাদি অপর বৈষ্ণব আচার্য্যগণ করিয়াছেন ৮২, ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১ সূত্রের 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যায় শঙ্কর পূর্বপক্ষরূপে নিম্বার্ক মতকে গ্রহণ করিয়াছেন—৮৩, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসার" অধিকারি লক্ষণ বিষয়ে নিম্বার্ক ভাষ্য ও শঙ্কর ভাষ্যের সাদৃশ্য—৮৪, বৃত্তিকার বৌধায়ন ও উপবর্ষের কথা—৮৫, ব্রহ্মসূত্র ২।৩।২০ সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য ও শঙ্কর ভাষ্যের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য—৮৫, ব্রহ্মসূত্র ২।৩।২০ সূত্রে শঙ্কর নিম্বার্কের মতকেই পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই নিম্বার্কেরই ভাষায় সেই পূর্বপক্ষমত উত্থাপিত করিয়াছেন—৮৭, অতএব সর্বপ্রকারেই নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস শঙ্করের পূর্ববর্ত্তী—৮৮, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ, মধবাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের গ্রন্থে নিম্বার্কের অনুল্লেখ হইতেই নিম্বার্কের পরবর্ত্তিত্বের প্রমাণ হয় না, ইহাদের গ্রন্থে নিম্বার্কের অনুল্লেখের সম্ভাব্য কারণ—৮৮, 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' নিম্বার্কের অনুল্লেখ হইতে তাঁহার পরবর্ত্তিত্ব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না—৯০, নিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ববর্ত্তী ও নিম্বার্ক সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম—৯০, নিম্বার্কাচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা কত পূর্ববর্ত্তী ?—৯১, পুরাণ সমূহের বিবরণ—৯১, এই বিষয়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত ও তাহার সমালোচনা—৯২, শ্রীনিম্বার্ক হইতে চতুর্থ পুরুষ অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী—৯৬, নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা কত পূর্ববর্ত্তী সেই বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা—৯৮, নিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ধর্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক—৯৮, সিদ্ধান্ত—নিম্বার্কের কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী—৯৯—১০০।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ—শ্রীনিম্বার্কদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—
পৃঃ—১০৩-১৪৬

নিম্বার্কসম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ সমূহের পরিচয়—১০৩ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—১০৮, ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—১০৮, ব্রহ্ম—১০৯, নিম্বার্কীয় দর্শনমতে নিমিত্ত কারণ ও উপাদানকারণের লক্ষণ—১১০, জগৎ ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম—১১২, জীব—১১২, জগৎ—১১৩ স্বাভাবিক ভেদাভেদসম্বন্ধ—১১৩, ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি—উভয়ই তুল্যবল—১১৫, ব্রহ্মের চতুষ্পাদ—১১৫, অক্ষর ব্রহ্ম—১১৫, ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্বিশেষ বলার তাৎপর্য—১১৬, ঈশ্বর ব্রহ্ম—১২০ সগুণ-সবিশেষ ব্রহ্ম ঈশ্বরই উপাস্য হইতে পারেন—১২০, নির্গুণ-নির্বিশেষ স্বরূপেও ব্রহ্ম একেবারে গুণবর্জিত থাকেন না—১২১, সর্বপ্রকার গুণ বা ধর্মবর্জিত একান্ত নির্গুণ ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই—১২২, জগৎ—১২২ জগতের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ—১২২, ব্যষ্টিদ্রষ্টা জীবের জ্ঞানে জগৎ পরিবর্তনশীল, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে নহে—১২৩, জগৎ 'সৎ', মিথ্যা নহে—১২৩, জীব—১২৪, জীবের প্রকারভেদ—১২৫, ত্রিবিধ অচেতন তত্ত্ব—১২৫, প্রকৃতি—১২৫, সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত পার্থক্য—১২৬, কাল—১২৬, বৈশেষিকদের স্বীকৃত "কালের" সহিত পার্থক্য—১২৭, নিম্বার্কদর্শনমতে 'কাল' ভগবৎশক্তি ও বিভূতি—১২৭, 'কাল' সম্পর্কে নিম্বার্ক ও বৈশেষিক মতের তুলনা—১৩০, অপ্রাকৃত তত্ত্ব—১৩১, অপ্রাকৃত লোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—১৩২, প্রাকৃত লোক—১৩৪, 'অপ্রাকৃত' লোক—১৩৫, অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অচেতন বলার তাৎপর্য—১৩৭। শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদের মতে অপ্রাকৃত তত্ত্ব জীবাত্মার ন্যায় ধর্মভূত জ্ঞানের আশ্রয় বা আধার নহে, অতএব ইহাকে অচেতন বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ চিন্ময়—১৩৮, উপরোক্ত শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমের ব্যাখ্যার সমালোচনা—১৩৮, বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাই বলিয়াই স্বরূপতঃ চিন্ময় অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অচেতন বলা উচিত নহে—১৩৯,

বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিকে বর্ণিত ঈশ্বরের ‘শুদ্ধ-সত্ত্বের’ কথা—১৩৯, ঈশ্বরের এই শুদ্ধ সত্ত্বকেই পূর্বোক্ত ‘অপ্রাকৃত তত্ত্ব’ বলা যাইতে পারে—১৪০, শ্রীনিম্বার্কসম্মত উপাসনা পদ্ধতি—১৪.১, ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মননের সহিত ভক্তি, শরণাগতি ও আত্মসমর্পন প্রয়োজন—১৪১, শ্রীগুরুশরণাগতি ও গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তি—১৪২, ভগবৎকৃপা—১৪২, শাস্ত্র-বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ও উপাসনাদি কর্মানুষ্ঠান প্রয়োজনীয়—১৪৩, ব্রহ্ম বুদ্ধিতে সকলের সেবা—১৪৪, ভক্তিমার্গের উপাসনার ত্রিবিধ অঙ্গ—১৪৪, দাস্যাদিভাবচতুষ্টয়—১৪৪, শান্তরসে উপাসনা—১৪৫, পরাভক্তি ও আত্মসমর্পণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়—১৪৫, নিম্বার্কমতে মোক্ষ—১৪৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—শ্রীনিম্বার্ক দর্শনে প্রমাণসমীক্ষা ঃ পৃঃ—১৪৭-২৯২

প্রমা ও প্রমাণ—১৪৭ ত্রিবিধ প্রমাণ—১৪৭ প্রমাত্বের লক্ষণ—১৪৮, নিম্বার্ক মতে জ্ঞান বিভু, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী—১৪৮, মাধব মুকুন্দের মতে প্রমাত্বের স্বতোগ্রাহ্যত্বের লক্ষণ—১৪৮, নিম্বার্কদর্শনমতে জ্ঞান অনুব্যবসায়াত্মক ও জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃই গৃহীত হয়—১৪৯, প্রাভাকর মত ও নিম্বার্কীয় মত—১৫০, নিম্বার্কদর্শন মতে প্রামাণ্যের উৎপত্তিও স্বতঃই হয়—১৫০, জ্ঞান স্বভাবতঃ নিরাকার—১৫১, বিষয়ত্ব-বিষয়িত্বের লক্ষণ—১৫২, নিম্বার্কদর্শনে অপ্রমাত্বের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে ‘পরতস্ত্বই’ স্বীকৃত হয়—১৫২, প্রমার লক্ষণ বিষয়ে নৈয়ায়িক ও মাধ্বমতের সহিত নিম্বার্কীয় মাধব মুকুন্দের মতের তুলনা—১৫৩, প্রমার লক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মত—১৫৩, ধর্মকীর্ত্তির মত—১৫৩, রামানুজীয় বেঙ্কট স্বামীর মত—১৫৪, সংখ্য ও পাতঞ্জল মত—১৫৪, অদ্বৈতবেদান্তের মত—১৫৪, প্রামাণ্যের ‘স্বতস্ত্ব’-পরতস্ত্ব-নিরূপণ—বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের মত—১৫৪, নৈয়ায়িক মত—১৫৫, ভট্ট মত—১৫৫, মীমাংসক, বৈদান্তিক ও সাংখ্য মত—১৫৫, বৌদ্ধ মত—১৫৬, স্মৃতিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মত—১৫৭, ‘বেদান্তপরিভাষার’—মত—১৫৭, প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত—১৫৭, নব্যনৈয়ায়িকগণের মত—১৫৭, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মত—১৫৮, রামানুজ ও বেঙ্কটন্নাথের

মত—১৫৮, নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথের মত—১৫৮, মাধ্ব মত—১৫৯, শ্রীনিম্বার্কদর্শনে স্মৃতির প্রমাত্ব বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা দেখা যায় না—এই বিষয়ে মন্তব্য—১৫৯, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার তুলনা—১৬০, অপ্রমা বা ভ্রমজ্ঞান—১৬১, বিভিন্ন খ্যাতিবাদ—১৬১, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের অসৎখ্যাতিবাদ—১৬১, নৈয়ায়িকগণের অন্যথা-খ্যাতিবাদ—১৬২, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের আত্মখ্যাতিবাদ—১৬৩, প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ—১৬৪, সাংখ্যের সদসৎখ্যাতি—১৬৬, রামানুজের সৎখ্যাতি—১৬৭, শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের সৎখ্যাতি—১৬৯, অদ্বৈতবেদান্তিগণের অনির্বচনীয় খ্যাতি ও অধ্যাসের লক্ষণ—১৭৩, অধ্যাস খণ্ডন—১৭৪, অধ্যাস লক্ষণে 'পূর্বদৃষ্ট' বিশেষণটি দার্ষ্টান্তিকস্থলে উপপন্ন হয় না—১৭৪, প্রথম অধ্যাসে 'স্মৃতিরূপঃ' বিশেষণটিও উপপন্ন হয় না—১৭৫, পূর্বানুভূতের সংস্কার না থাকায় কল্পের আদিতে প্রথম অধ্যাসের অনুপপত্তি—১৮১, আরোপিত বা কল্পিত সংস্কার অধ্যাসের কারণ হইতে পারে না—১৮১, অধ্যাসের কারণসামগ্রীর অভাবে প্রথম অধ্যাস অনুপপন্ন—১৮২, ব্রহ্মের অধ্যাসের অধিষ্ঠানত্বের খণ্ডন—১৮৪, অধ্যাসের অনাদিত্ব খণ্ডন—১৮৮, চিদাত্মার বিষয়ত্ব খণ্ডন—১৮৯, দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের খণ্ডন—১৯০, অদ্বৈতবাদিসম্মত অহমর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন, ও অহমর্থের আত্মত্ব স্থাপন—১৯২, অহমর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন—১৯৫, অবিদ্যার জ্ঞাননাশ্যত্বের খণ্ডন—১৯৯, অজ্ঞান লক্ষণ খণ্ডন—২০০, প্রথম লক্ষণের খণ্ডন—২০১, দ্বিতীয় লক্ষণের খণ্ডন—২০২, তৃতীয় লক্ষণের খণ্ডন—২০৪, চতুর্থ লক্ষণের খণ্ডন—২০৪, অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব খণ্ডন—২০৫, অজ্ঞানের বিষয়ত্ব ও আবরকত্বের খণ্ডন—২০৬, অজ্ঞানের প্রযোজকত্ব খণ্ডন—২০৭, অদ্বৈতবাদি-সম্মত-ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খণ্ডন—২০৯, ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুমান প্রমাণ খণ্ডন—২১০, বিবরণোক্ত অবিদ্যানুমানের 'পক্ষ' খণ্ডন—২১১, 'সাধ্য' খণ্ডন—২১২, হেতু 'খণ্ডন—২১৩, উক্ত অনুমানে 'সৎপ্রতি পক্ষ' প্রদর্শন—২১৩, অদ্বৈতবাদি সম্মত ভাবরূপ অবিদ্যার শ্রুতি প্রমাণ খণ্ডন—২১৪, অর্থাপত্তি প্রমাণ খণ্ডন—২১৫, অদ্বৈতবাদিসম্মত অনির্বচনীয় খ্যাতি—২১৬, অদ্বৈতবেদান্তীর

স্বীকৃত অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ খণ্ডন—২১৬, অনির্বচনীয়-খ্যাতির খণ্ডন—২১৮, সত্তাত্রৈবিধ্যবাদের খণ্ডন—২২১, নিম্বার্কদর্শনসম্মত স্বতন্ত্র সত্তা ও পরতন্ত্রসত্তা—২২২, সংশয়—২২৩, প্রমাণের সংখ্যা—২২৪, নিম্বার্কীয় দর্শনে তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত—২২৫, প্রমাণ বিষয়ে মাধ্ব মত—২২৫, রামানুজ মত—২২৬, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত—২২৬, নৈয়ায়িক মত—২২৬, নিম্বার্ক মত—২২৭, বৃত্তিজ্ঞান বিষয়ে অদ্বৈত মত—২২৭, বৃত্তিজ্ঞান বিষয়ে সাংখ্য মত—২২৮, নিম্বার্কদর্শন সম্মত প্রত্যক্ষ লক্ষণ—২২৮, নৈয়ায়িকের মত ও নিম্বার্ক মত—২২৮, প্রত্যক্ষ লক্ষণ বিষযে মাধ্ব মত—২২৯, রামানুজ-সম্মত প্রত্যক্ষলক্ষণ—২২৯, গৌড়ীয় মত—২৩০, অদ্বৈতবাদিকৃত পূর্বোক্ত লক্ষণের খণ্ডন—২৩০, অদ্বৈতবাদি সম্মত প্রত্যক্ষ লক্ষণ—২৩১, অদ্বৈতবাদি স্বীকৃত বিষয়গত প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ—২৩১, নিম্বার্ক মতে আত্মা যুগপৎ জ্ঞানাশ্রয় ও জ্ঞানস্বরূপ—২৩২, নিম্বার্কীয় দর্শনে অদ্বৈতবাদি স্বীকৃত "বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যে জ্ঞানত্বের উপচার হয়"—এই মতের খণ্ডন—২৩৩, নিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধব-মুকুন্দ-সম্মত প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ—২৩৪, অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ—২৩৪, "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয়—২৩৫, ব্রহ্ম ধ্যানসমাহিত শুদ্ধ মনের গোচর হন—২৩৬, মন বা ধ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের 'করণ' নহে—২৩৬, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ—২৩৬, পরপক্ষ গিরিবজ্রকার মাধব মুকুন্দের সম্মত স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ—২৩৭, অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের লখণ খণ্ডন—২৩৮, বৌদ্ধ মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ—২৪০, নৈয়ায়িক-মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ—২৪১, নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে—২৪১, অদ্বৈতবেদান্তিস্বীকৃত সবিকল্প ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ—২৪২, অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত অখণ্ডার্থত্বের লক্ষণ—২৪২, নিম্বার্কীয় মাধব-মুকুন্দ কর্ত্তৃক অখণ্ডার্থত্বের খণ্ডন—২৪৩, নিম্বার্কদর্শন মতে সমস্ত প্রত্যক্ষই সবিকল্প ও বাক্যমাত্রই সখণ্ডার্থক—২৪৪, মধ্বাচার্য্য নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই—২৪৪, এই বিষয়ে রামানুজ মত—২৪৪, ভর্ত্তৃহরির মত—২৪৫, মধ্বাচার্য্য স্বীকৃত সাক্ষীপ্রত্যক্ষ—২৪৫, অনুমান—নিম্বার্কীয় দর্শন সম্মত অনুমানের লক্ষণ—২৪৬, অনুমানের

লক্ষণ বিষয়ে শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য ও শ্রীমাধব-মুকুন্দের নৈয়ায়িক মতের অনুসরণ—২৪৬, মাধবমুকুন্দের স্বীকৃত “ব্যাপ্তির” লক্ষণ—২৪৭, দ্বিবিধ ব্যাপ্তি—প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগ্রাহ্য ও শাস্ত্রমাত্র-গ্রাহ্য—২৪৮, ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের কথা—২৪৯, শব্দপ্রমাণ—২৪৯, আপ্তত্বের লক্ষণ—২৫০, আপ্তপুরুষের প্রযুক্ত বাক্যই প্রমাণ—২৫০, এই বিষয়ে মাধ্ব সম্প্রদায়ী জয়তীর্থের মত—২৫১, তিন প্রকার আপ্তত্ব—২৫২, নিম্বার্কীয় মতে ‘শক্তি’ পদার্থান্তর—২৫২, ‘শক্তি’র লক্ষণ—২৫২, নৈয়ায়িক মত—২৫৩, পদের ‘শক্তি’ বিষয়ে নৈয়ায়িক মত—২৫৩, নৈয়ায়িকের অভিহিতান্বয়বাদ—২৫৩, প্রাভাকরগণের ‘কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ—২৫৪, নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের ‘ইতরান্বিতাভিধানবাদ’—২৫৪, নৈয়ায়িকমতের খণ্ডন—২৫৬, নিম্বার্কীয় মতে জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি—২৫৬, জাতিতে ‘জ্ঞাতা শক্তি’ ও ব্যক্তিতে শক্তি ‘স্বরূপসতী’—২৫৭, নব্য-নৈয়ায়িক ও নিম্বার্কীয় মতের পার্থক্য—২৫৭, প্রাচীন নৈয়ায়িক মত—২৫৭, নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দের মতে তাৎপর্য্যের লক্ষণ—২৫৮, বৈদিক তাৎপর্য্য—২৫৯, নিম্বার্ক মতে তিনটিই প্রমাণ, অন্যান্য প্রমাণ এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত—২৬০, ‘অভাব’ বিষয়ে মাধবমুকুন্দের কথা—২৬০, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন—২৬১, ব্রহ্ম অনুমানেরও বিষয় নহেন—২৬২, ব্রহ্ম উপমানের বিষয় নহেন—২৬৩, ব্রহ্ম অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধিরও বিষয় নহেন—২৬৩, ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্রবেদ্য—২৬৪, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের স্থাপন—২৬৪, শব্দ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না—২৬৫, ‘যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে’—ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্যনিরূপণ—২৬৫, শাস্ত্র বা বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না—২৬৭, অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত শাব্দাপরোক্ষত্ব খণ্ডন—২৬৭, নিদিধ্যাসন অঙ্গী, বা প্রধান, শ্রবণাদি অঙ্গ—২৭১, প্রসঙ্গক্রমে ‘পরপক্ষ-গিরিবজ্র’ গ্রন্থ ন্যায়ামৃত দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাবিত—এই উক্তির সমালোচনা ও খণ্ডন—২৭২, বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ন্যায়ামৃত, পরপক্ষ-গিরিবজ্র ও শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভাব ও ভাষার দিক দিয়া বিশেষ সাদৃশ্য—২৭৫, সিদ্ধান্ত—২৮২—২৯০

প্রসঙ্গক্রমে শ্রুত্যন্তস্বরদ্রুমকার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব (২নং)-এর কথা—২৯১—২৯২।

তৃতীয় অধ্যায় :—নিম্বার্কদর্শনে ব্রহ্ম :— পৃঃ—২৯৩—৩৪৬

নিম্বার্কমতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ—২৯৩, ব্রহ্মলক্ষণ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের মত—২৯৪, এই বিষয়ে নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসভাষ্যের ব্যাখ্যা —২৯৪, শ্রীশঙ্করাচার্যও জগৎকারণ ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্বাদিগুণ ও শক্তিব কথা স্বীকার করিয়াছেন—২৯৫, এই বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীসন্তদাসজীর মত—২৯৫, ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান —২৯৬, ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ' বিষয়ক শ্রুতিবাক্য ও ব্রহ্মসূত্রের বিচার—২৯৮ এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজীর মত—২৯৮, ব্রহ্মের যুগপৎ 'সগুণত্ব' ও 'নির্গুণত্বের' মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন—২৯৯, অদ্বৈতবাদি সম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মের 'স্বরূপলক্ষণ' ও 'তটস্থলক্ষণের' খণ্ডন—৩০২, 'স্বরূপলক্ষণ' খণ্ডন আরম্ভ—৩০৩, 'তটস্থ লক্ষণ' খণ্ডন—৩০৭, অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের "জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব" খণ্ডন ৩০৮, অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব খণ্ডন—৩০৯, প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন—৩১০, অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব খণ্ডন—২১৩, মায়ার জগদুপাদানত্ব খণ্ডন—৩১৪, অদ্বৈতবাদিসম্মত ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্ব খণ্ডন—৩১৫, এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত :—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণযুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম মুকুন্দই জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান—৩১৬, সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মেই সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের ও ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয় হয়—এই বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও সমর্থন—৩১৭, অদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি ও তাহার নিরসন—৩১৮, অদ্বৈতবাদি-স্বীকৃত ঈশ্বরের মায়োপহিতত্ব ও অবিদ্যাধ্যস্তত্বের খণ্ডন—৩১৯, ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের শঙ্কর সম্মত ব্যাখ্যার খণ্ডন—৩২১, এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের বিচার—৩২১, নিম্বার্কীয় মতে ব্রহ্ম আনন্দময় —৩২৩, "আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু জীব"—এই শঙ্কর মত খণ্ডন— —৩২৪, ব্রহ্মের রূপ ও মূর্তি থাকা বিষয়ে নিম্বার্কীয় মতবাদ—৩৩১, ব্রহ্ম মূর্ত ও অমূর্ত—উভয়ই—৩৩৩ নিম্বার্কমতে ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্বাভাবিক—৩৩৩, ব্রহ্মের 'পর অমূর্তরূপ'—৩৩৪, ব্রহ্মের "অপর অমূর্ত-

রূপ”—৩৩৪, ব্রহ্মের ‘পরমূর্তরূপ’—৩৩৪, ব্রহ্মের “অপর মূর্তরূপ”—৩৩৬, চতুর্ব্যূহ—৩৩৭, ব্রহ্ম বিষয়ে নিম্বার্ক ও রামানুজ—৩৩৯, নিম্বার্ক ও ভাস্কর—৩৪০, নিম্বার্ক ও বলদেব—৩৪৩-৩৪৬।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ—নিম্বার্কদর্শনে জীব ঃ— পৃঃ—৩৪৭—৪০৪

জীব ব্রহ্মের অন্যতম প্রকাশ—৩৪৭, জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ—৩৪৮ অদ্বৈতবাদিসম্মত অবচ্ছেদবাদ খণ্ডন—৩৪৯, প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন—৩৫০, নিম্বার্কমতে জীবস্বরূপ—৩৫২, জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা—উভয়ই—৩৫৩, অদ্বৈতবাদিসম্মত কর্তৃত্বাধ্যাস খণ্ডন—৩৫৪, অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির কর্তৃত্ব নিরসন ও আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন—৩৫৬, জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু ঈশ্বরাধীন—৩৫৯, জীব সর্বাবস্থায় পরব্রহ্মের অধীন—৩৬১, একজীববাদ খণ্ডন, ও জীবের বহুত্ব স্থাপন—৩৬১, জীবের অণুত্ব স্থাপন—৩৬৩, জীবের বিভুত্ববাদ খণ্ডন ৩৬৪, জীব ব্রহ্মের অংশ—৩৬৬, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপন—৩৬৭, জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ—৩৬৮, অংশ ও অংশীর মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ—৩৬৯, শঙ্করাচার্যও ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন—৩৭১, শঙ্করাচার্যও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীকার করিয়াছেন—৩৭১, শঙ্করাচার্যও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন—৩৭২, ভেদের ব্যবহারিকত্ব খণ্ডন ও পারমার্থিকত্ব স্থাপন—৩৭৩, মোক্ষাবস্থাতেও ভেদ বর্তমান থাকে—ইহা স্থাপন—৩৭৫, স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের শ্রৌতত্ব স্থাপন—৩৭৬ ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি ও তাহার নিরসন—৩৮০, অদ্বৈতবাদি-সম্মত “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের ব্যাখ্যার খণ্ডন—৩৮২, অদ্বৈতবাদি স্বীকৃত অখণ্ডার্থত্বের খণ্ডন—৩৮৫, নিম্বার্ক মতে “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের ব্যাখ্যা—৩৮৮, নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য্য—৩৯২, ভাস্করাচার্যসম্মত ঔপাধিক ভেদাভেদবাদের খণ্ডন—৩৯৫, নিম্বার্ক ও রামানুজ—৩৯৮, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ও তাহার খণ্ডন—৩৯৮, নিম্বার্ক ও বলদেব—৪০১, বলদেবেরঅচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—৪০৩, নিম্বার্কের মতে ভেদাভেদ স্বাভাবিক—৪০৪।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ—নিম্বার্কদর্শনে জগৎ ঃ— **পৃঃ—৪০৫-৪৪২**

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি—৪০৫, নিম্বার্কমতে এই জগৎ সত্য—৪০৬, উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টির প্রক্রিয়া—৪০৭, ত্রিবৃৎকরণ—৪০৭, জগতের সত্যতা বিষয়ে বিচার—৪০৮, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে দ্বৈতবোধের নাশ হয়—অদ্বৈতবাদীর এই মত খণ্ডন—৪০৯, মোক্ষাবস্থায়ও দ্বৈতবোধের বা ভেদানুভবের সমর্থন—৪১০, জগতের সত্যত্ববিষয়ে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্য প্রদর্শন—৪১২, জগতের ত্রৈকালিক সত্যত্ব বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও সুস্পষ্ট সমর্থন—৪১৩, জগতের সত্যত্ব বিষয়ে যুক্তির উপন্যাস—৪১৩, অদ্বৈতবাদিসম্মত জগতের অনির্বচনীয়ত্ব ও তাহার খণ্ডন—৪১৫, জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত "বাচারম্ভণ" শ্রুতিবাক্য বিচার, ও তাহার অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্যাখ্যা খণ্ডন—৪১৬, "বাচারম্ভণ" শ্রুতির শঙ্করোক্ত ব্যাখ্যার খণ্ডন—৪১৭, বিবর্তবাদ খণ্ডন—৪২০, নিম্বার্কমতে জগৎ ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম—৪২২, পরিণামবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির নিরসন—৪২৪, শ্রীশঙ্কর কর্তৃক ব্রহ্মের পরিণামত্ব সমর্থন—৪২৫, অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত মিথ্যাত্বের লক্ষণ, ও তাহার খণ্ডন—৪২৫, মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ খণ্ডন—৪২৬, মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ খণ্ডন—৪২৭, মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণ খণ্ডন—৪২৯, মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ লণ্ডন—৪৩০, মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ খণ্ডন—৪৩২, মিথ্যাত্বের প্রমাণ খণ্ডন—৪৩৪, অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত মিথ্যাত্বানুমান খণ্ডন—৪৩৪, 'সাধ্য' খণ্ডন—৪৩৫, পক্ষ খণ্ডন—৪৩৫, 'দৃশ্যত্ব' হেতু খণ্ডন—৪৩৬, 'জড়ত্ব' হেতু খণ্ডন—৪৩৮, 'পরিচ্ছিন্নত্ব' হেতু খণ্ডন—৪৪০, 'দৃষ্টান্ত' খণ্ডন—৪৪০, নিম্বার্ক মতে জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ও একপাদমাত্র—৪৪১, জগতের সঙ্গেও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ—৪৪১, জগদ্বিষয়ে রামানুজাদি অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের মতবাদ—৪৪২।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ—নিম্বার্কদর্শনে মোক্ষ ঃ— **পৃঃ—৪৪৩-৪৭২**

নিম্বার্ক সম্মত মোক্ষাবস্থার ও মোক্ষস্বরূপের বর্ণনা—৪৪৩, মোক্ষাবস্থায়ও জীবব্রহ্মে ভেদ থাকে—ইহা প্রতিপাদন—৪৪৫, মোক্ষাবস্থায়ও

জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে—৪৪৭, মুক্ত জীবের ভোগানুভবের কথা—৪৪৭, মুক্ত জীবের আনন্দরূপতা প্রাপ্তি—৪৪৮, অদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি ও তাহার পরিহার—৪৪৮, মুক্ত জীবের অপহতপাপ্মত্বাদিগুণপ্রাপ্তি বিষয়ে শঙ্করমতের খণ্ডন—৪৫১, মুক্তজীবের জগৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তিপ্রাপ্তি বিষয়ে ও হিরণ্যগর্ভলোকাদির ভোগপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে শঙ্করমত খণ্ডন—৪৫২, শঙ্করমতে মুক্তি উপপন্ন হয় না—৪৫৩, শঙ্করমতে জীবন্মুক্তিও উপপন্ন হয় না—৪৫৪, জীবন্মুক্তি খণ্ডন—৪৫৫, শ্রীনিম্বার্কও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই—৪৫৮, এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজেরও সমর্থন—৪৬১, এই বিষয়ে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ—৪৬১, "জীবন্মুক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্মজ্ঞ উপদেষ্টার অভাবে ব্রহ্মবিদ্যার বা বেদান্তসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইবে"—এই আপত্তির নিরসন—৪৬২, নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের মতে অবিদ্যানিবৃত্তির অর্থ—৪৬৩, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উৎক্রান্তিবর্ণনা—৪৬৪, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অর্চিরাদি মার্গে গমন ও গতি বর্ণনা—৪৬৫, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর হইতে উৎক্রান্তি ও গতি হয় না—এই শাঙ্করিকমতের খণ্ডন—৪৬৭, মোক্ষবিষয়ে নিম্বার্কমতের সহিত রামানুজ, বলদেব ও ভাস্করাচার্যের মতের তুলনা—৪৭০-৪৭২ ॥

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায় :—নিম্বার্কদর্শনে সাধন ও উপাসনা প্রণালী :— পৃঃ—৪৭৫-৫৩১

শ্রীভগবৎকৃপাশক্তি ও মোক্ষপথের সাধন ক্রম—৪৭৫, মোক্ষপথের সাধনসমূহ—৪৭৮, কর্মযোগ—৪৭৮, গুরূপসত্তিযোগ—৪৮৩, সৎসংগ, শ্রদ্ধা ও দীনতা—৪৮৩, গুরূপসত্তি গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ ৪৮৪, গুরুলক্ষণ ৪৮৭, শিষ্যলক্ষণ ৪৮৮, বিদ্যা বা জ্ঞানযোগ ৪৮৯, শমদমাদিগুণের বর্ণনা ৪৯১, ভক্তিযোগ—৪৯৩, ত্রিবিধ উপাসনা—৪৯৪, মন্ত্রজপ ও ঈশ্বর প্রণিধান—৪৯৪, সাধন ভক্তি ও পরাভক্তি—৪৯৫, বিগ্রহপূজা—৪৯৮,

শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাবের সাধনা—৫০১, দাস্যভাব—৫০১, শান্তরস—৫০১, শ্রুতিতে এবং নিম্বার্কীয় আচার্যগণের গ্রন্থে শান্তরসের কথা—৫০৩; সখ্য ও বাৎসল্যভাবের উপাসক—৫০৪, নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে 'মধুর'ভাবে বা 'কান্ত' ভাবেও উপাসনা—৫০৫, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ও রাধাবল্লভ সম্প্রদায়েও মধুরভাবে উপাসনার কথা—৫০৮, দ্বৈতবুদ্ধিতে উপাসনার সার্থকতা বা মূল্য—৫০৯,—শ্রীভগবানে শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ যোগ—৫১০, শরণাগতির মোক্ষপ্রাপকত্বে প্রমাণ—৫১১, শরণাগতির স্বরূপ—৫১৪, শরণাগতির সহায়ক শ্রীভগবানের গুণের স্মরণ-মনন—৫১৫, ষড়্‌বিধা শরণাগতি—৫১৫, আত্মসমর্পণ—৫১৯, শরণাগতির অধিকারি লক্ষণ—৫২০, নিম্বার্কোক্ত সাধনপথের সারমর্ম—৫২১, বিভিন্নসাধনপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ—৫২১, সাধনার সকল স্তরেই ভক্তির প্রাধান্য—৫২২, পূর্বোক্ত সাধনসমূহের সহকারী গুণসমূহ—৫২৩, পূর্বোক্ত সাধনাদির ও মোক্ষের প্রতিবন্ধকসমূহ—৫২৫, বিশেষ প্রতিবন্ধক—৫২৫, সামান্য প্রতিবন্ধক—৫২৭, সাধন বিষয়ে নিম্বার্ক ও রামানুজ—৫২৮, নিম্বার্ক ও বলদেব—৫২৯, নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য—৫২৯—৫৩১।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—উপসংহার—শ্রীনিম্বার্ক দর্শনের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, উপাসনা ও দার্শনিকতার সমন্বয়,—দর্শনজগতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্থান ঃ— পৃঃ—৫৩২-৫৩৮

নিম্বার্ক দর্শনে ধর্ম, উপাসনা ও দার্শনিকতার সমন্বয়—৫৩২, দর্শনজগতে নিম্বার্ক-বেদান্তের স্থান—৫৩৩, নিম্বার্ক সম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদেই সর্বমতের সমন্বয় হয়—৫৩৪, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীই প্রকৃত "অদ্বৈতবাদী"—৫৩৫, নিম্বার্ক-বেদান্তই জীবকে আশার ও আনন্দের বাণী শুনাইয়াছে—৫৩৬, নিম্বার্কমতে জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের সম্বন্ধ—৫৩৮, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন একটি পরিপূর্ণ দর্শন—৫৩৮।

পরিশিষ্ট—গ্রন্থপঞ্জী ঃ— পৃঃ—৫৪১-৫৫০

সঙ্কেত

বে. পা. সৌ. = বেদান্ত পারিজাত সৌরভ (ব্রহ্মসূত্র-নিম্বার্কভাষ্য)
বে. কৌ. প্র.= বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা (কেশব কাশ্মীরী ভট্টকৃত ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি)
বে. র. ম. = বেদান্ত রত্ন মঞ্জুষা (শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত)
বে. কৌ = বেদান্ত কৌস্তুভ (ব্রহ্মসূত্র-শ্রীনিবাসভাষ্য)
গিরিবজ্র = অধ্যাস (পরপক্ষ) গিরিবজ্রম্ (শ্রীমাধবমুকুন্দ বিরচিত)
ম. র. ষো. = মন্ত্র রহস্য ষোড়শী (শ্রীনিম্বার্ককৃত)
ব্র. সূ. = ব্রহ্মসূত্রম্
সূঃ = সূত্র
বি. পু. = বিষ্ণুপুরাণ
ভাগঃ = শ্রীমদ্ভাগবতম্
বৃহঃ = বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
মহাঃ = মহাভারত
উপঃ = উপনিষৎ
ছাঃ = ছান্দোগ্য উপনিষৎ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সকলের বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের একটি রঙ্গীন চিত্র এই পুস্তকের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইল।]

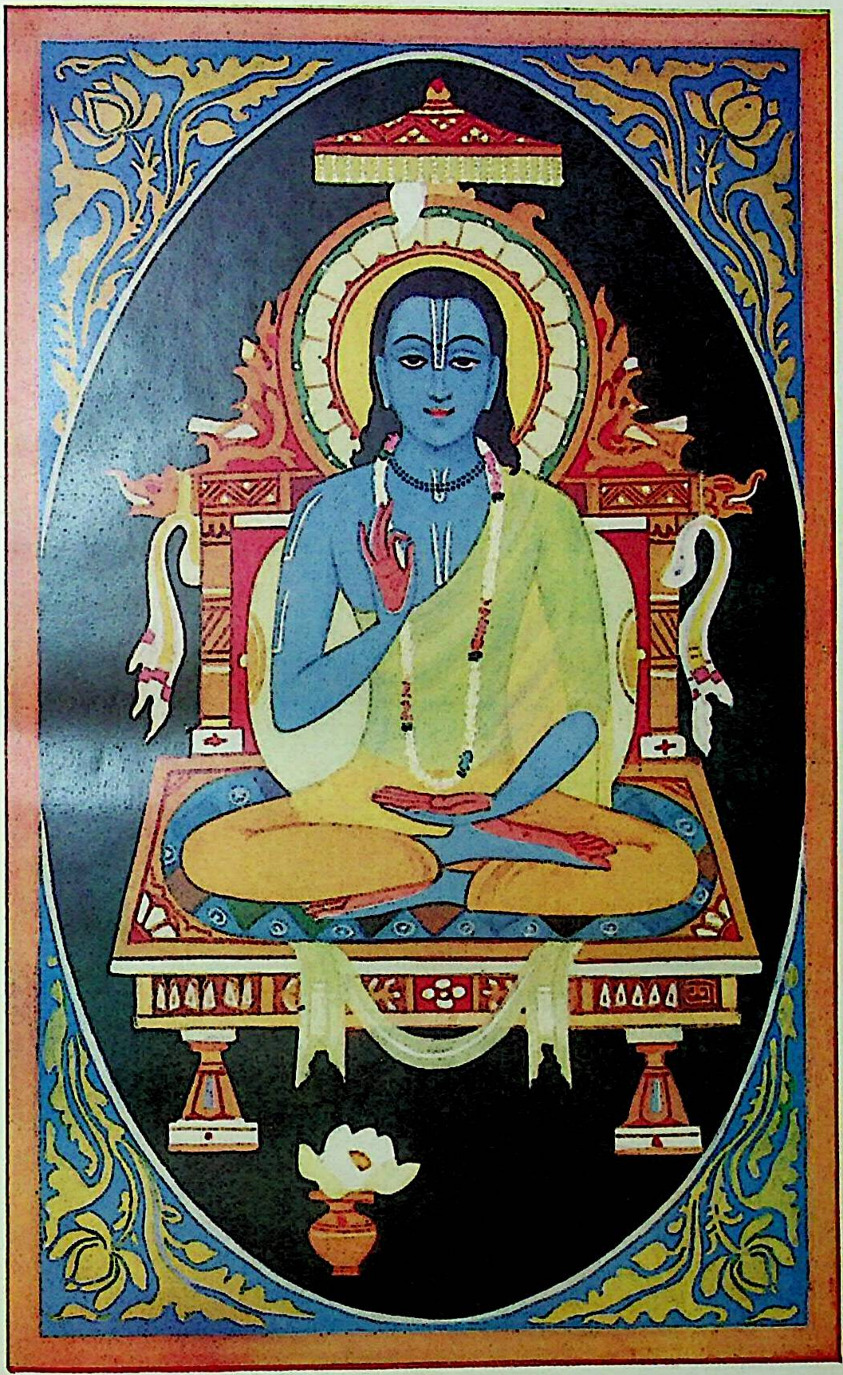

জগদ্গুরু ভগবান শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, ২য় পৃষ্ঠা	১	১৯৫২	১৯৫৮
৫	১৫	পরম্	পরঃ
১২	২৯	অগ্‌বাল্	অগ্রবাল
২২	১৪	স্থতো	স্ততো
২৬	২৮, ৩১	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ২১।১৩	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ২১।১৩
৩৭	১৮	বুধৌ	বিধৌ
৪৪	৮	অনরূপ	অনুরূপ
৪৮	২৬	বিরোচিত	বিরচিত
৬৯	১৭	মন্দিরে	মন্দিরের
৬৯	২৩	শ্রীরসিকবিহারীজার	শ্রীরসিকবিহারীজীর
৮৮	২৩	পরবর্ত্তী	পূর্ব্ববর্ত্তী
১১৩	২৩	তত্ত্বত্রসত্ত	তত্তত্রসত্ত্ব
১২১	১৭	ব্রহ্মমেশ	ব্রহ্মেশ
১২৭	২৪	বৈশেশিক	বৈশেষিক
১২৮	৮	অনত	অনন্ত
১২৮	১২	রূপভেদাস্পদং	রূপভেদাস্পদং
১৩৪	২০, ২৮	বেদান্তবতুমঞ্জুষা	বেদান্তরত্নমঞ্জুষা
১৩৫	১৯	অপাকৃত	অপ্রাকৃত
১৩৫	২৭	শ্রীমদ্ভাগবৎ	শ্রীমদ্ভাগবত
১৩৮	১৫	ধর্ম্মজ্ঞানের	ধর্মভূত জ্ঞানের
১৩৯	১৯	বিজানভিক্ষু	বিজ্ঞানভিক্ষু
১৩৯	২১	রজতমোরহিত	রজস্তমোরহিত
১৫১	৪	প্রতগ্‌ধর্ম	প্রত্যগ্‌ধর্ম
১৫১	১০	'জ্ঞান' ও	'জ্ঞান'ও
১৫১	২০	সাকার	স্বাকার
১৫৮	২৬	বিবক্ষিতত্বাত	বিবক্ষিতত্বাৎ

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬০	২১	উৎপন্ন	উৎপন্ন
১৬৮	১	বিদ্যামান	বিদ্যমান
১৬৮	১৩	জমাকুসুমের	জবাকুসুমের
১৬৮	২৬	আলাতের	অলাতের
১৭৮	৩	দোযরূপ	দোষরূপ
১৭৮	১৯	স্বরূপেনাসতঃ	স্বরূপেণাসতঃ
২৬৫	১৮	ব্রহ্ম প্রমাণেরও	ব্রহ্ম শব্দ প্রমাণেরও
২৮১	শেষ পঙ্‌ক্তি	সাশ্যদ্	সাদৃশ্য
৩২৩	শেষ পঙ্‌ক্তি	সন্দদাসজী	সন্তদাসজী
৩২৪	১৮—২৩	"আনন্দময়"কেই বুঝাইতেছে— অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না	এই অংশটি বাদ হইবে
৩৩০	২০	করে করে	করে
৩৪১	৩	স্বর্ণ রূপে	স্বর্ণরূপে
৩৪১	৮	অদ্বিতীর	অদ্বিতীয়
৩৫৩	শেষ পঙ্‌ক্তি, ফুট নোট,	কৌস্তরপ্রভা	কৌস্তভপ্রভা
৩৬৭	২৫	শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য	শ্রীনিবাসাচার্য্য
৩৬৯	২	ভেদাভেদব্যপদেশঃ	ভেদব্যপদেশঃ
৪১৫	৪, পার্শ্ব টীকা	অনির্ব্বচনীয়ত্ত	অনির্ব্বচনীয়ত্ব
৪২৭	১৪	রজৎ	রজত
৪৭২	ফুট নোট	৯৩৪	৩৯৪
৫১৪	৫	গোপ্তা বোঢা	গোপ্ত্রা বোঢ্রা
৫১৬	২	অন্তঃ প্রবিষ্টঃ	অন্তঃপ্রবিষ্টঃ
৫২৪	১, ২	মুমুক্ষা	মুমুক্ষা
৫২৮	৭	বিধায়তে	বিধীয়তে

শ্রীনিম্বার্ক
ও
দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন

প্রথম খণ্ড

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা—বিষ্ণুর উপাসনা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব ও শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় পরিচিতি

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মভূমি। যুগে যুগে অধ্যাত্ম-সাধনার চরমোৎকর্ষ ভগবৎ-কৃপাসিক্ত এই ভূমিতেই হইয়াছে। অতি সুপ্রাচীনকাল হইতে এই ভূমিতেই অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্নধারা গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায় পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

"সৃষ্টির দুই ধারা—এক অন্তর্মুখীন, অন্য বহির্মুখীন। অন্তর্মুখীন অর্থ সৃষ্টির যে মূল কারণ পরমাত্মা পরমেশ্বর তদভিমুখী গতি। আর বহির্মুখীন অর্থ তদ্বিপরীত গতি। বহির্মুখীন গতিতে জীব জাগতিক ভোগসুখে আবদ্ধ। অন্তর্মুখীন গতিতে জীব জাগতিক ভোগসুখের মধ্যে থাকিয়াও তাহাতে আবদ্ধ না হইয়া তদতীতরূপে যে ভগবান বিরাজমান, তাঁহার সহিত নিত্যযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীভগবানের সহিত এই নিত্যযোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মুক্তি।

সকল কার্য্যের জন্যই প্রয়োজন শক্তির। যে শক্তি ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ সাধন করে তাহারই নাম গুরুশক্তি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বহির্মুখী জীবকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহার সহিত যুক্ত করিবার জন্যই গুরুশক্তি আবির্ভূত। এই গুরু-শক্তি আর ভগবৎ-শক্তি একই বস্তু। গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে জীবের মধ্য দিয়াই এই গুরুশক্তি প্রবাহিত হয়। পিতা হইতে পুত্র,—আবার পুত্র যেমন পিতা হইয়া সন্তান উৎপাদন করে,—অর্থাৎ একে অন্যের নিকট হইতে সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া বংশ বিস্তার করে, গুরুশক্তিও তেমনি পরম্পরাক্রমে শিষ্য-প্রশিষ্য-অবলম্বনে অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত হইয়াছে জীবের পরমপুরুষার্থ মুক্তি বা মোক্ষ সাধনের জন্য।

সম্প্রদায় কথার তাৎপর্য্য

এই যে পরম্পরাক্রম, ইহাকেই বলা হয় সম্প্রদায় বা ধারা। এইরূপ বহু পরম্পরা বা ধারা অর্থাৎ সম্প্রদায় জগতে বর্ত্তমান আছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায় বিভিন্ন, কিন্তু মূলে এক। এক গুরুশক্তিই অর্থাৎ ভগবৎ-শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত, যেমন একই নদী বহু শাখা বিস্তার করিয়া বহু ধারায় প্রবাহিত হয়। অতএব সম্প্রদায় অর্থ সাধারণ অর্থে পৃথক দল মনে করিয়া দলাদলির সহায়ক যাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নহে।

এই রূপেই সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতি উপদিষ্ট পথানুবর্ত্তী সম্প্রদায় সকলের আচার্য্যগণ ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ব্রহ্মবিদ্যা তথা আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য। এই রূপই একটি ধারা বা সম্প্রদায়ের নাম—"শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়"।[১]

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজনীয়তা

শ্রুতিপ্রতিপাদিত শ্রীভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এই বিভিন্ন ধারার কোন একটিকে অবলম্বন করিতেই হইবে। ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব-লাভের সনাতন পন্থা। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—(ছান্দোগ্য উপঃ ৬।১৪।২) "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—(মুণ্ডক উপঃ ১।২।১২) "অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি"—(কঠ উপঃ ১।২।৮)…ইত্যাদি। শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণ সকলেই কোন না কোন ধারা বা সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।[২] শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার ৪।১—২ শ্লোকেও শ্রীভগবান্ "এবং

---

[১] ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্ত্তৃক রচিত 'বিশ্ব সমস্যা ও নিম্বার্ক বেদান্ত' নামক পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত।

[২] দ্রষ্টব্য :—উপনিষদে বংশ-বর্ণনা-বৃহদারণ্যক উপঃ—২।৬ ; ৪।৬ ; ৬।৫ ইত্যাদি।

পরম্পরাপ্রাপ্তম্”…ইত্যাদি উক্তির দ্বারা সম্প্রদায়-পরম্পরার কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সাধু সমাজ

মোক্ষমার্গাবলম্বী ভারতবর্ষীয় সংসার-বিরক্ত সাধক-সম্প্রদায় সকল বর্তমানে সাধারণতঃ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—এক শ্রেণীর নাম সন্ন্যাসী, অপর শ্রেণীর নাম বৈষ্ণব সাধু। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। সন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। মহর্ষি কপিল, দত্তাত্রেয়, প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রাচীন আচার্য্য। পরবর্ত্তিকালে শ্রীশঙ্করাচার্য্য হইতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষ রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়স্থ সাধকগণ শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুবর্ত্তী।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে জগৎ ভ্রমমাত্র, সত্য নহে। “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরম্”—সংক্ষেপে ইহাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মত। শঙ্করাচার্য্যের মত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও বিষ্ণু-উপাসনার প্রাচীনত্ব

শৈব সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও অতি প্রাচীন-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত আছে। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণুর মহিমা-সূচক এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা-সূচক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—“মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে” (ঋগ্‌বেদ ১।১৫৬।৩, এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৯) “পরো মাত্র্যা তন্বা বৃধান, ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি। উভেতে বিদ্মরজনী পৃথিব্যা, বিষ্ণো দৈবতং পরমস্য বিৎসে”—(ঋক্ ৭।৯৯।১), ‘ন তে বিষ্ণো জায়মানো, ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ” (ঋক্ ৩।৯৯।২।৪), “অগ্নি র্বৈ দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ, তদন্তরেণ অন্যাঃ সর্বা দেবতাঃ” (ঐতরেয় ব্রাঃ ১।১।১।২),

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্" (ঋক্ ১।২২।২০), "বিষ্ণুরিদং বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" (ঋক্ ১।২২।১৭)। ইহা ভিন্ন ঋগ্‌বেদের ১।২২।১৮ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণু এই জগতের রক্ষাকর্তা ('গোপাঃ') এবং তিনি ধর্মকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ('ধর্মাণি ধারয়ন্')। ১।১৫৫।৬ ঋকে উক্ত হইয়াছে যে, বিষ্ণু বৃহৎ শরীর-বিশিষ্ট ('বৃহচ্ছরীরঃ') এবং "যুবা আকুমারঃ"। বিষ্ণু যদিও বিভু, তথাপি ভক্তদের উচ্চারিত স্তুতি দ্বারা পরিমেয় ('বিমিমানঃ ঋগ্‌ভিঃ') কারণ তিনি ভক্তির অধীন। "যদ্যপি বিভুস্তথাপি ভক্তাধীনত্বাৎ স্তুত্যা মীয়তে" (সায়ণভাষ্যম্)—। ভক্ত যখনই তাঁহাকে আহ্বান করেন, তখনই তিনি উপস্থিত হইয়া থাকেন। ("প্রত্যেতি আহবম্")। ১।১৫৪৫ ঋক্ মন্ত্রে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, 'আমি যেন বিষ্ণুর সেই প্রিয়তম ধাম প্রাপ্ত হই, যেখানে ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ পরম আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন' —"তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং, নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি" (১।১৫৪।৫)। বিষ্ণুর সেই পরম পদে মধুর উৎস বিদ্যমান— "বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ" (১।১৫৪।৫)। আচার্য্য সায়ণ বলেন, সেই মধুপান করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা চিরতরে দুরীভূত হইয়া যায়, জরা, মরণ ও পুনর্জ্জন্মজনিত ভয় আর থাকে না। একমাত্র সেই বিষ্ণুই আমাদের প্রকৃত বন্ধু—"সহি বন্ধু রিত্থা" (১।১৫৪।৫) বিষ্ণুর পরম পদ সম্বন্ধে ঋক্‌বেদের ১।২২।২০ মন্ত্রের অনুরূপ বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ দৃষ্ট হয়ঃ—

> "দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
> বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"
>
> —বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৯৮

—যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বাবভাসক, তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেক-জ্ঞানবলে যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।'

এতদ্ব্যতীত, গোপালতাপনী উপনিষৎ, কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় নারায়ণাথর্বশিরঃ উপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, সামবেদীয় বাসুদেবোপনিষৎ, শুক্লযজুর্বেদীয় সুবালোপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতি সমূহে এবং বিষ্ণু-পুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত-মহাপুরাণ, প্রভৃতি সমুদয় বৈষ্ণবপুরাণ সমূহে ভগবান্ বিষ্ণু ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও উপাসনাতত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[৩] এই সমস্ত পুরাণে বিষ্ণুই পরতত্ত্বরূপে গৃহীত, এবং রামকৃষ্ণাদি অবতাররূপে পুজিত। মহাভারতের শান্তিপর্বেও ৩৩৪-৩৫১ অধ্যায়ে নারায়ণীয় উপাখ্যানে নরনারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদজীকে ভাগবত-ধর্ম উপদেশ করিতেছেন, দেখা যায়। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৭।৬ মন্ত্রেও দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়—"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বা উবাচাপিপাস এব স বভূব"...ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপঃ ৩।১৭।৬)। উক্ত দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীরঙ্গকৃত "প্রকাশিকা" টীকায়, (ছাঃ ৩।১৭।৬), শ্রীমাধবাচার্য্যকৃত গীতা-ভাষ্যে (১৫।১৫), ও শ্রীজীবগোস্বামীপাদকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৫৭ অনু) প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষিগণও ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত মন্ত্রে উল্লিখিত দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে যদুবংশে অবতীর্ণ

---

[৩] *Vide* :—"দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়েৎ" (বাসুদেবোপনিষৎ)। "ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ" (নারায়ণাথর্বশিরঃ উপনিষৎ)। "কৃষ্ণমেবাপ্‌সেতি যঃ কৃষ্ণমেবাস্তমেতি" (সুবালোপনিষৎ—৯।১১), ওঁ কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে"। (গোপালপূর্বতাপনী উপঃ ১।১)।, "একোবশী সর্বগঃ কৃষ্ণঈড্যঃ"। (গোঃ তাঃ উপঃ ১।২১); "কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্' (কৃষ্ণোপনিষৎ ১।১২); "বাসুদেবপরা বেদাঃ" (ভাগ : ১।২।২৮) · ইত্যাদি।

ভগবান্ শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপেই বিচার করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"We meet the name Krishna first in the Chhandogya Upanishat. …So well-known, indeed, is His Personality and the circumstances of His life, that it was sufficient to refer to Him by the name of His mother as Krishna, son of Debaki, for all to understand who was meant."—(*Essays on the Gita*, 1st Series, Cal. 1944, p, 20).

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম.এ, পি-এইচ. ডি. মহাশয়ও এই ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, এবং ঘোর আঙ্গিরস যে তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং সুনিপুণ গবেষণা ও বিচার দ্বারা প্রতিপন্নও করিয়াছেন।[৪] ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও বলিয়াছেন—"The Chhandogya Upanishad refers to Krishna, Debakiputra, the son of Debaki"—(*Introductory Essay on the Bhagabadgita*. p. 28. London, 1948).[৫]

---

[৪] *Vide*: Political History of Ancient India—Dr. H. C. Roy Choudhury, p. 141.

[৫] এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন যুগে তিনজন কৃষ্ণ ছিলেন। যথা:—(১) ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি কৃষ্ণ, (২) বৃন্দাবনের গোপকৃষ্ণ, (৩) মহাভারতের নৃপতি কৃষ্ণ। পরবর্ত্তিকালে এই তিনজন কৃষ্ণকে অভিন্নভাবে সমন্বিত করিয়া এক লোকোত্তর মহান্ কৃষ্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং তাহাকেই "ভগবান-কৃষ্ণ" বলা হইয়াছে।—('*Srikrishna*'—Dr. S. K. Chatterjee). কিন্তু সুনীতিবাবুর এই কৃষ্ণত্রয়-মতবাদ মনীষী পণ্ডিতগণ সকলে স্বীকার করেন নাই, কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লিখিত ঋষিকৃষ্ণ ও দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে এক ও অভিন্ন, তাহা সেই উপনিষদেই "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়" বলিয়া স্পষ্ট ভাবেই উক্ত হইয়াছে। আর ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ও তাঁহার "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে (৬১৫ পৃষ্ঠায়) এই ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যে যদুবংশে অবতীর্ণ বাসুদেব যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। (অবশ্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি আচার্য্য শঙ্কর হইতে পৃথকরূপে করিয়াছেন)। আর পূর্ব্বে উল্লিখিত ঋগ্‌বেদের ১।২২।১৮ মন্ত্রের "গোপাঃ" এবং ঋক্ ১।১৫৫।৬ এর "যুবা আকুমারঃ" পদদ্বয়ের সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Macdonell, Keith এবং Hopkinsএর মত উল্লেখ করিয়া Dr. H. C. Roy Choudhury বলিতেছেন—"Vishnu, the Vedic deity, with whom Krishna is identified in the Pre-Christian Taittiriya Āranyaka, is called in the Rigveda 'Gopā' which means "Protector of cows", according to Macdonell and Keith ('The Vedic Index'—vol. I, p. 238), and 'herdsman' according to Hopkins ('The Religions of India', p. 57). In the Rigveda 1/155/6, Vishnu is called 'ever-young' ("যুবা আকুমারঃ"). The epithets 'গোপা' and 'যুবা আকুমারঃ' of the Vedic Vishnu might have been suggestive of the Puranic legend of the youthful herdsman of Vrindaban, just as the three strides of the same God (ত্রিবিক্রম) suggested the legend of the "Dwarf-Avatara."—(*The Early History of the Vaishnaba Sect*—H. C. Roy Choudhury, p.89)

সুতরাং বিষ্ণু-উপাসনার ধারা যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই

Political History of Ancient India নামক পুস্তকে এই ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত কৃষ্ণ ও দেবকীনন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে একই ব্যক্তি, ইহা সুনিপুণ বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।—*Vide* :—Political History of Ancient India, p. 141.

চলিয়া আসিতেছে তাহা উল্লিখিত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির বর্ণনা হইতেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝা যায়। এই ভক্তি-সাধনার ধারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ঐ সাধনার ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও মথুরায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এই মথুরা ছিল প্রাচীন শূরসেন রাজ্যের রাজধানী। এই শূরসেন রাজ্য "অঙ্গুত্তর নিকায়" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এই ষোড়শ মহাজনপদের যুগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী।[৬] সুতরাং এই শূরসেন রাজ্যের অভ্যুদয় হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই শূরসেন রাজ্য যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এবং ইহার রাজধানী ছিল মথুরা। যদু বা যাদববংশ (শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ) এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই ষোড়শ মহাজনপদের যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মথুরার যাদবগণের শাসিত শূরসেন রাজ্যে এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল।[৭] এই মথুরায় শৌরসেনীয় নরপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র যদুবংশীয় বজ্রনাভ বা বজ্র যখন রাজত্ব করেন, তখন বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব

---

[৬] *Vide* :—Political History of Ancient India—Dr. H. C. Roy Choudhury, p. 95.

[৭] *Ibid*, P. 138, 141; Also *vide* :—'ভারতের ইতিহাস কথা—প্রাচীন যুগ',—Dr. K. C. Choudhury, P. 77, 82, 88.

হয়।[৮] পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে "ভক্তিঃ" "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্" (৪।৩।৯৮) প্রভৃতি সূত্রও খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (পাণিনির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দী) ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনার অস্তিত্বের কথা সূচিত করে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মথুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও বাসুদেবোপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল।[৯] ঘসুন্দী ও বেস্‌নগরের শিলালেখ হইতেও জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, এবং তখন হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম মথুরা প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার বাহিরে ভারতের সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বেস্‌নগরের শিলালেখ হইতে ইহাও জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তৎকালে প্রচলিত ছিল।[১০]

---

[৮] "ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠস্য যুধিষ্ঠিরস্য ভূভৃতঃ। রাজ্যাদুত্তর কালেঽভূদ্ বজ্রনাভো নৃপোত্তমঃ॥ স শশাস মহাভাগো মথুরামণ্ডলে মহীম্। তদা শ্রীনিবাসাচার্য্যো গুরূণাং শরণং গতঃ॥"—'আচার্য্যচরিতম্'—শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, পৃঃ ১১৪।

[৯] "In the 4th century B. C., the strongest adherents of Vasudeva were to be found only in the Mathura region."—The Early History of the Vaisnaba Sect,—H. C. Roy Choudhury, P. 55.

[১০] We learn from the inscription at Ghasundi and Besnagar that in the 2nd century B. C., the Bhagavata religion had overstepped the boundaries of the Mathura region and spread to the Indian Borderland, and that its fame had reached the ears of non-Indian people, some of whom became converts to the faith.......The inscriptions of Ghasundi and Besnagar prove that the object of their worship was বাসুদেব, 'the God of gods' ("দেবদেবঃ")। The inscription of Heliodoros furnishes the first clear indication of the apotheosis of Krishna."—(*Epigraphica Indica*, Vol. X, Appendix P. 2 & 63.)- *vide* : —The Early History of the Vaishnaba Sect.—Dr. H. C. Roy Choudhury, P. 57 & 59.

এতদ্ব্যতাত, দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার ভক্ত ও বৈষ্ণবগণের কাহিনী হইতেও জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কালেই বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন আলওয়ারগণের অনেকে চতুঃ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ অপেক্ষাও বহু পূর্ব্বকালীন ছিলেন। প্রাচীন জনশ্রুতি অনুসারে এই আলোয়ারগণ খ্রীষ্টজন্মের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। যদিও ইঁহাদের কাল সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য কিছুই পাওয়া যায় না, তবুও ইহা সুনিশ্চিত যে, ইঁহারা সকলেই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ইহাও নিশ্চিত যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী, বা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।[১১]

সুতরাং এই আলোয়ার বৈষ্ণবগণের অনেকে চতুঃ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ অপেক্ষাও পূর্ব্বকালীন, এবং চতুঃ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের কোন কোন প্রবর্ত্তক এই আলোয়ার বৈষ্ণবগণ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—এইরূপ কোন কোন বিদ্বান বলিয়া থাকেন।[১২]

---

[১১] *Vide*:—"The History and Culture of the Indian People—The Classical Age"—Mazumdar and Pusalker, Pp. 332—333.

Also note:—"Bhagavatism had penetrated into the Deccan, at least as early as the First Century B. C. (Cf. The Nānāghāt Inscription)......We have a more direct evidence of the existence of Krishna worship in the Tamil country in the early centuries of the Christian era.......Since the last Ālwāra lived in the 7th century A. D., it follows that the earliest saints must have lived long before this period, possibly in the opening years of the Christian era."—The Early History of the Vaishnava Sect.—Dr. H. C. Roy Choudhury, P. 108, 111.

[১২] *Vide*:—"ভাগবত সম্প্রদায়"—শ্রীবলদেব উপাধ্যায়, পৃঃ ২, ৩, ১৮৪। "রাধাবল্লভ সম্প্রদায়—সিদ্ধান্ত ঔর সাহিত্য"—ভূমিকা, ডাঃ দীনদয়াল গুপ্ত, পৃঃ—'ঠ'; "নিম্বার্কপ্রভা"—হংসদাস—পৃঃ ৩৬; "হংসবল্লী"—বৈষ্ণবদাস শাস্ত্রী,—পৃঃ ১৬; (অগ্‌বাল্ প্রেস, বৃন্দাবন সং); and also see—'The Early History of the Vaishnaba Sect."—P. 108.

এখন আমরা উপরে আলোচিত প্রমাণ-পঞ্জী ও তথ্যসমূহ হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধান্ত করিতে গারি যে, ভগবান্ বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ধারা এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় অতি সুপ্রাচীনকাল হইতেই, অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী হইতেই প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিচিতি

এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকল শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক—প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,[13] পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হইত।[14] কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা একটি পৃথক সম্প্রদায় রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (পৃঃ-ভূঃ ১৮০—ভূঃ ১৯১) এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও বিচার করিয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে মধ্ব সম্প্রদায় হইতে পৃথক, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একটি পৃথক সম্প্রদায় তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করিয়া "অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ" স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালীন অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিকে শাখা-প্রশাখারূপে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন চার সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সম্প্রদায়গুলির বিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল :—

১। শ্রীসম্প্রদায় :—ইহার প্রধান প্রচারক আচার্য্য শ্রীরামানুজ। ইনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা 'শ্রীভাষ্য' নামে খ্যাত।

---

[13] "শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—পদ্মপুরাণ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্মা টীকায় এবং প্রমেয় রত্নাবলীতে উদ্ধৃত শ্লোক।

[14] *Ibid.* 'সূক্ষ্মা' টীকা। Also *vide* :—কবি কর্ণপুরের "গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা"—২১,—২৮ শ্লোক।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু বা নারায়ণ মূর্ত্তি ও শেষ অনন্তদেব এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। ইহার মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। শ্রীরামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ, জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার, 'শরীর-শরীরী' সম্বন্ধ। জীব ও জগৎ তাঁহার বাহ্যশরীর এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মের অধীন। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু নির্গুণ নহেন। জীবজগৎরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম এক অদ্বৈতরূপে রহিয়াছেন। ইহাই শ্রীরামানুজের মত। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইবে।

শ্রীরামানন্দ এই 'শ্রী' সম্প্রদায় বা 'রামানুজ' সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শ্রীরামানন্দের অনুবর্ত্তিগণ 'রামানন্দী' বা 'রামাৎ' নামে পরিচিত। এই রামানন্দ হইতে প্রবর্ত্তিত এই 'রামানন্দী' বা 'রামাৎ' সম্প্রদায় 'শ্রী' সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব্বে গণ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা একটি পৃথক সম্প্রদায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 'শ্রীসীতারাম' এই সম্প্রদায়ের ('রামানন্দী'-সম্প্রদায়ের) উপাস্য। এই বিষয়ে Hastings সাহেব তাঁহার Encylopaedia of Religions, vol. II, গ্রন্থে লিখিতেছেন—"Fourth or fifth in spiritual descent from Ramanuja, there rose, late in the 14th century, a teacher named Ramananda. He was a disciple of Raghabananda. Ramananda quarrelled with his superior on a question of discipline, and migrating to northern India, there founded a sect of his own, called the 'Ramanandi'—Encyclopaedia of Religions—vol. II., P. 546.

২। 'ব্রহ্ম' সম্প্রদায় বা 'মাধ্ব' সম্প্রদায়ঃ—ইহার প্রধান প্রচারক আচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য। ইহার মতবাদ 'দ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। ইহার মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ, ও ব্রহ্মের অধীন, এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট। সুতরাং জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে 'ভেদই' নিত্য ও সত্য, অভেদ হইতেই পারে না। সুতরাং

নিত্য 'ভগবৎ-সামীপ্য' নামক মুক্তি এই সম্প্রদায়ের অভীষ্ট। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। এই শ্রীমধ্বাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহা 'পূর্ণ-প্রজ্ঞ' দর্শন নামে বিখ্যাত।

৩। 'রুদ্র' সম্প্রদায় বা 'বিষ্ণু-স্বামী' সম্প্রদায়—ইহার প্রধান প্রচারক আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী। ইনি 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী' ছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু 'শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড' নামক গ্রন্থে ইহার মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইঁহার মতে জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ হইলেও ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত 'সাযুজ্য' প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়েরই অনুবর্ত্তী এবং তিনি 'অনুভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতও 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। এই বল্লভাচার্য্যের অনুবর্ত্তিগণকে "বল্লভী" বলা হয়। শ্রীশ্রীবালগোপাল শ্রীকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়—বর্তমানে এই সম্প্রদায় 'চৈতন্য সম্প্রদায়' নামেও পরিচিত। ইহার প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু। পূর্বে এই সম্প্রদায় মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, ভজনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে মধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া নানা যুক্তিবলে ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় ইহাকে একটি পৃথক সম্প্রদায়রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

"অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ" নামক এই সম্প্রদায়ের মতবাদ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ষট্ সন্দর্ভে এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (যাহা 'গোবিন্দভাষ্য' নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অনন্ত

কল্যাণগুণের আধার। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। রাগানুগা প্রেমভক্তিই এই সম্প্রদায়ের সাধন এবং ব্রজগোপীর অনুগত হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাবের আশ্রয় করিয়া ভগবান্ 'কান্ত' শ্রীকৃষ্ণের সেবাই এই সম্প্রদায়ের সাধনার লক্ষ্য। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন, শ্রীভগবল্লীলার স্মরণ-মনন, সেবা ও শরণাগতিই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় পরিচিতি।

(৫) শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ঃ এই সম্প্রদায় 'সনক সম্প্রদায়', 'সন' সম্প্রদায় ও 'হংস' সম্প্রদায় নামেও পরিচিত, কিন্তু 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়' নামেই ইহা সমধিক বিখ্যাত। এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রচারক শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য। এই নিম্বার্কাচার্য্য 'নিম্বাদিত্য' ও 'নিয়মানন্দ' নামেও পরিচিত। শ্রীনিম্বার্কের বিস্তৃত পরিচয় ও জীবনকাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এই সুপ্রাচীনত্ব এবং শ্রীনিম্বার্কের আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব বিষয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বহু যুক্তি ও প্রমাণ সহ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে—বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মানসপুত্র সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যাবিরহিত শ্রীসনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষি এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য। হংসরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের নিকট হইতে উক্ত সনকাদি ঋষি প্রথমতঃ সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বহু স্থানে এই সনকাদি ঋষিগণকে ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের নামানুসারে এই 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়কে' 'সনক-সম্প্রদায়' বা 'চতুঃসন-সম্প্রদায়'

নামেও আখ্যাত করা হয়। স্বয়ং শ্রীহংস-ভগবান্ সনকাদিকে উপদেশ করিয়া ও তাঁহাদের মধ্যে গুরুশক্তির সঞ্চার করিয়া এই নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম 'হংস' সম্প্রদায়ও বলা হয়। দেবর্ষি নারদ সনকাদি ঋষিগণের শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে ঋষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। এই দেবর্ষি নারদ হইতেই শ্রীনিয়মানন্দ ব্রহ্মবিদ্যালাভ করেন, এবং 'নিয়মানন্দই' পরে 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্বাদিত্য'[১৫] নামে প্রসিদ্ধ হন, এবং পরে তাঁহার নামেই এই সম্প্রদায় 'শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়' নামে বিশেষভাবে খ্যাত হয়। শ্রীহংসরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ বা বিষ্ণু হইতে শ্রীনিম্বার্ক পর্য্যন্ত গুরুশিষ্যপরম্পরা নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

> "নারায়ণমুখাম্ভোজান্মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ।
> আবির্ভূতঃ কুমারৈস্তু গৃহীত্বা নারদায় বৈ॥
> উপদিষ্টঃ স্বশিষ্যায় নিম্বার্কায় চ তেন তু।
> এবং পরম্পরাপ্রাপ্তো মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ॥"—

—বিষ্ণুযামলতন্ত্র এবং ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র,

(শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যরচিত—'আচার্য্যচরিতম্' গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোক)

আর, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ংও তাঁহার "বেদান্তপারিজাত সৌরভ" নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে তাঁহার শ্রীগুরু ও পরমগুরুরূপে যথাক্রমে শ্রীনারদকে এবং শ্রীসনকাদি কুমার চতুষ্টয়কে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা "পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি"—(বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, ১।৩।৮)। এতদ্ব্যতীত, শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার রচিত 'বেদান্তকামধেনু'

---

[১৫] স্বীয় যোগশক্তি বলে নিম্ববৃক্ষের উপর আকাশে সূর্যকে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রসিদ্ধি (পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বা দশশ্লোকীতে সনন্দনাদি ঋষিগণের নিকট হইতে দেবর্ষি নারদ যে অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশলাভ করিয়াছিলেন, ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিস্তথোক্তং শ্রীনারদায়াখিল-তত্ত্বসাক্ষিণে"। (শ্লোক ৬)

শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার রচিত 'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী'র প্রারম্ভে শ্রীহংস-ভগবান্, শ্রীসনকাদিকুমারগণ ও দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—"শ্রীমদ্ধংসং প্রণম্যাথ কুমারান্নারদং মুনিম্। ব্রহ্মবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যাং সনাতনীম্॥" (ম. র. ষো. ১) শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার তালিকাতেও শ্রীহংস-ভগবান্ হইতে শ্রীনিম্বার্ক পর্য্যন্ত (১) শ্রীহংস ভগবান্→(২) শ্রীসনকাদি চতুঃসন→(শ্রীসনকাদি ভগবান্)→(৩) দেবর্ষি নারদ (শ্রীনারদ ভগবান্) → (৪) শ্রীনিম্বার্ক (শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ —এইরূপে পূর্ব্বোত্তরক্রমে গুরুশিষ্যভাব স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত গুরু-পরম্পরার তালিকা দ্রষ্টব্য।)

এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাস্য, 'শ্রীশ্রীগোপাল' বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। ব্রজধাম এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সাধুদিগের কেন্দ্রস্থান। শ্রীনিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের "বেদান্ত পারিজাত সৌরভ" নামে এক ব্যাখ্যা (যাহাকে "শারীরকমীমাংসাবাক্যার্থ" বলা হইয়া থাকে) রচনা করেন। ইহা অতিসংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ। ইহাকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া নিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য "বেদান্ত কৌস্তুভ" নামে অপর এক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় "স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের "ভেদাভেদ" বা "দ্বৈতাদ্বৈত" সম্বন্ধ এবং এই "ভেদাভেদ" বা "দ্বৈতাদ্বৈত"তত্ত্ব স্বাভাবিক, ইহা কোনরূপ উপাধিকৃত নহে। ব্রহ্মের ন্যায়ই জীব ও জগৎ সমান সত্য। জীবজগৎ ব্রহ্মেরই অংশ, ও ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপরূপ পরিণাম, সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই ব্রহ্মেরই অধীন। মোক্ষাবস্থায়ও জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হয় না, জীব

তখন তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এবং সর্ব্বপ্রকার কল্যাণগুণের আকর, এবং প্রাকৃতিক দোষগুণবর্জ্জিত। ইহা ছাড়া, ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্বিশেষভাবও আছে, কিন্তু তাহা উপাসনার বিষয় হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাক্য ও মনের অগোচর। অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের অনেকেই নির্গুণ শব্দের ব্যাখ্যা "প্রাকৃতিক হেয়গুণরহিত" (কিন্তু ব্রহ্ম অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আকর) এবং 'নির্বিশেষ' শব্দের অর্থ "প্রাকৃতিক বিশেষ ধর্ম্মরহিত" এবং 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' শব্দের অর্থ বাক্য ও মনের সম্পূর্ণরূপে গোচরীভূত নহে (এখানে এই পদটি ব্রহ্মের ইয়ত্তা নিষেধপর)—এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্কসম্প্রদায়ানুবর্ত্তী শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ (শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী) ব্রহ্মের নির্গুণ-নির্বিশেষভাবও স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে বিচার করা হইবে।

শ্রীনিম্বার্ক মতে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ—উভয়ই আছে, এবং উভয়ই সমান সত্য। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও প্রেমলক্ষণা ভক্তি, গুরুশরণাগতি ও আত্মসমর্পণই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। শ্রীনিম্বার্ক-মতবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইবে।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতবাদ এইরূপ—

শ্রীসনকাদি "চতুঃসন"

এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদ্যাচার্য শ্রীসনকাদি 'চতুঃসন' (শ্রীসনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্র এই ঋষিচতুষ্টয়) "হংস"রূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের নিকট হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন—ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মানসপুত্র আজন্মব্রহ্মচারী এই সনকাদি ঋষিচতুষ্টয় পরমর্ষি কমলাসন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া

মৃত্যুগ্রস্ত, দুঃখময় এই সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোঽন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ" ॥
—ভাগঃ ১১।১৩।১৭

অর্থাৎ, হে প্রভো! মানবগণের চিত্ত স্বভাবতঃই বিষয়সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই বিষয়সমূহও বাসনারূপে চিত্তে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং বিষয়াতিক্রমাভিলাষী মুমুক্ষু পুরুষের কিরূপে বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ বিনষ্ট হইতে পারে?

আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্মুখী, বাহিরের শব্দস্পর্শাদি বিষয়ই তাহারা গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ের ও মনের সহিত বাহ্যবিষয়ের সংযোগ হইলেই সুখদুঃখাদি অনুভূতি জন্মাইয়া থাকে। বাসনাও চিত্তেরই সংস্কার বিশেষ। সুতরাং কোন উপায়ে যদি বাহ্য বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সংযোগ বা সম্বন্ধটি নষ্ট করা যায় বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যায়, তবে বাসনাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং সাধক তখন পরম প্রশান্তি ও আনন্দলাভ করিতে পারেন। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও এই ভাবের কথা বলা হইয়াছে—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (সূঃ—১।২), "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (সূঃ—১।৩) অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই "যোগ" বলে, এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই দ্রষ্টার স্বরূপের বা আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ হইয়া আত্মস্বরূপেই স্থিত হওয়া যায়, এবং সেই অবস্থাতেই সমস্ত বাসনার নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পরমা প্রশান্তি লাভ হইতে পারে। তাই শ্রীসনকাদি ঋষিগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে :—

এই শ্রীসনকাদি ঋষিগণ আজন্মব্রহ্মচারী, জন্ম হইতেই স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী, এবং নিবৃত্তি-পথ-প্রদর্শক লোকাচার্য্য। ছান্দোগ্য

উপনিষদে, মহাভারতে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণ, নারদপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমুহে ইহাদের মহিমার কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।[১৬] মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে শ্রীসনকাদি ঋষিগণের মহিমার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

“সনন্দাদয়ো যে চ পূর্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা।
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে॥
সর্বে তে চাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ।
স্বয়মাগতবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং ধর্মমাশ্রিতাঃ॥
এতে যোগবিদো মুখ্যা লোকাচার্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
আচার্যা মোক্ষশাস্ত্রেষু মোক্ষশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ[১৭]॥

অর্থাৎ, পূর্বে বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ লৌকিক ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না, তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যথার্থ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং এই জ্ঞান তাঁহাদের জন্ম হইতেই স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য ও অসূয়াবিহীন হইয়া নিবৃত্তিধর্ম্ম বা ত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা যোগবিৎ ছিলেন, এবং মোক্ষশাস্ত্রের আচার্য্য ও মোক্ষপথের প্রবর্ত্তক, এবং মুখ্য লোকাচার্য্যরূপে

---

[১৬] *Vide* :—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ম অধ্যায়, ভাগবত—১০।৮৭।১২, ১৩, ৪২ ; ৩।১৫।১২—১৩ ; ৪।২০ ; ৪।২২ ; ৭।১ ; ১১।১৩ ; মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব, সনৎ-সুজাত প্রকরণ ; ঐ, বনপর্ব্ব, ১৮৪ অঃ ; ঐ শান্তিপর্ব্ব, ২৮০ অঃ ; শিবপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩০ অঃ ; বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, নারদপুরাণ—(‘কল্যাণ’ পত্রিকার নারদ—বিষ্ণুপুরাণাঙ্ক)।

[১৭] এই শ্লোকগুলি বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায়েও দেখা যায়,—ঐ, ৬, ৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণেও দেখা যায় শ্রীসনকাদিকে লক্ষ্য করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—

> “ভবন্তো যোগিনাং শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিমন্তো বহুশ্রুতাঃ।
> কুমারা এব পঞ্চাব্দাঃ পূর্বেষামপি পূর্বজাঃ ॥
> সদা বৈকুণ্ঠনিলয়া হরিকীর্তনতৎপরাঃ।
> লীলামৃতকথোন্মত্তা হরিস্মরণতৎপরাঃ” ॥
> —পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ১৯৪।৪৪-৪৫

অর্থাৎ, আপনারা যোগিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান, সর্ব্বদা পঞ্চবর্ষবয়স্ক কুমার, অথচ প্রাচীন পুরাতন জনগণেরও অগ্রজ। আপনারা বৈকুণ্ঠবাসী ও সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনপরায়ণ। শ্রীহরির লীলাকথার অমৃতরসে আপনারা সর্ব্বদাই উন্মত্ত, ও নিয়তই শ্রীহরির স্মরণে তৎপর।[১৮]

---

[১৮] শ্রীসনকাদিকুমার চতুষ্টয়ের (যাঁহারা ‘চতুঃসন’ নামে প্রসিদ্ধ) উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

> “ভগবদ্ধ্যানপুতেন মনসাঽন্যাংস্ততোঽসৃজৎ।
> সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
> সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ ॥”
> —ভাগঃ ৩।১২।৩-৪

> “তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
> আদৌ সনাৎস্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
> প্রাক্‌কল্প-সংপ্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং
> সম্যগ্‌ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্ ॥”
> —ভাগঃ ২।৭।৫

অর্থাৎ, অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া পবিত্রমনে সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার নামক মুনিগণকে সৃষ্ট করিলেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় ও উর্দ্ধরেতা পুরুষ ছিলেন।

(ব্রহ্মা বলিতেছেন)—আমি বিবিধ প্রকার লোকসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম। তখন সেই তপস্যা হইতে প্রথমে চতুঃসন্ (সনকাদি কুমারচতুষ্টয়) সৃষ্ট হইলেন। সেই সনকাদি মুনিগণ পূর্ব্ব কল্পের মহাপ্রলয়ের সময় বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে পুনরায় এই লোকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

ঐ শ্রীসনকাদি ঋষিগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উক্ত প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ব্রহ্মা তাহার উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন, কারণ তখন তিনি সৃষ্টি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার চিত্ত রজোগুণপ্রাধান্য-হেতু চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ছিল। তজ্জন্য ব্রহ্মা সেই প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া এই প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং তখন শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকট 'হংস'রূপে আবির্ভূত হইলেন। ইহাই ভাগবতকার বলিতেছেন, যথা :—

স মামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥[১৯]

—ভাগ : ১১।১৩।১৯

'হংস' শব্দের অর্থ

[১৯] এখানে 'হংস' শব্দের অর্থ 'হাঁস' নহে। 'হংস' শব্দের অর্থ সাধন-জগতে অতি উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর যতি বা সন্ন্যাসী। শ্রীভগবান্ এইরূপ হংসাবস্থাপ্রাপ্ত যতি বা মুনিরূপেই শ্রীসনকাদি ঋষিগণের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর শ্রীভগবানের এক নাম যে 'হংস' তাহা ভাগবতের ১১।৫।২৩ শ্লোকে "হংসঃ সুপর্ণো…পরমাত্মেতি গীয়তে"—শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 'হংস' ভগবানের যে একটি নাম, ইহা বিষ্ণুর নামাষ্টক স্তোত্রেও পাওয়া যায়, যথা—"অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্। হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্।" —ইত্যাদি। মহাভারতোক্ত বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রেও বিষ্ণুর এক নাম যে 'হংস' ইহা বলা হইয়াছে, যথা,—"মরীচির্দমনো হংসঃ সুপর্ণো ভুজগোত্তমঃ"…ইত্যাদি। (৩৪ শ্লোক) মেদিনীকোষেও 'হংস' শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' এবং 'পরমাত্মা' বলিয়া লিখিত আছে। এতদ্‌ভিন্ন মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাত প্রকরণে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎসুজাতের উপদেশেও তিনি পরমাত্মাকে 'হংস' বলিয়াছেন, যথা—"একংপাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।"…ইত্যাদি (১৬ অ। ১৪ শ্লোক)। জ্ঞানী পরমহংস অর্থেও 'হংস' শব্দের প্রয়োগ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৭।৯।১৮ শ্লোকে দেখা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের

শ্রীশ্রীহংস ভগবান্

তখন সেই হংসরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীসনকাদি ঋষিগণ সেই হংসরূপী শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করিলেন—“আপনি কে ?” তখন তাঁহাদের সেই “আপনি কে” প্রশ্নের উত্তরে সেই হংসরূপী শ্রীভগবান্ সনকাদি ঋষিগণকে পরমগুহ্য আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসিত তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছিলেন।[২৩]

শ্রীসনকাদি চতুঃসন যে শ্রীহংসভগবানের (হংসরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের) শিষ্য, ইহা ভগবান্ নিজ মুখেই সেখানে উদ্ধবকে বলিয়াছে—

> “এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
> সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥
>
> —ভাগঃ ১১।১৩।১৪

অর্থাৎ, সমস্ত বিষয় হইতে মন আকর্ষণপুর্ব্বক যথাযথ ভাবে সাক্ষাৎ আমার প্রতি (অর্থাৎ সগুণ সবিশেষ ব্রহ্ম শ্রীভগবানের প্রতি) ধারণ করাই সনকাদি আমার শিষ্যগণ যোগরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

এই শ্রীসনকাদি ঋষিগণেরই শিষ্য ছিলেন দেবর্ষি নারদ।[২১] এই দেবর্ষি নারদ যে শ্রীসনকাদি ঋষিগণের নিকট হইতে শিষ্যভাবে ভূমা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের

১১।৪।১৭ শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মযোগ উপদেশ করিয়াছেন, যথাঃ—“হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং” ইত্যাদি।—এই সমস্ত উক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণিত ও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ‘হংস’-রূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীভগবান্, তিনিই জ্ঞানী পরমহংসরূপে ব্রহ্মা ও সনকাদি ঋষিগণের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

[২০] *Vide* :—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩ অধ্যায়।

[২১] *Vide* :—আচার্য্যচরিতম্—শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য—পৃঃ ৭—২১।

সপ্তমাধ্যায়ে ভূমাপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সনকাদি ঋষিগণ গোপালতাপনী শ্রুতিও দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—তাহা ঐ শ্রুতিরই উত্তরভাগে স্পষ্ট উক্ত আছে, যথা—

দেবর্ষি নারদ

> “দত্ত্বাস্তুতিং পুণ্যতমাং ব্রহ্মণে স্বস্বরূপিণে।
> কর্তৃত্বং সর্বভূতানামন্তর্ধানে বভূব সঃ ॥
> ব্রহ্মণা ব্রহ্মপুত্রেভ্যো নারদায় তথা শ্রুতম্।
> তথা প্রোক্তস্তু গান্ধর্বি গচ্ছধ্বং স্বালয়ান্তিকম্ ॥”
> —গোপালতাপনী, উত্তরভাগ,—৯৯-১০০ শ্লোক।

আর, দেবর্ষি নারদ যে শ্রীসনকাদির নিকট হইতে অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্র এবং ‘কৃষ্ণ’মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ২১শ অধ্যায়ে, এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের ১৩০শ অধ্যায়ে, এবং পূর্ব্বে উদ্ধৃত বিষ্ণুযামল তন্ত্রের ও উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রের বচনে,—নারায়ণ-মুখাম্ভোজান্মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ……ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। নারদ-পুরাণেও[২২] দেখা যায় যে, শ্রীসনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চতুঃসনই দেবর্ষি নারদকে তত্ত্বজ্ঞান ও বিবিধ বিদ্যা উপদেশ করিতেছেন। আর শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বয়ংই তাঁহার ‘বেদান্তপারিজাতসৌরভ’ নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “পরমাচার্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি—(১।৩।৮ সূত্র)। এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে, শ্রীসনকাদি কুমারগণের শিষ্য নারদ, এবং নারদের শিষ্য নিম্বার্ক, ইত্যাদি। তাঁহার রচিত ‘বেদান্তকামধেনু’ বা ‘দশশ্লোকী’তেও শ্রীনিম্বার্ক এই কথা বলিয়াছেন—“সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিস্তথোক্তং শ্রীনারদায়াখিলতত্ত্বসাক্ষিণে”—(শ্লোক ৬)। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রথমাধ্যায়েও দেখা যায় যে, শ্রীসনকাদি ঋষিগণ নারদকে বিবিধতত্ত্ব-

---

[২২] *Vide* :—গোরখপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত ‘কল্যাণ’ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ‘নারদ-বিষ্ণু পুরাণাঙ্ক’।

জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন।[২৩] আর শ্রীসনকাদি-ঋষিগণের নিকট হইতে দেবর্ষি নারদ যে অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা 'সনৎকুমার-সংহিতা'য়ও বর্ণিত আছে।[২৪] উপরে আলোচিত ঐ সমস্ত বর্ণনা ও উক্তি হইতে দেবর্ষি নারদের শ্রীসনকাদিশিষ্যত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।[২৫]

---

[২৩] *Vide* :—সনকাদ্যৈঃ পুরা প্রোক্তং নারদায় দয়াপরৈঃ। …ইত্যাদি —শ্লোক ২১—২৫।

[২৪] "শ্রীসনৎকুমারং যোগীন্দ্রং সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনং। নিয়মেন উপসঙ্গম্য শিরসা প্রণিপত্য চ। নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ ব্রহ্মর্ষিঃ সর্বকালবিৎ॥"…ইত্যাদি।

[২৫] দেবর্ষি নারদ সম্বন্ধে বহু কাহিনী ও উপাখ্যান পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবর্ষি নারদ লোকপিতামহ ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শ্রীভাগবতাদি পুরাণে উক্ত হইয়াছে।[২৬] সমস্ত শাস্ত্রে ও পুরাণাদিতে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ। অতি সুপ্রাচীন কালে ভারতের বিভিন্ন নরপতি, ভক্ত আর্ত ও মুমুক্ষুর নিকট আবির্ভূত হইয়া ইনি অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন—এইরূপ বিভিন্ন পুরাণে বহুস্থানেই বর্ণিত আছে।[২৭] দেবর্ষি নারদের পূর্ব জন্মের ইতিহাস, কিরূপে তিনি ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেন, কিরূপেই বা শ্রীভগবৎপার্ষদ্‌পদে উন্নীত হইলেন—ইত্যাদি বিষয় শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১।৫—৬ অধ্যায়ে, এবং ৭।১৫ অধ্যায়ে, এবং বরাহপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সেই সকল স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, এই নারদ প্রথমতঃ ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হন, পরে ব্রহ্মার অভিশাপে তিনি উপবর্হন গন্ধর্ব্বরূপে, এবং তাহার পর দাসীপুত্ররূপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সেই জন্মে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের সেবা করায় তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন এবং তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার ভগবদ্দর্শনও লাভ হয়। পরে শাপমুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন। নারদের এই তিন জন্মেই শ্রীসনকাদি কুমারগণ তাঁহাকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। অবশেষে তীব্র তপস্যার দ্বারা তিনি ভগবৎপার্ষদ্‌পদ লাভ করেন। ‥ইত্যাদি।[২৮]

---

[২৬] *Vide* :—শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩।১২।২১—২২ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২১।১৩।

[২৭] *Vide* :—শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪ ৮, ২৫, ২৯ অঃ, ৬।৫, ১৫, ১৬ অঃ, ৭।১৫ অঃ, ১১।২ অঃ, মহাভারত—সভাপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব, ইত্যাদি।

[২৮] *Vide* :—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১।৫—৬ অঃ, ৭।১৫ অঃ, ৩।১২ অঃ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২১।১৩, বরাহপুরাণ, মহাভারত, ইত্যাদি।

দেবর্ষিনারদ জগতের কল্যাণের জন্য ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা দিবার মানসে নারদপঞ্চরাত্রম্, নারদীয় ভক্তিসূত্রম্ প্রভৃতি বৈষ্ণব তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ভাগবতেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যথা—

"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ॥"

—ভাগ ঃ ১।৩।৮

দেবর্ষি নারদকে পুরাণকারের কল্পিত বলা অযৌক্তিক

শ্রীমন্নারদের বিবরণ কেবলমাত্র ভাগবতেই নহে, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শিবপুরাণ, বরাহপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড, মহাভারত ও হরিবংশেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পুরাণে, বিভিন্ন ঘটনাবলম্বনে যখন শ্রীনারদের প্রভাব ও মহিমার বর্ণনা পাওয়া যায়, তখন ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রবলতর প্রমাণ না পাইলে শ্রীনারদকে পুরাণকারের কল্পনা-প্রসূত, ও সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। ঐতিহাসিক যুগের ব্যক্তি না হইলেও তিনি যে একেবারেই কাল্পনিক তাহা বলা অযৌক্তিক। আর শ্রীনিম্বার্ককে আধুনিক পণ্ডিতেরা কেহই কাল্পনিক বলেন না, অথচ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত তাঁহার কোন জীবনেতিহাস নাই। সেই নিম্বার্ক স্বয়ং (যিনি কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন) যখন নারদকে ও সনকাদি ঋষিগণকে তাঁহার নিজের গুরু ও পরমগুরু (গুরুর গুরু) বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া প্রণাম ও বন্দনা করিয়াছেন (এই সমস্ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে), তখন নারদকে কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মূলে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতবর্ষে

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণেতর সমাজেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার বেশ ব্যাপকভাবেই ছিল। অব্রাহ্মণ গুরুও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ এইরূপ গুরুর দ্বারা রচিত হইত। ব্রাহ্মণ-সমাজও এই সমস্ত গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিতেন। পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব যখন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইল, তখন অব্রাহ্মণ গুরুদের জন্ম-বৃত্তান্তের নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া অব্রাহ্মণগণকে সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত করা হইল। দেবর্ষি নারদের বৃত্তান্ত ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এইরূপ মতবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সব ক্ষেত্রেই যে এই মতবাদ প্রযোজ্য হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই। বিশেষতঃ, দেবর্ষি নারদজীর কথা ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়েও বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রাচীন বৈদিক যুগের গ্রন্থ, পৌরাণিক যুগের নহে। সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদের কাহিনীসমন্বিত সমগ্র সপ্তম অধ্যায়টি যে প্রক্ষিপ্ত হইবে, সেইরূপ কোন সম্ভাবনা হইতেই পারে না। কোন যুগে কোন পণ্ডিত বা ভাষ্যকারও ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদের কাহিনীযুক্ত সপ্তম অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই। সুতরাং প্রাচীন বৈদিক যুগেও যে নারদের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদে করা হইয়াছে, তিনি যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের পৌরাণিক যুগে পুরাণকারের কল্পিত ব্যক্তি হইবেন, ইহা হইতেই পারে না। অবশ্য নারদের কাহিনীর বর্ণনার মধ্যে অতিরঞ্জন হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে একেবারেই কাল্পনিক ব্যক্তি এইরূপ মতবাদের মূলে কোন দৃঢ় যুক্তি নাই।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত দেবর্ষি নারদ কিরূপে অনেক পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত শ্রীনিম্বার্কের গুরু হইতে পারেন? ইহা তো অলৌকিক কল্পনা। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দেবর্ষি

CC0. In Public Domajn. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

নারদ শ্রীভগবদনুগ্রহে তাঁহার পার্ষদ্‌পদ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি জরা-মৃত্যুর অতীত। শ্রীভগবান্ এবং দেবদেবীগণ যেরূপ সর্ব্বকালের সর্ব্বযুগের যে কোন মানুষকে কৃপা করিয়া দর্শন দিতে পারেন, দেবর্ষি নারদও সেইরূপ সর্ব্বকালে সর্ব্বযুগে যে কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়া মানুষকে দর্শনাদি দিতে পারেন। আর ইহা যে একেবারেই অযৌক্তিক ও অসম্ভব তাহাও নহে। কারণ যোগশাস্ত্রে তো ইহা বর্ণিতই আছে যে, সাধক যোগশক্তিবলে ভূত জয় করিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে পারেন এবং অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধি, “কায়সম্পৎ” ও কায়িক ধর্মের “অনভিঘাত” বা অবিনাশরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শরীরের অক্ষয় বা চিরস্থায়ী রূপ, লাবণ্য, বল, বজ্রতুল্য দৃঢ়তা বা বেগশালিতা প্রভৃতি গুণবিশেষকে বলা হয় ‘কায়সম্পৎ’। আর শরীরের রূপ, মুর্তি, আকৃতি প্রভৃতি ধর্ম সকলের কোন-কিছুর দ্বারা নাশ না হওয়াকে বলা হয় ‘অনভিঘাত’ বা কায়িক-ধর্মের ‘অব্যাঘাত’। শরীর তখন অবিনশ্বর তুল্য হয়, এবং সাধক ইচ্ছামৃত্যু হন। তখন অগ্নি তাহার রূপকে বা মুর্ত্তিকে নষ্ট করিতে (দগ্ধ করিতে) পারে না, জল তাহার শরীরকে ক্লিন্ন করিতে, অর্থাৎ পচাইতে পারে না, ইত্যাদি। এই সমস্ত কথা পাতঞ্জল-যোগদর্শনে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে।[২৯] সুতরাং এই মর্ত্ত্য মানবই যখন যোগশক্তিবলে এইরূপ “কায়সম্পৎ” ও অনভিঘাতরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন যিনি মর্ত্ত্যদেহধারী নহেন, সেই দিব্য দেহধারী পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী দেবর্ষি নারদ যে ভগবৎকৃপায় নিত্যকাল স্থায়ী হইবেন, তাহাতে অসম্ভাবনার কি আছে? আর শাস্ত্রে তো উক্তই আছে যে, বিদেহমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের অন্য সকল প্রকার

দেবর্ষি নারদ সম্পর্কে অন্য আপত্তি ও তাহার পরিহার

---

[২৯] *Vide* :—পাতঞ্জল যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, সূত্র ৪৫-৪৭

ঐশ্বর্য্য ও শক্তি অংশতঃ লাভ করেন, এবং ইচ্ছামত শরীর ধারণ করিয়া তাঁহারা বিভিন্ন লোকে বিহার করিতেও পারেন।[৩০] অতএব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ নারদ যে ঐরূপ দিব্য শক্তি লাভ করিয়া অনন্তকাল স্থায়ী হইবেন, এবং ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া মানুষকে দর্শনাদি দিয়া অনুগ্রহ করিবেন, ইহাতে কোনরূপ অসম্ভাবনার সংশয় আসিতে পারে না। উপরে যাহা বলা হইল সনকাদি চতুঃসন সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদেরও নিত্যকালস্থায়িত্ব প্রভৃতি অলৌকিক গুণ ও শক্তি বিষয়ে সন্দেহের এইরূপ যুক্তির দ্বারাই নিরসন হইতে পারে।

এই দেবর্ষি নারদেরই শিষ্য ছিলেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, আর এই নিম্বার্কের নামেই তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় 'শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়' নামে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

---

[৩০] "স স্বরাড্‌ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"।——ছান্দোগ্য উপঃ ৭।২৫।২। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোতদুঃখতাং, সর্বং হি পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ।" "স একধা ভবতি, ত্রিধাভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধাচৈব"......ইত্যাদি।—ছান্দোগ্য ৭।২৬।২ ; ৮।২।১-১০ ; "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—মুণ্ডক উপঃ—৩।২।৯ ; ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।৮—২১ সূত্র ও তাহার ভাষ্য।—দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবন ও তাঁহার রচিত গ্রন্থের বিবরণ

শ্রীনিম্বার্কের রচিত কোন গ্রন্থ হইতে—তাঁহার জীবনবিষয়ক কোন কথাই পাওয়া যায় না। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, ঔতুম্বর-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে, এবং পরবর্ত্তিকালে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবনকথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক স্বয়ং তাঁহার রচিত "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" নামক ব্রহ্মসূত্র-বাক্যার্থে ১।৩।৮-সূত্রে কেবলমাত্র এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি দেবর্ষি নারদের শিষ্য ছিলেন, এবং দেবর্ষি নারদও শ্রীসনকাদিঋষিগণের (কুমার চতুষ্টয়ের) শিষ্য ছিলেন, যথাঃ—"পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি—বে· পা· সৌ· ১।৩।৮।॥ এখানে শ্রীনিম্বার্ক শ্রীসনৎকুমারকে 'কুমার' শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরমাচার্য্য বা পরমগুরু (অর্থাৎ গুরুর গুরু) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীনারদকে তাঁহার নিজের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন নিম্বার্ক তাঁহার রচিত দশশ্লোকীতেও নারদের সনকাদি ঋষিগণের শিষ্যত্বের কথা বর্ণনা করিয়াছেন[৩১], এবং তাঁহার রচিত অপর গ্রন্থ 'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী'তে শ্রীসনকাদিঋষিগণের এবং শ্রীনারদের বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।[৩২] এতদ্ব্যতীত, তাঁহার জীবনের অন্য কোন বিবরণ

শ্রীনিম্বার্ক নারদের শিষ্য

---

[৩১] "সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিস্তথোক্তং শ্রীনারদায়াখিলতত্ত্বসাক্ষিণে।" দশশ্লোকী—৬ শ্লোক।

[৩২] "শ্রীমদ্ধংসং প্রণম্যাথ কুমারান্নারদং মুনিং। ব্রহ্মবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যাং সনাতনীম্ ॥" ম, র, ষো, ১ শ্লোক।

তাঁহার নিজের রচিত কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। বিষ্ণুযামলতন্ত্রে ও উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে শ্রীনিম্বার্কের উল্লেখ, এবং শ্রীহংসরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ বা বিষ্ণু হইতে শ্রীনিম্বার্ক পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। (১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পদ্মপুরাণেও নিম্বার্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থের ৮ম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসন (সনৎকুমারাদি ঋষিচতুষ্টয়) যথাক্রমে রামানুজ, মাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ককে তাঁহাদের মতপ্রবর্ত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[৩৩]

নিম্বার্ক সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ছিলেন

স্কন্দপুরাণের নৈমিষখণ্ডে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবন-কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই নৈমিষখণ্ডে শ্রীনিম্বার্ক 'হবির্ধান' নামে আখ্যাত হইয়াছেন।[৩৪] কিন্তু এই স্কন্দপুরাণের নৈমিষখণ্ডের রচনাকাল এখনও পর্য্যন্ত সুনিশ্চিত হয় নাই। তথাপি পুরাণসমূহে শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত শ্রীনিম্বার্ক যে আধুনিক যুগের নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। (নিম্বার্কের আরির্ভাবকাল-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্বার্কের উল্লেখ

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের প্রকৃত নাম শ্রীনিয়মানন্দ।[৩৫] নারদপরিব্রাজকোপনিষদে নৈমিষারণ্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে এই নিয়মানন্দের বা নিম্বার্কের নাম পাওয়া যায়।[৩৬]

---

[৩৩] "শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ-ভাব্যা হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥" —পদ্মপুরাণ।

[৩৪] *Vide* :—'শ্রীআচার্য্যচরিতম্'—পুরুষোত্তমাচার্য্য, পৃঃ ৩৪-৩৫।

[৩৫] ঐ, পৃঃ ৫৬।

[৩৬] "নিয়মানন্দবিশেষগণ্যং মুনিজনৈরুপসঙ্কীর্ণং নৈমিষারণ্যম্॥" —নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ—১।১

নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য দেবাচার্য্যও তাঁহার রচিত সিদ্ধান্তজাহ্নবী নামক ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিতে নিয়মানন্দকে (নিম্বার্ককে) প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ-সমাপ্তিতে "শ্রীমৎ-সনৎকুমারসন্ততিপদাশ্রিতশ্রীভগবন্নিয়মানন্দাদ্যাচার্য্যপদপঙ্কজমকরন্দভৃঙ্গ শ্রীদেবাচার্য্য-বিরচিতম্" বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। সুতরাং "নিয়মানন্দ" যে নিম্বার্কাচার্য্যেরই নাম তাহা ইহা হইতেও জানা যায়। শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যও তাঁহার লঘুস্তবরাজস্তোত্রের প্রথম শ্লোকেও নিম্বার্ককে নিয়মানন্দ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন।[৩৭] এই নিয়মানন্দের নিম্বার্কনামে প্রসিদ্ধ হওয়ার মূলে 'আচার্য্য-চরিতম্' গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা ব্রহ্মা অতিথিরূপে তপস্বীর ছদ্মবেশে শ্রীনিম্বার্কের পিতা অরুণঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। শ্রীনিয়মানন্দের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। তাঁহার পিতা তখন আশ্রমে ছিলেন না। তাঁহার মাতা জয়ন্তী দেবী অতিথিরূপী ছদ্মবেশী ব্রহ্মাকে ফলমূল আহার করিতে দিলেন। কিন্তু তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হওয়ায় সেই তপস্বীরূপী ব্রহ্মা আহার করিতে অস্বীকার করিলে বালক নিয়মানন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনি আহার্য্য গ্রহণ করুন, কারণ, ঐ দেখুন, সূর্য্যদেব এখনও অস্ত যান নাই।" এই বলিয়া স্বীয় যোগশক্তির দ্বারা সেই আশ্রমস্থ এক বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপর আকাশে সূর্য্যকে উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতে দেখাইলেন। কিন্তু যখন অতিথির খাওয়া শেষ হইল, তখন দেখা গেল যে, চারিদণ্ড রাত্রি অতীত হইয়াছে। তখন তপস্বিবেশী ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বালক নিয়মানন্দকে 'নিম্বার্ক' নাম প্রদান করিলেন,

নিম্বার্কের নাম নিয়মানন্দ

নিম্বার্ক নামের কাহিনী

---

[৩৭] "জয়জয়েঙ্গিতজ্ঞাতা নিয়মানন্দ আত্মবান্।
নিয়মেন বশে কুর্বন্ ভগবন্মার্গদর্শকঃ ॥"—লঘুস্তবরাজস্তোত্রম্-১।১

যেহেতু তিনি নিম্ববৃক্ষের উপর অর্ক বা সূর্য্য দেখাইয়াছিলেন। তখন হইতে বালক নিয়মানন্দ 'নিম্বার্ক' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।[৩৮]

এই বিষয়ে ঔডুম্বরাচার্য্য-রচিত 'নিম্বার্কবিক্রান্তি'র বর্ণনা লক্ষণীয়। 'নিম্বার্কবিক্রান্তি' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা এক দণ্ডী সন্ন্যাসী (ব্রহ্মা নহেন) নিয়মানন্দের নিম্বগ্রামের আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত হইয়া সূর্য্যাস্তের সময় পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। তখন শ্রীনিয়মানন্দ ঐ সন্ন্যাসীকে কিছু ফলমূল আহার করিতে দেন। কিন্তু সূর্য্য অস্তগামী দেখিয়া তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলে নিয়মানন্দ স্বীয় যোগশক্তিবলে সূর্য্যের গতি রোধ করেন, ও সূর্য্যদেবকে অস্ত যাইতে নিষেধ করেন। তখন সূর্য্য তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষের উপর আকাশে অবস্থান করিয়া কিরণ দিতে থাকেন। অতঃপর সন্ন্যাসীর ভোজন শেষ হইলে দেখা গেল যে, তখন রাত্রি চারিদণ্ড অতীত হইয়াছে। তখন হইতে নিয়মানন্দ 'নিম্বার্ক' নামে প্রসিদ্ধ হন এবং তদবধি তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ও 'নিম্বাদিত্য' বা 'নিম্বার্ক' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।[৩৯]

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মত এইরূপ যে, তিনি ভগবান বিষ্ণুর আয়ুধ সুদর্শনচক্রের অবতার।[৪০]

---

[৩৮] 'শ্রীআচার্য্য-চরিতম্'—পুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত পৃঃ—৫২-৫৬।

[৩৯] *Vide* :—'নিম্বার্ক-বিক্রান্তি'—ঔডুম্বরাচার্য্যকৃত, শ্লোক ১৩৪-১৩৮, ৫৯-৬২ ; 'ভক্তমাল'—নাভাজীকৃত, ছপ্পয়—২৮।

নিম্বার্কের অবতারত্বের আলোচনা

[৪০] শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব বিষয়ে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসমূহে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে অধর্মের দ্বারা জগৎ উৎপীড়িত হইলে ধর্মস্থাপন করিয়া জগতের কল্যাণ করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু স্বহস্তস্থিত সুদর্শনচক্রকে আদেশ করেন। তদনুসারে চিন্ময় সুদর্শনচক্রই শ্রীনিয়মানন্দ বা শ্রীনিম্বার্করূপে আবির্ভূত হন।—(*Vide* :—'বেদান্ত পরিজাতসৌরভ', ভূমিকা, পৃঃ ৩, চৌখাম্বা সং ; বেদান্ত-

শ্রীনিম্বার্কের মাতার নাম জয়ন্তী, এবং পিতার নাম অরুণ ঋষি। এই বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণেও বর্ণনা দেখা যায়, যথা – জয়ন্ত্যামরুণস্যর্ষেঃ

কৌস্তুভ, পৃঃ ১, কাশী সং ; বেদান্তরত্নমঞ্জুষা পৃঃ ১ ; সিদ্ধান্তজাহ্নবী পৃঃ ১ ; শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম পৃঃ ১ ; ঔতুম্বরসংহিতা—(আচার্যরচিতম্ গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।) এই বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণেও একই প্রকার উক্তি দেখা যায়, যথা—"সুদর্শনো দ্বাপরান্তে বিষ্ণ্বাজ্ঞপ্তো জনিষ্যতি। নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্মগ্লানিং হরিষ্যতি।"—অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীসুদর্শন চক্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং 'নিম্বাদিত্য' বা 'নিম্বার্ক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ধর্মগ্লানিহরণ করিবেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, বৈষ্ণবদর্শন ও ভক্তিশাস্ত্র মতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের ধাম, বা তাঁহার হস্তস্থিত আয়ুধাদি সমস্তই চিন্ময় ও অপ্রাকৃত, প্রাকৃত জড় বস্তু নহে। সুতরাং সেই চিন্ময় আয়ুধাদির পক্ষে শ্রীভগবদিচ্ছায় চেতন জীবের ন্যায় কার্য্য করা, বা অবতার গ্রহণ করা তাঁহাদের মতে অসম্ভব ব্যাপার নহে। আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি হইলে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, ইহা তো গীতার "যদাযদা হি ধর্মস্য……" ইত্যাদি শ্লোকে (গীতা ৪।৭) স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। আর শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যধামে এই অবতারগ্রহণ বহুপ্রকারের হইতে পারে, যথা— আবেশাবতার ও স্বরূপাবতার। আবেশাবতার (১) স্বাংশাবতার ও (২) শক্ত্যংশাবতার— এই দ্বিবিধ, এবং স্বরূপাবতারও (১) পূর্ণ ও (২) অংশ—এই দ্বিবিধ হইতে পারে।—('বেদান্তরত্নমঞ্জুষা'-পুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত দ্রষ্টব্য।) অতএব সাম্প্রদায়িক মতানুসারে সুদর্শনচক্রের অবতাররূপে শ্রীনিম্বার্ককে শক্ত্যংশাবতার বলা যাইতে পারে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বামন পুরাণে শ্রীনিম্বার্ককে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশাবতার বলা হইয়াছে, যথা—

"নারায়ণাশ্রমে জাতঃ শ্রীনিম্বার্কস্বরূপতঃ।
অবতীর্য্য কালৌ সদ্যো লোকত্রাণবিধৌ হরিঃ॥
আবিরাসীদ্ধরিঃ প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।
শ্রীনিম্বার্ক আচার্যো হরেরংশঃ সনাতনঃ॥"
বামনপুরাণ ৩২।১২, ১৬,…

পত্ন্যামূর্জ্জেসিতে দলে   তনয়ঃ পরমানন্দ আবিরাসীন্মহাবুধঃ ॥[৪১]

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র বা তৈলঙ্গদেশে দেবনদী গোদাবরী-তীরে বৈতূর্য্যপত্তনে সুদর্শনাশ্রমে বা অরুণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন।[৪২]

[মুদ্রিত বামনপুরাণে এই অধ্যায় পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীজীমহারাজের "বড়ী নিকুঞ্জের" প্রাচীন পুস্তকালয়ে অত্যন্ত জীর্ণ ও খোলা পাতায় ৩১ শ্লোকের এই অধ্যায়টি পাওয়া গিয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে "ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিবামনসংবাদে শ্রীমন্নিম্বার্কপ্রাতুর্ভাবো নাম দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ, ওঁতৎসদিতি"—এইরূপ লিখিত আছে।]—

(*Vide* :—শ্রীনিম্বার্কবিক্রান্তি পৃঃ ৮৯-৯০, বৃন্দাবন সংস্করণ।) এতদ্ব্যতীত, 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'ও শ্রীনিম্বার্কের ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, এবং সেখানেও নিম্বার্ককে "ভগবান্ হরিঃ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যথা—

"নিম্বার্কাখ্যং সম্প্রদায়ং শৃণু যত্নেন সাম্প্রতং।
নিত্যার্চ্চনক্রমাসক্তঃ স্বতন্ত্রৈকপরায়ণঃ ॥
বাহ্যপূজাদিনিরতো নান্যভক্তঃ প্রসন্নধীঃ।
আর্য্যপক্ষান্বিতঃ স্বচ্ছঃ স্বচ্ছন্দাচারতৎপরঃ।
স্বতন্ত্রঃ স্মার্ত্তবিদ্বেষী নিম্বার্কো ভগবান্ হরিঃ ॥"

—"শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ১ম খণ্ড, ৮ম পটল।—শব্দকল্পদ্রুমে "সম্প্রদায়" শব্দ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী।"

[৪১] 'ভবিষ্যপুরাণ' বেদান্তপারিজাতসৌরভ, কাশীসং, ২য় পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত; *Also vide* :—আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৪৮; ঔতুম্বরসংহিতা—(আচার্য্যচরিতম্ গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত); এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ রচিত 'শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী' গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীনিম্বার্কের পিতার নাম জগন্নাথ ও মাতার নাম সরস্বতী।

[৪২] *Vide* :—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা পৃঃ ১, বেদান্তপারিজাতসৌরভ, কাশীসং, পৃঃ ২, (ভূমিকা), "নিম্বার্কপ্রভা"-হংসদাসকৃত পৃঃ ৩৬। মতান্তরে তিনি বৃন্দাবনে যমুনাতীরে জন্মগ্রহণ করেন—*Vide* :—আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৪৮। কিন্তু ঔতুম্বরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীনিম্বার্ক গোবর্দ্ধনের নিকট নিম্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।—*Vide* :—নিম্বার্কবিক্রান্তি পৃঃ ৯৪, আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৩৫।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত

দীক্ষা ও নামকরণ

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীনিম্বার্ক কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪৩] শ্রীনিম্বার্ক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন।[৪৪] অরুণাশ্রমে (নিম্বার্কের পিতা অরুণ ঋষির নামানুসারে তাঁহার আশ্রমের নাম অরুণাশ্রম; আবার শ্রীনিম্বার্ক 'শ্রীসুদর্শন' চক্রের অবতার ছিলেন বলিয়া কথিত হওয়ায় 'শ্রীসুদর্শনের' নামানুসারে তাঁহার আশ্রমের নাম 'সুদর্শনাশ্রম'ও কথিত হইয়া থাকে) বা 'সুদর্শনাশ্রমেই' শ্রীনিম্বার্কের বাল্যজীবন ব্যতীত হইয়াছিল। সেখানে থাকিয়া নিম্বার্ক বেদাদি-শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করেন।[৪৫] শ্রীনিম্বার্কের বাল্যকালেই দেবর্ষি নারদ উক্ত আশ্রমে আগমন করেন, এবং নিম্বার্ককে দীক্ষা দান করিয়া তাঁহার নাম দেন "হরিদাস-হরিপ্রিয়" এবং পরে তাঁহাকে তিনি গায়ত্রীমন্ত্র, বিষ্ণু-ভক্তি-রহস্যমন্ত্র, বেদ, উপনিষৎ, বেদান্ত এবং অষ্টাদশাক্ষরী গোপালমন্ত্র শিক্ষা দেন।[৪৬] শ্রীনিম্বার্কের অন্যতম নাম যে "হরিপ্রিয়" ছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও দেখা যায়, যথা,—"কপালবেধমিত্যাহুরাচার্য্যা যে হরিপ্রিয়াঃ।" [এখানে বলা আবশ্যক

---

[৪৩] *Vide* :—ভবিষ্যপুরাণ,—"কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে পূর্ণিমায়াং বৃষে বুধৌ। কৃত্তিকাভে মহারম্যে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে॥ সূর্য্যাবসানসময়ে মেষলগ্নে নিশামুখে। জয়ন্ত্যাং জয়রূপিণ্যাং জজান জগদীশ্বরঃ॥—"বেদান্তপারিজাত-সৌরভ পৃঃ ২, ভূমিকায় উদ্ধৃত। *Also see*—আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৪৮; বেদান্তরত্নমঞ্জুষা পৃঃ ১। মতান্তরে তিনি বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।—*Vide* :— "ঔদুম্বরসংহিতা—(আচার্য-চরিতম্ গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত); 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি' টীকা, হরিব্যাসদেবকৃত, পৃঃ ৩।

[৪৪] আচার্য-চরিতম্—পৃঃ ৬৪।

[৪৫] *Vide* :—ভক্তমাল, প্রিয়াদাসের টীকা, পদসংখ্যা ১০৬; ভাগবত-সম্প্রদায়'—বলদেব উপাধ্যায় পৃঃ ৩১৫, 'নিম্বার্কপ্রভা',—হংসদাস, পৃঃ—৬৬।

[৪৬] *Vide* :—আচার্য-চরিতম্ পৃঃ ৫৭-৬৪।

যে, একমাত্র নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণই তিথিবেধবিষয়ে "কপালবেধ" স্বীকার করেন। ইহা একমাত্র তাঁহাদেরই বৈশিষ্ট্য।] আবার, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকায় ৩৮০ পৃষ্ঠায় টীকাকার শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টও শ্রীনিম্বার্ককে "হরিপ্রিয়" নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, যথা—

> "ব্যাখ্যাতমাদৌ তদদভ্রবোধাদাচার্য্যবর্য্যেণ হরিপ্রিয়েণ।
> নিম্বার্কনাম্নাঽতিগভীরবোধং শ্রীনারদানুগ্রহভাজনেন॥"
>
> "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকা, পৃঃ ৩৮০

নিম্বার্কের বিভিন্ন নাম

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পুরাণাদিতে শ্রীনিম্বার্কের বিভিন্ন নাম দেখা যায়, যথা—'আরুণি' (অরুণের পুত্র বলিয়া), 'জয়ন্তেয়' (জয়ন্তীর পুত্র বলিয়া), 'হরিদাস-হরিপ্রিয়' (শ্রীহরির প্রিয় বলিয়া), 'সুদর্শন' (শ্রীসুদর্শন চক্রের অবতার বলিয়া), 'হবির্ধান' (যজ্ঞে হবির রক্ষা বা লালনকারী বলিয়া), ও 'নিয়মানন্দ' (ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়মানুষ্ঠানেই তাঁহার নিষ্ঠা ও আনন্দ ছিল বলিয়া)।[৪৭] কিন্তু নিয়মানন্দ বা নিম্বার্ক নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। স্কন্দপুরাণের নৈমিষ খণ্ডে শ্রীনিম্বার্ক 'হবির্ধান' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে দূর করিয়া ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞকে বা যজ্ঞীয় 'হবিঃ'কে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনিম্বার্কের নাম 'হবির্ধান' হইয়াছিল।[৪৮]

---

[৪৭] *Vide* :—আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৩৪-৪০, ৫৬, ৬১, "নিম্বার্ক-বিক্রান্তি"—পৃঃ ৯২-৯৩, "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকা, পৃঃ—৩৮০ লঘুস্তবরাজস্তোত্রম্, শ্লোক—১।

[৪৮] "কল্পত্রয়াদপি প্রাক্ চ বিষ্ণুক্ষেত্রে দ্বিজাহরিম্…তদাবিরাসীৎ স্বাংতস্থং মুনিরূপং দধার সঃ। হবির্ধানাভিধানস্তু চক্রমাসীন্মহামুনিঃ॥"—স্কন্দপুরাণ, নৈমিষখণ্ড,—'নিম্বার্ক-বিক্রান্তি'—পৃঃ ৯২-৯৩, (বৃন্দাবন সংস্করণ) গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী।

দক্ষিণ ভারতের আলওয়ারদের যুগে তাঁহাদের দেশে আবির্ভাব

নিম্বার্কাচার্য্য আলওয়ার ভক্তগণের যুগে দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময় উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রাবল্যের জন্য তখন সেখানে ভক্তিপথের বিশেষ প্রচলন ছিল না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ঐ সময় আলওয়ারগণের প্রভাবে ভক্তিমার্গের বিশেষ প্রচলন ছিল। সেই জন্য নিম্বার্ক দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে আগমন করিয়া বসবাস করিতে থাকেন; এবং তথায় ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করেন।[৪৯]

দক্ষিণ ভারতের আলওয়ার বৈষ্ণবগণ ও নিম্বার্কের উপর তাঁহাদের প্রভাব

দক্ষিণ ভারতের এই আলোয়ার ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, এবং পরম প্রেমের দ্বারা ভালবাসিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও আরাধনা করা এই আলওয়ার ভক্তগণের উপাসনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রেম, শরণাগতি ও আত্মনিবেদন এই আলওয়ার বৈষ্ণবগণের মুখ্য সাধন ছিল। এই আলওয়ার ভক্তগণের রচিত বহুসংখ্যক ভক্তি-সঙ্গীত ইহার সাক্ষ্য বহন করে। এই আলওয়ারদের মধ্যে ‘নাম্মালওয়ার এবং ‘আন্দাল’ নামে একজন স্ত্রীভক্ত তাঁহাদের মধুর বা কান্তভাবে উপাসনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৫০] শ্রীনিম্বার্কসম্মত উপাসনাপদ্ধতিরও মুখ্য সাধন ভক্তি, শরণাগতি ও সর্ব্বতোভাবে

---

[৪৯] *Vide* : ‘ভাগবত সম্প্রদায়’—বলদেব উপাধ্যায়কৃত, পৃঃ—২-৩, ১৮৪ ; “রাধাবল্লভসম্প্রদায়-সিদ্ধান্ত ঔর সাহিত্য”,—ভূমিকা—ডাঃ দীনদয়াল গুপ্ত, পৃঃ—‘ঠ’ ; “হংসবল্লী”—বৈষ্ণবদাস শাস্ত্রী—পৃঃ—১৬।

[৫০] *Vide* :—“The History and culture of the Indian People—The classical Age”—By Mazumdar & Pusalker. pp. 332-337.

আত্মনিবেদন[৫১] শ্রীনিম্বার্ক স্বয়ং তাঁহার রচিত দশশ্লোকীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার ধ্যান, সহস্র সখীর দ্বারা শ্রীরাধার সেবিত হওয়ার কথা, প্রেমলক্ষণা উত্তমা ভক্তির কথা, শ্রীভগবৎ-কৃপার মহিমা ও আবশ্যকতার কথা, এবং তাঁহার রচিত মন্ত্র-রহস্যষোড়শীতে "ক্লীং" বীজের সহিত গোপাল-মন্ত্রের উপদেশ ও শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্তই, এবং নিম্বার্কের শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ধাম ব্রজমণ্ডলের নিম্বগ্রামে বসতিস্থাপনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পরম প্রেমের কথা ব্যক্ত করে। শ্রীনিম্বার্কের এই প্রেম এবং এই আত্মসমর্পণ-মূলক ভক্তি-পথের উপাসনা—এই সমস্তের উপর দক্ষিণ ভারতের পরম প্রেমিক আলওয়ার বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রভাব ছিল, এবং তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতেই এই ভাবলাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।[৫২] (বিশেষতঃ যখন তিনি এই আলওয়ার ভক্তগণের যুগে এবং তাঁহাদের দেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।) দক্ষিণভারতে আলওয়ার বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও বিকাশকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত।[৫৩]

শ্রীনিম্বার্ক দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে আগমন করিয়া ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্ধনের নিকটবর্ত্তী নিম্বগ্রামে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া

---

[৫১] *Vide* :—দশশ্লোকী, মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী এবং 'প্রপন্নকল্পবল্লী'—By নিম্বার্ক।

[৫২] *Vide* :—'ভাগবত সম্প্রদায়'-বলদেব উপাধ্যায় রচিত, পৃঃ ২-৩, ঐ পৃঃ—১৮৪ ; "রাধাবল্লভসম্প্রদায়-সিদ্ধান্ত ঔর সাহিত্য",—ভূমিকা, ডাঃ দীনদয়াল গুপ্ত,—পৃঃ—'ঠ', "হংসবল্লী" পৃঃ—১৬।

[৫৩] শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব কাল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, ইনি নিম্ববৃক্ষের নীচে অবস্থান করিয়া কেবলমাত্র নিম্বফলের রসপান করিয়া তীব্রতপস্যা করেন।[৫৪] পরে ইনি নানা দেশ ও কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, দ্বারকা, প্রভৃতি নানা-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন।[৫৫] ইনি নৈমিষারণ্যে অবস্থিত চক্রতীর্থেও কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।[৫৬] এই নৈমিষারণ্যে শ্রীনিম্বার্কের অন্যতম শিষ্য গৌরমুখাচার্য্য এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীবিশ্বাচার্য্য ও শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টজীও কিছুদিন বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত এখানে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আশ্রম ও মন্দির আছে[৫৭], শ্রীনিম্বার্কের আদেশে তাঁহার শিষ্য ঔডুম্বরঋষি তাঁহার নিজ নামে "ঔডুম্বরসংহিতা" প্রণয়ন করিয়া লোকসমূহকে ভাগবত ধর্ম শিক্ষা দেন।[৫৮]

নিম্বার্কের উত্তর-ভারতে আগমন ও নিম্ব গ্রামে বাস, তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্ম্ম-প্রচার।

শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন শ্রীনিবাস। এই শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের পরে আচার্য্যের পদে আসীন হইয়াছিলেন। ইনি 'লঘুস্তবরাজস্তোত্রম্', শ্রীগুরুভক্তিমন্দাকিনী, এবং শ্রীনিম্বার্কের রচিত 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রবাক্যার্থকে বিস্তৃত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন শ্রীনিবাসাচার্য্যের রচিত অপর তুইখানা গ্রন্থের নামও পাওয়া

---

[৫৪] *Vide* :—আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৭২, সম্মোহনতন্ত্র 'নিম্বার্কবিক্রান্তি' গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

[৫৫] 'নিম্বার্কবিক্রান্তি'—ঔডুম্বরাচার্য্যকৃত, শ্লোক ৩০—৪১ ;

[৫৬] 'হংসবল্লী'—পৃঃ ১৬, 'নিম্বার্কবিক্রান্তি', শ্লোক ৩৫।

[৫৭] 'আচার্য্য-পরম্পরা-পরিচয়'—পঃ কিশোর দাসজীকৃত, পৃঃ ৪ ; 'নিম্বার্ক-প্রভা' পৃঃ ৭৪

[৫৮] আচার্য্যচরিতম্ পৃঃ ৩৫

যায়, যথা ঃ (১) গীতাভাষ্য (সুন্দর ভট্টকৃত 'সেতু' টীকায় উল্লিখিত) (২) কঠোপনিষদ্ ভাষ্য (পঃ মানসদাসকৃত উপনিষৎ প্রকাশিকায় উল্লিখিত)। কিন্তু এই গ্রন্থ দুইখানা এখন আর পাওয়া যায় না।

ঔদুম্বরাচার্য্য ও গৌরমুখাচার্য্য নামে শ্রীনিম্বার্কের অপর দুইজন শিষ্যও বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহারাও সম্প্রদায়ের প্রচারক ছিলেন। ঔদুম্বরাচার্য্য কুরুক্ষেত্র ও পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এবং গৌরমুখাচার্য্য বর্ত্তমান সীতাপুর জিলায় অবস্থিত নৈমিষারণ্যে অবস্থান করতঃ ধর্ম প্রচার করেন।[৫৯]

ঔদুম্বরাচার্য্য ও গৌরমুখাচার্য্য

শ্রীনিম্বার্ক শিষ্য ঔদুম্বরাচার্য চারিখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম (১) ঔদুম্বর সংহিতা, (২) নিম্বার্ক-বিক্রান্তি, (৩) ব্রতপঞ্চক, (৪) নিম্বার্ক-স্তোত্র।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ং নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন, যথা (১) 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রবাক্যার্থ, (২) বেদান্ত-কামধেনু বা দশশ্লোকী, (৩) প্রপন্নকল্পবল্লী, (৪) মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী, (৫) প্রপত্তিচিন্তামণিঃ (৬) গীতাবাক্যার্থ, (৭) সদাচারপ্রকাশ, (৮) রাধাষ্টকম্, (৯) কৃষ্ণাষ্টকম্ (১০) প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্।

শ্রীনিম্বার্কের রচিত গ্রন্থাবলী

ইহা ব্যতীত 'সবিশেষনির্বিশেষশ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' (পঁচিশ-শ্লোকী) নামক একখানা গ্রন্থ শ্রীনিম্বার্ক-রচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীনিম্বার্করচিত এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'প্রপত্তি-চিন্তামণি, "গীতা বাক্যার্থ, ও 'সদাচার-প্রকাশ' এই তিনখানা গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এইগুলি নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 'প্রপত্তিচিন্তামণি' এবং 'সদাচারপ্রকাশ'-এই দুইখানা গ্রন্থের কথা পুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার

---

[৫৯] 'আচার্যপরম্পরা-পরিচয়'-পঃ কিশোর দাসজী, পৃঃ-৪

'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষায়' উল্লেখ করিয়াছেন।[৬০] গীতাবাক্যার্থ গ্রন্থের কথা কেশবকাশ্মীরী ভট্ট তাঁহার 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক গীতার টীকায় অন্তিম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ককৃত এই "সদাচার-প্রকাশ" গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তিকালে "সদাচারসার-সংগ্রহ" নামক একখানা বিরাট গ্রন্থ শ্রীভীমচাঁদ রচনা করিয়াছেন। এই "সদাচারসার-সংগ্রহ" নামক পুস্তকে বৈষ্ণবের অবশ্যকরণীয় সমস্ত প্রকার সদাচার, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, দীক্ষা-প্রণালী, পূজা, উপাসনা, তীর্থ-মাহাত্ম্য, গুরু-শিষ্য-লক্ষণ, ভক্তি, শরণাগতি, প্রভৃতি সমস্ত কিছুই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্ককৃত 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ'কে 'শারীরকমীমাংসা-বাক্যার্থ' বলা হইয়া থাকে।[৬১] ইহা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা, এবং অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ। ইহাতে কোথায়ও পরমত-খণ্ডনের চেষ্টা নাই, বা অন্যমতের (অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি বাদান্তরের) বা অন্য আচার্য্যের নামোল্লেখও নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীনিম্বার্ক স্বসমর্থিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদই ইহাতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার ভাষা ও রচনা-শৈলী অত্যন্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত এবং অর্থগাম্ভীর্য্যপূর্ণ। এই সমস্তই ইহার প্রাচীনত্বের নির্দেশ করে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

"বেদান্ত পারিজাত সৌরভ"

শ্রীনিম্বার্ক-রচিত বেদান্তকামধেনু তত্ত্বনির্ণয়পর অতিসংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহাতে মাত্র দশটি শ্লোক আছে। সেই জন্য ইহাকে দশশ্লোকীও

---

[৬০] বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃঃ-৯৭

[৬১] "ভগবান্ শ্রীমন্নিম্বার্কস্তদ্ব্যাখ্যানং শারীরকমীমাংসাবাক্যার্থরূপেণ বেদান্তপারিজাতসৌরভাখ্যমতিগূঢ়ং কৃতবান্—"বেদান্ত-কৌস্তুভ" —১।১।১ ; Also 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ,' কাশীসং, পৃঃ ৪৬-৪৭

বলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের উপর পুরুষোত্তমাচার্য্য "বেদান্তরত্নমঞ্জুষা" নামে এক বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং হরিব্যাসদেবজীও "সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

"দশ-শ্লোকী"

এই দশশ্লোকী গ্রন্থে নিম্বার্ক "অশেষকল্যাণগুণৈকরাশি" শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার চতুর্ব্যূহের বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সেই চতুর্ব্যূহের অঙ্গী বা প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত তাঁহারই অনরূপগুণবিশিষ্টা তাঁহারই শক্তি শ্রীরাধিকার উপাসনার কথাও বলিয়াছেন।[৬২] এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে নিম্বার্ক জীব ও জগতের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া প্রাকৃত; অপ্রাকৃত ও কাল এই ত্রিবিধ অচেতনতত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জীবজগৎ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে।[৬৩] সর্বশেষে, এই গ্রন্থে তিনি ভক্তির মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়া ভক্তিই শ্রীভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র উপায়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপা হইতেই ভক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা বলিয়া ভগবৎকৃপার মহিমাখ্যাপন করিয়াছেন।[৬৪]

শ্রীনিম্বার্ককৃত 'প্রপন্নকল্পবল্লী' গ্রন্থে "পাঞ্চরাত্র" গ্রন্থে উক্ত 'শরণাগতি'-মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতে ২৭টি

'প্রপন্নকল্পবল্লী'

শ্লোক আছে। শ্রীসুন্দর ভট্ট "প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী" নামে ইহার একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

'মন্ত্ররহস্যষোড়শী' গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক গোপালমন্ত্রের ব্যাখ্যা, ও শ্রীগুরুশরণাগতি বা গুরূপসত্তির স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

---

[৬২] "স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষম্"……ইত্যাদি……
"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা"……ইত্যাদি শ্লোক ৪, ৫ ॥

[৬৩] "সর্ব্বংহি বিজ্ঞানমতো যথার্থকম্"… …ইত্যাদি শ্লোক ৭

[৬৪] *Vide* :—"কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে"……শ্লোক ৯।

"মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী" ও স্তোত্র-মালা

করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপরও শ্রীসুন্দর ভট্টকৃত "মন্ত্রার্থ-রহস্য" নামক টীকা আছে। শ্রীনিম্বার্কের রচিত ভাগবত-স্তোত্রমালায়—শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্, শ্রীরাধাষ্টকম্, প্রাতঃ-স্মরণ-স্তোত্রম্ ইত্যাদিতে তাঁহার প্রগাঢ় ভগবদ্-ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত যুগপৎ সংযুক্ত তাঁহার অপূর্ব্ব দীনতা, শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রদ্ধেয়া ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী মহাশয়া তাঁহার "Doctrines of Nimbarka And His Followers" নামক গবেষণাগ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ভিন্ন 'মধ্বমুখমর্দন' নামক গ্রন্থখানি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের রচিত বলিয়া লিখিয়া ইহার দ্বারা তাঁহাকে শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কের রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে সংশয় ও ভ্রান্তির নিরসন

'সবিশেষনির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' বা 'পঁচিশ-শ্লোকী' গ্রন্থখানাও শ্রীনিম্বার্ক-রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন। 'বেদান্ত-কারিকাবলী' নামক অপর একখানা গ্রন্থ শ্রীনিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসের রচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং "বেদান্ততত্ত্ববোধ" গ্রন্থখানিও নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত গ্রন্থে লিখিত আচার্য্য শঙ্করের প্রতিবিম্ববাদ, নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, প্রভৃতির খণ্ডন দেখিয়া নিম্বার্কাচার্য্যকে আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[৬৫]

কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে এই সমস্তই ভ্রান্তিমূলক। 'মধ্বমুখমর্দন' নামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন পুস্তকই নাই। কিন্তু "মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দনম্" নামে একখানা গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিতের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। *Catalogus*

---

[৬৫] *Vide* :—"Doctrines of Nimbarka And His Followers"
—Pp. 16-17.

Catalogorum নামক পুস্তক-তালিকায় ঐ গ্রন্থখানা নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া যে লিখিত আছে, সম্ভবতঃ সেই পুস্তক-তালিকাই ভ্রান্তিপূর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে, 'মধ্বমুখর্দন' নামে কোন গ্রন্থই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কাহারও দ্বারাই রচিত হয় নাই। উহা অপ্পয় দীক্ষিতের রচিত অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থ। যোধপুরে রাজকীয় লাইব্রেরীতে ঐ গ্রন্থখানা রক্ষিত আছে। উহা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত।[৬৬]

আর, অপ্পয় দীক্ষিতের রচিত 'মধ্বতন্ত্রমুখমর্দনম্' নামে একখানা গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতেও আছে। ঐ গ্রন্থখানা 'আনন্দাশ্রম' হইতে প্রকাশিত। আর স্থিরচিত্তে বিচার করিলেও বুঝা যায় যে, শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার স্বরচিত 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যায় শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, প্রভৃতি কোন আচার্য্যেরই মতবাদের সমালোচনা বা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। সুতরাং তিনি মধ্বমুখমর্দন নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া মধ্বমত খণ্ডন করিতে যাইবেন কেন? ইহা তো অস্বাভাবিকই মনে হয়। শ্রীমধ্বাচার্য্যের উপরই বা তাঁহার এইরূপ ক্রুর দৃষ্টি পড়িবে কেন? সমালোচনাই যদি করিতে হয়, তবে মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীশঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতও তো তিনি সমালোচনা করিতে পারিতেন, আর তাহাই তো স্বাভাবিক হইত।

আর 'সবিশেষনির্বিশেষশ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' বা 'পঁচিশ-শ্লোকী' গ্রন্থখানাও শ্রীনিম্বার্কের রচিত নহে—ইহা ঐ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে সম্পাদক শ্রীকিশোরদাসজী গ্রন্থের প্রথমেই ভূমিকায় সুস্পষ্টরূপেই বিচার করিয়াছেন। প্রকৃত তথ্য ইহাই যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের পরে তাঁহার পদে আসীন সমস্ত আচার্য্যেরই নামের পূর্ব্বে বা পরে "শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য" শব্দটি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়—ইহা নিম্বার্ক-

---

[৬৬] *Vide*:—'যুগলশতক'—ভূমিকা, ৩৩ পৃষ্ঠা, ব্রজবল্লভশরণ-বেদান্তাচার্য্য-সম্পাদিত।

সম্প্রদায়ের প্রাচীন রীতি। আজিও সালিমাবাদ, পরশুরামপুরীর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যপীঠে এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া ঐ গ্রন্থখানা 'শ্রীনিম্বার্ক রচিত' বলিয়া অনেকেরই ভ্রম হইয়াছে, এবং উক্ত পুস্তকতালিকায়ও এই রূপেই উহা নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ, উক্ত পুস্তকের আদিতে "শ্রীনন্দগৃহে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তং স্তৌতি ভগবান্নিম্বার্কঃ"-এইরূপে নিম্বার্কের নাম লিখিত আছে। এখানে 'নিম্বার্ক' পদটি মূল আদ্যাচার্য শ্রীনিম্বার্ককে না বুঝাইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী কোন আচার্য্যকেই বুঝাইতেছে। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—'শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের পদে আসীন পরবর্ত্তী আচার্য্যগণকেও 'নিম্বার্কাচার্য্য' বিশেষণে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে, ইহাই প্রাচীন রীতি। সুতরাং ঐ পুস্তকে 'নিম্বার্ক' নামটি দেখিয়া অন্যান্যের ন্যায় পণ্ডিত কিশোর দাসজীরও উহা নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বের বয়োবৃদ্ধ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাসজী (বংশীবট, বৃন্দাবন) বর্ধমান, নিম্বার্কপীঠ হইতে সটীক 'পঁচিশ-শ্লোকী' 'শ্রীকৃষ্ণস্তব নামক একখানা পুঁথি পাইয়াছিলেন। ঐ পুঁথির আদিতে অবতরণিকারূপে "শ্রীনন্দগৃহে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তং স্তৌতি ভগবান্নিম্বার্কঃ—এই পঙ্‌ক্তি লিখিত ছিল। এই পঙ্‌ক্তিটি দেখিয়া উহার উপর ভিত্তি করিয়াই পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাসজী ঐ পুস্তকখানি 'শ্রীনিম্বার্ককৃত সবিশেষনির্বিশেষশ্রীকৃষ্ণস্তব-রাজঃ'—এই নামে মুদ্রিত করাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পরে ঐ পুঁথির আরও প্রায় পঞ্চাশখানি বিভিন্নস্থান হইতে ঐ পণ্ডিতজীর হস্তগত হয়, কিন্তু তাহার কোনটিতেই উপরে লিখিত ঐ পঙ্‌ক্তিটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ফল কথা এই যে, একমাত্র বর্ধমান হইতে প্রাপ্ত পুঁথির উপরেই ঐরূপ লিখা পাওয়া গিয়াছে। অন্য কোন পুঁথিতে ঐরূপ লিখা পাওয়া যায় নাই। আর শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থে যেখানে যেখানে 'পঁচিশ-শ্লোকা

শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের' উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে সেখানেই উহা "পূর্বাচার্য্যোক্তেঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, এই শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম, শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, এবং শ্রুতিসিদ্ধান্তমঞ্জরী' নামক প্রসিদ্ধ টীকাত্রয়েও (যাহা চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, কাশী হইতে ছাপা হইয়াছে) এই গ্রন্থ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রণীত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, কোথায়ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নাম নাই। এই সমস্ত কারণে ঐ পুস্তকখানা নিম্বার্ক-রচিত নহে বলিয়া পরে উক্ত পণ্ডিতজীর দৃঢ় ধারণা জন্মে, এবং ঐ পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় পণ্ডিতজী এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া উহা নিম্বার্ক-রচিত নহে বলিয়াই নানা প্রমাণ-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৬৭]

আর, নিম্বার্ক তাঁহার বেদান্তপারিজাত-সৌরভে, (ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যায়) শঙ্করাচার্য্য, বা অদ্বৈতবাদের কোন মতেরই উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, খণ্ডন করা তো দূরের কথা, তিনি হঠাৎ এই 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থে সেই অদ্বৈতবাদের নানা মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? খণ্ডন করিবার ইচ্ছা হইলে তো তিনি তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা-গ্রন্থে (বেদান্তপারিজাত-সৌরভে) করিতে পারিতেন, এবং তাহাই স্বাভাবিক হইত। আর তাহা ছাড়া, শুনা যায় যে, "পঁচিশ-শ্লোকীস্তবরাজ" নাকি তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াই মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্দর্শনে আনন্দবিহ্বল ভক্তের মুখে সেই মুহূর্ত্তে অন্য বিরুদ্ধ প্রতিবাদীর মতবাদের কথা মনে পড়িবেই বা কেন, বা তাহার খণ্ডন করিতে তিনি সেই অবস্থায় সেই মুহূর্ত্তে প্রবৃত্ত হইবেনই বা কেন? ইহা তো সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক।

---

[৬৭] *Vide*:—যুগলশতক—ভূমিকা পৃঃ ৩১, ব্রজবল্লভ শরণজী বেদান্তাচার্য্য-সম্পাদিত। *Also*—"বেদান্ততত্ত্বসুধা" (সবিশেষনিবিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ কী হিন্দী ব্যাখ্যা) তৃতীয় সংস্করণ, পঃ-কিশোর দাসজী বিরোচিত,—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সুতরাং এইরূপ যুক্তির দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে যে, এই গ্রন্থখানা নিম্বার্ক-রচিত নহে। ইহা পরবর্ত্তিকালে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্য কাহারও রচিত।

'বেদান্তকারিকাবলী' গ্রন্থখানাও শ্রীনিবাসাচার্য্য-কৃত নহে, পুরুষোত্তমপ্রসাদ-কৃত,—ইহা ঐ পুস্তকের শিরোনামা-পত্রেই (Title-Page-এই) লিখিত আছে।[৬৮] "বেদান্ততত্ত্ববোধ" নামক পুস্তকখানাও শ্রীনিম্বার্কের রচিত নহে, উহা 'অনন্তরাম' নামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিতের লিখিত। এই পুস্তকের শিরোনামা-পত্রেও (Title Page-এ) পুস্তক-রচয়িতা অনন্তরামেরই নাম লিখিত আছে।[৬৯] সুতরাং মনে হয় যে সম্ভবতঃ কেবলমাত্র *Catalogus Catalogorum* তালিকার উপর নির্ভর করিয়াই Dr. Choudhury মহাশয়া পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ তালিকাটিই ভ্রান্তিপূর্ণ। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঐ তালিকায় "স্বধর্মাধ্ববোধঃ" নামক পুস্তকখানাও শ্রীনিম্বার্ক-রচিত বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। কারণ ঐ পুস্তকখানা শ্রীনিম্বার্কীয় পণ্ডিত রামচন্দ্র গৌড় কর্ত্তৃক লিখিত।

সুতরাং উপরে লিখিত আলোচনা হইতে আমরা নিঃসংশয়ে মন্তব্য করিতে পারি যে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে শঙ্করমতের খণ্ডন দেখিয়া উহা দ্বারা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে আচার্য্য শঙ্করের পববর্ত্তী বলিয়া নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইল।

---

[৬৮] বেদান্তকারিকাবলী—শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদকৃত,—দেবীপ্রসাদ শর্মা কবি কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী, চৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯১৩—দ্রষ্টব্য।

[৬৯] 'বেদান্ততত্ত্ববোধঃ'- (শ্রীঅমোলকরাম শাস্ত্রিবিরচিত "বালবোধিনী" নামক টীকা-সম্বলিত) - শ্রীঅনন্তরাম বিরচিত, শ্রীব্রজেন্দ্র প্রেস, বৃন্দাবন, হইতে মুদ্রিত ও মহারাজা শ্রীভূপাল সিংহ, মহারাণা, উদয়পুর, কর্ত্তৃক প্রকাশিত—গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ই-প্রাচীনতম বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে এখনও তাঁহারা অনেকেই সন্দিগ্ধ মত পোষণ করেন। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই স্থানে করা হইতেছে।

হেষ্টিংস্ সাহেব সম্পাদিত "Encyclopaedia of Religions" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ গ্রিয়ারসন্ সাহেব চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের পরিচয় প্রদানকালে লিখিয়াছেন যে, নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য প্রবর্ত্তিত সনকাদি সম্প্রদায় নিশ্চিত ভাগবত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম—"The Sanakādi Sampradāya founded by Nimbarka or Nimbāditya is certainly the oldest of the Bhāgavata churches."—Vol. II. P. 545.

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়
সমূহের মধ্যে
প্রাচীনতম

এই পুস্তক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। তাহারও বহুপূর্ব্বে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ মনীষী মনিয়র্ উইলিয়মস্ সাহেবও তাঁহার প্রণীত "Hinduism" নামক গ্রন্থে নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে প্রসিদ্ধ চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের মধ্যে "First in the chronological order" বলিয়াছেন।[১০] শ্রীবলদেব উপাধ্যায় তাঁহার "ভাগবত-সম্প্রদায়" গ্রন্থের ৩১২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনতম। মহামনীষী বালগঙ্গাধর তিলক

---

[১০] "Hinduism"—Monior Williams, Chapter X,—Medieval and Modern Sects.

মহাশয়ও তাঁহার "গীতারহস্য" গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন যে, শ্রীনিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী।

নিম্বার্ক-রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রাচীনত্ব

উপরে প্রখ্যাত মনীষিগণের মত বর্ণিত হইল। তাঁহাদের মতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মতও তাহাই। শ্রীনিম্বার্ক ব্যাসদেবের লিখিত ব্রহ্মসূত্রের উপর "বেদান্ত-পারিজাত সৌরভ" নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে কোথায়ও পরমত-খণ্ডনের চেষ্টা নাই, বা অন্য মতের (অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি বাদান্তরের) বা অন্য আচার্য্যের নামোল্লেখও নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া স্বসমর্থিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য বাদ বা মতের উৎপত্তির পূর্ব্বেই যে তাহা রচিত হইয়াছিল, তাহা, সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বও ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। তৎপূর্ব্বে অন্যমতবাদের প্রচার হইয়া থাকিলে অবশ্যই নিম্বার্কাচার্য্য তাহা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন বা খণ্ডন করিতেন। আর, এই বেদান্তপারিজাত-সৌরভ ব্রহ্মসূত্রের ন্যায়ই অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ। শঙ্কর, রামানুজ, প্রভৃতি আচার্য্যগণের ভাষ্য বিস্তারিত ও বিশদ। প্রাচীনের ভাষ্যই সংক্ষিপ্ত হয়, এবং পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ বক্তব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়া থাকেন, ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায়। সুতরাং নিম্বার্ক-রচিত 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' যে শঙ্কর, রামানুজ মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের রচিত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা ইহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। আর, নিম্বার্কের বেদান্ত-পারিজাত সৌরভের ভাষার সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, অর্থগাম্ভীর্য্য, প্রভৃতিও সমস্তই ইহার সুপ্রাচীনত্বের সূচনা করে। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে তুলনামুলক আলোচনা করা যাইবে।

কিন্তু নিম্বার্কের এই প্রাচানত্ব আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকেই

স্বীকার করেন না। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে নিম্বার্ক শঙ্করের পরবর্ত্তী এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি রামানুজ, মধ্ব বা বল্লভাচার্য্য অপেক্ষাও পরবর্ত্তী। R. G. Bhanderkarএর মতে নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দী এবং তিনি রামানুজের পরবর্ত্তী। "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস"-রচয়িতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর মতে নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল একাদশ খ্রীষ্টাব্দ। মনীষী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় শ্রীরামানুজাচার্য্যের সন্নিকটবর্ত্তী; রামানুজের সময় একাদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগ (১০১৭-১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)[১১]। অতএব, তাঁহার মতেও নিম্বার্কের সময় একাদশ শতাব্দী বা দশম শতাব্দীর শেষভাগ দাঁড়াইতেছে।

আধুনিক মত

R. L. Mitra নিম্বার্ককে রামানুজ, মধ্ব এবং বল্লভাচার্য্য অপেক্ষাও পরবর্ত্তী বলিয়াছেন।[১২] ডক্টর রমা চৌধুরী নিম্বার্ককে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ও মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। এখন এই সমস্ত মতবাদের বিস্তৃত সমালোচনা নিম্নে করা যাইতেছে:— শ্রদ্ধেয়া ডক্টর রমা চৌধুরী মহাশয়া তাঁহার "Doctrines of Nimbarka and his followers" নামক গবেষণা-গ্রন্থে মধ্বমুখমর্দ্দন নামক গ্রন্থখানি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের রচিত বলিয়া লিখিয়া ইহার দ্বারা তাঁহাকে মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১৩] এইরূপে "সবিশেষনির্ব্বিশেষশ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ"

---

[১১] *Vide*:—"পাঞ্চরাত্রমত ও শঙ্করাচার্য্য"—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,—ভারতের সাধনা, ১৩৪০, আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত।

[১২] "According to Dr. R. L. Mitra (Notices), he, however, flourished after Ramānuja, Madhva, and Vallabha."—Doctrines of Nimbarka and His Followers—Dr. Ramā Choudhury, P. 17.

[১৩] He did not flourish also before Madhva, i.e. not before the 13th century A.D."—Doctrines of Nimbarka and His Followers—Dr. Ramā Choudhury, P. 17.

ডক্টর রমা চৌধুরী মহাশয়ার মত ও তাহার খণ্ডন

গ্রন্থখানিও নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন। বেদান্তকারিকাবলী গ্রন্থখানা শ্রীনিম্বার্ক শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "বেদান্ত তত্ত্ববোধ" গ্রন্থখানাও নিম্বার্ক-রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত পুস্তকে লিখিত অদ্বৈতবাদিসম্মত প্রতিবিম্ববাদ, ব্রহ্মের অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব ও বিষয়ত্বরূপ মতবাদ, নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তবাদ, জগন্মিথ্যাত্ব-মতবাদ প্রভৃতির খণ্ডন দেখিয়া নিম্বার্ককে শঙ্করের পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[৭৪] কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। কারণ এই পুস্তকগুলির কোন খানাই শ্রীনিম্বার্ক-রচিত নহে—ইহা পূর্ব্বাধ্যায়েই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। (পৃঃ ৪৫—৪৯ দ্রষ্টব্য) সুতরাং এই পুস্তকগুলির উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীনিম্বার্ককে আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করা একান্ত অসঙ্গত।

আর ডক্টর চৌধুরী মহাশয়া তাঁহার উল্লিখিত গবেষণাগ্রন্থে Dr. R. L. Mitra মহাশয়ের মতের উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ নিম্বার্ক বল্লভাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী হইতে পারেন [৭৫],—ইহার উত্তরে আরও বলা যাইতে পারে যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন পণ্ডিতের বা আচার্য্যের রচিত কোন গ্রন্থেই বল্লভাচার্য্যের মতের আলোচনা দেখা যায় না। কারণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বা সপ্তদশ শতাব্দীর পরে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন দার্শনিক গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, যাহাতে বল্লভাচার্য্যের মতের উল্লেখ বা আলোচনা করা হইয়াছে। আর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক গ্রন্থগুলির রচনার সময় শ্রীবল্লভাচার্য্যের আবির্ভাবই হয় নাই। বল্লভাচার্য্য ও শ্রীনিম্বার্ক-

---

[৭৪] Ibid—Pp. 16—17.

[৭৫] "According to Dr. R. L. Mitra (Notices), he, however, flourished after Ramānuja, Madhva, and Vallabha"—Doctrines of Nimbarka And His Followers, P. 17.

সম্প্রদায়ের "চতুর-চিন্তামণি নাগাজী মহারাজ" সমসাময়িক ছিলেন।

শ্রীনিম্বার্ক বল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না।

এই নাগাজী মহারাজ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য ছিলেন, এবং তাঁহার নাম গুরু-পরম্পরার তালিকায় উল্লিখিত আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে পাদটীকায় নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মুল গুরুপরম্পরা বা মুলধারা বর্ণিত হইল ঃ—[১৬]। এই নাগাজী-মহারাজের সহিত বল্লভাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং সেই সময়

---

[১৬] নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার তালিকা (কাঠিয়া বাবাকা স্থান, বৃন্দাবন, হইতে প্রাপ্ত) ঃ—

শ্রীগুরুপরম্পরা (মুলধারা)

১। শ্রীহংস ভগবান্, ২। শ্রীসনকাদি ভগবান্, ৩। শ্রীনারদ ভগবান্, ৪। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্, ৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, ৬। শ্রীবিশ্বাচার্য্য, ৭। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, ৮। শ্রীবিলাসাচার্য্য, ৯। শ্রীস্বরূপাচার্য্য, ১০। শ্রীমাধবাচার্য্য, ১১। শ্রীবলভদ্রাচার্য্য, ১২। শ্রীপদ্মাচার্য্য, ১৩। শ্রীশ্যামাচার্য্য, ১৪। শ্রীগোপালাচার্য্য, ১৫। শ্রীকৃপাচার্য্য, ১৬। শ্রীদেবাচার্য্য, ১৭। শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্য, ১৮। শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য, ১৯। শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২০। শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২১। শ্রীবামন ভট্টাচার্য্য, ২২। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ২৩। শ্রীপদ্মাকর ভট্টাচার্য্য, ২৪। শ্রীশ্রবণ ভট্টাচার্য্য, ২৫। শ্রীভূরি ভট্টাচার্য্য, ২৬। শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য, ২৭। শ্রীশ্যাম ভট্টাচার্য্য, ২৮। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, ২৯। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য, ৩০। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩১। শ্রীকেশব ভট্টাচার্য্য, ৩২। শ্রীগাঙ্গল ভট্টাচার্য্য, ৩৩। শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য, ৩৪। শ্রীশ্রী—ভট্টাচার্য্য, ৩৫। শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্য, ৩৬। শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য্য। [শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যের অন্য শিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্য সালিমাবাদ, পরশুরামপুরীর আচার্য্যপীঠের ধারার প্রবর্ত্তক, এবং সেই ধারায় অধিষ্ঠিত।] ৩৭। শ্রীকর্ণহর দেবাচার্য্য, ৩৮। শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্য্য, ৩৯। শ্রীচতুর-চিন্তামণি দেবাচার্য্য (নাগাজী মহারাজ), ৪০। শ্রীমোহন দেবাচার্য্য, ৪১। শ্রীজগন্নাথ দেবাচার্য্য, ৪২। শ্রীমাখন দেবাচার্য্য, ৪৩। শ্রীহরি

নাগাজী মহারাজের বয়স ৪০ বৎসর ছিল, তখন বল্লভাচার্য্য নাগাজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আপনার আয়ু দুইশত বৎসর হইবে, এবং আমার পৌত্রের সহিতও আপনার সাক্ষাৎ হইবে।" এই ঘটনাটি বল্লভাচার্য্যের পৌত্র গোকুলনাথ কর্ত্তৃক লিখিত বল্লভ-সম্প্রদায়ের "বনযাত্রাচৌরাসীবৈঠকোঁ কী বার্তা"—(পৃঃ ১৬৩—১৬৫) নামক পুস্তকে লিখিত আছে।[৭৭] ঐ পুস্তকে বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ১৫৬৭ সম্বৎ লিখিত আছে। সুতরাং নাগাজী মহারাজ ও শ্রীবল্লভাচার্য্য যে সমসাময়িক, তাহা ইহা হইতে সূচিত হয়। সুতরাং নাগাজী মহারাজ অপেক্ষা ৩৬ পুরুষ উর্দ্ধতন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য (গুরুপরম্পরার তালিকা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য) যে কোন প্রকারেই বল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না, ইহা তো সুনিশ্চিত সত্য। সুতরাং শ্রীনিম্বার্ককে বল্লভাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলা অতিশয় অসঙ্গত।

আর জি ভাণ্ডারকর তাঁহার Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems" নামক পুস্তকে নানারূপ যুক্তি দিয়া

দেবাচার্য্য, ৪৪। শ্রীমথুরা দেবাচার্য্য, ৪৫। শ্রীস্বামী শ্যামলদাসজী, ৪৬। শ্রীস্বামী হংসদাসজী, ৪৭। শ্রীস্বামী হীরাদাসজী, ৪৮। শ্রীস্বামী মোহনদাসজী, ৪৯। শ্রীস্বামী নেনাদাসজী, ৫০। শ্রীস্বামী ইন্দ্রদাসজী কাঠিয়া বাবা, ৫১। শ্রীস্বামী বজরংদাসজী কাঠিয়া বাবা, ৫২। শ্রীস্বামী গোপালদাসজী কাঠিয়া বাবা, ৫৩। শ্রীস্বামী দেবদাসজী কাঠিয়া বাবা, ৫৪। শ্রীস্বামী রামদাসজী কাঠিয়া বাবা, ৫৫। শ্রীস্বামী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবা, ৫৬। শ্রীস্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা। (বর্ত্তমান)।

[৭৭] গোকুলনাথজী কর্ত্তৃক রচিত এই পুস্তকখানা যতুবংশীয় গোবর্দ্ধন দাস লক্ষ্মীদাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত, এন. ডি. মেহতা কোম্পানী বম্বে হইতে প্রকাশিত, এবং বিক্রম সম্বৎ ১৯৫৯-এ মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থল—'লক্ষ্মীনারায়ণ মুলছী', বুকসেলর, কালওয়াদেবী—পোঃ, বম্বে-৫।

Also Vide:—বল্লভকল্পদ্রুম বিটপ,—৭।২০, "কোকিলাবন বৈঠক"—শুদ্ধাদ্বৈত-সংসদ কার্য্যালয়, আহমদাবাদ।

আর. জি. ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতের সমালোচনা ও খণ্ডন

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে শ্রীরামানুজের পরবর্ত্তী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, এবং তাহার পর অনেকেই তাঁহার এই মতকে অনুসরণ করিয়া তদ্রূপই লিখিয়াছেন। কিন্তু R. G. Bhanderkar যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিতে পারেন নাই, অনুমানমাত্র করিয়াছেন, তাহা ঐ গ্রন্থের প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন—"As to when he flourished, we have no definite information……" etc.—(Vaisnavisim, Saivism……etc.—Bhanderkar, Page, 62).

ভাণ্ডারকর যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দুইটি গুরুপরম্পরা অবলম্বনে মধ্বাচার্য্যের পরম্পরার ৩৩ পুরুষের সহিত তুলনা করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের পরম্পরার দামোদর গোস্বামী হইতে শ্রীনিম্বার্ক পর্য্যন্ত ৩৩ পুরুষে (গড়ে প্রতি পুরুষ কিঞ্চিদধিক ১৮ বৎসর হিসাবে মোট) ৬০৩ বৎসর ধরিয়াছেন, এবং আন্দাজ ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিম্বার্ক পরলোক গমন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন,[১৮] তাঁহার এই অনুমান যথার্থ কালনির্ণায়ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কারণ দামোদর গোস্বামীর নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন পরম্পরায় দেখাই যায় না। এই নামে কোন গৃহস্থ শিষ্য থাকিলে তিনিও তাঁহার নিজের নামের সহিত গুরুপরম্পরা অবশ্য লিখিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু নিম্বার্কাচার্য্য হইতে ৩২ পুরুষ অধস্তন (পূর্ব্বপৃষ্ঠায় গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য) শ্রীহরিব্যাস দেবজীর দামোদর গোস্বামী নামে কোন গৃহস্থ শিষ্য ১৮০৬ সম্বতে (১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন বলিয়া যে তিনি লিখিয়াছেন—ইহা হইতেই পারে না। কারণ, শ্রীহরিব্যাসদেবজী ১৫২৫ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং

---

[১৮] *Vide* :—"Vaisnavisim, Saivism…And Minor Religious Systems"—R. G. Bhanderkar, Pp. 62 - 63, Bombay Edn. 1913.

তাঁহার শিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবজী (গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য) ১৪৯৫ সম্বৎ হইতে ১৬৬৯ সম্বৎ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ইহা প্রামাণিক ভাবেই জানা যায়। (প্রমাণ পরে লিখিত হইতেছে।) সুতরাং শ্রীহরিব্যাস দেবজীর কোন শিষ্য, তিনি বিরক্তই হউন, বা গৃহস্থই হউন, তাঁহারই শিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবজীরও ১৩৭ বৎসর পরে ১৮০৬ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং দামোদর গোস্বামীর কথা নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না!

আর শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাহা হইতে ৩৩ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় প্রত্যেক পুরুষের সময় গড়ে কিঞ্চিদধিক ১৮ বৎসর ধরিয়া শ্রীনিম্বার্ককে দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া যে ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন ইহাও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার্য্যই বাল্যকালে সদ্‌গুরুর নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং যোগসাধনা করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের মাপকাঠির সাহায্যে যোগীশ্বর মহাপুরুষগণের আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাই তো (নিম্বার্ক হইতে ৫৪ পুরুষ অধস্তন,—গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য) ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং ৮০ বৎসর তাঁহার গুরুর গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজও (নিম্বার্ক হইতে ৫৫ পুরুষ অধস্তন) ২৫ বৎসর গুরুর গদীতে ছিলেন। [এই বিষয়ে ইহাদের জীবনীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য, প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড্ কোঃ, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা]। বর্ত্তমানে মহন্ত শ্রীধনঞ্জয় দাসজী বাবাজী মহারাজ আজ ২১ বৎসর হইল তাঁহার গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহন্তপদে গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত হন)। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন আচার্য্যগণ অধিকাংশই যে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী

হইয়া গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (বিশেষতঃ তাঁহারা যখন সকলেই বাল্যকালেই গুরুর নিকট আগমন করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।)

শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্যের সময়

আর পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীপরশুরাম দেবজী তো ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহা প্রমাণিক ভাবে জানা যায়। প্রমাণ যথাঃ— শ্রীহরিব্যাসদেবজীর শিষ্য শ্রীপরশুরামদেবাচার্য্য যোধপুর ষ্টেটের অন্তর্গত খেজড়লা নামক স্থানের এক যুবরাজের গলায় ১৫১৫ সম্বতে (১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) কণ্ঠীমালা বাঁধিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন—এই কথা তাঁহাদের সেই সময়ের কার্য্যবিবরণী খাতায় লিখিত আছে, যথাঃ—"তবারীখে খেজড়লারা ভাটী সরদারান্ কী তবারীখ—সম্বৎ ১৫১৫ পন্দ্রহ সৌ পন্দ্রহ কী সাল অর্জুনজীরা বেটা সাঁবন্ত সিংহজী কুঁবর পথে থা, সু জমুনাজীরৈ তটৈ মাথৈ স্বা° (স্বামী) পরশুরামজী কণ্ঠী বাঁধী তহঁা গাঁব সলেমাবাদ তাঁবাপত্তর হুকম করা দিয়ো নে বাদশাহী নৌ মুহরো করায় দিয়ো।"—(এই নকল সলেমাবাদ আচার্য্যপীঠ হইতে সংগৃহীত)

(১) খেজড়লার কার্য্যবিবরণী খাতার বিবরণ

(২) শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্যকে প্রদত্ত পাট্টা

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সলেমাবাদ আচার্য্যপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক ছিলেন এই পরশুরাম দেবজী। এই পরশুরাম দেবজীকে ১৬৬৯ সম্বতে (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ) কিষণগড়ের মহারাজা পুণ্যার্থে ১০১ বিঘা জমি দিয়া একটি পাট্টা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরের কোন পাট্টায় শ্রীপরশুরামদেবজীর নাম পাওয়া যায় না। ঐ পাট্টাতে এইরূপ লিখা আছেঃ—"শ্রীধ শ্রীমহারাজা রাজা শ্রীকিশণসিংহজী বচনায়ত স্বামী শ্রীপরশুরামজী নৌপুণ্য অর্থ ধরতী বীঘা ১০১ অঙ্কে হী একসো এক বিঘা কোসেটো ১ কস্বে সলেমাবাদ মো° পীঙ্গলোদ মো° উদীক কর দিধী ধরতী বঞ্জর খীল ছু° শ্রীমুখপরবানগী ভাটী ভীমজী লিখতং

বা° হেমরাজ তা°১ মাহ জিলকাদ স° ১০১৯ বিঃ সঃ ১৬৬৯ মু° কোসাথল।”—

(পাট্টাটি সলেমাবাদ আচার্য্য পীঠে সুরক্ষিত আছে।)

(৩) পুষ্করের ১২টি প্রাচীন স্থানের মধ্যে শ্রীপরশুরাম দেবজীর গুফা একটি প্রধান স্থান। উহার পুষ্কর দ্বারে এইরূপ শিলালেখ আছে যে ১৬৮৯ সম্বতে শ্রীপরশুরাম দেবজীর শিষ্য শ্রীহরিবংশদেবাচার্য্য গুফার নিকট একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। নীচে শিলালিপির প্রতিলিপি দেওয়া হইল, যথা :—

পুষ্করের শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য্যের গুফার শিলালেখ

“শ্রীগোপালজী মহারাজ সত্য   পাতসাহ,
সম্বৎ ১৬৮৯ বর্ষে মাঘ সুদি   শ্রীশাহজহাং রাজে
পূরণ-মাসী সোমবার সালাং   স্বামী শ্রীহরিবংশ
স্বামী শ্রীপরশুরামজী মন্দির   দেব, শ্রীপরশুরামজী
বিরাজমান, শ্রীকৃষ্ণ জয়তি   কা শিষ্য-স্বামী পূরণ-
সত্য সখামদ স্বামী দামোদর   দাস সাখা মেঁহুরসদ
দাস মথুরা বালা   সেবক রামদাস।”

এই শিলালিপির দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে শ্রীপরশুরাম দেবজী ১৬৮৯ সম্বতের পূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার শিষ্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আর অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সেও পরশুরাম দেবজী উক্ত যুবরাজের গলায় কণ্ঠীমালা বাঁধিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ১৬৬৯।৭০ পর্য্যন্তও তিনি জীবিত ছিলেন যদি ধরা যায়, (উপরে উদ্ধৃত শিলালেখ, পাট্টা ও খেজড়লার বিবরণের তারিখ দ্রষ্টব্য) তথাপি তিনি ১৭৫ বৎসর

পূর্ব্বোক্ত শ্রীপরশুরাম দেবজীর গুরু শ্রীহরিব্যাস-দেবাচার্য্যের সময়।

জীবিত ছিলেন দেখা যায়—ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না; এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। কারণ, উপরে লিখিত খেজড়লার কার্য্যবিবরণী খাতার বিবরণহইতে জানা যায়

যে শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যের শিষ্য শ্রীপরশুরাম- দেবাচার্য্য স্বয়ং গুরুরূপে ১৫১৫ সম্বতে (১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খেজড়লার যুবরাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। অতএব ইহার দ্বারা ইহাও নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, শ্রীপরশুরাম-দেবজীর গুরু শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যজী শিষ্য পরশুরাম দেবকে অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই দীক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং এই হরিব্যাসদেবজীর আবির্ভাবকাল দাঁড়াইতেছে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগ। অন্ততঃ শ্রীহরিব্যাসদেবজী যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকে না।

শ্রীহরিব্যাস দেবজীর আবির্ভাবকাল-বিষয়ে অন্য প্রমাণও দেওয়া যাইতেছে ঃ—কাশীর ‘সরস্বতী ভবন’ পুস্তকালয়ে “শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যা” নামক একখানি পুস্তক আছে। তাহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে যে শ্রীহরিব্যাসদেবজী ১৫২৫ সম্বতে (১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) এই পুস্তকখানি নিজহস্তে লিখিয়াছেন।[৭৯] ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত ঃ—এই হরিব্যাসদেবজীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরূপরসিক দেবকৃত লীলাবিংশতির রচনাকাল ১৫৮৭ বিঃ সম্বৎ।[৮০] ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রূপরসিক দেবজী জীবিত ছিলেন। সুতরাং রূপরসিক দেবজীর গুরু হরিব্যাসদেবাচার্য্য যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন, তাহা ইহা হইতেও বুঝা যায়।

---

[৭৯] মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ., মহাশয়ের Note Book হইতে উদ্ধৃত—*Vide* :—‘যুগলশতক—ভূমিকা—৮ পৃঃ—ব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য্য সম্পাদিত।

[৮০] “পন্দ্রহ সৌ সত্তাসিয়া মাসেত্তিম আসোজ॥ যহ প্রবন্ধ পুরণভয়ো শুক্লা শুভ দিন দায়োজ॥”—রূপরসিকদেবকৃত ‘লীলাবিংশতির’ অন্তর্গত ‘বৃন্দাবন-মাধুরী’ খণ্ড-পৃঃ ৩৪। (নিম্বার্ক-শোধমণ্ডলের সংস্করণ, বৃন্দাবন)।

হরিব্যাস দেবাচার্য্যের গুরু শ্রীভট্টজীর সময়

পূর্ব্বোক্ত শ্রীহরিব্যাস দেবজীর গুরু শ্রীভট্টজী "যুগলশতক" নামে হিন্দীভাষায় পদ্যাত্মক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা "ব্রজভাষা - আদিবাণী" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার শেষে তিনি নিজেই এই গ্রন্থখানি লিখার সময় ১৩৫২ সম্বৎ (১২৯৬ খ্রীঃ অঃ) লিখিয়াছেন, যথা :—

"নয়ন[২]বাণ[৫] পুনি রাম[৩] শশি[১] গণো অঙ্কগতি বাম।
শ্রীভট প্রগটত জুগলশত যহ সম্বৎ অভিরাম॥"

এই গ্রন্থের তারিখ হইতেই ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীভট্টজী ১৩৫২ সম্বৎ বা ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

আর পূর্বোক্ত শিষ্য হরিব্যাসদেবজীর, ও প্রশিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবজীরকালের সহিত তুলনা করিলেও গুরু শ্রীভট্টজীর আবির্ভাবকাল আনুমানিকভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কারণ শ্রীভট্টজীর শিষ্য শ্রীহরিব্যাস দেবজীর আবির্ভাবকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগ বলিয়া উপরে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব হরিব্যাসদেবজীর গুরু শ্রীভট্টজীর আবির্ভাবকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগই ধরিতে হয়। যুগলশতকের রচনার কালও (১২৯৬ খ্রীঃ অঃ) ইহাই প্রমাণিত করে। আর পরে উল্লিখিত কেশবকাশ্মীরী ভট্টের পাট্টায়ও এই শ্রীভট্টের নাম পাওয়া যায়। ঐ পাট্টার তারিখ ১২১৭ সম্বৎ বা ১১৬১ খ্রীঃ অঃ। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীভট্ট জীবিত ছিলেন বুঝা যায়, কারণ ঐ পাট্টায় লিখিত আছে যে, এই পাট্টাখানি কেশব কাশ্মীরী ভট্টের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি উহা তাঁহার শিষ্য শ্রীভট্টের হস্তে প্রদান করেন। (পরবর্ত্তী ৬৩ পৃষ্ঠায় পাট্টা দ্রষ্টব্য।) সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীই শ্রীভট্টের আবির্ভাবকাল বলিয়া নিশ্চিত হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার গ্রন্থাগারে যুগলশতকের একটি সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে উল্লিখিত শ্লোকের 'রাম' শব্দের স্থানে 'রাগ' শব্দ দেখা যায়, এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়া অনেক যুগলশতকের রচনাকাল ১৬৫২ সম্বৎ বলেন ($\overset{২}{\text{নয়ন}}$ $\overset{৫}{\text{বাণ}}$ পুনি $\overset{৬}{\text{রাগ}}$ $\overset{১}{\text{শশি}}$···)। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক। কারণ উপরে লিখিত প্রমাণবলে ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শ্রীভট্টজীর প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য) শ্রীপরশুরাম-দেবজী ১৫১৫ সম্বতে যুবরাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহারও ১৩৭ বৎসর পরে ১৬৫২ সম্বতে যুগলশতকের রচনা সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। আর, কাশীতে প্রাপ্ত ঐ সংস্করণ ভিন্ন অন্য সমস্ত সংস্করণেই "রাম শশি"—এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। সুতরাং 'রাম'-এর স্থানে 'রাগ' পাঠ ছাপার ভুলই বলিতে হইবে। কারণ হিন্দী অক্ষরে 'म' এবং 'ग' এর মধ্যে মাঝে একটি মাত্র রেখার ব্যাবধান হয়।

আর কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার যুগলশতকের সংস্করণটি কোন প্রাচীন পুস্তক নয়। কিন্তু 'বহরাইচ' জিলার নানপারা গ্রামস্থ 'শ্রীনিম্বার্ক পুস্তকালয়' হইতে নাগরী-প্রচারিণী সভার অন্বেষকগণ একটি পুস্তকের Note লিখিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং ঐ Note-এরই উল্লিখিত দোহার 'রাম' শব্দস্থলে 'রাগ' পাঠ আছে। নানাপারার পুস্তকটির লেখা অস্পষ্ট, দেখিলে মনে হয়, উহাতে রাম এবং রাগ এই উভয় প্রকার ভানই হইতে পারে। Note করিবার সময় বিশেষ মনোযোগ ও বিচার না করায় এইরূপ মারাত্মক ভুল হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে সময়ের ৩০০ বৎসর ব্যাবধান হইয়া যায়।[৮১]

---

[৮১] *Vide* :—'যুগলশতক'—ভূমিকা, পৃঃ ৯—১০, ব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য্য সম্পাদিত।

সুতরাং 'রাম' পাঠই সঙ্গত, এবং শ্রীভট্টজীর যুগলশতকের রচনাকাল ১৩৫২ সম্বৎ বা ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীভট্টের গুরু
কেশবকাশ্মীরী
ভট্টের সময়

এই শ্রীভট্টজীর গুরু ছিলেন আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মারী ভট্টজী। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। এই কেশবকাশ্মারী ভট্টজী শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩০ পুরুষ অধস্তন আচার্য্য। (পূর্বে লিখিত গুরুপরম্পরার তালিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৪) এই শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের নামে লিখিত একটি পাট্টা পাওয়া গিয়াছে। ১২১৭ সম্বতে (১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে পাট্টাটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। মথুরায় যবনগণ অত্যাচার করিয়া হিন্দুদিগকে বিধর্মী করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তন্ত্র-সম্মত "যন্ত্র-তন্ত্র"-বলে যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।[৮২]

কেশব কাশ্মীরী
ভট্টকে প্রদত্ত পাট্টা

এই কারণে তাঁহাকে তাঁহারা এই পাট্টা লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই পাট্টাটির প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল:—"সংবৎ ১২১৭ সত্তরকে শাল লিখতং কর দিয়া—সিধ শ্রীমধুপুরীজী মথুরা মণ্ডল ব্রজচৌরাসিকোশ কে পঞ্চ মিল লিখতং কর দিয়া। ব্রাহ্মণ ছত্রী বৈশ্য শূদ্র শেখ সৈয়দ মোগল পৈঠান হিন্দু মুসলমান মথুরা মণ্ডল ব্রজ চৌরাসী কোশকে পঞ্চ দোনো দিন মিল করকে লিখতং কর দিয়া। আদ অনাদসো নিমাবৎ সম্প্রদাকা তিরথ জেত্তা তিরথ জেত্তাবন জেত্তা রাম রামদাস সব ঠৌর পে জমিদারী নিমাবৎ সম্প্রদাকা বৈষ্ণব শ্রীস্বামীকেশোকাস্মির ভট্টজী মহারাজ কা বৈঠক দখল হুকম। সব পে নিমাবৎসংপ্রদাকা বৈষ্ণব কেশো কাস্মির ভট্টজী মহারাজকা রৈয়ৎ ইনিহিকা তহসিল সো ইনকোঁ দেনা বর সোঁ বরস সম্বৎকা সম্বৎ ইনিকো দেনা, ঔর কিসিকা ইস্‌মেঁ দখল নহীঁ। সংসারি গিরস্ত হিন্দু

---

[৮২] নাভাজীকৃত মূল 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে।

মুসলমান গুরু-মুখী কণ্ঠীবন্ধ ইনিহিকা, নহীঁ ঔর কিসীকা কণ্ঠীবন্ধ সেবক হোনে পাবে, মথুরা মণ্ডল চৌরাসী কোশকী বিচমেঁ নিমাবৎ সংপ্রদাকা কণ্ঠীবংধী চলী জায়গী, হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর ইনসিবায় ঔর কোঈ দেসী পরদেসী রাজা প্রজা মুকমদা দস্যাকা সংসারী বৈরাগী সংপ্রদাই ষট্‌দরসন পংথাই, জো কোই তিরথ সেবন করেগা, বন সেবন করেগা, গাম মেঁ বসেগা, সো ব সোডিহাসিল সংবৎকা সংবৎ সাখ কা সাখ দেনা হোগা, ইনিহিকা হোকর রহেগা, হুকম সাধেগা, ইনিহিকা মরজী পার মানরহেগা, ইন্‌সিবায় জো কোঈ আপনা মরজী চলাবেগা উসকা রাজদরবার মেঁ উসকে মাথে দণ্ড লেকে সজা দেকরকে মথূরা মণ্ডল ব্রজ চৌরাসি কোশকে সীমসে বাহর কর দেনা। কোই হোয় হিন্দু মুসলমান হোয়, দিনসে বাহর কোঈ, ঔর দিন হোয়, তিসরা চৌথা পাঁচমা দিন হোয়, কলিজুগ হোয়, অনেকদিন, অনেক ধরম অনেক অধরম অনেক পাষণ্ড হোগা চলেগা, জো ধরম হৈ আদজুগাদ কা নিমাবৎসংপ্রদাকা জো ধরম কোঈ ন মানে, হিন্দু মুসলমান দোঈ দিন মেঁ সোঁ কোঈ ঔর দিন হোয়, ঔর ধরম হোয়, অধরম হো, পাষণ্ড হোয়, জো কোঈ নিম্বাদিত্য সংপ্রদাকো জো ধরম হৈ ইস ধরম কো কোই ন মানে তো হিন্দুকে হিন্দু দিনধরমকা সৌগন্ধ, মুসলমান কি মুসলমান দিনইমান কা সৌগন্ধ, ঔর কোই দিন হোয়, উস্ দিনকো উস দিনধরমকা সৌগন্ধ, ঔর কোই জো দিন ধরম জো কোই মানে উসকো উস দিন ধরমকা সৌগন্ধ য জো আদ জুগাদ সনাতন ধরম হোয়, জো সনাতন ধরম কোই ন মানে, উসকো দিনঘাতি জান্‌না, ইষ্টঘাতি জান্‌না, কুলঘাতি জান্‌না, গুরুঘাতি জান্‌না, গোঘাতি, ব্রহ্মঘাতি, ঔর স্ত্রীঘাতি, সর্বঘাতি, মহাপাপী উসকো জান্‌না, নিশ্চেকরকে জান্‌না, সৎকরকে মান্‌না, য জো সনাতন ধরম কোই অসৎকরকে জানে তো ইন্‌কে বীচমেঁ ঈশ্বর হরিগুরু সাক্ষী, সুরজ চন্দ্রমা সাক্ষী, মিতি বৈশাখ, সুদ কৃষ্ণপক্ষ, গুরুবার, দুতিয়া, লিখেতং কর দিয়া শ্রীস্বামী কেশোকাশ্মীর ভট্টজী মহারাজজীকে

হাথ মেঁ দিয়া, বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণার্পণং শুভমস্তু, কল্যাণমস্তু, স্বামীজীনে শ্রীশ্রীভট্টজীকে হাথ দিয়া শ্রীভট্টজী।”[৮৩]

দসখৎ ধরম চৌবে।
দসখৎ মহাসিং ঠাকুর।
দসখৎ সাবকার অমির চন্দ।
দসখৎ লালা লামহা দাস
দসখৎ সেখ আদম
দসখৎ সৈয়দ রসূল
দসখৎ বেগ আব্দুল্লা
দসখৎ পৈঠান মুসহ
দসখৎ পঞ্চ দো দীনোঁ কো কিয়া—”

শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজীর নামীয় উল্লিখিত পাট্টাখানি ১২১৭ সম্বতে অর্থাৎ ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হওয়ায় তিনি যে দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া, এই কেশব কাশ্মীরী ভট্টের শিষ্য শ্রীভট্টজীর আবির্ভাবকালের দ্বারাও (যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) কেশবকাশ্মীরী ভট্টজীর আবির্ভাবকালও নির্ণীত হইতে পারে। শ্রীভট্টজীর আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে (পৃঃ ৬১ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহার গুরু শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজীর আবির্ভাবকালও অন্ততঃ দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টের প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য) শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যের কালের দ্বারাও এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই হরিব্যাস দেবাচার্য্যের কাল উপরে চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত

কেশবকাশ্মীরী ভট্টের সময় দ্বাদশ শতাব্দী

---

[৮৩] এই পাট্টাটি সালিমাবাদ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপীঠে সুরক্ষিত আছে। সেখান হইতেই ইহা সংগৃহীত হইয়াছে।

জীবিত ছিলেন ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। (পৃঃ ৫৯—৬০ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং এই হরিব্যাস দেবাচার্য্যজীর গুরুর গুরু কেশবকাশ্মীরী ভট্টের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী হইবে তাহা ইহা দ্বারাও অনুমিত হইতে পারে। কেশবকাশ্মীরী ভট্টের নামীয় পাট্টার তারিখ তাহাই সমর্থন করে।[৮৪]

---

[৮৪] অনেকে বলেন যে, এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ও শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল। কিন্তু এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টের সময় যখন একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া উপরে প্রমাণিত হইল, তখন চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে না, কারণ চৈতন্যদেব ইহার অনেক পরবর্ত্তিকালে পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত ছিলেন। সুতরাং এই কেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কেশবকাশ্মীরী একই ব্যক্তি কি না তাহা ঘোরতর সন্দেহের ও বিচার্য্যের বিষয়। এই সম্বন্ধে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গবেষণা-গ্রন্থে 'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা ও নানা প্রমাণ আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে কেশবকাশ্মীরী ভট্টের বিচার ও কেশব কাশ্মীরীর পরাজয় বিষয়ক ঘটনাটির মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। তিনি এই বিষয়ে নানা আলোচনার পর তাহার উক্ত গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় সংস্করণ) লিখিতেছেন—"আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত হয়, তাহারই একটিকে অবলম্বন করিয়া কবি এখানে দিগ্বিজয়-পরাভবের কাহিনীটি লিখিয়াছেন।" যে শ্লোকটি লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে কেশবকাশ্মীরী ভট্টের বিচার হইয়াছিল, সেই শ্লোকটিতে স্থিত "ভবানীভর্ত্তুঃ (ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা"—এই চরণেস্থিত "ভবানীভর্ত্তুঃ" পদটিতে) পদটিতে যে 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' দোষ হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেও তিনি সেখানে আলোচনা করিয়া তাহার ঐ পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সাহিত্যদর্পণে ঠিক এই দৃষ্টান্তটি দিয়াই 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' দোষ দেখান হইয়াছে,

শ্রীচৈতন্যের সহিত এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টের বিচারবিষয়ক ঘটনা কাল্পনিক।

আর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টজী শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩০ পুরুষ অধস্তন আচার্য্য। (পূর্ব্বোল্লিখিত গুরু-পরম্পরার তালিকা দ্রষ্টব্য ৫৪ পৃঃ।) সুতরাং এই কেশবকাশ্মীরী ভট্টজীই যদি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হন (যাহা উপরে প্রমাণিত হইল) তাহা হইলে তাহার ৩০ পুরুষ উর্দ্ধতন আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক কিরূপে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন? ইহা তো একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং যে সমস্ত পণ্ডিতেরা ("বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, R. G. Bhanderkar, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডক্টর রমা চৌধুরী প্রভৃতি) শ্রীনিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বা তাহারও পরবর্ত্তী বলিয়া বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বোদ্ধৃত ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রমাণাবলী না পাওয়াতেই নিম্বার্কের কাল সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

অতএব নিম্বার্ক একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন না।

আর ভাণ্ডারকর যে পরম্পরার প্রতি পুরুষে গড়ে ১৮ বৎসর ধরিয়া হিসাব করিয়া ৩৩ পুরুষের মোট ৬০৩ বৎসর ধরিয়া

যথা :—"ভূতয়েঽস্তু ভবানীশঃ"—অত্র ভবানীশশব্দো ভবান্যাঃ পত্যন্তরপ্রতীতি-কারিত্বাদ্বিরুদ্ধমবগময়তি",—(সপ্তম পরিচ্ছেদ)। 'সাহিত্যদর্পণ' প্রাক্-চৈতন্যযুগের বই। কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যে সাহিত্যদর্পণের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থও পড়া ছিল না ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আর গোবিন্দলীলামৃতের গ্রন্থকার পরম পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে পঞ্চদোষযুক্ত একটি শ্লোক রচনা করিয়া দেওয়া কিছুই কঠিন নহে।"—ইত্যাদি।—[*Vide* :—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ—২০৭—২১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ)] ডক্টর মজুমদারের এই সিদ্ধান্তের সত্যতার সমর্থনে আমাদের উপরে প্রমাণিত শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের আবির্ভাবসময় নূতন আলোকপাত করিবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং এই বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, হয় উক্ত ঘটনা কাল্পনিক, অথবা তাহা এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেশবকাশ্মীরী ভট্টের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

অতএব R. G. Bhanderkar-এর মত অসঙ্গত

শ্রীনিম্বার্কের কাল একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন (যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), তাহা যে কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা এখন সহজেই বোধগম্য হইবে আশা করি। কারণ, উপরে লিখিত প্রমাণপঞ্জী হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীপরশুরাম দেবজী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪র্থ পুরুষ শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টজী পর্য্যন্ত (ঐ পাট্টা লিখিয়া দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত) এই চারিপুরুষেই মোট সম্বৎ ১৬৬৯—১২১৭ সম্বৎ = ৪৫২ বৎসর প্রামাণিক ভাবেই পাওয়া যায়। এই চারি পুরুষেই যদি ৪৫২ বৎসর হয়, তবে ৩০ পুরুষে কত বৎসর হইতে পারে তাহা সুধীজনেরই বিবেচ্য। আর ভাণ্ডারকরের কল্পনানুসারে প্রতি পুরুষের আচার্য্যকাল গড়ে অন্ততঃ ২০ বৎসর করিয়া ধরিলেও শ্রীকেশব-কাশ্মীরী ভট্টজী হইতে ৩০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য পর্য্যন্ত মোট ৩০ × ২০ = ৬০০ বৎসর হয়, এবং কেশবকাশ্মীরী ভট্টজী দ্বাদশ শতাব্দীর হইলে (যাহা উপরে প্রমাণিত হইয়াছে) তাঁহা হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কের কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দী হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তীই হন—ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকে না। কারণ আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কের সম্ভাব্য কাল—শ্রীনিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী

আর গীত-গোবিন্দকার শ্রীজয়দেব গোস্বামীও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি কেন্দুবিল্বে (জয়দেব-কেন্দুলী) আজিও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মন্দির আছে, এবং সেই মন্দির-সংলগ্ন ভূমিভাগেই মেলা বসে। শ্রীজয়দেবের আরাধ্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীমাধবজী শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যপীঠ পরশুরামপুরীতে (সালেমাবাদ, কিশনগড়, রাজস্থান) বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীজয়দেব যে

কবি জয়দেব নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী ছিলেন।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন তাহা শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের টট্টীস্থানের আচার্য্য-পরম্পরার তালিকাতেও দেখা যায়। ঐ তালিকায় আচার্য্য-পরম্পরার মধ্যে শ্রীজয়দেবের নামও দেখা যায়। জয়দেব নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে তাঁহার নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পরম্পরায় কেন লিপিবদ্ধ হইবে? আর জয়দেব যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন তাহা আদালত দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। আজ হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মহন্ত শ্রীভগবান্‌দাসজীর সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীরসিক-বিহারীজীর মন্দিরের গোস্বামিগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনস্থ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের টট্টীস্থানের গুরুপরম্পরাবিষয়ে ঝগড়া ও মোকদ্দমা হইয়াছিল। তাহাতে কবি জয়দেব যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের টট্টীস্থানের গুরুপরম্পরারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ইহাই আদালত হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলীর মন্দিরের স্বত্ব লইয়াও আদালতে মামলা হইয়াছিল। তাহাতেও জয়দেব-কেন্দুলীর মন্দির যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরই, ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আর জয়দেব-কেন্দুলীর মন্দিরে মহন্তের নামের শেষের উপাধি "শরণদেব" (বর্ত্তমান মহন্ত শ্রীরাসবিহারী শরণদেব)—এইরূপ উপাধিও তাঁহার নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্তিই প্রমাণিত করে। কারণ, একমাত্র নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণেরই নামের শেষে এইরূপ উপাধি দেখা যায়। [যথা:—শ্রীযশোদানন্দন দেব, শ্রীজনগোপাল দেব, শ্রীরাধা-সর্ব্বেশ্বরশরণ দেব, শ্রীবিহারীশরণ দেব, শ্রীরাধাশরণদেব,…প্রভৃতি। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনস্থ টট্টীস্থানের, শ্রীরসিকবিহারীজীর মন্দিরের, কাঠিয়াবাবাকাস্থানের, এবং সালিমাবাদের পরশুরাম পুরীর গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য।] তাহা ছাড়া, জয়দেব-কেন্দুলীর মন্দিরের মহন্ত ও বৈষ্ণবগণের ললাটের তিলকচিহ্নও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের তিলকচিহ্নেরই অনুরূপ। এইরূপ তিলকচিহ্নের সাদৃশ্য

দেখিয়াও প্রমাণিত হয় যে জয়দেব-কেন্দুলীর মন্দির ও বৈষ্ণবগণ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরই অধীন ও অন্তর্ভুক্ত।

এই জয়দেব শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের টট্টীস্থানের পরম্পরার শ্রীযশোদানন্দন দেবজীর শিষ্য ছিলেন, এবং এই জয়দেবের শিষ্য ছিলেন শ্রীজনগোপাল দেবজী।[৮৫] সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মনিয়র্ উইলিয়মস্ সাহেবও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রণীত 'Hinduism' নামক গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে—(Chapter X,—"Medieval and Modern Sects") নিম্বার্ক-সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব চার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া বর্ণনা করিয়া ("First in the chronological order") শেষে সেখানে ইহাও বলিয়াছেন—"It should be noted here that the poet Joydeva, who is thought to have lived in the 12th century, may be said to have followed Nimbarka in promoting the doctrine of devotion to Krishna by his celebrated poem called "Gitagovinda".

এই জয়দেব গোস্বামী শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এক শাখা-পরম্পরায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে অধস্তন ৪৬ পুরুষ আচার্য্য ছিলেন। এই শাখাতে বিখ্যাত গায়ক ও কবি তান্‌সেনের গুরু ভক্ত শ্রীহরিদাসও অবস্থিত। এই স্বামী হরিদাসও এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তিনি জয়দেবের এই শাখা-পরম্পরাতেই অবস্থিত। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এই শাখার বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেকেই শ্রীভগবানের লীলারসের আস্বাদক ও কীর্ত্তনপরায়ণ ছিলেন। অনেকে কবিও ছিলেন, যথা—শ্রীরসিক

কবি জয়দেব নিম্বার্ক হইতে ৪৬ পুরুষ অধস্তন আচার্য্য।

---

[৮৫] *Vide* :—নিজমতসিদ্ধান্ত—পঃ কিশোর দাস—আচার্য্যখণ্ড, পৃঃ ১০৬ 'সর্ব্বেশ্বর পত্রিকা'—ভক্তমালাঙ্ক, সম্বৎ ২০১৭, পৃঃ ৩২৩, ৩২৬—সালিমাবাদ, পরশুরামপুরী হইতে প্রকাশিত।

দেব, শ্রীললিতকিশোরী দেব, শ্রীস্বামী হরিদাস দেব, (প্রসিদ্ধ ভক্ত গায়ক স্বামী হরিদাস), শ্রীজয়দেব (গীতগোবিন্দকার) ইত্যাদি। শ্রীজয়দেবের এই পরম্পরার তালিকা শ্রীবৃন্দাবনে টট্টীস্থানে সুরক্ষিত আছে। শ্রীজয়দেবের এই পরম্পরা নীচে পাদটীকায় দেওয়া হইল—[৮৬]

গীতগোবিন্দকার জয়দেবের সময় দ্বাদশ শতাব্দী

এই গীতগোবিন্দকার জয়দেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমস্ত বিদ্বানগণই একমত। "গীতগোবিন্দের" এক প্রাচীনপুঁথির শেষে লিখিত আছে—"সমাপ্তমিদং শ্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীনতমং শাস্ত্রং সম্পূর্ণম্…অথ লক্ষ্মণসেন নাম নৃপতিসময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজপ্রতিষ্ঠা"।[৮৭]

---

[৮৬] শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের "টট্টীস্থানকা আচার্য্যপরম্পরা"—(১) শ্রীহংস ভগবান্, (২) শ্রীসনকাদি ভগবান্, (৩) শ্রীনারদ ভগবান্, (৪) শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্, (৫) শ্রীনিবাসাচার্য্য, (৬) শ্রীবিশ্বাচার্য্য, (৭) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য………………………(১৬) শ্রীদেবাচার্য্য,—এই পর্য্যন্ত মূল ধারা আসিয়াছে এবং ইহার পর হইতে অন্য শাখায় চলিয়া গিয়াছে। (১৭) শ্রীব্রজভূষণ দেবজী, (১৮) শ্রীব্রজজীবন দেবজী, (১৯) শ্রীজনার্দ্দন দেবজী, (২০) শ্রীবংশীধর দেবজী, (২১) শ্রীভূধর দেব, (২২) শ্রীহরিবল্লভ দেব, (২৩) শ্রীমুকুন্দদেব, (২৪) শ্রীললিত ভানুদেব, (২৫) শ্রীকন্থর দেব,……………………(৪৬) শ্রীত্রিভঙ্গ দেব, (৪৭) শ্রীহরিবিলাস দেব, (৪৮) শ্রীযশোদানন্দন দেব, (৪৯) শ্রীজয়দেব কবি, (৫০) শ্রীজনগোপাল দেব, (৫১) শ্রীমাধব দেব, (৫২) শ্রীবিষ্ণু দেব……………………(৬২) শ্রীআশুধীর দেব, (৬৩) শ্রীস্বামী হরিদাস দেব, (স্বামী হরিদাস) (৬৪) শ্রীবিঠল বিপুল দেব, (৬৫) শ্রীবিহারিনী দেব……………………(৬৭) শ্রীনরহরি দেব, (৬৮) শ্রীরসিক দেব, (৬৯) শ্রীললিতকিশোরী দেব……………………(৭৯) শ্রীরাধাচরণ দাস,—[শ্রীবৃন্দাবনস্থ "টট্টী-স্থান" হইতে এই পরম্পরা সংগৃহীত হইয়াছে।]

[৮৭] *Vide* :—'বিশ্বকোষ',—'জয়দেব' শব্দস্থানে জয়দেবের ইতিহাস।

এই লক্ষ্মণসেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। মনিয়র্ উইলিয়স্ সাহেবও লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই জয়দেব বর্ত্তমান ছিলেন (পূর্ব্বের ৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত উক্তি দ্রষ্টব্য।) সুতরাং এই জয়দেবই যখন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, তখন তাঁহার অপেক্ষা ৪৬ পুরুষ উর্দ্ধতন আচার্য্য 'শ্রীনিম্বার্ক' (পূর্ব্বপৃষ্ঠায় "টট্টী-স্থানের" গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য) যে খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ-শতাব্দীর হইতেই পারেন না, বরং তাহা অপেক্ষা বহু পূর্ব্বকালীন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নিম্বার্ক জয়দেব অপেক্ষাও ৪৬ পুরুষ উর্দ্ধতন, অতএব বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩০ পুরুষ অধস্তন শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টজী একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর হইলে (যাহা উপরে প্রমাণিত হইয়াছে), সেই নিম্বার্ক হইতে ৪৬ পুরুষ অধস্তন জয়দেব গুরুপরম্পরার হিসাবে কিরূপে দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে মুল আচার্য্যের গদিতে অধিষ্ঠিত পুরুষদের মুল ধারা বা মূল পরম্পরাতে, এবং শাখার পরম্পরাতে সময়ের বহু তারতম্য হইয়া থাকে। শাখা-পরম্পরায় যে সময় ৪।৫ পুরুষ হইয়া যায়, সেই সময়ে মুল পরম্পরা বা মুল ধারাতে হয়ত ১ পুরুষই চলিতে থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত কাঠিয়া বাবাকাস্থানের গুরুপরম্পরা—(৫৪ পৃষ্ঠায়) এবং টট্টীস্থানের গুরুপরম্পরা (৭১ পৃষ্ঠায়) এই দুই গুরুপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, শ্রীহংসভগবান্ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই একই কালের মধ্যে যেখানে "কাঠিয়াবাবাকাস্থানের" গুরুপরম্পরায় ৫৬ পুরুষ হইয়াছে, সেখানে টট্টীস্থানের শাখা-পরম্পরায় ৭৯ পুরুষ হইয়াছে। মূলপরম্পরা ও শাখার পরম্পরার মধ্যে এইরূপ তারতম্য সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। জয়দেবের পরম্পরা মূল পরম্পরা বা মুলধারা নহে, কিন্তু শাখা-পরম্পরা। সেখানে দেখা যায় যে,

শ্রীহংসভগবান্ হইতে অধস্তন ১৬ পুরুষ দেবাচার্য্য পর্য্যন্ত মুল ধারা আসিয়া পরে দেবাচার্য্য হইতে উহা মুল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য শাখায় চলিয়া গিয়াছে, এবং সেই শাখাতেই জয়দেব অধিষ্ঠিত।

অতএব উপরে লিখিত সমস্ত প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিশ্চিতভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না।

নিম্বার্ক একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতের আলোচনা ও তাহার খণ্ডন।

সুতরাং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের কাল যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভ্রান্ত অনুমান। তিনি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের কাল-নির্ণয় নিতান্ত দুরূহ বলিয়া লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য্যের মতের দ্বারা নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এবং দেবাচার্য্য নিম্বার্ক-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং নিম্বার্কাচার্য্য এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। ভাস্করের কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দী, এবং দেবাচার্য্যের কাল দ্বাদশ শতাব্দী। অতএব তিনি নিম্বার্কের কাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার অন্য হেতু এই—ভবিষ্য পুরাণের পরিশিষ্টে ২১শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ। মধ্বাচার্য্যস্তৃতীয়স্তু তুর্য্যো রামানুজঃ স্মৃতঃ॥" এখানে যে ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্বার্কাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। মধ্বাচার্য্যের স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী; অতএব নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ করাই সঙ্গত—ইহাই উক্ত স্বামীজীর মত।[৮৮]

---

[৮৮] *Vide* :—'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস—'স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—পৃঃ—৩৭৬, (প্রথম সংস্করণ)

ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, উক্ত ভবিষ্যপুরাণের পরিশিষ্টের শ্লোক কোন আচার্য্যের পূর্ব্বাপর ক্রম নির্দ্দেশ করিবার জন্য উক্ত হয় নাই, অন্যথা এই শ্লোকের প্রমাণের বলেই শ্রীরামানুজ আচার্য্যকেও মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণ এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যও শ্রীরামানুজ আচার্য্যকে মধ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই স্বীকার করেন—এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই।

ইহা ভিন্ন পদ্মপুরাণের "শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌভাব্যাঃ হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ। রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ"। (বলদেব বিদ্যাভূষণের 'প্রমেয় রত্নাবলী'তে উদ্ধৃত) এই শ্লোকে আচার্য্যগণের পূর্ব্বোক্ত ক্রম হইতে বিপরীত ক্রমের কথাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শ্লোকটি, এবং পদ্মপুরাণের এই শ্লোকও আচার্য্যগণের পূর্ব্বাপর ক্রম-নির্দ্দেশক নহে।

আর স্বামীজী তাঁহার বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাসে দেবাচার্য্যের কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া যে লিখিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ দেবাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য হইতে অধস্তন ১৩ পুরুষ এবং কেশবকাশ্মীরী ভট্ট হইতে ঊর্দ্ধতন ১৮ পুরুষ (৫৪ পৃষ্ঠায় গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেশব কাশ্মীরী ভট্টজীর আবির্ভাবকাল একাদশ বা দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ, সুতরাং তাঁহা হইতে ১৮ পুরুষ পূর্ব্বতন দেবাচার্য্যের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা একেবারেই অসম্ভব।

ভাস্করাচার্য্য নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসের পরবর্ত্তী।

আর ভাস্করাচার্য্যের মতের দ্বারা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বামীজী যে লিখিয়াছেন তাহাও সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য যে ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে, যথাঃ—ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।৩১

সূত্রের "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা"—এই সূত্রের শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামক ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"চেতনভূতাত্মবিভুত্ববাদিমতে দোষকথনার্থং সূত্রম্" ……ইত্যাদি।

ভাস্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের উক্ত মত খণ্ডন করিতে যাইয়া লিখিতেছেন…"যৎপুনরাত্মবিভুত্ববাদিনাং দোষকথনার্থং সূত্রমিতি ব্যাখ্যাতং তদযুক্তম্।"…ইত্যাদি।

এই দুইটি পঙ্‌ক্তি তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হয় যে', ভাস্করাচার্য্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের পঙ্‌ক্তি অক্ষরশঃ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কাহারও ভাষ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের লিখিত উক্ত "চেতনভূতাত্মবিভুত্ববাদিমতে দোষকথনার্থং সূত্রম্" পঙ্‌ক্তিটি পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীনিবাসের ভাষ্যে এই পঙ্‌ক্তিটি পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভাস্করাচার্য্য এই শ্রীনিবাসের পঙ্‌ক্তিটিই তাঁহার ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য যে ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা ইহা দ্বারা অনুমিত হইতে পারে।

এই শ্রীনিবাসাচার্য্য ছিলেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য (৫৪ পৃষ্ঠায় গুরুপরম্পরা, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং তিনি তাঁহার রচিত 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীনিম্বার্করচিত 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীনিম্বার্কসম্মত স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে শ্রীনিবাসাচার্য্যের গুরু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন, অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য নিম্বার্কের পরবর্ত্তী হইবেন, তাহা তো স্বতঃই প্রমাণিত হয়।

ভাস্করাচার্য্য যে নিম্বার্কের পরবর্ত্তী এই বিষয়ে শ্রীসতীন্দ্রনাথ

রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য' প্রবন্ধে[৮৯] একটি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

"ব্রহ্মসূত্রের ১।২।১৫ সূত্রের পরে নিম্বার্কভাষ্যে ও শ্রীনিবাসভাষ্যে "অতএব চ তদ্‌ব্রহ্ম (১।২।১৬)—এইরূপ একটি সূত্র আছে।

শ্রীকণ্ঠ আচার্য্যের এবং রামানুজ আচার্য্যের ভাষ্যেও এই সূত্রটি আছে। কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে বা ভাস্কর ভাষ্যে এই অতিরিক্ত সূত্রটি নাই। ভাস্করাচার্য্য ১।২।১৫ সূত্রের ভাষ্যশেষে লিখিয়াছেন "অত্রাবসরে "অতএব চ তদ্ ব্রহ্মেতি" সূত্রমন্যে পঠন্তি, তৎপুনর্গতার্থমিত্যন্যৈর্নাভিধীয়তে" [অর্থাৎ, ইহার পর কেহ কেহ "অতএব চ তদ্‌ব্রহ্ম" এই অতিরিক্ত সূত্রটি পড়েন, কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রেই সেই অর্থপ্রাপ্তি হওয়ায়, অন্যে তাহা বলেন না।]

ভাস্করের পূর্ব্বে এই অতিরিক্ত সূত্র যাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের বিষয়ই ভাস্কর এখানে "অন্য" শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজ ভাস্করের পরবর্ত্তী, সুতরাং তাঁহাদের ভাষ্যে এই অতিরিক্ত সূত্র গ্রহণের সম্বন্ধে উল্লেখ ভাস্কর করিতে পারেন না।" (এই পর্য্যন্তই সতীন্দ্রবাবু যুক্তি দেখাইয়াছেন। ইহার পরে আমাদের বক্তব্য এই যে) শ্রীরামানুজ আচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে এই অতিরিক্ত সূত্রটির পাঠ "অতএব চ স ব্রহ্ম" এইরূপ করিয়াছেন, এবং তাহা তিনি বোধায়ন-বৃত্তির অনুসরণ করিয়াই করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বোধায়ন-বৃত্তি এখন লুপ্ত, তাহা আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য এই অতিরিক্ত সূত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন 'অতএব চ তদ্ ব্রহ্ম' এইরূপে। "অতএব চ তদ্ ব্রহ্ম" এইরূপ পাঠ কেবলমাত্র শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস ভাষ্যেই পাওয়া যায়। অতএব ইহার দ্বারাও সিদ্ধান্ত হয় যে, ভাস্করাচার্য্য তাঁহার উল্লিখিত

---

[৮৯] *Vide* :—শ্রীসুদর্শন, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা,—৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

১।২।১৫ সূত্রের ভাষ্যশেষে শ্রীনিবাস-ভাষ্য বা শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্য লক্ষ্য করিয়াই এই অতিরিক্ত সূত্রের কথা লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ভাস্কর শ্রীনিম্বার্কের পরবর্ত্তী এবং নিম্বার্ক ভাস্করের পূর্ব্ববর্ত্তী।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্বামীজীর মত সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাহা ছাড়া, স্বামীজী এই নিম্বার্ক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরও অনেক কাল্পনিক অবাস্তব কথাও সেখানে বলিয়াছেন।[২০] সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

নিম্বার্ক শঙ্করেরও পূর্ব্ববর্ত্তী

এই ভাস্করাচার্য্যকে আচার্য্য শঙ্করের সমসাময়িক বলা হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে আচার্য্য শঙ্করেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, শ্রীনিম্বার্ক যে আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিষয়ে নিম্নে আরও কতিপয় প্রমাণ লিখিত হইতেছে:—(ক) অনেকে বলেন যে, নিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে শঙ্কর নিশ্চয়ই তাঁহার ভাষ্যে নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করিতেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কোথাও নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং নিম্বার্ক নিশ্চয়ই শঙ্করের পরবর্ত্তী, ইহার উত্তরে বক্তব্য যে যদিও শঙ্করাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের নাম তাঁহার ভাষ্যে কোথায়ও নামতঃ উল্লেখ করেন নাই, তবুও ইহা দেখা যায় যে, শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের নানাস্থানে শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, যথা:—

ব্রহ্মসূত্রের “উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ” (ব্র. সূ. ৩।২।২৭) সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্যে…“বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন

---

[২০] *Vide*:—‘বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস’—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী,—প্রথম সংস্করণ—পৃঃ, ৩৭৫-৭৭, ৩৮৮-৮৯, ৮৩২, ইত্যাদি।

স্থাতুমর্হতি, ভেদাভেদব্যপদেশাৎ—এই নিম্বার্ক-ভাষ্যে এবং এই সূত্রেরই শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ'-ভাষ্যে…" কার্য্যস্য কারণেন ব্রহ্মণা সহ স্বাভাবিকৌ ভেদাভেদৌ ভবতঃ"—এই অংশে নামতঃ ভেদাভেদ বাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২ প্রভৃতি অনেক সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্র ২।৩ ৪৩ সূত্রের ভাষ্যে …"ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ" এই অংশে ভেদাভেদবাদের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মসূত্রের ৩।২।২১ প্রভৃতি অনেক সূত্রের ভাষ্যে দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিলয়রূপ সঙ্কেত প্রভৃতির দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইহাই যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য যে সমস্ত উদাহরণের সাহায্যে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদের প্রতিপাদন করিয়াছেন, ঠিক সেই সমস্ত উদাহরণের সহিতই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাহার আলোচনা করিয়াছেন, যথা :—"লোকে মৃৎপিণ্ডোপাদানকানাং ঘটশরাবাদীনাং, সুবর্ণোপাদানকানাং কটককুণ্ডলাদীনাং, সমুদ্রোপাদানকানাং ফেনতরঙ্গাদীনাং বৃক্ষোপাদানকানাং ফলপত্রাদীনাং চ কারণানন্যত্বেঽপি পরস্পরং বিভাগোঽস্তি তথা ব্রহ্মোপাদানকত্বেন তদনন্যয়োরপি ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ পরস্পরং বিভাগঃ স্যাৎ, এবং ভোক্তৃনিয়ন্ত্রোরপি অবিভাগেঽপি বিভাগঃ স্যাৎ, যথা, মৃদোঽভিন্না অপি স্বভাবতো ঘটশরাবাদয়ো মৃদ্ব্যতিরিক্তস্থিতিপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ মৃদঃ সকাশাদ্ ভিন্না অপি স্বভাবত এব" …ব্রহ্মসূত্র ২ ১।১৩—শ্রীনিবাসভাষ্য (সিদ্ধান্তপক্ষ)।

শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে, নিম্বার্ক সম্মত দ্বৈতাদ্বৈত-বাদের উল্লেখ করিয়াছেন

ইহার সহিত ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের তুলনা :—শাঙ্করভাষ্য, যথা :—"…নন্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম, অতঃ একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি

সত্যমেব। যথা,—বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখা ইতি নানাত্বম্। যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্"—(ব্র, সূ, ২।১।১৪)। এখন উল্লিখিত শ্রীনিবাসভাষ্য এবং শাঙ্করভাষ্য পরস্পর তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, উল্লিখিত শ্রীনিবাসভাষ্যে (ব্র, সূ, ২।১।১৩) যাহা সিদ্ধান্তপক্ষ, তাহাই ভাবে এবং ভাষায় শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে (ব্র, সূ, ২।১।১৪) পূর্ব্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া তাহারই খণ্ডন তিনি ঐ ২।১।১৪ সূত্রে করিয়াছেন। উভয় ভাষ্যেরই উল্লিখিত অংশের ভাব এবং ভাষা প্রায় একই প্রকার। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীনিবাসের 'বেদান্তকৌস্তুভ' ভাষ্যের কথা জ্ঞাত ছিলেন, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের বা শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নাম না করিলেও শ্রীনিম্বার্কসম্মত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ তিনি তাঁহার ভাষ্যে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শঙ্কর নিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসের ভাষ্যের কথা জ্ঞাত ছিলেন

এইরূপভাবে অন্যত্রও দেখা যায় যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫।১।১ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেখানেও পূর্ব্বপক্ষের ভাষা ও ভাব উল্লিখিত ব্র, সূ, ২।১।১৩ সূত্রের শ্রীনিবাসভাষ্যেরই মত। যথা—……"অত্রৈকে বর্ণয়ন্তি এবঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকম্ একং ব্রহ্ম, যথা কিল সমুদ্রো তরঙ্গফেনবুদ্‌বুদাদ্যাত্মকঃ। ননু ব্রহ্মণো দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বে সমুদ্রাদিদৃষ্টান্তা বিদ্যন্তে,"……… ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া পরে……"বিরোধাচ্চ দ্বৈতাদ্বৈতয়োরেকস্য তস্মান্ন সুবিবিক্ষিতেয়ং কল্পনা। অথাপ্যভ্যুপগম্য ব্রূমঃ—দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বেঽপি শাস্ত্রবিরোধস্য তুল্যত্বাৎ……"—(বৃহদারণ্যক উপঃ ৫।১।১, শাঙ্করভাষ্য)—এইরূপে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের মতবাদের উল্লেখ বা খণ্ডন করেন নাই, তাঁহারা

শঙ্কর নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসাচার্য্য অপেক্ষা পরবর্ত্তী

পূর্বোদ্ধৃতস্থলগুলি নিপুণভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে আমার মনে হয়, তাঁহারা আমারই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবেন। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে শঙ্করাচার্য্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য অপেক্ষা পরবর্ত্তী। কারণ শ্রীনিম্বার্ক শ্রীনিবাসাচার্য্যের গুরু অর্থাৎ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যই শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী।

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের কথা

অনেকে বলেন যে, ব্রহ্মসূত্রের ২।১·১৪ সূত্রের এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫।১।১ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতবাদ, নিম্বার্কের নহে, কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা উক্তি মাত্র। কারণ ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না যাহার পঙ্‌ক্তির আশয়ের সহিত উক্ত শাঙ্কর ভাষ্যের উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৩ সূত্রের শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাষ্যের সহিত ব্র, সূ, ২।১।১৪ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের ঐ অংশের ভাব ও ভাষা উভয় দিক্ দিয়াই সাদৃশ্য রহিয়াছে। শ্রীনিবাসাচার্য্যের যাহা সিদ্ধান্তপক্ষ তাহাই শঙ্কর পূর্ব্ব পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং তাঁহার গুরু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যই শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।[২১]

---

[২১] এই বিষয়ে আরও বলা যাইতে পারে যে, যদি শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীনিবাসাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তীই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের ভাষ্যে শঙ্করের কৃত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উপর আক্ষেপের প্রত্যুত্তর না দিয়া থাকিতে পারিতেন না, যেরূপ ভাস্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের অনেক স্থানে শঙ্কর মতের আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করের পরবর্ত্তী সমস্ত আচার্য্যই তাঁহাদের ভাষ্যে শঙ্করের মতের আলোচনা বা খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্ক বা শ্রীনিবাসাচার্য্য

শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসাচার্য্য যে শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্বকালীন সে সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

(খ) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনি তাঁহার রচিত বেদান্তপারিজাতসৌরভে ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতাদ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৪২—৪৫ সূত্রে শাঙ্কর ভাষ্যের মতে ভাগবতমতের "চতুর্ব্যূহ—উৎপত্তিবাদ" খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ঐ অংশে (২।২।৪২—৪৫ সূত্রে) "শক্তিবাদ" খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ঐ অংশে ভাগবতমতের "চতুর্ব্যূহ-উৎপত্তিবাদ" খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রেরই ঐরূপ অভিপ্রায় ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা না করিয়া যদি শঙ্করাচার্য্য ভাগবতমতের

কেহই শঙ্করমতের উল্লেখপর্য্যন্তও করেন নাই—ইহা কি তাঁহাদের শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের সূচনা করে না? আর শঙ্কর এরূপ একজন দিগ্বিজয়ী অসাধারণ প্রতিভাশালী আচার্য্য ছিলেন যে তাঁহার পরবর্ত্তী যে কোন ভাষ্যকারের পক্ষেই তাঁহাকে উপেক্ষা করা, বা তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া নীরব থাকা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকই মনে হয়। আর, যদি শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীনিবাসাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তীই হইতেন, তবে তাঁহারা শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, প্রভৃতি আচার্য্যগণের রচিত সুদীর্ঘ, সুগম্ভীর বিরাট ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য সমূহ থাকিতে পুনরায় অনাবশ্যকভাবে আবার এক অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্য যে ব্রহ্মসূত্রের অতি সংক্ষিপ্ত সরল ব্যাখ্যা মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতেও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্রের সুপ্রাচীন ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে শ্রীনিম্বার্ক-রচিত 'বেদান্তপারিজাত সৌরভ' অন্যতম, এবং তাহা শঙ্করভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ও পূর্ব্বকালীন।

শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীনিবাস শঙ্করাচার্য্যের নাম বা তাঁহার মতের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই; খণ্ডন বা প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা! কিন্তু শঙ্করের পরবর্ত্তী অন্য সমস্ত আচার্য্যগণই তাহা করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রে ভাগবতমত—খণ্ডনের কোন প্রতিবাদ নিম্বার্ক বা শ্রীনিবাস করেন নাই, কিন্তু রামানুজাদি অপর বৈষ্ণব আচার্য্যগণ করিয়াছেন।

ঐ অংশ স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে ভাগবতমতাবলম্বী আচার্য্যগণ তাহার উত্তর না দিলেও পারিতেন। কিন্তু "ব্রহ্মসূত্রকারেরই ঐরূপ অভিপ্রায়" এইরূপ কথার প্রতিবাদ না করিয়া তৎপরবর্ত্তী ভাগবতসম্প্রদায়ী ভাষ্যকারগণ ঐ সূত্রের ভাষ্য লিখিতে পারেন না। কারণ ব্রহ্মসূত্রকার নিজেই যদি ভাগবতমত নিরস্ত করিয়া থাকেন, তবে ভাগবতসম্প্রদায়ের বেদান্তদর্শনের দ্বৈতাদ্বৈতব্যাখ্যার কিম্বা বিশিষ্টাদ্বৈতব্যাখ্যার কোন সার্থকতা থাকে না। নিম্বার্কাচার্য্য বা তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাস শঙ্করের পরবর্ত্তী হইলে তাঁহারা ঐ চারি সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেন না। অন্ততঃ পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের সেই সকল সূত্রের অভিপ্রায় ভাগবতমতখণ্ডন নহে, একথা তাঁহাদের বলিতেই হইত। কিন্তু নিম্বার্ক তাহা করেন নাই; এমন কি তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রীনিবাসাচার্য্যও তাহা করেন নাই। ইহা হইতে সারসিক অনুমান হইতে পারে যে ইঁহাদের কেহই শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী নহেন, এবং শঙ্করভাষ্যের বিষয় অবগত ছিলেন না। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করের পরবর্ত্তী ভাগবতসম্প্রদায়ী রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে এই অধিকরণের সূত্রসকলের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ভাগবতমতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাই তো স্বাভাবিক। শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস শঙ্করের পরবর্ত্তী হইলে তাঁহাদেরও শঙ্করের ঐরূপ ব্যাখ্যর প্রতিবাদ করিবার খুব সম্ভাবনা ছিল।[৯২]

আর শঙ্করাচার্য্যের ভাগবতমত খণ্ডনের দ্বারা ইহাও সুস্পষ্টরূপেই

---

[৯২] *Vide*:—'শ্রীসুদর্শন',—২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 'শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য',—শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

প্রমাণিত হয় যে, শঙ্করের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই ভাগবতসম্প্রদায়ের মতের অভ্যুত্থান ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হইয়াছিল, যাহার ফলে শঙ্করকেও নিজসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার জন্য ভাগবতমতকে ব্রহ্মসূত্রকারের নামোল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারাও নিম্বার্ক যে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

(গ) এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১ সূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের 'অথ' শব্দের অর্থ 'অনন্তর'। কিসের অনন্তর তাহা বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্বার্ক-ভাষ্যে আছে—"অথাধীতষড়ঙ্গবেদেন কর্মফলক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়কবিবেকপ্রকারকবাক্যার্থজন্য-সংশয়াবিষ্টেন অতএব জিজ্ঞাসিতধর্মমীমাংসাশাস্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্মতৎপ্রকারতৎফলবিষয়কজ্ঞানবতা কর্মব্রহ্মফলসান্তত্বসাতিশয়ত্বনিরতিশয়ত্ব-বিষয়কব্যবসায়জাতনির্বেদেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছালম্পটেনাচার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন মুমুক্ষুণা·········ব্রহ্ম···বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া"·········ইত্যাদি। এই ভাষ্যে ইহা সুস্পষ্ট যে বেদাধ্যয়ন ও পূর্ব্বমীমাংসাপাঠের পর কর্ম বা বৈদিক ধর্মের সান্তত্ব, সাতিশয়ত্ব, অনিত্যত্ব, প্রভৃতির জ্ঞান হইলে তাহাতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এবং তখন সেই বৈরাগ্যবান্ ও মুমুক্ষু সাধকেরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়—ইহাই এই প্রথম সূত্রের ফলিতার্থ। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার এই সূত্রের ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে তিনি লিখিতেছেন—

ব্রহ্ম সূত্র ১।১।১ সূত্রের 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যায় শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষরূপে নিম্বার্কমতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

"সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদাধ্যয়নং নিয়মেন অপেক্ষতে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাঽপি যৎ পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষতে তদ্ বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং তু সমানম্। নন্বিহ কর্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ, ন, ধর্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ"···

ইত্যাদি। এইরূপে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া বেদ কিম্বা কর্ম্মমীমাংসা (পূর্বমীমাংসা) পাঠের সঙ্গে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন সাধ্যসাধকসম্বন্ধ নাই, এইরূপ নির্ণয় করিয়া পরে বলিতেছেন—"তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যম্ যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যতে ইতি। উচ্যতে—"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামূত্রফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ।"...... ইত্যাদি।

—এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্য সুস্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্ত করিলেন যে বিবেক-বৈরাগ্য, শমদমাদিগুণ, ও মুমুক্ষুত্ব থাকিলেই যে কেহই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারে। এখন এই উভয় ভাষ্য (শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীশঙ্করভাষ্য) তুলনা করিলে দেখা যায় যে শঙ্কর যে মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শঙ্করের সম্মত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্রফলভোগবিরাগ, শম, দম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তি, এবং মুমুক্ষুত্ব—এই গুণগুলি যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও উল্লিখিত নিম্বার্ক ভাষ্যে 'কর্মফল-সান্তত্ব-সাতিশয়ত্ব-বিষয়ক-ব্যবসায়-জাত-নির্ব্বেদেন', 'আচার্য্যৈকদেবেন, শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন, 'মুমুক্ষুণা'…ইত্যাদি বাক্যাংশের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে শঙ্কর এই নিম্বার্কের ভাষ্যের বিষয় জানিতেন এবং হয়ত এই ভাষ্যকেই লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন ও খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক শঙ্করের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাও শঙ্কর অপেক্ষা নিম্বার্কের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের সূচনা করে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারি-লক্ষণ-বিষয়ে নিম্বার্ক-ভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষ্যের সাদৃশ্য

অবশ্য অনেকে বলিয়া থাকেন যে, শঙ্কর এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে বৃত্তিকার বৌধায়ন বা উপবর্ষের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু

বৃত্তিকার বৌধায়ন ও উপবর্ষের কথা

বৌধায়ন বা উপবর্ষের কোন গ্রন্থই প্রচলিত নাই, বা পাওয়াও যায় না। পক্ষান্তরে নিম্বার্কভাষ্য পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহার সহিত শঙ্করের ভাষ্যের কথা মিলিয়াও যাইতেছে। আর নিম্বার্কের রচিত 'বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত আকার লক্ষ্য করিয়া হয়ত উহাকেই শঙ্কর 'বৃত্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিবেন—এইরূপ পক্ষান্তরের সম্ভাবনা থাকায় শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে ঐ নিম্বার্কসম্মত মতই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক নহে কি? কারণ রামানুজ ভাস্কর, প্রভৃতি আচার্য্যগণ শঙ্করের পরবর্ত্তী ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিয়াছেন।

ব্রহ্ম সূত্র ২।৩।২০ সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষ্যের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য

(ঘ) ইহা ছাড়া, অপর একটি সূত্রের উভয় ভাষ্যের ভাব ও ভাষার এইরূপ ঐক্য আছে যে একজন অপরজনের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয়না। তাহা ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।২০ সূত্রের ভাষ্য। এই বিষয়ে শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত তাঁহার 'শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যের সময়' নামক প্রবন্ধে একটি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"২।৩।১৯ সূত্র "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্—"

শাঙ্করভাষ্য ও নিম্বার্কভাষ্য—উভয় ভাষ্য অনুসারেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ :—শ্রুতিতে যখন জীবাত্মা সম্বন্ধে উৎক্রান্তি, গমন ও আগমন শুনা যায়, তখন জীব অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন ও অণুপরিমাণ।

২।৩।২০ সূত্র "স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ"

ইহার নিম্বার্ক ভাষ্য—"উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ স্থিরস্যাপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ উত্তরয়োঃ স্বাত্মনৈব সম্ভবাজ্জীবোঽণুঃ।" এই সূত্রের

শাঙ্কর ভাষ্যের প্রথমাংশঃ—“উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ অচলতোঽপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ দেহস্বাম্যনিবৃত্ত্যা কর্ম্মক্ষয়েণাবকল্পতে। উত্তরে তু গত্যগতী নাচলতঃ সম্ভবতঃ স্বাত্মনাহিতয়োঃ সম্বন্ধো ভবতি, গমেঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ।”—ইত্যাদি।

শঙ্কর-ভাষ্যের এই অংশের ভাষা অবিকল নিম্বার্ক-ভাষ্যের ভাষার সহিত অভিন্ন। মাঝে মাঝে দুই একটি শব্দ দ্বারা যেন নিম্বার্ক-ভাষ্যের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে। উভয়ের দৃষ্টান্তও অভিন্ন। ঐ দৃষ্টান্তের কোন আভাসও সূত্র মধ্যে নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে শঙ্করকেই নিম্বার্কের পরবর্ত্তী বলিতে হয়। কারণ সাধারণতঃ পরবর্ত্তী লেখকই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের উক্তিকে বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং নিম্বার্ক অপেক্ষা শঙ্করের পরবর্ত্তিত্বের সম্ভাবনা নিশ্চিতপ্রায় বোধ হয়। কিন্তু এই সূত্র-ভাষ্যের আর একটু আলোচনা করিলে এ বিষয় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

ব্রহ্ম সূত্রের ২।৩।১৯—২৮ সূত্র জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক—নিম্বার্ক ও শঙ্কর উভয়ই এই সূত্রসমূহকে জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে ১৯—২৮ সূত্র পূর্ব্বপক্ষের মত, অর্থাৎ জীব অণু—ইহা সূত্রকারের নিজের মত নহে; কিন্তু জীবের অণুত্ববাদিগণ তৎসম্বন্ধে যে যে যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, বা দেখাইতে পারেন তাহাই সূত্রকার এই নয় সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন, এবং শঙ্করের মতে পরবর্ত্তী ২৯ সূত্রে (“তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ”—এই সূত্রে) ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত ঐ পূর্ব্বপক্ষসমূহের খণ্ডন করতঃ নিজমত (জীবাত্মা অণু নহে, বিভু) প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই শঙ্করাচার্য্য-সম্মত ব্যাখ্যা। কিন্তু নিম্বার্কভাষ্যমতে এই সব সূত্র পূর্ব্বপক্ষ সূত্র নহে, পরন্তু সূত্রকারের নিজের মতের (“জীব অণু” এই মতের) প্রতিপাদক। অর্থাৎ, জীবাত্মা যে অণুপরিমাণ, সূত্র-কারের তাহাই অভিমত, এবং তিনি সেই মত ঐ সমস্ত সূত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সমস্ত সূত্রকে

পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ২।৩।২৯ সূত্রের ভাষ্যে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে পূর্ব্বোক্ত ২।৩।২০ সূত্র পূর্ব্বপক্ষসূত্র। অতএব উহার ভাষ্যে তিনি জীবত্মার অণুত্ববাদীর মতকেই বিবৃত করিয়াছেন, নিজের মত বিবৃত করেন নাই। যদি প্রকৃতপক্ষে কেহ পূর্ব্বে ঐরূপ মত উত্থাপিত না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ঐরূপ মত সম্ভাবিত করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করিবার রীতি আছে। সেইরূপ ক্ষেত্রে সেই পূর্ব্বপক্ষের ভাষা-খণ্ডনকারীর নিজের ভাষাই হইয়া থাকে। আর যদি প্রকৃতই কেহ ঐরূপ মত কোথায়ও প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে খণ্ডনকারী প্রতিপক্ষের ভাষা, অথবা উক্তির সারমর্ম উত্থাপন করিয়া থাকেন। এখানে ২।৩।২০ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যে প্রতিপক্ষ নিম্বার্কাচার্য্যের ভাব, ভাষা ও দৃষ্টান্ত অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, পরে ২।৩।২৯ সূত্রে তাহা খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমানই সঙ্গত হয় যে শঙ্করাচার্য্য নিম্বার্কাচার্য্যের ব্যাখ্যার বিষয় অবগত থাকিয়া তাঁহারই ভাষাতে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিপরীত অনুমান করা যায় না, অর্থাৎ নিম্বার্ক শঙ্করের পরে আবির্ভূত হইয়া শঙ্করের ভাষ্যে যে ভাষা ও যে দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, অবিকল তাহাই ব্যবহার করিয়া ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করিবেন, অথচ শঙ্কর যে পরবর্ত্তী সূত্র-ভাষ্যে ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিবেন না এইরূপ অনুমান সাধারণতঃ সমীচীন হয়না। সুতরাং এই সূত্রের উভয় ভাষ্যের ভাষা ও দৃষ্টান্ত তুলনা করিলে শঙ্করাচার্য্যকেই নিম্বার্কাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হয়, এবং তিনি প্রতিপক্ষের আপত্তি প্রতিপক্ষেরই ভাষায় উল্লেখ করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন —এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়।”

ব্রহ্ম সূত্র ২।৩।২০ সূত্রে শঙ্কর নিম্বার্কের মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই নিম্বার্কেরই ভাষায় সেই পূর্ব্বপক্ষমত উত্থাপিত করিয়াছেন।

উপরে আলোচিত এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার যুক্তি ও প্রমাণের

অতএব সর্বপ্রকারেই নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী

দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তৎশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী বা শঙ্কর তাঁহাদের অপেক্ষা পরবর্ত্তী। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে শঙ্কর অবশ্যই তাঁহার ভাষ্যে নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করিতেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে কোথাও নিম্বার্কের নামের উল্লেখ করেন নাই, অথবা রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বল্লভ, ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ, সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য—ইঁহাদের কেহই নিম্বার্কের নাম বা নিম্বার্ক-ভাষ্যের উল্লেখ কোথায়ও করেন নাই। সুতরাং নিম্বার্ক নিশ্চয়ই ইহাদের সকলের অপেক্ষা পরবর্ত্তী হইবেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নিম্বার্কাচার্য্যের নামের উল্লেখ না করিলেও শঙ্করাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য উভয়েই যে নিম্বার্কের এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসের ভাষ্যের কথা জানিতেন, এবং উভয়েই যে তাঁহাদের প্রণীত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক এবং শ্রীনিবাসভাষ্যের পঙ্‌ক্তি উঠাইয়া খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হইয়াছে। আর উল্লিখিত রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে যে নিম্বার্কের নামের বা নিম্বার্ক-ভাষ্যের উল্লেখ করেন নাই, ইহা হইতে অনুমান করা সঙ্গত নহে যে নিম্বার্কাচার্য্য তাঁহাদের পরবর্ত্তী। যেমন শঙ্কর ভাষ্যে কুমারিলভট্টের উল্লেখ বা মতের খণ্ডন নাই, তজ্জন্য শঙ্করকে কুমারিল ভট্টের পরবর্ত্তী বলা চলে না। অন্যান্য আচার্য্যগণের গ্রন্থে নিম্বার্কাচার্য্যের অনুল্লেখ সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, রামানুজ, বা শঙ্কর বা ভাস্কর নিম্বার্কের নামের উল্লেখ করেন নাই, শুধু এই কারণেই নিম্বার্ককে তাঁহাদের পরবর্ত্তী বলা যায় না।

রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের গ্রন্থে নিম্বার্কের অনুল্লেখ হইতেই নিম্বার্কের পরবর্ত্তিত্বের প্রমাণ হয় না। ইহাদের গ্রন্থে নিম্বার্কের অনুল্লেখের সম্ভাব্য কারণ :—

বাস্তবিক পক্ষে, ইঁহাদের গ্রন্থে নিম্বার্কের নামতঃ অনুল্লেখ হইতে নিম্বার্কের পরবর্ত্তিতা সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করা যায় না। ইঁহারা যে নিম্বার্কাচর্য্যের উল্লেখ করেন নাই, তাহার নানা কারণ থাকিতে পারে। এক কারণ এই হইতে পারে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য অতি প্রাচীন আচার্য্য, তাঁহার ভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ হওয়ায় সাধারণের মধ্যে তাহার বহুল প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না। তাহা ছাড়া, তাঁহার ভাষ্য এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মাত্র, তাহাতে অন্য কোন মতবাদের খণ্ডন কিছুমাত্র নাই। এইরূপ ভাব বৃত্তিজাতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থেই দেখা যায়। এই সকল কারণেই বোধ হয় পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তাঁহাদের ভাষ্যে নিম্বার্কের নামোল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। আর শঙ্কর রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ সকলেই বিচাররসিক ছিলেন, সুতরাং নির্ব্বিবাদী পরমতসহিষ্ণু ও উদাসীন, ভক্ত, ব্যাখ্যাকার শ্রীনিম্বার্ক তাঁহাদের আকর্ষণীয় হন নাই, এবং এই কারণেই বোধ হয় শ্রীনিম্বার্ককে উপেক্ষা করিয়া ভেদাভেদবাদী বিচারমল্ল ভাস্করাচার্য্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভাস্করাচার্য্যের মতই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও পাওয়া যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত-খণ্ডনের চেষ্টা কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। শঙ্করের বিচারপ্রধান মতই বিরোধী দলের আক্রমণের বিষয় হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ বলিতে পারে না যে, গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের এবং তন্মত সমালোচকগণের পরবর্ত্তী কিম্বা শঙ্করাচার্য্য গৌড়পাদের মতের অনুবর্ত্তী নহেন।

সেইরূপ মাধবাচার্য্য-বিরচিত ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ নামক গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক-দর্শনের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া শ্রীনিম্বার্ককে

মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। কারণ এই ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যেরও কোন উল্লেখ নাই বা দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদসম্বন্ধেও কোন আলোচনা নাই। কিন্তু ইহা হইতে ইহা বলা যায় না যে ভাস্করাচার্য্য মাধবাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী। কারণ ভাস্করাচার্য্য যে মাধবাচার্য্যের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন এই বিষয়ে সকল পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌গণই একমত। আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ যে শঙ্করেরও বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, তাহা তো শঙ্করভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদের আলোচনা ও খণ্ডন হইতেই জানা যায়। অথচ মাধবাচার্য্য ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’ এই দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদের কোন উল্লেখও করেন নাই। সুতরাং ‘সর্বদর্শনসংগ্রহে’ শ্রীনিম্বার্কের নাম বা তাঁহার মতবাদের অনুল্লেখ হইতে ইহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, শ্রীনিম্বার্ক ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’কার মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী। বস্তুতঃ, ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ একখানা অতিসংক্ষিপ্ত সংগ্রহগ্রন্থ, সুতরাং ইহাকে কোন বিষয়ের ঐতিহাসিক সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। অতএব তাহাতে কোন আচার্য্যের মতবাদের উল্লেখ বা অনুল্লেখ হইতে তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তিত্ব বা পরবর্ত্তিত্বের নিশ্চয় করা যায় না।

“সর্বদর্শন সংগ্রহে” নিম্বার্কের অনুল্লেখ হইতে তাঁহার পরবর্ত্তিতাবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণাদি আলোচিত হইল, তাহা হইতে নিঃসংশয়রূপে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য-অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তিনি যে ভাস্কর শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিষ্ণু-স্বামী, ও শ্রীকণ্ঠ অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা স্বতঃই সিদ্ধ হয়। সুতরাং নিম্বার্ক-সম্প্রদায় যে প্রাচীন বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনতম ইহাতেও কোনরূপ সন্দেহ নাই।

নিম্বার্ক শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম

নিম্বার্কাচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা কত পূর্ব্ববর্ত্তী ?

পুরাণ সমূহের বিবরণ

কিন্তু এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও তিনি কত পূর্ব্ববর্ত্তী ? এই বিষয়ে পুরাণাদির বর্ণনা হইতে কোন কিছু নিশ্চয় করা যায় কিনা বিচার করা যাউক। ভবিষ্যপুরাণে নিম্বার্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্বার্কের আবির্ভাব, তাঁহার অবতারত্ব, জীবনকাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণে অনেক উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—তৎসমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। (পৃঃ-৩৫-৩৮, পাদটীকা দ্রষ্টব্য) এতদ্ব্যতীত, বামনপুরাণ, স্কন্দপুরাণ-নৈমিষখণ্ড, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুযামল-তন্ত্র, উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, প্রভৃতি পুরাণ ও তন্ত্র সমূহেও নিম্বার্কের উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়—এই সমস্তও পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (পৃঃ ৩২, ৩৫—৩৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সমস্ত পুরাণাদির বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া নিম্বার্কের কালবিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ বিভিন্ন পুরাণ সমূহের সঠিক রচনাকাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। আর কালক্রমে পুরাণ সমূহের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, বহু নূতন নূতন শ্লোক পরবর্ত্তী কালে পুরাণ সমূহের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ শ্লোকগুলি মূল পুরাণের অন্তর্গত, আর কোন্গুলিই বা প্রক্ষিপ্ত, তাহার নির্দ্ধারণ প্রায় অসম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত বিভিন্ন পুরাণের শ্রীনিম্বার্কের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ক শ্লোকগুলি, বা শ্রীনিম্বার্কের নামোল্লেখযুক্ত শ্লোকগুলি সেই সেই মূল পুরাণে বিদ্যমান ছিল কিনা, অথবা সেইগুলি পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা এখন আর নিশ্চয় করিয়া জানিবার উপায় নাই। সুতরাং সেই সমস্ত উক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিম্বার্কের সময়-বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত হইবে না।

এই বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মত ও তাহার সমালোচনা

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ যে সমস্ত পুরাণের উক্তির দ্বারা শ্রীনিম্বার্কের কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইল :—

(১) সাম্প্রদায়িক মত এইরূপ যে শ্রীনিম্বার্ক দ্বাপরযুগের শেষে আবির্ভূত হন। এই মতের সমর্থনে "সুদর্শনো দ্বাপরান্তে বিষ্ণ্বাজ্ঞপ্তো জনিষ্যতি। নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্মগ্লানিং হরিষ্যতি ॥"—এই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ প্রথমতঃ, এই শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে, সুতরাং কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। (২।২।১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য) সুতরাং তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না ইহা তো নিশ্চয়ই। সুতরাং নিম্বার্ককে 'দ্বাপরান্তের' লোক বলা একান্তই অযৌক্তিক।

(২) স্কন্দপুরাণের নৈমিষখণ্ডে নিম্বার্কের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বলিয়া 'আচার্য্য-চরিতম্' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, এবং সেখানে নিম্বার্ককে 'হবির্ধান' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।[২৩]

এই স্কন্দপুরাণের রচনাকাল প্রাচীন, নেপালে প্রাপ্ত স্কন্দপুরাণের পাণ্ডুলিপির রচনাকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা পরবর্ত্তী নহে বলিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[২৪]

কিন্তু স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ডের রচনা একই সময়ে হয় নাই,

---

[২৩] *Vide* :—'আচার্য্যচরিতম্' পুরুষোত্তমাচার্য্য রচিত, পৃঃ ৩৪—৩৫।

[২৪] *Vide* :—History of Indian Literature—Vol. I.
— Winternitz, P. 571.

অনেকগুলি খণ্ডের রচনা পরবর্ত্তিকালের। কিন্তু নৈমিষখণ্ডের রচনাকাল এখনও পর্য্যন্ত সুনির্ণীত হয় নাই। সুতরাং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াও নিম্বার্কের আবির্ভাবের সময় সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে না।

(৩) শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যপুরাণে তিথিবেধপ্রস্তাবে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মত উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন।—

"উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥"

—এই উক্তিতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের তিথিবেধবিষয়ে মতবাদ উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনাপ্রাপ্ত ভবিষ্যপুরাণে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই শ্লোকটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ হেমাদ্রি তাঁহার স্মৃতি গ্রন্থে মুক্তি-সপ্তমী ব্রত প্রসঙ্গে তিথিবেধ-প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তিকালে অবির্ভূত কমলাকর ভট্টও তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ "নির্ণয়-সিন্ধু"তে প্রথম পরিচ্ছেদে তিথিবেধ প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভট্টজী দীক্ষিতও তিথিনির্ণয়ে জন্মাষ্টমীব্রত প্রসঙ্গে এই শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে যেরূপ হেমাদ্রির পরবর্ত্তী ভট্টজী দীক্ষিত, কমলাকর ভট্ট প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রপরম্পরা ক্রমে এই শ্লোক তিথিবেধ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইরূপ হেমাদ্রিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের গ্রন্থ হইতেই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর ইহা দেখাও যায় যে, শাস্ত্রগ্রন্থ সকলের বিষয় ক্রম এবং প্রমাণোদ্ধরণ প্রায়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রপরম্পরার অনুসরণক্রমেই করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হেমাদ্রিরও বহুপূর্ব্বে প্রাপ্ত পুরাণগুলিতে হেমাদ্রির উদ্ধৃত "নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ"... ইত্যাদি শ্লোকটি অবশ্যই ছিল। নতুবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী

বিভিন্ন বিদ্বান্‌গণের গ্রন্থ সমূহে এই একই শ্লোকের উদ্ধৃতি সম্ভব হইত না।

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (যাহার রচনাকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে,[৯৫]) এই ভবিষ্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করা আছে।[৯৬]

সুতরাং ইহার দ্বারা ভবিষ্যপুরাণের সুপ্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। অতএব এই ভবিষ্যপুরাণে উক্ত ঐ শ্লোকটিও নিম্বার্কের সুপ্রাচীনত্বই ঘোষণা করে। এইরূপ সাম্প্রদায়িক যুক্তির উত্তরে বক্তব্য যে হেমাদ্রির পূর্ব্বেও উক্ত শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে ছিল ইহা স্বীকার করিলেও ঐ শ্লোকটি যে মূল ভবিষ্যপুরাণেই বিদ্যমান ছিল, পরবর্ত্তিকালে হেমাদ্রির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই যে ঐ শ্লোকটি তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আর মূল ভবিষ্যপুরাণের (আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে যাহার উল্লেখ আছে) রচনাকাল যদি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীও ধরা যায়, এবং সেই মূল পুরাণে যদি নিম্বার্কের উল্লেখসূচক ঐ শ্লোকটির অস্তিত্ব স্বীকার করাও যায়, তথাপি এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ, মূল ভবিষ্যপুরাণে নিম্বার্কের উল্লেখ থাকা সত্য হইলে, নিম্বার্ক ভবিষ্যপুরাণ রচনারও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাই বলিতে হয়। অর্থাৎ নিম্বার্ক অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিতে হয়। কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ২।২।১৮ সূত্রে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি

---

[৯৫] *Vide* :—History of Indian Literature—Vol. I
—Winternitz, P. 567.

[৯৬] *Vide* :—'The History and Culture of the Indian People —Classical Age— By Mazumdar & Pusalker, Pp. 294—97.

কোন ক্রমেই বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ বা ৫ম শতাব্দী বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত। সুতরাং নিম্বার্ক তাহারও পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর হইতে পারেন না। অতএব ভবিষ্যপুরাণের উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা প্রক্ষিপ্তই বলিতে হইবে।

(৪) আর বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুযামল-তন্ত্র, উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, শক্তি-সঙ্গমতন্ত্র, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্বার্কের নামোল্লেখ থাকিলেও (পৃঃ ৩২, ৩৫—৩৯ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত গ্রন্থ অনেক পরবর্ত্তী কালের বলিয়া এবং এই সমস্ত গ্রন্থের রচনাকালও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয় নাই বলিয়া ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াও নিম্বার্কের কালবিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৫) শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীনিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র বা বজ্রনাভের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন। এই বজ্র মথুরায় রাজ্য শাসন করিতেন।[৯৭]

---

[৯৭] মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের নাম পাওয়া যায়। এই বজ্রনাভ বা বজ্র যে একই ব্যক্তি তাহা সেখানকার বর্ণনা দৃষ্টে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীত হয়। সুতরাং ভাগবতে ও মহাভারতে "নামৈকদেশগ্রহণেন নামগ্রহণম্" এই ন্যায়ানুসারে 'বজ্রনাভ' কেই 'বজ্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই 'বজ্রনাভ' বা 'বজ্র' শূরসেন রাজ্যের রাজা ছিলেন, এবং মথুরায় তাহার রাজধানী ছিল। এই শূরসেন রাজ্যের অভ্যুদয় হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। এই সময়ে এখানে বৈষ্ণবভক্তিবাদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(পৃঃ ১০—১১,—প্রথমাধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

এই বজ্রনাভ ছিলেন যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা হয়, যথা—

> "ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠস্য যুধিষ্ঠিরস্য ভূভৃতঃ।
> রাজ্যাত্ুত্তরকালেঽভূদ্ বজ্রনাভো নৃপোত্তমঃ ॥
> স শশাশ মহাভাগো মথুরামণ্ডলে মহীম্।
> তদা শ্রীনিবাসাচার্য্যো গুরূণাং শরণং গতঃ ॥"

—(আচার্য্য-চরিতম্, পৃঃ—১১৪।)

কিন্তু এই শ্লোকটির মৌলিকতা ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ উল্লিখিত শ্লোকটি শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য রচিত 'আচার্য্য-চরিতম্' গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়, কিন্তু উহা কোন্ গ্রন্থের শ্লোক সেই বিষয়ে সেখানে কিছুই লিখা নাই। সুতরাং কেবল মাত্র এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং তাঁহার গুরু শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল-বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। আর বজ্রনাভ রাজার রাজত্বকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য বা তাঁহার গুরু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের বর্ত্তমানতা যুক্তিসঙ্গতও হয় না। কারণ প্রাচীন শূরসেন রাজ্যের রাজধানী মথুরায় যদু বা যাদব বংশীয় শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই শূরসেন রাজ্যের অভ্যুদয় হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। (প্রথমাধ্যায়ের পৃঃ ১০—১১ দ্রষ্টব্য) সুতরাং এই শূরসেন রাজ্যের রাজধানী মথুরায় যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র 'বজ্র' রাজা ছিলেন ধরা যায় তাহা হইলেও তাঁহার সময় খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী। কিন্তু ঐ সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীনিবাস বা শ্রীনিম্বার্কের বর্ত্তমানতা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ শ্রীনিম্বার্ক হইতে মাত্র ৪ পুরুষ অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য (পূর্ব্বে উল্লিখিত গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য) শঙ্করের পরবর্ত্তী—ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার রচিত "বেদান্তরত্নমঞ্জুষা" গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য-সম্মত অদ্বৈতবাদের

শ্রীনিম্বার্ক হইতে চতুর্থ পুরুষ অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী।

নানা মতবাদ (যথা প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ, নির্গুণবাদ, প্রভৃতি মতবাদ) খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে শাঙ্করিক অদ্বৈতবাদ পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণাঙ্গ-রূপ গ্রহণ করতঃ প্রচারিত হইবার পর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য—উভয়ই আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব নিম্বার্ক হইতে চতুর্থ অধস্তন পুরুষ শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী হইলে পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে নিম্বার্ক হইতে তৃতীয় অধস্তন আচার্য্য শ্রীবিশ্বাচার্য্যের সময়েই শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হন। অর্থাৎ নিম্বার্ক হইতে তৃতীয় অধস্তন আচার্য্য শ্রীবিশ্বাচার্য্য ও শঙ্কর সমসাময়িক। অতএব নিম্বার্ক শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা পূর্ব্বকালীন হইলেও খুব বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না, বড় জোর, নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা একশত বা দেড় শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন—এইরূপই অনুমান করিতে হয় এবং এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক। সুতরাং আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মথুরায় বজ্রনাভ রাজার রাজত্বকালে নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় না।

সুতরাং শ্রীনিম্বার্কের কাল-বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মত যথোপযুক্ত যুক্তির অভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কেবলমাত্র ইহাই নিশ্চিত ভাবে পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায় প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যেও প্রাচীনতম। এখন নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা কত পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই বিষয়ে অন্য দিক দিয়া যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ২।২।১৮ সূত্রের ("সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ" সূত্রের) ভাষ্যে বলিয়াছেন —"সুগতমতং নিরাকরোতি"। এখানে "সুগত" মত বলিতে বৌদ্ধ

নিম্বার্ক শঙ্কর অপেক্ষা কত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা

নিম্বার্ক-শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক

মত বুঝাইতেছে। আবার শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার ‘বেদান্ত-কৌস্তুভ’ নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় এই বৌদ্ধমতের বিস্তার করিয়াছেন। সেখানে তিনি ‘বৈভাষিক’ ‘সৌত্রান্তিক’, ‘যোগাচার’ এবং ‘মাধ্যমিক’ নামক চারি প্রকার বৌদ্ধ মতেরই উল্লেখ করিয়া ইহাদের মতের বিস্তৃত বিবরণ, দিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধমত এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত ও সুদৃঢ়বদ্ধ হইবার পর শ্রীনিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। (২) আবার ২।২।৩৩—৩৭ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক জৈন ও পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যও তাঁহার বেদান্ত-কৌস্তুভ ভাষ্যে “নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ” (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৩) ও “পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ” (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭) সূত্রদ্বয়ে যথাক্রমে জৈনমতের ও পাশুপতমতের বিস্তৃত বিবরণও দিয়াছেন। সুতরাং জৈনমতের ও পাশুপত মতের সমাজে বিশেষ প্রচার ও প্রচলনের পরেই শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—ইহাই বলিতে হয়। (৩) ব্রহ্মসূত্রের ২।২।১৯ সূত্রের ভাষ্যে বেদান্ত-কৌস্তুভে শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য “ইতি বুদ্ধবচনাৎ” বলিয়া “অস্তি কর্ম্মাঽস্তিবিপাকঃ” এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী ২।২।২৮ সূত্রেও (“নাভাব উপলব্ধেঃ” এই সূত্রেও) “উক্তঞ্চ বিপ্রভিক্ষুণা” বলিয়া বৌদ্ধসন্ন্যাসী ‘বিপ্রভিক্ষুর’ রচিত এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

“অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি ॥”
“অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥”

এই “বিপ্রভিক্ষু” শব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে বুঝান হইয়া থাকে। কারণ

তিনি প্রথমে ‘বিপ্র’ ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া ‘ভিক্ষু’ হন। উপরে লিখিত শ্লোকটির মধ্যে প্রথম শ্লোকটি ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত বলিয়া “সর্বদর্শনসংগ্রহ” পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।[৯৮] আর “অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা…” এই দ্বিতীয় শ্লোকটি ধর্ম্মকার্ত্তির বিখ্যাত গ্রন্থ “প্রমাণ-বার্ত্তিকের” শ্লোক।[৯৯] সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য যে এই ধর্মকার্ত্তির পরবর্ত্তী কিম্বা অন্ততঃ একই সময়ের, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এই ধর্ম্মকীর্ত্তির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী। সুতরাং শ্রীনিবাসাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক হইলেও তাহাকে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলা যায় না। আর শ্রীনিবাসাচার্য্য খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর লোক হইলে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও অবশ্যই খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর লোক হইবেন। অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহাকে বলা যায় না। সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী, এবং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, এবং এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত হয়। আর পূর্ব্বে লিখিত গুরুপরম্পরার হিসাব-মত প্রতিপুরুষে আনুমানিক অন্ততঃ ২০ বৎসর করিয়া ধরিলেও কেশব কাশ্মীরীভট্ট হইতে ৩০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীনিম্বার্কের কাল ৩০ × ২০ = মোট ৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। এবং কেশব কাশ্মীরীভট্টের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী হইলে (যাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে) এবং শ্রীনিম্বার্কের কাল তদপেক্ষা আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তাঁহার কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীই হয়। (পূর্ব্বের ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) সুতরাং

সিদ্ধান্ত-নিম্বার্কের
কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ
বা ৭ম শতাব্দী

---

[৯৮] *Vide* :—সর্বদর্শন-সংগ্রহ,—পুণা সংস্করণ, পৃঃ ৩০—৩২

[৯৯] *Vide* :—“প্রমাণ-বার্ত্তিক”—ধর্মকীর্ত্তি, শ্লোক ৩।৩৫৪, রাহুল-সাংকৃত্যায়নের সংস্করণ (বিহার হইতে প্রকাশিত)।

এই গুরু-পরম্পরার হিসাবমতও শ্রীনিম্বার্কের কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীই হয়, এবং ইহাও আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। আবার, নিম্বার্ক হইতে চতুর্থ অধস্তন পুরুষ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী হইলে, এবং নিম্বার্ক ও তৎশিষ্য শ্রীনিবাস উভয়ই শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে নিম্বার্ক শঙ্করের বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। বড় জোর একশত বা দেড় শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন। (পূর্ব্বের ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) অতএব শঙ্করের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইলে নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীই হয়। সুতরাং ইহাও আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতেছে। অতএব সব দিক দিয়াই, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্ক-দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত ও রচিত গ্রন্থের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের উপর ‘বেদান্তপারিজাতসৌরভ’ নামক শারীরকমীমাংসাবাক্যার্থ[1] প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রবলে জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার রচিত বেদান্তকামধেনু বা দশশ্লোকীতেও শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব, জীব ও জগৎতত্ত্ব, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। “সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ” নামক পঁচিশ-শ্লোকী গ্রন্থখানা শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।[2] এই পঁচিশ-শ্লোকী স্তবরাজ গ্রন্থেও শ্রুতি-স্মৃতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব, জীব ও জগৎতত্ত্ব, উপাসনামার্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিম্বার্ক-সম্মত মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা আছে, এবং অদ্বৈতবাদের নানামতের খণ্ডনও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ সমূহের পরিচয়

---

[1] বেদান্ত পারিজাত সৌরভকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মসূত্রের অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মাত্র। শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাস স্বয়ং তাঁহার বেদান্তকৌস্তভ ভাষ্যের প্রথমেই শ্রীনিম্বার্কের বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভকে ‘শারীরক-মীমাংসা-বাক্যার্থ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :— “ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কস্তদ্ব্যাখ্যানং শারীরক-মীমাংসা-বাক্যার্থরূপেণ বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভাখ্যম্ অতিগূঢ়ং কৃতবান্।”—বেদান্ত-কৌস্তভ, ১।১।১।

[2] এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

ইহা ব্যতীত শ্রীনিম্বার্কের রচিত আরও কতিপয় পুস্তক আছে, যথা—মন্ত্র-রহস্য-ষোড়শী, প্রপন্নকল্পবল্লী, গীতাবাক্যার্থ, প্রপত্তিচিন্তামণি, সদাচারপ্রকাশ, রাধাষ্টকম্, কৃষ্ণাষ্টকম, ও প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তিকালে শ্রীনিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া শ্রীনিম্বার্ককৃত 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রবাক্যার্থেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং শ্রীনিম্বার্কের অপর শিষ্য ঔদুম্বরাচার্য্যও ঔদুম্বরসংহিতা, ব্রত-পঞ্চক, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য (শ্রীনিম্বার্ক হইতে চতুর্থ) শ্রীনিম্বার্ক কৃত 'দশ-শ্লোকী' বা 'বেদান্ত-কামধেনুর' উপর 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জূষা' নামে এক বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীদেবাচার্য্য (শ্রীনিম্বার্ক হইতে ১৩শ) 'সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক বৃত্তি প্রণয়ন করেন, এবং পরে তাঁহার শিষ্য আচার্য্য শ্রীসুন্দর ভট্ট দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তসেতুক' নামে উক্ত 'সিদ্ধান্ত-জাহ্নবীর' উপর এক টীকা রচনা করেন। ইনি শ্রীনিম্বার্কের রচিত 'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীর' উপরও 'মন্ত্রার্থরহস্য' নামক এক বিস্তৃত টীকা এবং শ্রীনিম্বার্কের প্রপন্নকল্প-বল্লীর উপর 'প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী' নামক টীকাও প্রণয়ন করিয়াছেন। পরে শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩০শ আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট পূর্ব্বোক্ত শ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃত 'বেদান্ত-কৌস্তুভের' উপর 'বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভা' নামক এক বৃত্তি-গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি 'উপনিষৎ-প্রকাশিকা' নামক দ্বাদশ উপনিষদ্ ভাষ্য, 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা, 'ক্রমদীপিকা' নামক বৈষ্ণবতন্ত্র-গ্রন্থ, 'বিষ্ণুসহস্রনাম-টীকা' এবং অনেকগুলি ভগবৎ-স্তোত্রও রচনা করিয়াছেন। ইহার পর শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টানুবর্ত্তী শ্রীসঙ্কর্ষণদেবজী 'বৈষ্ণবধর্ম-সুরদ্রুম-মঞ্জরী' নামক এক বৈষ্ণব স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণয়ন

করেন। পরে শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টের শিষ্য শ্রীভট্টজী 'যুগল-শতক' নামে বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের উপাসনাবিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-রস-বর্ণনই এই গ্রন্থের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ইহা ব্রজভাষায় লিখিত, এবং "ব্রজভাষা-আদিবাণী" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পর শ্রীনিম্বার্ক হইতে ৩২শ আচার্য্য শ্রীহরিব্যাস দেবজী (পূর্ব্বোক্ত শ্রীভট্টের শিষ্য) শ্রীনিম্বার্ককৃত দশশ্লোকীর উপর সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলি নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন তিনি তত্ত্বার্থ-পঞ্চকম্, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-রত্নাঞ্জলি, পঞ্চসংস্কার-নিরূপণ, প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ব্রজভাষায় রচিত "মহাবাণী" বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা রসকীর্ত্তন। ইঁহার পরবর্ত্তিকালে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ-বৈষ্ণব (১নং) পূর্ব্বোক্ত 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের উপর 'শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী' নামক এক টীকা প্রণয়ন করেন। ইহার পরবর্ত্তিকালে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব (২নং) পূর্ব্বোক্ত 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের উপর 'শ্রুত্যন্ত-সুরদ্রুম' নামক অপর একটি টীকা রচনা করেন। 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের উপর 'শ্রুতিসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী' নামক ব্রজেশ্বর প্রসাদ কৃত অপর একটি টীকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষোত্তম প্রসাদ বৈষ্ণবের (২নং) রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'অধ্যাত্ম-সুধাতরঙ্গিনী', 'পরতত্ত্বনির্ণয়' ও 'মুকুন্দমহিমাস্তব'। ইহা ভিন্ন নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত মাধবমুকুন্দ দেবাচার্য্য 'অধ্যাসপরপক্ষগিরিবজ্রম্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈত-বাদের বিভিন্ন বিষয় খণ্ডন করিয়াছেন। পরে শ্রীঅনন্তরাম নামে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অপর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বেদান্ততত্ত্ববোধ, বেদান্তরত্নমালা, তত্ত্বসিদ্ধান্তবিন্দু, শ্রুতিসিদ্ধান্তরত্নমালা, এবং বহু-সংখ্যক ভগবৎস্তোত্র রচনা করেন। পরে শ্রীশুকসুধী বা শুকদেব নামে

অপর একজন নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত 'স্বধর্মামৃতসিন্ধু' নামে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার ও বিধিসমূহের এক সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের 'সিদ্ধান্ত-প্রদীপ' নামে টীকাও রচনা করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তিকালে শ্রীনিম্বার্কীয় পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র গৌড় স্বধর্মাধ্ববোধঃ, মন্ত্রবিবৃতিঃ ; পুষ্পেষুমনুকল্পতরু-সৌরভঃ,' প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং পণ্ডিত তুলারে প্রসাদ শাস্ত্রী দীক্ষাতত্ত্ব-প্রকাশঃ, ভগবন্নামচন্দ্রিকা, 'যুগলকরচরণাব্জপ্রকাশিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার পর শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীঅমোলকরাম তর্কতীর্থ উপনিষৎসমূহের উপর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তানুসারিনী টীকা রচনা করিয়াছেন। 'তত্ত্বসুধা' নামক ইহার রচিত একখানা দার্শনিক গ্রন্থও আছে। শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজীর রচিত 'বেদান্ত-কৌস্তুভ প্রভা' গ্রন্থের উপরও ইনি টীকা রচনা করিয়াছেন। 'পরপক্ষগিরিবজ্র' গ্রন্থের উপরও ইঁহার রচিত টীকা আছে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপরশুরাম দেবজী (নিম্বার্ক হইতে ৩৩শ অধস্তন আচার্য্য) কর্ত্তৃক ব্রজভাষায় লিখিত 'পরশুরামসাগর', শ্রীরূপরসিক দেবজীকৃত ব্রজভাষায় লিখিত 'হরিব্যাসযশামৃতসাগর', 'লীলাবিংশতি,' ও 'নিত্যবিহার পদাবলী', শ্রীস্বামী হরিদাসজীকৃত 'কেলিমাল' ও 'অষ্টাদশ-সিদ্ধান্ত', শ্রীরসিক দেবজীকৃত 'ভক্তি-সিদ্ধান্তমণিঃ', 'পূজা-বিলাস', ও 'রসিকদেবজীকী বাণী', শ্রীললিতকিশোর দেবজীকৃত 'শ্রীললিত কিশোরজীকি বাণী', নাগরীদাসজীকৃত 'নাগর সমুচ্চয়', শ্রীমাধবদাসজীকৃত 'নিকুঞ্জ প্রেম মাধুরী', রসিকগোবিন্দকৃত 'যুগলরসমাধুরী', ঘনানন্দকৃত 'প্রেম পদ্ধতি' ও 'ব্রজবিলাস', শ্রীভীমচাঁদকৃত 'সদাচারসারসংগ্রহ', পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজীকৃত 'নিজমত-সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত, ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীস্বামীসন্তদাসজী মহারাজ (শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মত অনুসরণ করিয়া

বাংলাভাষায় ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্তসুবোধিনী' নামে এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি নানাস্থানে আচার্য্যশঙ্করের মতেরও সমালোচনা করিয়াছেন, এবং বিশেষ বিচার পূর্ব্বক শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের (শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী) লিখিত আরও কয়েকখানা দার্শনিক গ্রন্থ আছে, যথা 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা'—(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড), 'ভেদাভেদবাদ ও শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ" ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতার ব্যাখ্যা। ইহা ভিন্ন, শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার (নিম্বার্ক হইতে ৫১ পুরুষ অধস্তন) জীবনীও রচনা করিয়াছেন। শ্রীসন্তদাসজীর উক্তি ও উপদেশ সঙ্কলন করিয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় 'গুরু-শিষ্য-সংবাদ' নামক একখানা দার্শনিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছেন।[৩]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত উপনিষৎ সমূহ, ব্রহ্ম-সূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, বরাহপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বামনপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণ সমূহ, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবতন্ত্র-গ্রন্থ সমূহ, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রসমূহও এই সম্প্রদায়ের অতি আদরণীয় গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থগুলিই এই সম্প্রদায়ের মতবাদের মূলাধার-গ্রন্থ।

উপরে লিখিত আচার্য্যগণের রচিত গ্রন্থ সমূহে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য-সম্মত দার্শনিক মতবাদ ও উপাসনা-পদ্ধতি বিশেষ ভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের রচিত গ্রন্থের উপর ভিত্তি

---

[৩] এই সমস্ত গ্রন্থকারের পৌর্বাপর্য্য সাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরার তালিকা-দৃষ্টে নিরূপণ করিয়া লিখিত হইল। গুরুপরম্পরার তালিকা ৫৪ ও ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করিয়াই নিম্নে শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত দার্শনিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত হইল ঃ—

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মকে সগুণ ও 'সবিশেষ'রূপেই বিশেষ ভাবে বর্ণনা ও প্রচার করিয়াছেন।[৪] শ্রুতিতে যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ-নির্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে নির্গুণ-নির্বিশেষ পদের অর্থ "প্রাকৃত-গুণ বা প্রাকৃত-বিশেষধর্মরহিত" বলিয়া বুঝিতে হইবে, কিম্বা তাহা ব্রহ্মের 'ইয়ত্তানিষেধপর' বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।[৫] এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী দার্শনিক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার রচিত বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের নির্গুণ ও নির্বিশেষরূপও স্বীকার করিয়া উপরোক্ত নিম্বার্ক-সিদ্ধান্তের সহিত তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের গুণ বা শক্তিস্থানীয়। ব্রহ্ম এই জীবজগৎকে যেমন এক অংশে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ আবার ইহাকে অতিক্রম

---

[৪] "অনন্তাচিন্ত্য-স্বাভাবিক-স্বরূপগুণ-শক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া।– বেদান্ত-পারিজাত সৌরভ ১।১।১ সূত্র।

.. "বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাত্মনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মেশকালাদি-নিয়ন্তুর্ভগবতো ভবন্তি তদেব…ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ ;"—বে. পা. সৌ. ১।১।২ সূত্র।… "তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তির্বিশ্বজন্মাদিহেতুর্বেদৈকপ্রমাণগম্যঃ সর্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়স্তত্রৈব সর্বং শাস্ত্রং সমন্বেতীত্যৌপনিষদানাং সিদ্ধান্তঃ"– বে. পা. সৌ. ১।১।৪ সূত্র।

[৫] "নচৈবং বিষয়নিষেধপরাণাং বাধঃ শঙ্কনীয়স্তেষাং ব্রহ্মস্বরূপগুণাদি-বিষয়কেয়ত্তা-নিষেধপরত্বেন সমবিষয়ত্বাৎ।"—বে. পা. সৌ. ১।১।৪ সূত্র।

Also—বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা-শ্লোক—৪ ; 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ'-শ্লোক—২, এবং ঐ টীকা।

করিয়াও বর্ত্তমান আছেন। কারণ জীবজগৎ ব্রহ্মের এক এক পাদ মাত্র, এবং ব্রহ্মের অংশমাত্র। অংশী ব্রহ্ম অংশভূত এই জীব-জগৎকে যেমন নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ আবার ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নিত্য বিরাজিত আছেন। কারণ অংশমাত্রে অংশীর সত্তা পর্য্যবসিত হইয়া যায় না। আবার ব্রহ্ম 'গুণী' বা 'শক্তিমান্', জীবজগৎ ব্রহ্মের 'গুণ' বা 'শক্তি'-স্থানীয়। 'গুণ' বা 'শক্তির' আশ্রয়রূপে 'গুণী' ব্যক্তি বা 'শক্তিমান্' পুরুষ যেমন 'গুণ' বা 'শক্তি' হইতে অতীতরূপে বর্ত্তমান থাকেন, ব্রহ্মও সেইরূপ তাঁহার এই জীবজগদ্রূপ 'গুণ' বা 'শক্তির' আশ্রয়রূপে এই জীব-জগৎ হইতে অতীত হইয়াও বর্ত্তমান আছেন। ব্রহ্মের এই জীবজগতের অতীতাবস্থাই তাঁহার 'গুণাতীত' 'নির্গুণ'-'নির্বিশেষ' অবস্থা। অর্থাৎ 'নির্গুণ' ও 'নির্বিশেষ' পদের অর্থ 'গুণাতীত', 'গুণ' বা 'বিশেষের' অতীত,—অর্থাৎ কোন প্রকার 'গুণ' বা 'বিশেষ-ধর্মের' প্রকাশভাব-বর্জিত, কিন্তু একেবারে 'গুণ' বা বিশেষ ধর্ম-বর্জিত নহে। সুতরাং শ্রীসন্তদাসজীর মতে ব্রহ্মের এই 'সগুন-সবিশেষ' ও 'নির্গুণ-নির্বিশেষ' ভাব—উভয়ই যুগপৎ রহিয়াছে এবং উভয়ই সমান সত্য।[৬] এই বিষয়ে বিশেষ বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে। নিম্বার্ক মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ও পরব্রহ্ম। তিনি স্বভাবতঃই অবিদ্যাদি সমস্ত প্রকার দোষশূন্য ও অনন্ত অপ্রাকৃত-কল্যাণ-গুণময়।[৭] তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আনন্দ ও আনন্দময়রূপে তিনি সকল আনন্দের উৎস। তিনি একাধারে ভীষণ ও মধুর, কঠোর ও কোমল। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা, শাসক ও

ব্রহ্ম

---

[৬] 'বেদান্ত-দর্শন'—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত—শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ, (তৃতীয় সং) ভূমিকা, পৃঃ—১০-২১ দ্রষ্টব্য।

[৭] *Vide* :—দশশ্লোকী—শ্লোক ৪—৫; "পচিশ-শ্লোকী-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজ" —শ্লোক—১

নিয়ন্তা। তিনি যেমন "মহদ্‌ভয়ম্‌ বজ্রমুদ্যতম্‌" (কঠ ৬।২), সেইরূপ আবার তিনি পরমকরুণাময়, ত্রাণকর্ত্তা ও ভক্তবৎসল। মুক্তি তাঁহারই দান। তিনি আনন্দ-নিলয় ও সকল সৌন্দর্য্যের আকর। তিনি বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ এই চতুর্ব্যূহের অঙ্গী। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিনী শ্রীরাধার সহিত যুক্ত শ্রীকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য।[৮] শ্রীনিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণ। এই মতে জগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম, কিন্তু ইহা ব্রহ্মের স্বরূপপরিণাম নহে।[৯] এই জন্যই ব্রহ্ম জগতের পরিণাম—কারণ বা উপাদান-কারণ। শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনমতে উপাদানতা বলিতে বুঝায়—'পরাপরক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞাদিভূত স্বাভাবিক সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন শক্তিসমূহের ও তত্তদ্‌গত সদ্‌রূপ কার্য্য-সমূহের স্থূলরূপে ব্যক্তভাবে প্রকাশ। ইহাকেই 'শক্তি-বিক্ষেপ' বলে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদান কারণ এই হিসাবে বলা চলে যে—তিনি তাঁহার স্বাভাবিকী সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ পদার্থরূপ শক্তিসমূহকে স্থূলাকারে ব্যক্তভাবে জগদ্‌রূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।[১] আবার ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণও বলা হয় এই

নিম্বার্কীয় দর্শন-সম্মত নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণের লক্ষণ

---

[৮] *Vide* :—দশশ্লোকী—শ্লোক ৪—৫ ; 'পঁচিশ শ্লোকী-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজ' —শ্লোক—১

[৯] ..."ব্রহ্ম স্বশক্তি-বিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণময্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি"—বে. পা. সৌ. ১।৪।২৬ সূ ; ..."সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরপ্রচ্যুত-স্বরূপঃ পরমাত্মা স্বাত্মক-স্বাধিষ্ঠিত-নিজশক্তি-বিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণময়তি—বেদান্ত কৌস্তুভ,—

—শ্রীনিবাসাচার্য্য, ১।৪।২৬ সূত্র।

[১০] তত্রোপাদানত্বং নাম পরাপরক্ষেত্রজ্ঞাদিপদার্থভূতস্বাভাবিকীনাং সূক্ষ্মাবস্থাপন্নানাং শক্তীনাং তত্তদ্‌গতসদ্‌রূপকার্য্যানাঞ্চ স্থূলতয়া প্রকাশকত্বম্‌"—

জন্য যে ব্রহ্ম সঙ্কুচিত জ্ঞানধর্ম্মক জীবগণের সহিত কর্মফল ও ভোগসাধন দেহাদির যোগ করিয়া দিয়া কর্ম্মফলভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেন।[১১] অর্থাৎ, জীব, জীবদেহ, জীবকৃত-কর্ম্মফল—এই তিনের পরস্পর যোগসাধক ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণরূপে গণ্য হন। এই জন্য নিম্বার্ক-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম জগতের পরিণাম-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ—উভয়ই, অর্থাৎ দার্শনিক পরিভাষায় ব্রহ্ম-জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান।[১২]

সুতরাং নিম্বার্ক-মতে ব্রহ্ম যেরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ,[১৩] সেইরূপ আবার তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বরূপী, তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ।[১৪]

বেদান্ত-কৌস্তভভাষ্য—সূঃ—১।১।২, *also* সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী, পৃঃ ১২১,—(কাশী সং)।

[১১] "নিমিত্তঞ্চ স্বস্বানাদিকর্মসংস্কারবশীভূতাত্যন্তসঙ্কুচিতভোগস্মরণার্হজ্ঞানধর্মানাং চেতনানাং কর্মফলভোগার্হজ্ঞানপ্রকাশেন তত্তৎকর্মফলতত্তদ্ভোগসাধনৈঃ সহ যোজয়িতৃত্বম্।"—সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী পৃঃ—১২১, ঐ, *also* বেদান্ত-কৌস্তভ—সূ ১।১।২।

[১২] "প্রকৃতিরূপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব"—নিম্বার্ক ভাষ্য—বে. পা. সৌ.—১।৪।২৩ সূ। "নিমিত্তমুপাদানত্বঞ্চ ব্রহ্মণ আম্নানাদ্ ব্রহ্মৈবোভয়রূপম্"—ঐ, ১।৪।২৫ সূত্র। "ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানঞ্চ"—ঐ, ১।৪।২৬। ..."তৎসিদ্ধং জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণম্"—সিদ্ধান্তজাহ্নবী—পৃঃ ১১৭, কাশী সং।

[১৩] "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", "রসো বৈ, সঃ"—ইত্যাদি।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

[১৪] "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম"—ঐ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্;—"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতর উপঃ।

জগৎ ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম

শ্রীনিম্বার্ক মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ—তাঁহারই শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম, সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে। ঊর্ণনাভ যেমন তন্তুর কারণ হইয়াও তন্তুতে পরিণত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মও জীবজগতের কারণ হইয়াও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্ত্তিতই থাকেন। কূর্ম যেরূপ নিজের অঙ্গ-সমূহ একবার বাহিরে প্রসারিত করিয়া পুনরায় আবার নিজের মধ্যে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এই জীবজগৎকে নিজ হইতেই প্রকাশিত বা ব্যক্ত করিয়া আবার নিজের মধ্যেই গ্রাস করিয়া লয়েন।[১৫]

জীব

জীবের জীবত্ব অজ্ঞানকল্পিত নহে, উহা ব্রহ্মের ন্যায়ই সমান সত্য। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের জীবত্ব নষ্ট হয় না, পরন্তু মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বীয় আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়, ও জীব তখন আনন্দময় হয়। ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার স্বরূপগত চিৎশক্তিকে অনন্তরূপে প্রসারিত করিয়া আপন স্বরূপ হইতে প্রকাশিত এবং অভিন্ন এই অনন্তজগতের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথক রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই পৃথক পৃথক রূপে প্রবিষ্ট তাঁহার এই চিদংশকে জীব বলে।[১৬] জীব ব্রহ্মের ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জীব জ্ঞাতাও

---

[১৫] "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।"—মুণ্ডক উপঃ,—১।১।৭॥ "প্রসার্য্য চ যথাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে পুনঃ। তদ্বদ্ ভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি গ্রসতে পুনঃ"—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩২৬।৩৯।

[১৬] "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ"—তৈত্তিরীয়—উপঃ—২।৬; "সেয়ং দেবতা ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"—ছান্দোগ্য উপঃ—৬।৩।৩।

বটে[১৭]; আর ব্রহ্ম যে অনন্ত নামরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং যাহার প্রত্যেক অংশে তিনি ভোক্তা জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই নাম জগৎ। এই জগৎ অবিকৃত ব্রহ্মের আনন্দাংশেরই শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম। এই জগৎ জীবের জ্ঞানে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, কারণ জীব ব্যষ্টিদ্রষ্টা, কিন্তু সমগ্রদ্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞানে ইহা 'একরস' হইয়া তাঁহাতে স্থিত আছে। সুতরাং সমগ্রদ্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞানে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল নহে। এই জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম হওয়ায়, ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ইহা ব্রহ্মাভিন্ন, আবার ব্রহ্ম এই জগতের অতীত থাকিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ব্রহ্ম নিয়ন্তা এবং জগৎ নিয়ম্য, সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে ধর্ম ও স্বরূপগত ভেদও রহিয়াছে। অতএব জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধই রহিয়াছে। এই ভেদ ও অভেদ এক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হয় নাই।[১৮] বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের যে ভেদাভেদসম্বন্ধ, তাহা পরস্পরবিরোধী নহে। কারণ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মের সহিত এতদুভয়ের অংশাংশী সম্বন্ধ।[১৯] অংশের সহিত অংশীর যেরূপ

জগৎ

স্বাভাবিক-ভেদাভেদসম্বন্ধ

---

[১৭] "জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যমণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥"—দশশ্লোকী, নিম্বার্ককৃত, শ্লোক—১ *Also see* 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' ভাষ্য—ব্র. সূ. ২।৩।১৮—৪০ সূত্র।

[১৮] "ব্রহ্মণশ্চেতনাচেতনয়োশ্চ স্বরূপেন ভেদঃ ইতরেতরাত্যন্ত—বিলক্ষণত্বাৎ; এবমেব তস্য তয়োশ্চ সর্বাত্মত্বসর্বব্যাপকত্ব-স্বতন্ত্র-সত্ত্ব-সর্বাধারত্বাদিযোগেন ব্রহ্মাত্মকত্বতন্নিয়ম্যত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্ব-তত্ত্বত্রসত্ত্ব-পরাধেয়ত্বাদিযোগেন চাভেদঃ"—সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী, পৃঃ ৪৪, কাশী সং।

[১৯] "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"…গীতা ১৫।৭, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" গীতা ১০।৪২, "অংশো নানা—ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়তে একে"—ব্র, সূ ২।৩।৪২—ঐ নিম্বার্ক-ভাষ্য।

ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধ থাকে, জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। অংশ সম্পূর্ণাবয়বেই অংশীর অঙ্গীভূত, অতএব অভিন্ন। আবার অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও আছে, অংশমাত্রে অংশীর সত্তা পর্য্যবসিত হয় না। সুতরাং অংশী অংশ হইতে ভিন্নও বটে। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধকে ভেদাভেদসম্বন্ধই বলিতে হয়, এবং এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক। অতএব জীব ও জগতের ব্রহ্মের সহিত স্বাভাবিক ভেদাভেদসম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবজগৎ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের অধীন,—'ব্রহ্মাধীনসত্তাক'। জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের যেরূপ ভেদ আছে, সেইরূপ অভেদও আছে,—ভেদ ও অভেদ—উভয়ই এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাবস্থাতেই সমান সত্য—কোনটিই মিথ্যা নহে। ইহাই শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত। জীব অণু, ব্রহ্ম বিরাট ও বিভু, জীব অংশ, ব্রহ্ম অংশী, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সমষ্টি-দ্রষ্টা, জীব অল্পজ্ঞ ও ব্যষ্টি-দ্রষ্টা, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, জীব অল্পশক্তিবিশিষ্ট, মুক্তাবস্থাতেও মুক্ত জীবের সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ হয় না, কারণ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের শক্তি তাঁহার লাভ হয় না।[২০] সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ প্রসিদ্ধই আছে।[২১] আবার, জীব ব্রহ্মের অংশ ও শক্তি বলিয়া, এবং ব্রহ্মের ন্যায়ই জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্নও বটে। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহমস্মি'-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে এই অভিন্নত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ—উভয়ই সমান সত্য, এবং উভয়ই স্বাভাবিক। ইহা কোন কল্পিত উপাধিকৃত নহে (যেমন ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন)।

---

[২০] জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ—শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৯, "অংশো হ্যেষ পরস্য", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্"-যজুঃ আরণ্যক ২।১১, "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ, জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ" ; "জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ"—ব্র সূ ৪,৪।১৭, ইত্যাদি।

[২১] "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ"—ব্র সূ ২।১।১১, ঐ, নিম্বার্কভাষ্য। „পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা'-ইত্যাদি, শ্বেতাশ্বতর ১।৬।

সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সমুদ্র ও তাহার বুদ্বুদফেনতরঙ্গাদির ন্যায়, শক্তিমান্ ও তাহার শক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ—উভয়ই রহিয়াছে। ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিসমূহই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া এবং শ্রুতিসমূহ তুল্যবল বলিয়া এক্ষেত্রে গৌণমুখ্যন্যায়ে কোনটিকে প্রধান এবং কোনটিকে অপ্রধান বলিয়া লৌকিক যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের মধ্যে কোনটিকেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। কারণ

ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি—উভয়ই তুল্যবল

"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

—মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৫.১২।

সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে স্বাভাবিকভেদাভেদসম্বন্ধ শ্রীনিম্বার্কের সিদ্ধান্ত।[২২]

ব্রহ্মের চতুষ্পাদ

শ্রীনিম্বার্কের মতে জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও অক্ষর—এই চতুর্বিধরূপে ব্রহ্ম নিত্যই বিরাজিত। ইহার কোনটিই মিথ্যা নহে। সংক্ষেপে নিম্বার্ক সম্মতভাবে ব্রহ্মের এই পাদচতুষ্টয়ের বর্ণনা এখানে করা হইল।

(১) অক্ষর ব্রহ্ম

ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ সদ্বস্তু। নিজ স্বরূপগত আনন্দকে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষে নিত্য অনুভব করেন। এই স্বরূপে বিশেষ কোন ক্রিয়ার প্রকাশ থাকে না, কেবল স্বীয় স্বরূপগত নিত্যানন্দে নিমগ্ন ভাব। কিন্তু এই অবস্থাতেও ব্রহ্ম একেবারে শক্তিবর্জ্জিত, বা সর্বজ্ঞত্বাদি গুণবর্জ্জিত থাকেন না। এই অবস্থায়ও ব্রহ্ম সশক্তিকই থাকেন, কারণ ব্রহ্মের সমস্ত প্রকার শক্তি এবং জ্ঞান স্বাভাবিক, পরা ও নিত্য।[২৩] কেবল

---

[২২] "তস্মাৎ সর্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়ঃ"—বে, পা, সৌ, ১।১।৪।

[২৩] "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮।

বিশেষ এই যে ব্রহ্মের এই অক্ষররূপে তাঁহার সর্বপ্রকার শক্তি ও গুণ অব্যক্ত বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জীব এবং জগৎ ব্রহ্মের এই অক্ষরস্বরূপে তাঁহাতে অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে, কাহারও কোন বিশেষ প্রকাশ-ভাব তখন থাকে না। ব্রহ্মস্বরূপের এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে তাঁহাকে 'নির্গুণ-নির্বিশেষ' ও 'অক্ষর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই সর্ব্ববিধ বিশেষ ভাবের প্রকাশবর্জিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-মাত্রের অনুভবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার 'অক্ষর' সংজ্ঞা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই নির্ব্বিশেষ, অক্ষর, তুরীয় রূপেই জীব, জগৎ, ও ঈশ্বর আশ্রিত বা অধিষ্ঠিত।[২৪] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রুত্যুক্ত 'নির্গুণ-নির্বিশেষ' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "প্রাকৃতহেয়গুণরহিত" বা "প্রাকৃতবিশেষ-ধর্ম-রহিত"—রূপে, বা "গুণের ইয়ত্তানিষেধ-পর" রূপে বা "গুণাতীত" রূপে। এই বিষয়ে বিশেষ বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—যে ব্রহ্ম সব কিছুরই আশ্রয় বা অধিষ্ঠান, সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাঁহাকে বাদ দিয়া তো কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সকলেরই তো আশ্রয় তিনিই,—তিনিই তো সর্ব্বরূপী। সুতরাং 'প্রাকৃত-হেয়গণ' বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তো তাঁহাতেই আশ্রিত, অতএব ব্রহ্মে 'প্রাকৃত-হেয় গুণ নাই, অতএব তিনি নির্গুণ—এইরূপ কথার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে ব্রহ্মে সকলই রহিয়াছে, অথচ ব্রহ্ম কোন কিছুতে লিপ্ত নহেন, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও তিনি সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত, সর্ব্বময় হইয়াও তিনি সর্ব্বাতীত, কোন

ব্রহ্মকে নির্গুণ-নির্বিশেষ বলার তাৎপর্য্য।

---

[২৪] উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ"—শ্বেতাশ্বতর উপ ১।৭ Also see বেদান্তদর্শন-দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত, শ্রীসন্তদাসজীকৃত, ভূমিকা।

কিছুতেই তো তিনি পর্য্যবসিত বা সীমিত হইয়া যান না, সত্ত্বরজস্তম কোন গুণের দ্বারাই তিনি আবদ্ধ নহেন, তিনি গুণাতীত, অথচ সমস্ত গুণই তাঁহাতেই আশ্রিত ও তাঁহা হইতেই প্রকাশিত—এইরূপ অর্থেই "নির্গুণ" পদ নিম্বার্কমতে ব্রহ্মে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়।[২৫] আর ব্রহ্মে যে প্রাকৃত হেয়গুণ নাই বলিয়া শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও ঠিকই। কারণ, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি মায়িক ধর্ম বা মায়িক গুণ বহিরঙ্গা মায়া হইতে উদ্ভূত হয়। এই হেয় প্রাকৃত মায়িক গুণগুলি ব্রহ্মস্বরূপকে স্পর্শও করিতে পারে না। এইগুলি ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূতা মায়াশক্তিরই কার্য্য এবং মায়ারই অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মকে ইহা ব্যাপন করিতে পারেনা, ব্রহ্ম ইহার অতীত। এই মায়িক হেয়গুণগুলি ব্রহ্মেতে নাই। শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন, যথা:—"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎষঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ......" ইত্যাদি।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫।—এখানে 'অপহতপাপ্মা', 'বিজরো', 'বিমৃতুঃ', 'বিশোকঃ', 'বিজিঘৎষঃ', 'অপিপাসঃ',—এই পদগুলির দ্বারা ব্রহ্মে যে মায়িক ধর্ম পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, পিপাসা প্রভৃতি নাই, তাহাই বলা হইয়াছে। অপর দিকে 'সত্যকামঃ', 'সত্যসঙ্কল্পঃ',—এই পদগুলির দ্বারা সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, প্রভৃতি অপ্রাকৃত কল্যাণগুণসমূহ যে ব্রহ্মেতে আছে—ইহাও বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও এই কথা বলা হইয়াছে, যথা,—

> "যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
> প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥"—

—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, (বহরমপুর সং) পৃঃ-২২৯।

---

[২৫] যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি, নত্বহং তেষু তে ময়ি॥"—গীতা—৭।১২।

বিষ্ণুপুরাণেও ব্রহ্মের জ্ঞান, শক্তি, বল প্রভৃতি কল্যাণগুণবত্ত্বের কথা এবং প্রাকৃতহেয়গুণরহিতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, যথা :—

> "জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
> ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥"—
>
> বিঃ. পুঃ.-৬।৫।৭৯।

এখানে জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি গুণগুলি 'ভগবৎ' শব্দের বাচ্য বলা হইয়াছে, এবং মায়িক হেয়গুণগুলিকে 'ভগবৎ' শব্দের বাচ্য বলা হয় নাই।

এখন এই 'ভগবৎ' শব্দ যে সর্বকারণ পরব্রহ্মকেই বুঝায় তাহাও বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথাঃ—'শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মনি বর্ত্ততে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণকারণে"—বি, পু, ৬ ৫।৭২। [এখানে 'মহাবিভূত্যাখ্যে' পদের অর্থ শ্রীধরী টীকায় 'অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযুক্তে' বলা হইয়াছে।]

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও তাঁহার রচিত দশশ্লোকীতে ব্রহ্মের মায়িক হেয়-গুণ বা দোষরাহিত্যের কথা এবং অনন্তকল্যাণগুণবত্ত্বের কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, যথা,—

> "স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষম্—
> অশেষকল্যাণগুণৈকরাশিম্।"...ইত্যাদি।—দশশ্লোকী।

এখানে ব্রহ্ম যে স্বভাবতঃই মায়িক সমস্ত প্রকার দোষ হইতে মুক্ত এবং অশেষ কল্যাণগুণের আকর, ইহা স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। কল্যাণগুণের আকর বলাতে ব্রহ্মে যে অপ্রাকৃত গুণই রহিয়াছে, প্রাকৃত গুণ নাই, ইহাই বলা হইল। কারণ প্রাকৃত গুণ বা ধর্ম্মমাত্রই মর্ত্ত্যত্ব, বিনাশশালিত্ব, অনিত্যত্ব, সত্ত্বাদিত্রিগুণময়ত্ব, প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। সুতরাং প্রাকৃতগুণ কল্যাণগুণ হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম অপ্রাকৃতকল্যাণগুণযুক্ত এবং মায়িকধর্ম্মরহিত, ইহাই এখানে বলা হইয়াছে। সুতরাং মায়া হইতে উদ্ভূত মায়িক কোন গুণ বা ধর্ম্মই ব্রহ্মস্বরূপে নাই—এই কথাই বলা হইল। আবার, মায়া ব্রহ্মেরই

শক্তি বলিয়া ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূতা। মায়া ব্রহ্মতেই আশ্রিত। কিন্তু আশ্রয় যেরূপ আশ্রিতকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান থাকে, শক্তিমান্ যেরূপ স্বীয় স্বরূপে শক্তি হইতে ভিন্ন ও অতীত, সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার শক্তি মায়া হইতে অতীত। সুতরাং মায়া ব্রহ্মেতেই আশ্রিত ও অঙ্গীভূত বলিয়া সর্ব্বপ্রকার মায়িকগুণ ও ধর্ম্মও সেই মায়ার সহিতই ব্রহ্মেতেই আশ্রিত থাকে। এই দিক্ দিয়া সমস্ত প্রকার মায়িক ধর্ম্ম, মায়িক গুণ সমস্ত কিছুই মায়ার সহিতই ব্রহ্মেই আশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান আছে, অথচ শক্তিমান ব্রহ্ম তাঁহার এই মায়ারূপ শক্তিকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন। মায়া তাঁহার মায়িক গুণ ও ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিলেও ব্রহ্ম কিন্তু ইহাকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রহ্মে মায়িক হেয়গুণ নাই, ইহাও যেমন ঠিক, ব্রহ্মে সমস্তই আছে, (যেহেতু মায়া ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত শক্তি) ইহাও সেইরূপ ঠিক। ব্রহ্ম সর্ব্বাধার হইয়াও সর্ব্বাতীত, কোন কিছুতেই তিনি সীমিত বা পর্য্যবসিত হইয়া যাননা, কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও অনন্ত, যুগপৎ তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বাতীত। সর্ব্বময় ও জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা-রূপে ব্রহ্ম সগুণ, আবার সর্ব্বাতীত অক্ষররূপে ব্রহ্ম নির্গুণ—উভয়ই যুগপৎ সত্য। সুতরাং এই দিক দিয়া ব্রহ্মকে 'সগুণ ও নির্গুণ' 'সবিশেষ' ও 'নির্বিশেষ' উভয়ই বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্রহ্মনিরূপণ প্রসঙ্গে করা হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ যে সর্ব্বপ্রকার গুণ ও বিশেষধর্ম্মবর্জিতরূপে নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করেন, তাহা নিম্বার্কদর্শনে স্বীকৃত হয় নাই, বরং নিম্বার্কের পরবর্ত্তী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে যেরূপ সর্ব্বপ্রকার বিশেষভাববর্জিতরূপে নির্বিশেষে আনন্দমাত্ররূপে অনুভব করেন, সেইরূপ আবার ঐ আনন্দকে অনন্ত বিভিন্নরূপেও নিত্য

(২) ঈশ্বর ব্রহ্ম

অনুভব করেন। ঐ সকল অনন্ত বিভিন্নরূপের সমগ্রভাবে নিত্য-অনুভবকারিরূপে ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হয়।[২৬] ব্রহ্মের এই ঈশ্বররূপেই তিনি এই অচিন্ত্য, বিচিত্রসংস্থান-সম্পন্ন, অনন্তনামরূপবিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তারূপে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই ঈশ্বররূপই ব্রহ্মের সগুণ সবিশেষরূপ। সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বরূপী। এই সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ ও শক্তি সমস্তই স্বাভাবিক ও নিত্য, ইহা কল্পিত বা মিথ্যা নহে।[২৭]

সগুণ সবিশেষ ব্রহ্ম ঈশ্বরই উপাস্য হইতে পারেন।

ব্রহ্মের এই ঈশ্বররূপই সাধকের উপাসনার বিষয় হইতে পারেন। কারণ অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না। "নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা বা ভাবনা কর"—এইরূপ বলিলে ব্রহ্ম উপাস্য, বা উপাসনার বিষয়ীভূত হওয়ায় তিনি 'উপাস্যত্ব' বা 'উপাসনা-বিষয়ত্ব', 'শব্দপ্রতিপাদ্যত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মের আশ্রয় হইয়া পড়িবেন, এবং তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদি-সম্মত একান্ত নির্গুণত্বের বা নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইয়া ব্রহ্ম 'সবিশেষ' হইয়া পড়িবেন। এইজন্য শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ও দশশ্লোকীতে উপাস্যরূপে এই সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই বর্ণনা করিয়াছেন।[২৮] শ্রুতিতেও সর্ব্বত্র ব্রহ্মের এই সগুণ সবিশেষ ঈশ্বররূপেরই উপাসনার কথা উপদেশ করা হইয়াছে, যথা ঃ—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ"—

---

[২৬] *Vide* ঃ— 'বেদান্তদর্শন-দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভূমিকা,—শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ কৃত।

[২৭] "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৮

[২৮] স্বভাবতোঽপাস্ত-সমস্ত-দোষমশেষ-কল্যাণগুণৈকরাশিম্ ··· ইত্যাদি, এবং "উপাসনীয়ং নিতরাং জনৈঃ সদা···" ইত্যাদি দশশ্লোকী ৪,৬॥

শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪।৭ ; "তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমং শান্তিমত্যন্তমেতি" ঐ ৪।১১ ; ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে 'জুষ্টম্', 'অস্য মহিমানম্', 'ঈশম্', 'ঈশানম্', 'বরদম্' প্রভৃতি পদের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মের উপাসনাবিষয়ত্ব, মহিমান্বিতত্ব, ঈশত্ব, বরদাতৃত্ব, প্রভৃতি গুণের বা ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্র, সূ, ১।১।১), 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্র, সূ ১।১।২), ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (ব্র, সূ, ১।১।৫), প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপনির্ণায়ক ব্রহ্মসূত্র সমূহের দ্বারাও ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব, 'জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তৃত্ব', 'ঈক্ষিতৃত্ব', প্রভৃতি ধর্ম সুস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে মুমুক্ষু সাধকের আরাধনীয়রূপে ব্রহ্মকে সগুণ সবিশেষ ঈশ্বররূপেই শ্রুতিস্মৃতিবলে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা ঃ—……"মুমুক্ষুণা অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্‌বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া।"—বে, পা, সৌ ১।১।১ সূত্র ; "অস্যাঽচিন্ত্যবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংখ্যেয়নামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মমেশকালাদিনিয়ন্তর্ভগবতো ভবন্তি তদেব পূর্ব্বোক্ত-নির্বচনবিষয়ং ব্রহ্ম"—ঐ, ১।১।২ সূত্র।

আর, সমুদয় জীবজগতের উৎপত্তিস্থল এবং অভিন্ননিমিত্তোপাদান যে ব্রহ্ম, তিনি যে সর্বজ্ঞত্বাদিশক্তি ও গুণযুক্ত, সুতরাং সগুণ ও সবিশেষ, ইহা স্পষ্ট ভাবেই মুণ্ডক শ্রুতিও বলিতেছেন—"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ংতপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে॥"—মুণ্ডক, ১।১।৯। সুতরাং শ্রুতিস্মৃতি-পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীনিম্বার্ক ব্রহ্মকে সগুণ ও সবিশেষ রূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মের নির্গুণ-নির্বিশেষ রূপেও তিনি একেবারে গুণ বা শক্তিবর্জিত থাকেন না, কারণ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ ও সর্ব্বশক্তিমত্তা

নির্গুণ-নির্বিশেষ-স্বরূপেও ব্রহ্ম একেবারে গুণবর্জ্জিত থাকেন না।

প্রভৃতি নিত্য ও স্বাভাবিক, সুতরাং শ্রুত্যুক্ত নির্গুণ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক পদগুলির তাৎপর্য্যার্থ 'প্রাকৃতগুণরহিত', 'অবিদ্যাদিদোষবর্জ্জিত, 'গুণাতীত', 'গুণের প্রকাশভাবরহিত' প্রভৃতি রূপে শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, নিম্বার্ক মতে সর্ব্বপ্রকার গুণ বা ধর্মবর্জ্জিত একান্ত নির্গুণব্রহ্ম উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্রে যে প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং ইহা কোন প্রকার প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারাও যে সিদ্ধ হইতে পারে না, এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার গুণ বা ধর্ম্মবর্জ্জিত একান্ত নির্গুণ ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হন নাই।

তৃতীয়তঃ এই জগৎও ব্রহ্মের একপাদ মাত্র, ইহা ব্রহ্মের আনন্দাংশেরই পরিণাম বিশেষ। ব্রহ্মই ইহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই উপাদান কারণ হওয়ায় জগৎ ব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। আবার ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্ত্তা হওয়ায় তিনি জগৎ হইতে অতীত হইয়াও আছেন। সুতরাং জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদসম্বন্ধও আছে। অতএব ব্রহ্মের সহিত জগতের ভেদাভেদসম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হয়। জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বা গুণ, এবং ব্রহ্ম গুণী বা শক্তিমান্। গুণী বস্তু হইতে বা শক্তিমান্ হইতে গুণ বা শক্তি পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল নহে, আবার গুণিবস্তু বা শক্তিমান্ গুণ বা শক্তি হইতে অতীতও বটে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধকে ভেদাভেদই বলিতে হয়।

।৩। জগৎ

জগতের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ

এই জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দেরই পরিণাম হইলেও বদ্ধ জীবের স্বীয় চিদ্‌রূপতার বিস্মৃতির জন্য বদ্ধজীবের জ্ঞানে এই জগৎ অচেতনরূপেই প্রতিভাত হয়। এই জগৎ বা প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, এবং মায়া, প্রধান, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত

হইয়া থাকে।[২৯] জীব ব্যষ্টিদ্রষ্টা হওয়ায় জীবের জ্ঞানে এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু সমগ্রদ্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞানে ইহা একরস হইয়া তাঁহাতে স্থিত আছে। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞানে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক-মতে এই জগৎ ব্রহ্মের অংশ হওয়ায়, বা ব্রহ্মেরই 'শক্তি' বা 'গুণস্থানীয় হওয়ায় ইহা সত্য, মিথ্যা নহে।[৩০] শ্রুতিতেও এই জগৎ সত্যরূপেই 'সৎ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যথা :······ "তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে"······"কথমসতঃ সজ্জায়তে, সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"···ইত্যাদি,—ছান্দোগ্য, (৬৷২৷১—২) "এতৎ সৎ······তস্যৈতস্য সতঃ এষ রসো য এষ তপতি, সতো হ্যেষ রসঃ"—বৃহদারণ্যক ২৷৩৷২—এই সমস্ত শ্রুতিতে স্পষ্টই জগৎকে 'সৎ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সদ্‌বস্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া কার্য্যস্থানীয় জগৎও সুতরাং সৎ,—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সৎকারণবাদিগণ কার্য্যকে মিথ্যা বলিতে পারেন না।

ব্যষ্টিদ্রষ্টা জীবের জ্ঞানে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে নহে।

জগৎ সৎ, মিথ্যা নহে।

সত্য কারণ ব্রহ্ম মিথ্যা কার্য্য জগতের জনক হয়েন—এইরূপ কথা একেবারে অর্থশূন্য; 'বন্ধ্যার পুত্র' যেরূপ অর্থশূন্য ব্যাক্য, "মিথ্যা জগতের কর্ত্তা"—এই বাক্যও সেইরূপই অর্থশূন্য। সুতরাং শ্রুতি যখন জগৎকে ব্রহ্মের নিত্য অংশ এবং ব্রহ্মকে ইহার কর্ত্তা বলিয়াছেন, তখন ইহার মিথ্যাত্ববাদ গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে কারণবস্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন ও অচেতন ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহাই মিথ্যা বা ভ্রম। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

---

[২৯] "মায়াপ্রধানাদিপদ-প্রবাচ্যং শুক্লাদিভেদাশ্চ সমেঽপি তত্র" দশশ্লোকী—৩।

[৩০] "সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ। ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং ত্রিরূপতাপি শ্রুতি-সূত্র-সাধিতা।"—ঐ,—শ্লোক, ৭।

এখানে সংক্ষেপে নিম্বার্কীয় দর্শনের মতবাদ বিবৃত করা হইল মাত্র।

(৪) জীব

চতুর্থতঃ, জীবও ব্রহ্মেরই অংশ এবং জ্ঞানস্বরূপ, এবং সর্ব্বাবস্থাতেই ব্রহ্মেরই অধীন। নিম্বার্কমতে জীব অণু ও সংখ্যায় অনন্ত। জীব তাঁহার মতে জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা—উভয়ই। জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, প্রভৃতি ধর্ম্ম নিত্য ও স্বাভাবিক, সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও ইহা থাকে। ব্রহ্ম অনন্ত ভোক্তা জীবরূপে এই অনন্ত নামরূপ বিশিষ্ট জগতের স্থূলসূক্ষ্ম প্রতিটি পদার্থে প্রবেশ করিয়াছেন,[৩১] ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবের সহিতও ব্রহ্মের অংশাংশী বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীবও ব্রহ্মের ন্যায়ই সত্য, ইহা মিথ্যা নহে। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, "জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও অক্ষর-ব্রহ্ম—এই চতুর্বিধ রূপেই ব্রহ্ম যুগপৎ অবস্থিত আছেন। ইহার কোনটিই মিথ্যা নহে। এই চতুর্বিধ ভাবেই তিনি পূর্ণ। পরন্তু জীবত্ব, জগদ্‌রূপত্ব, ও ঈশ্বরত্ব—এই তিনটিই ব্রহ্মের অক্ষররূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অক্ষররূপকে অতিক্রম করিয়া ইহার কোনটিই বিদ্যমান নহে।"[৩২] কিন্তু ব্রহ্ম অক্ষর তুরীয় রূপে এই জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতা হইয়াও ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ইহাদের অতীতরূপেও নিত্য বিরাজিত আছেন। এই কথাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে—"উদ্গীতমেতৎ পরমস্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ" (শ্বেতাশ্বতর ১।৭)—অর্থাৎ,

---

[৩১] "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৬। "সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"—ছান্দোগ্য—৬।৩।৩,। "জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যমণুং-হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥"—দশশ্লোকী ১।

[৩২] *Vide* :—'বেদান্তদর্শন-দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, ভূমিকা, শ্রীসন্তদাসজীকৃত,' পৃঃ ১২।

এই পরব্রহ্মই ঋষিগণকর্ত্তৃক বেদান্তাদিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাতেই জগৎ, জীব ও ঈশ্বর এই তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত বা নিত্যরূপে স্থিত আছেন, এবং তিনি অক্ষর রূপেও বর্ত্তমান আছেন। শ্রীনিম্বার্ক-দর্শন মতে জীব স্বরূপতঃ অণু, কিন্তু গুণে বিভু, ও সংখ্যায় অনন্ত।

জীবের প্রকারভেদ

এই জীব বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দ্বিবিধ। বদ্ধ জীব আবার দুই প্রকার—মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু। মুমুক্ষু জীবও দুই প্রকার—ভগবদ্‌ভাবাপত্তিরূপমুক্তিকামী, এবং নিজআত্মস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিকামী। বুভুক্ষু জীবও দুই প্রকার—ভাবিশ্রেয়ঃকামী, এবং নিত্যসংসারী। মুক্ত জীবও দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত।[৩৩] এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

ত্রিবিধ অচেতনতত্ত্ব

(১) প্রকৃতি

শ্রীনিম্বার্ক ত্রিবিধ অচেতনতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যথা—অপ্রাকৃত, প্রাকৃত, ও কাল। চতুর্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত সমগ্র প্রকৃতিই প্রাকৃত পদার্থ। তাহা সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা, এবং মায়া, প্রধান, অব্যক্ত প্রভৃতি পদের দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকে।[৩৪] এই বিষয়ে নিম্বার্ক সেশ্বর-সাংখ্যমত স্বীকার করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিরীশ্বর সাংখ্যের "প্রকৃতি" স্বতন্ত্রবস্তু, কিন্তু নিম্বার্কমতে এই "প্রকৃতি" ব্রহ্মেরই শক্তি ও সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মেরই অধীন—ইহাই প্রভেদ। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে

---

[৩৩] *Vide* :—'বেদান্তরত্নমঞ্জূষা পৃঃ ২২-২৩, চৌখাম্বা সংস্করণ।

[৩৪] "অপ্রাকৃতং প্রাকৃত-রূপকঞ্চ কালস্বরূপং তদচেতনং মতম্। মায়াপ্রধানাদিপদপ্রবাচ্যং শুক্লাদিভেদাশ্চ সমেঽপি তত্র॥"—দশশ্লোকী, ৩।

সাংখ্যশাস্ত্রে স্বভাবতঃই পুরুষের অধীন ও পুরুষার্থসাধক এবং জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং পুরুষকে অকর্ত্তা এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত কেবল নিত্যসান্নিধ্যসম্বন্ধে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র বস্তু। সাংখ্যের প্রকৃতি অন্যনিরপেক্ষভাবে আপনা-আপনিই পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি করে। অচেতন প্রকৃতির এই পরিণামে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যই একমাত্র হেতু। কিন্তু নিম্বার্ক-বেদান্তে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে। ইহা ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ ও ব্রহ্মেরই অধীন। ব্রহ্মের অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি জগতের সৃষ্টি করে[৩৫] সুতরাং ব্রহ্মই জগতের মুল উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতির কারণত্ব থাকিলেও ইহা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত ও তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। ইহাই নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্বের সহিত শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত প্রকৃতিতত্ত্বের পার্থক্য।[৩৬]

সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত পার্থক্য

(২) কাল

নিম্বার্কমতে কাল প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও অচেতন দ্রব্য, এবং নিত্য ও বিভু। কাল স্বীয়স্বরূপে নিত্য, কিন্তু ত্রুটি, বেধ, লব ইত্যাদি কার্য্যরূপে অনিত্য ও উপাধিক। এই বিষয়ে সূর্য্য-পরিভ্রমণ-রূপ ক্রিয়াই উপাধি।[৩৭]

বৈশেষিক দর্শনের মতে কাল ঈশ্বর হইতে পৃথক, "নিত্য দ্রব্য-পদার্থ", এবং অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ, ও স্বরূপতঃ এক

---

[৩৫] "ময়াহধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"…গীতা ৯।১০

[৩৬] ঔপনিষদং প্রধানং পরমকারণাধীনত্বাদর্থবদানর্থক্যং পরাভিমতস্য তস্যেতি ভেদঃ"—নিম্বার্ক-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ১।৪।৩; Also See—নিম্বার্কভাষ্য, ব্র, সূ, ১।৪।৮।

[৩৭] *Vide*:—'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' শ্লোক '৩' এর টীকা,—শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত।

বৈশেষিকের স্বীকৃত কালের সহিত পার্থক্য

হইলেও সূর্য্য পরিভ্রমণ-ক্রিয়ারূপ উপাধিবশতঃ ত্রুটি, বেধ, লব ইত্যাদি প্রকারে বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কনিষ্ঠে কনিষ্ঠজ্ঞান, জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠজ্ঞান, যুগপৎ, শীঘ্র ও বিলম্ব—এই সকল জ্ঞান যাহা হইতে হয়, তাহাই কাল, এবং ইহাদের দ্বারাই কালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।[৩৮]

নিম্বার্কদর্শন মতে কাল ভগবৎ-শক্তি ও বিভূতি

কিন্তু নিম্বার্কদর্শনে “কাল” বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় নিত্য, অচেতন ও বিভু পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনে কালকে ভগবৎশক্তি এবং ভগবানেরই এক মহান্ বিভূতি-রূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কাল যে ভগবৎ শক্তি ও বিভূতি, ইহা শ্রীগীতাবাক্যেও বর্ণিত আছে, যথাঃ—“কালঃ কলয়তামহম্” (গীতা ১০।৩০)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য্য শ্রীকেশব কাশ্মীরীভট্টজী তাহার ‘তত্ত্ব-প্রকাশিকা’ নামক টীকায় লিখিতেছেন “কলয়তাং গণনাং কুর্বতাং মধ্যে কালঃ সর্বকার্য্য-পরিণামহেতুঃ কলামুহূর্ত্তাদিময়ো যঃ সোঽহম্”। তাহা ছাড়া, গীতার একাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান বলিতেছেন—“কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো…” ইত্যাদি, —(গীতা ১১।৩২)। এই শ্লোকের ‘তত্ত্ব-প্রকাশিকা’ নামক টীকাতেও শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টজী লিখিয়াছেন “কলয়তি গণয়তি লোকানামবসানমিতি কালঃ সোঽহমস্মি”……ইত্যাদি।

মহাভারতে শান্তি পর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে ঃ—

“যুগেষ্বাবর্ত্ততে যোগৈর্মাসর্ত্ত্বয়নহায়নৈঃ।
সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্ত্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ”—৬৪।৫৮।

---

[৩৮] *Vide* :—বৈশেশিক সূত্র—“অপরস্মিন্নপরং যুগপৎ চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি”; “দ্রব্যত্ব-নিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ;” “তত্ত্বম্ভাবেন ;” “নিত্যেষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যা”—সূত্র ২।২।৬—৯।

—যিনি সত্য প্রভৃতি প্রত্যেক যুগে মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর রূপে বারবার আসিয়া থাকেন, এবং সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় করেন, সেই কাল-মূর্ত্তি পরমাত্মাকে নমস্কার করি।

বিষ্ণু পুরাণেও উক্ত হইয়াছে ঃ—

"অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে।"

—[বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় (চৌখাম্বাসং) ৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোক।]

—এখানেও কালকে 'অনাদি-অনন্ত' বলা হইয়াছে, এবং 'ভগবান্' শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার মহিমা-খ্যাপনও করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২৯শ অধ্যায়েও কালস্বরূপের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে, যথা ঃ—

"রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥
যোঽন্তঃ-প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥"

—ভাগঃ ৩।২৯।৩৭—৩৮

"সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥"

—ঐ, ঐ ৪৫।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের শ্রীনিম্বার্কীয় পণ্ডিত শ্রীশুকদেবকৃত (শুকসুধীকৃত) সিদ্ধান্তপ্রদীপ নামক টীকায় কালস্বরূপের প্রতিপাদন এইরূপই করা হইয়াছে যে, যে বস্তু প্রকৃতির মহদাদি অবস্থার নিমিত্তস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকৃতি যে মহদাদি অবস্থায় পরিণত হয় তাহার কারণ স্বরূপ, এবং যাহা পরমেশ্বরের শক্তিভূত ('দিব্যং') তাহাই কালনামে কথিত হইয়া থাকে। এই কাল সংহারকারণ বলিয়া মহদাদিতত্ত্ব-সমূহের এবং জন্মাদির কারণ

বলিয়া ভিন্ন-দর্শী দেহাত্মবাদী জীবগণের ভয়োৎপাদক হইয়া থাকে। যিনি ভূতগণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত সমুহের দ্বারা ভূত সমূহকে সংহার কবিয়া থাকেন, সর্বাধার সেই যজ্ঞফলদাতা বিষ্ণু নামক ভগবান্ই সকলের নিয়ন্তা "কাল" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অবিনাশী সেই "কাল" পুত্রাদিকে পিত্রাদিদ্বারা জন্মাইয়া সকলের আদিকর্ত্তা হইয়া থাকেন, এবং মৃত্যুর দ্বারা যমকেও বিনাশ করিয়া সকলের অন্তকারী হইয়া থাকেন। স্বয়ং তিনি কিন্তু অনাদি ও অনন্ত—ইত্যাদি।[৩৯] অনাদি ও অনন্ত বলিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বেও এই কালের অস্তিত্ব ছিল, এই বিষয়ে পুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা' নামক গ্রন্থে (দশশ্লোকীর টীকা) বলিয়াছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিষু অগ্রপদেন সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রলয়সময়েঽপি কালস্য সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ"……। [বে, র, ম,—(চৌখাম্বাসং) পৃঃ ৩৭]

সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়-সম্মত-সিদ্ধান্ত এই যে, কাল ভগবৎ-শক্তি, ভগবানেরই এক মহান্ বিভূতি, সুতরাং অনাদি ও অনন্ত। এই কাল ভগবৎশক্তি ও বিভূতি হইলেও ইহা ভগবন্নিয়ন্ত্রণাধীন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে যদিও কাল অচেতন পদার্থ, তথাপি ইহা ভগবৎশক্তি হওয়ায় কখনও কখনও শক্তিমানের সহিত শক্তির অভেদ কল্পনা করিয়া এই কালরূপী শক্তিকে শক্তিমান্ ভগবানের ন্যায়ই চৈতন্য-বিশিষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার শক্তিমান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র শক্তিরূপে দেখিতে গেলে ইহাকে অচেতনই বলিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, জড় ও চেতন কেবল দৃষ্টির ভেদ। তত্ত্বতঃ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সমস্তই চিন্ময়, ব্রহ্মের সৎ, চিৎ, ও আনন্দাংশ সর্ব্বত্রই অনুস্যূত ও অনুবর্ত্তমান। কিন্তু চিৎ-

---

[৩৯] *Vide*:—শুকদেবকৃত ভাগবতের সিদ্ধান্ত প্রদীপ টীকা—শ্লোক—৩।২৯।৩৭-৩৮, ৪৫।

৯

স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটিয়া কেবলমাত্র আনন্দাংশের প্রতি অভিনিবেশের ফলে ব্রহ্মের আনন্দাংশের পরিণাম এই জগৎকে জড় বলিয়া প্রতিভাত হয়।[৪০]

কাল সম্পর্কে নিম্বার্ক ও বৈশেষিক মতের তুলনা

এখন বৈশেষিক ও নিম্বার্ক মতের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বৈশেষিক মতে গুণের আশ্রয়ই দ্রব্য। কাল বিভুরূপগুণের আশ্রয়, অতএব ইহা নিত্য-দ্রব্য। নিত্যদ্রব্য মাত্রেই অবৃত্তি-পদার্থ, অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য কোন আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকে না। অতএব বৈশেষিক দর্শনে কাল ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র দ্রব্য। নিম্বার্কমতে ইহাকে শক্তি কেন বলা হইল? দ্রব্য শক্তি হইতে পারে কিনা তাহাই বিচার্য্য। নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বৈশেষিক সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র যে স্বীকার করিবেন,—এমন কোন কথা নাই। নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 'শক্তি' বলিতে তাহাকেই বুঝেন, যাহা অন্যের অধীন হইয়া কার্য্য করে। সুতরাং এই দর্শনে প্রকৃতি, কাল, প্রভৃতিকে ব্রহ্মের শক্তি বলায় কোন অসঙ্গতি নাই। বৈশেষিক দর্শনেও পরবর্ত্তিযুগে 'রঘুনাথশিরোমণি' কালকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন, যথা:—"তত্র দিক্‌কালৌ নেশ্বরাদতিরিচ্যেতে, মানাভাবাৎ……"—[পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, (কাশীসং) পৃঃ ১—২]

নিম্বার্ক-সম্প্রদায় কালের সহিত পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিতেছেন, এবং ভেদ স্বীকার করিয়াও অভেদও তাহারা স্বীকার করিতেছেন, অর্থাৎ কালের সহিত ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের ভেদাভেদ তাহাদের স্বীকৃত। মূলকথা, নিম্বার্কমতে কাল স্বতন্ত্র নহে।

নিম্বার্ক পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি ও কাল হইতে ভিন্ন, তদতিরিক্ত অপর একটি অচেতন পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে "অপ্রাকৃত-তত্ত্ব"। তাঁহার মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা প্রধান এবং কাল হইতে

---

[৪০] 'বেদান্তদর্শন'—দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত—শ্রীস্বামী সন্তদাসদীকৃত, ([illegible]য় সং) পৃঃ ২৯—৩০।

(৩) অপ্রাকৃত তত্ত্ব

ভিন্ন ও ইহাদের অতীত, প্রকাশাত্মক ও অনাবরকস্বভাব, কিন্তু অচেতন দ্রব্যবিশেষ হইল "অপ্রাকৃত তত্ত্ব"। এই "অপ্রাকৃত তত্ত্ব" পরমানন্দকর, এবং 'আনন্দ', 'নিত্য বিভূতি', 'পরমাত্মলোক', 'পর ব্যোম্', 'বিষ্ণুপদ', 'পরম-পদ', প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।[৪১] ইহা শ্রীভগবানের অনাদি সঙ্কল্পবশতঃ তাঁহার ও তদীয় নিত্যমুক্ত ভক্তপার্ষদাদি অনুচরগণের ভোগ্যাদিরূপে অনেক প্রকার। এই "অপ্রাকৃত তত্ত্ব" বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়, এবং মুক্তাত্মগণের দিব্য দেহ ও ব্রহ্মলোকের উপাদান কারণ।[৪২] এই "অপ্রাকৃত তত্ত্ব" প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত।[৪৩] এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে তদতীত হইয়া বিরাজমান থাকায় এই "অপ্রাকৃততত্ত্ব" বা অপ্রাকৃত লোক নিত্য। 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজ' গ্রন্থের দ্বাদশ শ্লোকে এই অপ্রাকৃত লোককে "পরমধাম" নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে "অতি-নিরুপাধি" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা :—"অতিশয়েন নির্গতঃ উপাধিঃ প্রকৃতিসম্বন্ধো যস্মাৎ তন্নিরুপাধি পরমং ধাম…"—ইত্যাদি। এই অপ্রাকৃত পরমধামের পরিখাস্বরূপ বিরজা নদী অবস্থিত। সেই বিরজানদীর একতীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, অপরতীরে অপ্রাকৃত পরব্যোম পরমধাম।[৪৪]

---

[৪১] "আনন্দাভিব্যঞ্জকত্বাদানন্দসংজ্ঞকম্",…"যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ তিষ্ঠতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"… —বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় উদ্ধৃত শ্লোক—পৃঃ ৩৯—৪০ দ্রষ্টব্য। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—গীতা।

[৪২] বেদান্তরত্নমঞ্জুষা পৃঃ ৬৯, চৌখাম্বা সংস্করণ।

[৪৩] "তচ্চ প্রকৃতি-মণ্ডলাদ্ ভিন্নদেশীয়মপরিচ্ছিন্নম্…পরিচ্ছিন্নবৎ দৃশ্যমানমপি অপরিচ্ছিন্নমেব"—বে, র, ম,—ঐ, পৃঃ—৩৯।

[৪৪] *Vide* :—পঁচিশ-শ্লোকী শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ',—শ্লোক—১৭, *Also Vide* :—"প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥ তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। অমৃতং-শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥"—লঘুভাগবতামৃত—(পূর্ব্ব. খণ্ড—৫।২৪৭—৪৮) ধৃত পদ্মপুরাণ বচন।

অপ্রাকৃত লোকের অস্তিত বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ।

মুক্তাত্মগণ এই বিরজানদী উত্তীর্ণ হইয়াই এই পরমধামে আগমন করেন, এবং এই ধাম হইতে পুনরায় তাঁহাদিগকে আর সংসার-মার্গে ফিরিয়া আসিতে হয় না,[৪৫] কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সত্য-লোক প্রভৃতি (যাহাকে কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ-লোক, প্রজাপতি-লোক, ব্রহ্মলোক, প্রভৃতিও বলা হইয়া থাকে) প্রাকৃত ও অনিত্য, মহাপ্রলয়ের সময় সমগ্র প্রকৃতির লয়ে তাহাদেরও লয় হয়। এই কথা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাতেও বলা হইয়াছে,—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন"—গীতা ৮ ১৬।[৪৬] মুক্তাত্মগণের গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে কৌষীতকি উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রজাপতি লোক ও ব্রহ্মলোককেও অতিক্রম করিয়া প্রাকৃতমণ্ডল ভেদ করিয়া বিরজানদী উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তাত্মগণ এই অপ্রাকৃত পরমাধামকে প্রাপ্ত হন, যথা—"স আগচ্ছতি…স আদিত্যলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকং…স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসাঽত্যেতি" (কৌষিতকী উপঃ—১।৩—৪)। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মুক্তাত্মগণের গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই রূপই উক্ত হইয়াছে।[৪৭] মুক্তাত্মগণের এই অপ্রাকৃত লোকে গমন বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রত্যন্তস্যুরদ্রুমে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ লক্ষণীয় বলিয়া

---

[৪৫] "যদ্গত্বান নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—গীতা ১৫।৬, *Also Vide :—* গীতা—৮।২১।

[৪৬] *Also see* :—নিম্বার্কভাষ্য বে, পা, সৌ—ব্র, সূ,—৪।৩।৯-১০। *Also see*—"সত্যলোকস্য প্রাকৃতত্বাৎ পুনরাবৃত্তিমত্ত্বাচ্চ "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন"—(গীতা ৮।১৬) ইতি স্মৃতেঃ "ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্" ইতি স্মৃতেশ্চ।"—শ্রুত্যন্তস্যুরদ্রুম—পৃঃ ১১১, শ্লোক—:২, (রত্ন-গোপাল ভট্ট সম্পাদিত কাশী সংস্করণ।)

[৪৭] *Vide* : —ছান্দোগ্য উপঃ—৮ ৫।৩-৪, ৫।১০।১—২। বৃহদারণ্যক উপঃ—৫।১০।১, ৬।২।১৫-১৬।

এখানে প্রদত্ত হইল—"অর্কমণ্ডলং ভিত্বা চন্দ্রমসং নীতস্তেন পূর্ব্বরীত্যা বিদ্যুল্লোকং তল্লোকাভিমানিদেববিশেষেণ তথৈব বরুণলোকং নীতস্তেন তথৈবেন্দ্রলোকং তেন পূজাপুরঃসরং প্রজাপতিলোকং তেন প্রজাপতিনা পূজিতস্তত্তল্লোকমতীত্য প্রাকৃতমণ্ডলানি ভিত্বা ততঃ প্রকৃতি-বিষ্ণু-পদসীম্নোর্বিবেচনহেতুভূতাং সরিদ্‌বরাং বিরজামেত্য তত্রামানবান্ পুরুষান্ স্বাতিবাহনার্থমাগতান্ পশ্যতি। তত্র বিরজাতীরে সূক্ষ্মং শরীরং প্রকৃতিকার্য্যত্বাৎ তৎকারণে হিত্বাঽমানব-দর্শন-করস্পর্শাভ্যাং তৈঃ সহ সঙ্কল্পমাত্রেণ বিরজাং তরতি। পরমধামসীমানং প্রাপ্য তত্র দিব্যাপ্রাকৃতানাদিসিদ্ধামানবানীতব্রাহ্মালঙ্কারৈরলঙ্কৃতো ব্রহ্মলোকং পরমং পদং প্রবিশ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতীতি যাবৎ"........

..."দিব্যবিগ্রহসম্পন্নোঽলঙ্কতোঽমানবৈস্তদা।
ব্রাহ্মালঙ্কারবেষেণ সংকৃতশ্চাপ্সরোগণৈঃ॥
দ্বারপালৈঃ সমাগম্য তত্তৎস্থানমলৌকিকম্।
পশ্যন্ প্রমুদিতো যাতি ক্রমেণ মণিমণ্ডপম্॥
দিব্যরত্নময়ে দিব্যে চাসনেঽলৌকিকে মুদা।
শ্রিয়াঽনুরূপয়া যুক্তং পার্ষদৈশ্চায়ুধৈস্তথা॥
দিব্যালঙ্কারসংপৃক্তং শ্রীমুকুন্দং চ পশ্যতি॥...ইত্যাদি।

—[শ্রুত্যন্তসুরক্রম, শ্লোক ১২এর টীকা, পৃঃ ১০৭-১১০ (কাশী সং)]

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে, তদতীতরূপে অপ্রাকৃত লোকের অস্তিত্বের কথা এখানে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে লিখিত শ্রুতি স্মৃতি সমূহের উক্তি ও বর্ণনাও এই অপ্রাকৃত লোকের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ।

ভূরাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং তদতীত অপ্রাকৃত লোকের ক্রমানুসারে বর্ণনা অনন্তসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে।[৪৮]

---

[৪৮] *Vide* :—অনন্তসংহিতা-শ্লোক ২৪-২৮, ৩৭-৪২, ৪৩-৫১, ইত্যাদি—'শ্রীনিম্বার্ক-বিক্রান্তি' (ঔদুম্বরাচার্য্যকৃত) গ্রন্থের টীকায় (পৃঃ ১৪-১৫) উদ্ধৃত

সেখানে এই সমস্ত লোকের অবস্থানের যেরূপ ক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) ভূঃ→তদূর্দ্ধে, (২) ভুবঃ→তদূর্দ্ধে, (৩) স্বঃ→তদূর্দ্ধে, (৪) মহঃ→তদূর্দ্ধে, (৫) জনঃ→তদূর্দ্ধে, (৬) তপঃ→তদূর্দ্ধে→, (৭) সত্য। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এই সত্য লোককে প্রাকৃত বৈকুণ্ঠ বলে।

প্রাকৃত লোক

অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অনন্ত সত্যলোক রহিয়াছে এবং তাহার অধিপতি বিষ্ণুও অনন্ত, অসংখ্য। এই অনন্ত, অসংখ্য বিষ্ণুকে শ্রীভগবানের গুণাবতার ও পুরুষাবতারও বলা হইয়া থাকে। এই গুণাবতার বা পুরুষাবতার বিষ্ণুকেই ব্রহ্মাণ্ডস্থ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলা হয়।[৪৯]

ইহার উর্দ্ধে উমা লোক এবং তাহার উর্দ্ধে শিবলোক[৫০] এবং এই শিবলোকেরও উর্দ্ধে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর 'মহা-বৈভব' নামক বৈকুণ্ঠ লোক। এই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু শ্রীভগবানের পুরুষাবতার।[৫১] এই পর্য্যন্তই প্রাকৃত লোক। এই প্রাকৃত সত্যলোকে দেবগণ ও ক্রমমুক্তির অধিকারী সাধকগণ বাস করেন।

ইহার উর্দ্ধে অপ্রাকৃত চিন্ময়লোক যাহা মুক্তাত্মগণের উপসৃপ্য। অপ্রাকৃত লোকের এইরূপ ক্রম :—

শ্লোকসমূহ। (১ম সংস্করণ, শ্রীরামচন্দ্র দাস, বৈষ্ণব কর্ত্তৃক বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত, সন ১৯৪১ ইং।)

Vide :—বেদান্তবতু-মঞ্জুষা (কাশী সং) পৃঃ ৪৮।

[৫০] ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত এই শিবলোকের পরিচয় বৃহদ্ভাগবতামৃতেও পাওয়া যায়। এই শিবলোকের নাম 'কৈলাস'। কুবেরের আরাধনায় বশীভূত হইয়া পরিকর বর্গের সহিত উমাপতি এইস্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন।—

Vide :—"কুবেরেণ পুরারাধ্য ভক্ত্যা রুদ্রো বশীকৃতঃ। ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তস্য কৈলাসেঽধিকৃতে গিরৌ। তদ্ বিদিক্‌পালরূপেণ তদ্‌যোগ্য-পরিবারকঃ। বসত্যাবিস্কৃত-স্বল্পবৈভবঃ সন্নুমাপতিঃ" ॥"—বৃহদ্ভাগবতামৃত, ১।২।৯৩-৯৪।

[৫১] বেদান্তরত্নমঞ্জূষা—(কাশী সং) পৃঃ—৪৮।

অপ্রাকৃত লোক

(১) পূর্ব্বোক্ত কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর মহাবৈভব বৈকুণ্ঠলোকের ঊর্দ্ধে, মহাশম্ভুলোক,[৫২] ইহার ঊর্দ্ধে (২) সিদ্ধলোক। এই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকগণ এবং শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন।[৫৩] ইহার ঊর্দ্ধে (৩) মহাবৈকুণ্ঠলোক। এই লোকে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ স্বকীয় যোগমায়া অবলম্বনে নিত্যই বিহার করিতেছেন। এই মহাবৈকুণ্ঠ লোক 'পরব্যোম' নামেও অভিহিত হয়। এই বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

> “প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
> ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥”
>
> —ভাগঃ=২।৯।১০

অর্থাৎ, সেইস্থানে (মহাবৈকুণ্ঠলোকে) মায়িক রজোগুণ এবং তমোগুণ নাই, এবং এই দুই গুণের সহিত মিশ্রিত সত্ত্বগুণও নাই, সে স্থানে কালবিক্রমও নাই, এমন কি মায়াও সেস্থানে নাই, অন্যের কথা আর কি বলা যাইবে? সেইস্থানে সুরাসুরার্চিত ভগবৎপার্ষদগণ বাস করেন।[৫৪]

—এই মহাবৈকুণ্ঠলোকেরও ঊর্দ্ধে (৪) স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ

---

[৫২] প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে মায়াতীত অপাকৃত এই শিবলোকের কথা বায়ুপুরাণেও বর্ণিত আছে,—*Vide* :—“অথ বায়ুপুরাণস্থ মতমেতদ্ ব্রবীম্যহম্। শ্রীমহাদেবলোকস্তু সপ্তাবরণতো বহিঃ। নিত্যঃ সুখময়ঃ সত্যো লভ্যস্তৎ-সেবকোত্তমৈঃ। সমানমহিমশ্রীমৎপরিবারগণাবৃতঃ ॥”—বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।২।—৯৬-৯৭ ॥

[৫৩] সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥”—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৩৮) ধৃত ব্রহ্মাণ্ড—পুরাণবচন।

[৫৪] *Also Vide* :—শ্রীমদ্ভাগবৎ—৩।১৫।১৬—১৯ শ্লোক

গোলোকধাম। এই গোলোকধামই পরাৎপর সর্ব্বোত্তম এবং সকল লোকের শীর্ষস্থানীয়, এবং এই গোলোকধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শক্তি শ্রীরাধিকার সহিত বিরাজ করিতেছেন। এই বিষয়ে ব্রহ্ম-সংহিতার ৫।৪৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। সেখানেও এইরূপ ক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[৫৫] এই গোলকধাম বা বৃন্দাবন যে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও সর্ব্বোপরি বিরাজিত, এবং বৈকুণ্ঠাদি অন্যান্য অপ্রাকৃত ধাম সমূহ যে এই বৃন্দাবনের বা গোলকেরই অংশতঃ প্রকাশ, তাহা পদ্ম-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

> "নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতম্॥
> পূর্ণ-ব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্।
> বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥"
>
> —পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ৩৮।৮-৯।

এই অপ্রাকৃত-ধামসমূহের উর্দ্ধাধঃ-ক্রমানুসারে স্থিতি-বিষয়ে "স্বায়ম্ভুব-আগমের" ঈশ্বরদেবী-সংবাদে ৮৫তম পাটলও দ্রষ্টব্য।[৫৬] সেখানেও এই ধামসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বনিম্নে চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। তদূর্দ্ধে, 'বিরজা' বা 'কারণার্ণব'। তাহার উপরে সিদ্ধলোক, তাহার উপরে পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠলোক, এবং তাহারও উর্দ্ধে সর্ব্বোপরি শ্রীগোলকধাম। এই অপ্রাকৃত ধামসমূহ অনন্ত ও ব্যাপক হইলেও শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং এই পরিচ্ছিন্নত্বের মধ্যেও বিভুত্বের

---

[৫৫] "গোলকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৩।

[৫৬] *Vide* :—স্বায়ম্ভুবাগম (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—শ্রীজীবগোস্বামীকৃত,—১০৬ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত।)

ধর্ম্ম বিরাজিত—[৫৭] এই ধামসমূহের উর্দ্ধাধঃস্থিতির বর্ণনার দ্বারা ইহাদের মহিমা ও উৎকর্ষের তারতম্যই সূচিত হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও তাঁহার অনন্তশক্তি-বশতঃ স্বেচ্ছায় বিশেষ দেশবর্ত্তী হওয়ার কোন বাধা হয় না। সুতরাং উল্লিখিত ধামসমূহের অস্তিত্ব ও তাহাতে শ্রীভগবানের অবস্থান ইত্যাদিও অসমঞ্জস হয় না, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ তিষ্ঠতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"[৫৮]

অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অচেতন বলার তাৎপর্য্য

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই অপ্রাকৃত ধাম সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক, চিদ্ঘন, নিত্যই পরমাশ্চর্য্য, অদ্ভুত, অচিন্ত্যশক্তি-যুক্ত, প্রকাশানন্দমূর্ত্তি এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রাকৃত-সম্বন্ধরহিত,[৫৯] অথচ শ্রীনিম্বার্ককৃত দশশ্লোকীতে এই অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অচেতন তত্ত্ব বলা হইয়াছে।[৬০] এই বিরোধের পরিহার কি? এই বিষয়ে শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদকৃত শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমে ১৭শ শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে যে, এই অপ্রাকৃত ধাম জড় নহে, পরন্তু চিদ্ঘন, অন্যথা ইহা মুক্তাত্মগণের উপসৃপ্য হইতেই পারিবে না, কিন্তু দশশ্লোকীতে ইহাকে অচেতন বলার তাৎপর্য্য ইহাই যে, এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব জীবাত্মার ন্যায়

---

[৫৭] *Vide* :—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—(কাশী সং) পৃঃ—৩৯।

[৫৮] *Vide* :—'বেদান্ত-কৌস্তুভ' ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য—৪।৩।১১ সূত্র।

[৫৯] "পারশূন্য পরধাম তেঽদ্ভুতং চিদ্ঘনং জয়তি লোকমূর্দ্ধণি। ব্যাপকঞ্চ পরিথা সরিদ্বরাঽচিন্ত্যশক্তি নবমঙ্গলধ্বনি॥"—পঁচিশ-শ্লোকী-স্তবরাজ-শ্লোক—১৭, *Also Vide* :—"সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী"—গোপালোত্তর-তাপনী-উপঃ—১১। "তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্"। "তস্মাতড়িতাভ-মাত্রম্"॥—নারায়ণাথর্ব্বশির উপঃ—৪।

[৬০] "অপ্রাকৃতং প্রাকৃতরূপকঞ্চ কালস্বরূপং তদচেতনং মতম্"—দশশ্লোকী—৩।

ধর্ম্মভূত জ্ঞানের আশ্রয় বা আধার নহে।[৬১] কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ চিন্ময়, কারণ ইহা শ্রীভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির ও মহিমার প্রকাশ-মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের অনন্ত-চিৎশক্তি ও আনন্দই ইহার উপাদান কারণ। স্বরূপজ্ঞান বা স্বরূপচৈতন্য আর ধর্ম্মভূত জ্ঞান বা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য একরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বরূপজ্ঞান বা স্বরূপচৈতন্য নিজে স্বয়ং প্রকাশ ও স্বয়ম্ভু, ইহা অন্যজ্ঞান নিরপেক্ষ-ভাবেই অহমাকার স্বরূপজ্ঞানের প্রকাশক হয়, কিন্তু ইহা অন্য বিষয়ের অপ্রকাশক। আর ধর্ম্মভূতজ্ঞান বা বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য পরাশ্রিত এবং ইহা নিজের প্রকাশক হইয়াও নিজের আশ্রয় ও বিষয়কেও প্রকাশ করে, এবং ইহার সঙ্কোচন ও বিকাশযোগ্যতাও আছে। নতুবা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশপত্তি হয়।[৬২] সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, “অপ্রাকৃততত্ত্ব” ধর্ম্মজ্ঞানের আশ্রয় বা আধার নহে বলিয়াই দশশ্লোকীতে ইহাকে অচেতন তত্ত্ব বলা হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু স্বরূপত ইহা চিন্ময়।

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসাদের মতে অপ্রাকৃততত্ত্ব জীবাত্মার ন্যায় ধর্ম্মভূত জ্ঞানের আশ্রয় বা আধার নহে। অতএব ইহাকে অচেতন বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ চিন্ময়।

উপরোক্ত শ্রুত্যন্ত-সুরদ্রুমের ব্যাখ্যার সমালোচনা।

কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ তাঁহার শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের অচেতনত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (যাহা উপরে বর্ণিত হইল) তাহা বিচার্য্য। কারণ, যাহা স্বরূপতঃ চিন্ময় তাহা অচেতন হইতে পারে না। ব্রহ্মকে যেমন আমরা অচেতন বলিতে পারি না, যদিও ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ এবং তাহাতে ক্ষণভঙ্গুর বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাই, সেইরূপই

---

[৬১] “তত্রাচেতনপ্রয়োগস্য ধর্ম্মভূতজ্ঞানানাধারত্বমাত্রে তাৎপর্য্যম্”—শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম—রত্নগোপাল ভট্ট সম্প্রাদিত কাশী সং,—শ্লোক—১৭।

[৬২] *Vide* :—“আত্মস্বরূপ-জ্ঞানস্য স্বায়ত্তস্থিতিত্বং জ্ঞানান্তরমন্তরেণ অহমিতি স্বস্মৈ প্রকাশকত্বমন্যবিষয়া-প্রকাশকত্বম্ অপ্রকাশত্বাভাবশ্চ। ধর্ম্মভূত-

অপ্রাকৃততত্ত্ব যদি চৈতন্যস্বরূপ হয় এবং তাহাতে যদি ধর্ম্মভূত বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাও থাকে তাহা হইলেও তাহাকে অচেতন বলা উচিত নহে। ব্রহ্মে বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাই। কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণের বিষয়াকারে যে পরিণাম হয় তাহাকেই অন্তঃঃকরণের বৃত্তি বলে। সুতরাং এই বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অধীন, সুতরাং অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে, এবং তাহা নিত্য।[৬৩] আবার, বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান বা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য পরাশ্রিতসত্তাক, কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান পরাশ্রিতসত্তাক নহে, কিন্তু স্বতন্ত্রসত্তাক। অতএব ব্রহ্মে এই অনিত্য পরাশ্রিত সত্তাক বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাই। তথাপি, অর্থাৎ ব্রহ্মে বৃত্ত্যাত্মকজ্ঞান না থাকিলেও তাঁহাকে আমরা অচেতন বলি না। সেইরূপ অপ্রাকৃততত্ত্ব স্বরূপতঃ চিন্ময় হইলেও তাহাতে বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাই বলিয়াই তাহাকে অচেতন বলা উচিত নহে।

বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান নাই বলিয়াই স্বরূপতঃ চিন্ময় অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অচেতন বলা উচিত নহে

তাহা হইলে এই অপ্রাকৃত তত্ত্বটি কি—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আমাদের মনে হয়, সেশ্বরসাংখ্যবাদী বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার যোগবার্ত্তিকে ঈশ্বরের বিচার-প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন, এখানে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অর্থ সেইভাবে করিলেই সমীচীন হইবে। বিজানভিক্ষুর মতে ঈশ্বরের উপাধি কারণাত্মক শুদ্ধসত্ত্ব, অর্থাৎ রজতমোরহিত প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্ব অংশই ঈশ্বরের চিত্ত। এই শুদ্ধ-

বিজ্ঞান-ভিক্ষুর যোগবাত্তিকে বর্ণিত ঈশ্বরের শুদ্ধসত্ত্বের কথা

জ্ঞানস্য তু পরাশ্রিতাবস্থিতিত্বং স্বস্মৈ প্রকাশকত্বম্ স্বাশ্রয়-প্রকাশকত্বম্, স্ববিষয়-প্রকাশকত্বং সঙ্কোচন-বিকাশযোগ্যত্বঞ্চ-ইতি বিবেকঃ। অন্যথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিষয়-প্রকাশাপত্তেঃ" ॥—শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম,—শ্লোক—১৭, ঐ, কাশী সং।

[৬৩] *Vide* :—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ··· —ইত্যাদি।—শ্বেতাশ্বতর উপঃ—৩।১৯ ; *Also See* – "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে···স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।—ঐ,—৬।৮।

সত্ত্ব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ এই শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন নহে। অতএব উহা এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত। রজঃ এবং তমোগুণ এই শুদ্ধসত্ত্বের উপর নিজেদের কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পৌরাণিক 'বিরজা' নদী প্রকৃতির রজোগুণ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। এই রজোগুণ এই শুদ্ধসত্ত্বের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না বলিয়াই ইহাকে 'বিরজা' বলিয়া বলা হইয়াছে, অর্থাৎ রজের স্বভাব যেখানে কুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই 'বিরজা'। সেই বিরজার পূর্ব্বপারে, অর্থাৎ রজোগুণ যেখানে স্বস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত সেইখানেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রাজ্য। গুণত্রয় এখানে পরস্পর পরস্পরের সহিত সংঘর্ষাপন্ন হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট করিয়া থাকে। এখন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মভিন্ন বলিয়াই, এবং প্রকৃতির অংশ বা অবয়ব বলিয়াই স্বরূপতঃ অচেতন। কিন্তু ঈশ্বরচৈতন্যের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করে বলিয়াই নিত্য চৈতন্যময়, শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই নিত্য আনন্দময় সুখ-স্বরূপ, এবং এই শুদ্ধসত্ত্বের অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তি থাকায় ঈশ্বর ঐ শুদ্ধসত্ত্বের যোগেই নানা লীলা-বিগ্রহ ধারণ করেন।[৬৪] বিজ্ঞানভিক্ষুর এই শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃতও বটে, কারণ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে, এবং ইহা চৈতন্য নহে—এই জন্য ইহা অচেতন। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় বিজ্ঞান-ভিক্ষুর সম্মত ঈশ্বরের এই শুদ্ধসত্ত্বই পৌরাণিক অপ্রাকৃততত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা।

ঈশ্বরের এই শুদ্ধসত্ত্বকেই পূর্ব্বোক্ত অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলা যাইতে পারে

আর পূর্ব্বে বর্ণিত অপ্রাকৃত লোক সমুহ যে "শুদ্ধসত্ত্বময়", অতএব

---

[৬৪] *Vide* :—যোগবার্ত্তিক—বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত, কলিকাতা সংস্করণ পৃঃ ৫৭-৬৪।

প্রকাশাত্মক ও অনাবরক-স্বভাব, ইহাও তো সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তাহার সহিতও বিজ্ঞানভিক্ষুর বর্ণিত এই শুদ্ধসত্ত্বের কোন বিরোধ হইতেছে না। অতএব এই অপ্রাকৃততত্ত্ব বিজ্ঞান-ভিক্ষুর স্বীকৃত শুদ্ধসত্ত্বের অতিরিক্ত অন্য কিছু নহে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আমাদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ কি না, তাহা সুধীজনেরই বিবেচ্য।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উপরে আলোচিত হইল। এক্ষণে শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত উপাসনা-পদ্ধতি

নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব হয় না, কারণ উপাসনা করিতে গেলেই ব্রহ্মের কোন গুণ বা ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার চিন্তা, ধ্যান-ধারণাদি করিতে হয়। সুতরাং উপাসনার বিষয় হওয়ার ফলে ব্রহ্ম সবিশেষ ও সগুণ হইয়া পড়েন। সুতরাং নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মের সগুণ-সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণরূপই মুমুক্ষু ভক্তগণের উপাস্য। শ্রীরাধা-কৃষ্ণবিগ্রহ, শ্রীগোপাল বিগ্রহ, এবং শ্রীশালগ্রাম বিগ্রহকে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ অর্চ্চনা করেন। ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মননের সহিত ভক্তি, শরণাগতি ও আত্ম-সমর্পণের সাধনই এই সম্প্রদায়ের শিক্ষা। শ্রীগুরু-শরণাগতি এই সাধনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় একটি মুখ্য অঙ্গ। শ্রীনিম্বার্কের মতে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীগুরুই জীবকে ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শন করাইতে পারেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপাভিন্ন জীব নিজ-চেষ্টায় কখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বা তত্ত্বের সহিত শ্রীভগবান্‌কে জানিতে বা দর্শন করিতে পারে না।[৬৫]

ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মননের সহিত ভক্তি, শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ প্রয়োজন

---

[৬৫] *Vide:*—মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী-শ্লোক ৩, ৪, ৮, ১৩, ১৫ ইত্যাদি।

সুতরাং মুমুক্ষু জীবকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় লইতেই হইবে। শ্রীগুরুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ এবং নির্বিচারে গুরু আদেশ-পালন প্রত্যেক মুমুক্ষু সাধকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য ।[৬৬] এই গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ ও প্রপত্তি বা শরণাগতিযোগকে শ্রীনিম্বার্ক সাধনের মধ্যে খুব উচ্চস্থান দিয়াছেন, এবং তাঁহার রচিত মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী ও প্রপন্নকল্পবল্লী গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীগুরু-শরণাগতি ও গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তি

ভগবৎ-কৃপা

শ্রীনিম্বার্কের মতে ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় এবং একমাত্র শ্রীভবৎকৃপা হইতেই ভক্তিলাভ হইতে পারে। শ্রীভগবানের কৃপা দৈন্যাদিগুণযুক্ত পুরুষেই উপজাত হয়, এবং এই কৃপা হইতেই সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ হয়। তাহাই উত্তমা ভক্তি বা "পরাভক্তি"। তদ্ভিন্ন অপর দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিকে "সাধন"-ভক্তি বলে ।[৬৭] শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ ভগবৎকৃপায় ঐ উত্তমা 'প্রেম ভক্তি' বা 'পরাভক্তি' লাভ হয়। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কের মতে ভগবৎ-ভক্ত মুমুক্ষু সাধকগণের পক্ষে সাধনের

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"-ছান্দোগ্য ৬ ১৪।২ ; "সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"-মুণ্ডক ১।২।১২ ; "আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদিতা বিদ্যা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি"—ছান্দোগ্য—৪।৯।৩ ইত্যাদি ॥

[৬৬] "গুর্ব্বর্থং যস্য প্রাণাদি যৌবনং ধনমেবচ"···মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী-১-১৩ ; "গুরোর্বৈ লভ্যতে ভক্তিঃ সা জ্ঞেয়া প্রেমলক্ষণা। যা প্রাপয়তি গোবিন্দং বল্লভী-বল্লভং বিভুম্"—সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি,—৯ শ্লোকের টীকা। "যস্যদেবে পরাভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"—শ্বেতাশ্বতর উপঃ—৬।২৩।

[৬৭] কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা।
ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ সা চোত্তমা সাধনরূপিকাঽপরা ॥"

—দশশ্লোকী—৯

সহায়ক পাঁচটি বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, যথা, (১) উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, (২) উপাসক জীবের নিজের স্বরূপের জ্ঞান, (৩) ভগবৎকৃপার ফল যে মোক্ষ, তাহার স্বরূপ (৪) প্রেম-ভক্তি, এবং (৫) ভগবৎ প্রাপ্তির যাহা যাহা প্রতিবন্ধক বা বিরোধী, তাহাদের স্বরূপ।[৬৮]

শ্রীনিম্বার্কমতে নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং শুদ্ধ চিত্তের দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি উপাসনা সম্যক অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপ উপাসনা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের রাগমলাদি ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকিলে সেই শুদ্ধচিত্তে আত্মতত্ত্বের ও শ্রীভগবৎতত্ত্বের প্রকাশ হইতে থাকে। পরে সেই জ্ঞান হইতেই ভক্তিলাভ হয়। উপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না। এই জন্যই গীতায় উক্ত হইয়াছে যে—"নিষ্কামভাবে আচরিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়, সুতরাং ঐ সমস্ত কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে, কিন্তু নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠেয়, যথা—

শাস্ত্র-বিহিত
নিত্য-নৈমিত্তিক
ও উপাসনাদি
কর্ম্মানুষ্ঠান
প্রয়োজনীয়।

"যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্ ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥"

—গীতা ১৮।৫-৬

---

[৬৮] "উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ কৃপাফলং ভক্তিরসস্ততঃ পরম্।
বিরোধিনো রূপমথৈতদাপ্তের্জ্ঞেয়া ইমেঽর্থা অপি পঞ্চ সাধুভিঃ ॥"
—দশশ্লোকী—১০।

ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপ কথা শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন।[৬৯] এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে করা হইবে।

ব্রহ্মবুদ্ধিতে সকলের সেবা

ভক্তিমার্গের উপাসনার ত্রিবিধ অঙ্গ

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীনিম্বার্কের মতে এই জীবজগৎ সমস্তই সত্য—ইহারা ব্রহ্মেরই অংশ ও প্রকাশ বিশেষ। জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও অক্ষর-ব্রহ্ম,—এই চতুর্বিধরূপে ব্রহ্ম নিত্যই প্রকাশমান রহিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত জীবকে ও জগতের সকল পদার্থকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রীতির সঙ্গে ইহাদের সেবা করা, এবং নিজেকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্নবুদ্ধিতে সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মেরই অধীনরূপে ভাবনা করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করা শ্রীনিম্বার্কীয় ভজন ও উপাসনার ধারায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভক্তিমার্গের উপাসনা ত্রিবিধ অঙ্গে পূর্ণ; জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ইহার একটি অঙ্গ, জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ইহার দ্বিতীয় অঙ্গ এবং জীব ও জগৎ হইতে অতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাশ্রয় ও আনন্দময়রূপে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের ধ্যান ইহার তৃতীয় অঙ্গ। উপাসনার পূর্ব্বোক্ত প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয়, তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই ত্রিবিধ উপাসনাই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৭০]

দাস্যাদি ভাব চতুষ্টয়

নিম্বার্কমতে ভক্তিই সমস্ত উপাসনার মূল। ভক্তি ও আত্মসমর্পণের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত বা মধুর—এই চারি ভাবের যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগুরুর সেবা করাই শ্রীনিম্বার্ক-

---

[৬৯] *Vide* :—"অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ"—(ব্র, সূ (৪।১।১৬) সূত্রের 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' ভাষ্য।

[৭০] বেদান্ত পারিজাত সৌরভ ভাষ্য ব্র, সূ—১।১।৩২ দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায়-সম্মত উপাসনা।[৭১] এই চারি ভাবের সহিত শান্তভাব বা শান্তরস সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে। ভক্তি বা জ্ঞান দ্বারা চিত্ত সম্যক প্রশান্ত হইলে যে স্থিত-প্রজ্ঞ অবস্থা লাভ হইয়া ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়, এবং সেই অবস্থায় চিত্তের যে পরমা প্রসন্নতা ও আনন্দ উপজাত হয়, তাহাই শান্তরস। চিত্তের এই প্রশান্ত অবস্থা বা শান্তভাব না আসিলে যথার্থ উপাসনা হইতেই পারে না। এই শান্তরস বা শান্তভাব শ্রীনিম্বার্ককৃত এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যগণকৃত শ্রীভগবৎস্তুতি, শ্রীগুরুবন্দনা প্রভৃতিতে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তরস অবলম্বনে উপাসনা করাও শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে করা হইবে।

শান্তরসে উপাসনা

এইরূপ ভক্তি ও আত্মসমর্পণের সহিত উপাসনার ফলেই, এক-কথায় পরাভক্তি ও আত্মসমর্পণের দ্বারাই সাধক শ্রীভগবান্‌কে তত্ত্বের সহিত জানিতে পারেন—ইহাই নিম্বার্কীয় মত।[৭২]

এই কথাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

পরাভক্তি ও আত্মসমর্পণই ব্রহ্ম-লাভের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
—গীতা ১৮।৫৪-৫৫

—ভক্তির দ্বারাই যে তত্ত্বের সহিত শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারা

---

[৭১] দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণৈর্মায়াং হিত্বা সমাহিতঃ। ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবৎ তথা।—ম, র, যো—১৬॥ *Also* 'প্রপন্নকল্পবল্লী' শ্লোক ৪-৫ দ্রষ্টব্য।

[৭২] *Vide* :—ব্রহ্ম-সূত্র-নিম্বার্ক-ভাষ্য—বে, পা, সৌ,—৩।২।২৪ সূত্র। *Also*—ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ—গীতা ১১।৫৪ ; "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥"—গীতা ৮।২২

যায় তাহা এই গীতাবাক্যে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং নিজ আত্মারূপে ও সমুদয় জীবাত্মারূপে ব্রহ্মের প্রকাশ, জগদ্‌রূপে ব্রহ্মের প্রকাশ, এবং ঈশ্বররূপেও তাঁহারই প্রকাশ, এবং এতদতিরিক্ত অক্ষর—ব্রহ্মরূপেও তাঁহার প্রকাশ—ব্রহ্মের এই চতুষ্পাদেরই সম্যক্ জ্ঞান ও অনুভব এই পরাভক্তি ও আত্মসমর্পণের দ্বারাই (যাহা একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই লভ্য) পাওয়া যায়, এবং পরিশেষে দেহান্তে শ্রীভগবদ্‌ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষলাভ হয়। তখন মুক্ত জীব ভগবানের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্‌ভাব লাভ করেন, এবং তখন তাঁহার ভগবানের তুল্য গুণ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি প্রভৃতি লাভ হয়। কিন্তু এই মোক্ষাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের অংশই থাকেন, মোক্ষাবস্থায়ও জীবের জীবত্ব লুপ্ত হয় না। কারণ, নিম্বার্ক মতে জীবের জীবত্ব নিত্য ও সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব তাঁহার আত্মস্বরূপের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে অভিন্নবুদ্ধিতে স্থিত হয় মাত্র, এবং এই অবস্থায় মুক্ত জীবের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি হয় এবং তাঁহার সমস্ত দুঃখের নাশ হয় ও অক্ষয় পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এবং জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের শক্তি ব্যতীত শ্রীভগবানের অপহত-পাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, প্রভৃতি অন্যান্য শক্তি ও গুণ মুক্ত জীব লাভ করে। মুক্তাবস্থায়ও জীব শ্রীভগবানের অধীনই থাকে। এবং মোক্ষলাভের পর আর তাহার সংসারে পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হয় না, তবে মুক্ত জীব ইচ্ছা করিলে লীলা করিবার জন্য যে কোন লোকে যে কোন শরীর গ্রহণ করিয়া লীলা করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে মর্ত্ত্যলোকেও তিনি শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছাধীন।[৭৩] ইহাই শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিক মতবাদ, উপাসনা ও ভজন পদ্ধতির মূল কথা। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে করা হইবে।

নিম্বার্ক-মতে মোক্ষ

---

[৭৩] ব্রহ্মসূত্র-নিম্বার্ক-ভাষ্য—বে, পা, সৌ, সূত্র ৪।৪।১—২, ৪, ৭, ১২—১৪, ১৭, ২২, দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্কদর্শনে প্রমাণ-সমীক্ষা

পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন দার্শনিক মতবাদ বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা যায় না, বা কোন প্রমাণের উপর ভিত্তি না করিয়া তাহা গড়িয়াও উঠে না। এই জন্যই প্রত্যেক দর্শনেই প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। দার্শনিক তত্ত্ব-পরীক্ষা সর্ব্বদাই প্রমাণমূলক। সুতরাং নিম্বার্কীয় দার্শনিক মতবাদের পরীক্ষা, বিচার ও সমালোচনার পূর্ব্বে প্রমাত্ব ও প্রমাণের স্বরূপাদি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা যাইতেছে ঃ—

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য—কেহই তাঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থে প্রমাণ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা শ্রৌতপদার্থবিচারের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হওয়ায় প্রমাণালোচনাকে 'গৌরব' বা বাহুল্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে, বা তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থে কোথায়ও প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই প্রমা ও প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

প্রমা ও প্রমাণ

ত্রিবিধ প্রমাণ

এই 'প্রমা' হইল যথার্থজ্ঞান, আর সেই যথার্থজ্ঞানের 'করণ' বা সাধন হইল "প্রমাণ"। শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শন-সম্মত এই 'প্রমা' ও প্রমাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার রচিত বেদান্তরত্ন-মঞ্জূষায় বলিয়াছেন—"প্রমাকরণং প্রমাণং, তত্ ত্রিবিধং প্রত্যক্ষানু-

প্রমাত্বের লক্ষণ

নিম্বার্ক মতে জ্ঞান বিভু, স্বপ্রকাশ, ও অবিনাশী

মাধব মুকুন্দের মতে প্রমাত্বের স্বতো-গ্রাহ্যত্বের লক্ষণ

মানশব্দভেদাৎ”…ইত্যাদি।[৭৪] ‘প্রমার’ করণকেই প্রমাণ বলে। এই ‘প্রমাত্ব’ বা ‘প্রামাণ্য’ হইতেছে তদ্ধর্মবিশিষ্টবস্তুতে তদ্ধর্মপ্রকারকজ্ঞান—“প্রামাণ্যং নাম তদ্‌যাথাত্ম্যম্”। তত্ত্বঞ্চ তদ্বতি তত্‌প্রকারকজ্ঞানত্বম্”—(পরপক্ষ গিরিবজ্রম্, পৃঃ ২২৪, বৃন্দাবন সংস্করণ)। এই জ্ঞান নিম্বার্কমতে আত্মার ধর্ম, সুতরাং তন্মতে জ্ঞান বিভু, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, ইহা নিম্বার্কদর্শন-মতে স্বতোগ্রাহ্য। জ্ঞানগত প্রমাত্ব সেই জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হয়। প্রমাত্বের এই স্বতোগ্রাহ্যত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ বলিতেছেন—“দোষাভাবে সতি অন্যনিরপেক্ষত্বে চ সতি যাবত্‌স্বাশ্রয়ভূতপ্রমাগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বম্”।[৭৫] তেন প্রামাণ্যং গৃহ্যতে”—দোষাভাব থাকিয়া অন্য নিরপেক্ষ হইয়া প্রমাত্বের আশ্রয় প্রমার গ্রাহক যাবত্‌সামগ্রীগ্রাহ্যত্বই প্রমাত্বের জ্ঞপ্তিতে ‘স্বতস্ত্ব’। ঐ প্রকার সামগ্রী দ্বারাই প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন চক্ষুদ্বারা রূপাদিযুক্ত দ্রব্য গৃহীত হইলে অন্য নিরপেক্ষ সেই চক্ষুদ্বারাই সেই দ্রব্যগত দ্রব্যত্ব ঘটত্বাদিরও জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হইলে সেই জ্ঞানগত জ্ঞানত্ব এবং প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের উপাদান বা সামগ্রীর মধ্যে কোথাও কোনরূপ দোষ স্পর্শ না থাকিলে জ্ঞানের সামগ্রী বা উপাদান জ্ঞানকে যেমন প্রকাশ করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে জ্ঞান যদি প্রমাত্বের সহিত গৃহীতই হয়, তবে ভ্রমজ্ঞানেও প্রমাত্বগ্রহ হওয়া উচিত, কারণ

---

[৭৪] বেদান্তরত্নমঞ্জূষা” (কাশী সং), পৃঃ ৬০।

[৭৫] পরপক্ষগিরিবজ্রম্ (বৃন্দাবন সংস্করণ)—পৃঃ ২২৫

ভ্রমজ্ঞানও জ্ঞান, সুতরাং ভ্রমও প্রমা হইয়া পড়িবে। ইহার উত্তরেই উপরে বলা হইয়াছে যে, দোষাভাব-সহকৃত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীই প্রমাত্বের গ্রাহক হইয়া থাকে, দোষসহকৃত সামগ্রী প্রমাত্বের গ্রাহক হয় না। এইজন্য ভ্রমজ্ঞানের প্রমাত্বাপত্তি হইবে না, কারণ ভ্রমজ্ঞান দোষযুক্ত। ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রা ও দোষাভাব—এই উভয়কে প্রমাত্বের গ্রাহক বলিলে প্রমাত্বের পরতস্ত্বাপত্তি হইবে, কারণ উভয়কেই প্রমাত্বের গ্রাহক বলিলে প্রমাত্ব আর "জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীমাত্রগ্রাহ্য" হইল না। এই আপত্তির খণ্ডনের জন্যই উপরে উদ্ধৃত স্বতস্ত্ব-লক্ষণে "অন্যনিরপেক্ষত্ব" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। 'অন্যনিরপেক্ষত্ব' পদের অর্থ "অন্যভাববস্তু-নিরপেক্ষত্ব"। তাৎপর্য্য ইহাই যে প্রমাত্ব-গ্রহে দোষাভাব অপেক্ষিত হইলেও সেই দোষাভাব কোন ভাবপদার্থ নহে। দোষাভাব জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রী হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা অভাব-বস্তু, ভাব-বস্তু নহে। আগন্তুক অন্য ভাবরূপ হেতুর অপেক্ষা হইলে প্রমাত্বের পরতস্ত্বাপত্তি হইত। সুতরাং জ্ঞান নিজের দ্বারাই নিজে গৃহীত হয়, এবং তাহার দ্বারাই প্রমাত্বও গৃহীত হয়—এইরূপ স্বগ্রাহ্যত্বই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞান তাহার 'অনুব্যবসায়ের' দ্বারা গৃহীত হয়, সুতরাং জ্ঞান নৈয়ায়িকগণের মতে পরতোগ্রাহ্য। কিন্তু নিম্বার্কীয় দর্শনের মতে জ্ঞান স্বগত প্রমাত্বগ্রহের জন্য স্বাতিরিক্ত ভাবভূত 'অনুব্যবসায়কে' অপেক্ষা করে না। শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনে জ্ঞানের 'অনুব্যবসায়' স্বীকৃত হয় না। জ্ঞান বিষয়ের সহিতই নিজের প্রকাশক হয়। সুতরাং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞানমাত্রই অনুব্যবসায়াত্মক। এই জন্যই তাহাদের মতে "ঘটমহং জানামি" এইরূপই ঘটজ্ঞানের আকার হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষয়মাত্রের প্রকাশ হয় না, অর্থাৎ, 'অয়ং ঘটঃ'—

নিম্বার্কদর্শন মতে জ্ঞান অনুব্যবসায়াত্মক। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃই গৃহীত হয়

এইরূপ জ্ঞানের আকার হয় না। অতএব দেখা গেল যে, নিম্বার্কীয়াচার্য্য মাধবমুকুন্দের মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃই গৃহীত হয়।

নব্য প্রাভাকর মতেও জ্ঞানের জ্ঞপ্তিতে “ঘটমহং জানামি” এইরূপ আকারেই জ্ঞান নিজকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ জ্ঞান অনুব্যবসায়াত্মক। এই প্রাভাকর মতে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়—এই ‘ত্রিপুটি’ (তিনটি) সমকালেই জ্ঞানে ভাসমান হয়। ‘ঘটমহং জানামি’ এইরূপে জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতিকে জ্ঞাতা ‘আমির’ নিকট প্রকাশ করাইয়া জ্ঞান জ্ঞানসংজ্ঞা লাভ করে। অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটির সাহাযেই জ্ঞানটি এবং সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞাতা “আমির” নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাই প্রভাকরোক্ত ত্রিপুটি-প্রত্যক্ষবাদ। সুতরাং প্রভাকর-মতেও জ্ঞান স্বতঃই গৃহীত হয়। নিম্বার্কীয় মাধবমুকুন্দ এই প্রাভাকর-মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রাভাকর-মতের সহিত নিম্বার্ক মতের পার্থক্য এই যে, প্রাভাকর-মতে জ্ঞান অনিত্য, উহা উৎপন্ন হয়, কিন্তু নিম্বার্ক-মতে জ্ঞান নিত্য, এবং উহার ইন্দ্রিয়জন্যত্ব ঔপচারিক। কিন্তু জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকে—ইহা উভয়ই স্বীকার করেন।

প্রাভাকর-মত ও নিম্বার্ক-মত।

আবার, নিম্বার্কীয় দর্শনমতে প্রামাণ্যের উৎপত্তিও স্বতঃই হইয়া থাকে। কারণ নিম্বার্ক-মতে প্রত্যগাত্মা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মযুক্ত—ইহা পূর্ব্বাধ্যায়েই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রত্যগাত্মার ধর্ম্মভূত জ্ঞান নিত্য, বিভু ও অবিনাশী হইয়াও বদ্ধাবস্থাতে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।[৭৬] যেমন প্রদীপপ্রভা ব্যাপনশীল হইয়াও ঘটমধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা ঘটরূপ আবরণ-নিবন্ধন সঙ্কুচিত

নিম্বার্ক দর্শন মতে প্রামাণ্যের উৎপত্তিও স্বতঃই হয়।

---

[৭৬] *Vide :*—বেদান্ত রত্নমঞ্জূষা—শ্লোক ১, পরপক্ষ গিরিবজ্রম্, পৃঃ ১৯২ (বৃন্দাবন সং)

হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যগাত্মার জ্ঞান বিভু হইয়াও বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণের অনুরোধে সর্ব্বত্র প্রসরণ করিতে পারে না। প্রত্যগাত্মার ধর্মজ্ঞানের বিকাশে ও প্রসরণে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় অসাধারণ কারণ বলিয়া প্রতগ্‌ধর্ম জ্ঞান নিত্য হইলেও তাহা বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণজন্য রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সুতরাং এই নিত্য জ্ঞানের করণজন্যত্ব ঔপচারিক। বস্তুতঃ জ্ঞান নিত্য, তাহা "জন্য" নহে। গৃহ মধ্যস্থিত ঘট-মধ্যবর্ত্তী প্রদীপপ্রভা যেরূপ ঘটচ্ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া এবং গৃহদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে গমনপূর্ব্বক সেই বিষয়কে পরিব্যাপন করিয়া নিজকে ও বিষয়কে প্রকাশ করে, সেইরূপ জীবাত্মার ধর্ম্ম "জ্ঞান"ও মনঃ-পরিণাম দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দেশে গমন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়-পরিণাম দ্বারা বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিষয়কে স্বস্বরূপ দ্বারা অভিব্যাপ্ত করিয়া সেই বিষয়কে ও নিজেকেও প্রকাশ করিয়া থাকে।[৭৭]

অতএব ইহাদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, নিম্বার্কীয় দর্শনমতে প্রামাণ্যের উৎপত্তিও স্বতঃই হইয়া থাকে।

জ্ঞান স্বভাবতঃ নিরাকার

পূর্ব্বোক্ত নিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দের মতে জ্ঞান স্বভাবতঃ নিরাকার। কিন্তু বিষয়ের আকারেই জ্ঞান আকারিত হইয়া থাকে, জ্ঞান বিষয়ের আকার ভজনা করে। বিষয় জ্ঞানে সাকার সমর্পণ করিয়া জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ্য হইয়া থাকে। এইজন্য বিষয়কে "স্বাকারভাজয়িতৃ" বলা হয়। এইরূপ স্বাকার-ভাজয়িতৃরূপে জ্ঞানপ্রকাশ্যত্বই বিষয়ের বিষয়ত্ব।[৭৮] আর ঘটাদি বস্তু জ্ঞানের বিষয়, ও জ্ঞান বিষয়ী।

---

[৭৭] পরপক্ষ গিরিবজ্রম্‌— পৃঃ ১৯২ (বৃন্দাবন সংস্করণ)।

[৭৮] তদ্বিষয়ত্বং নাম জ্ঞানস্য স্বাকারভাজয়িতৃত্বে সতি তৎপ্রকাশ্যত্বম্— গিরিবজ্র—১৯২ পৃঃ

বিষয়ত্ব-বিষয়িত্বের লক্ষণ।

বিষয়ের আকার ভজনা করিয়া অর্থাৎ বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া সেই বিষয়ের প্রকাশকত্বই জ্ঞানের বিষয়িত্ব।[৭৯] যে জ্ঞান যে বিষয়ের আকার ভজনা করে, সেই জ্ঞান সেই বিষয়ের প্রকাশ করে। দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তভেদ-প্রযুক্ত এই "বিষয়ত্ব—বিষয়িত্ব" প্রত্যেক দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন। শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনসম্মত "বিষয়ত্ব—বিষয়িত্ব" কিরূপ তাহা উপরে বলা হইল।

নিম্বার্ক-দর্শনে অপ্রমাত্বের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে পরতস্ত্বই স্বীকৃত হয়।

শ্রীনিম্বার্কদর্শনে প্রমাত্বের জ্ঞপ্তি ও উৎপত্তিতে 'স্বতস্ত্ব' স্বীকৃত হইলেও, অর্থাৎ প্রমাত্ব স্বতো-গ্রাহ্য ও স্বতঃ উৎপন্ন হইলেও, অপ্রমাত্ব কিন্তু পরতোগ্রাহ্যই হয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিসম্বাদি-প্রবৃত্তি-জনকত্বরূপ হেতু দ্বারা অপ্রমাত্বের অনুমিতি হইয়া থাকে, যথা :—"ইদং রজ্জৌ সর্পজ্ঞানমপ্রমাণং বিপরীত-প্রবৃত্তি-জনকত্বাৎ, শুক্তিরজতপ্রবৃত্তিবৎ।[৮০] এইরূপ অনুমান প্রমাণ দ্বারা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের অপ্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। এই অপ্রমাত্বের লক্ষণ এই যে, "তদ্ধর্মাভাববিশিষ্ট বস্তুতে তদ্ধর্ম-প্রকারকজ্ঞানত্বই" অপ্রমাত্ব। এই অপ্রমাত্ব দোষমাত্রপ্রযোজ্য হইয়া থাকে, এইজন্য অপ্রমাত্ব প্রমাত্বের বিপরীত-স্বরূপ। সুতরাং নিম্বার্কীয় দর্শনে অপ্রমাত্বের উৎপত্তিতে ও জ্ঞপ্তিতে পরতস্ত্বই স্বীকৃত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রমাত্ব জ্ঞান-গ্রাহকসামগ্রীমাত্র-গ্রাহ্য, কিন্তু অপ্রমাত্ব ইতর প্রমাণগ্রাহ্য, অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ গ্রাহ্য।[৮১]

পূর্ব্বে যে প্রমার লক্ষণে বলা হইয়াছে "তদ্বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানত্বম্ প্রমাত্বম্" ইহাই শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত। যে বস্তুটি যেরূপ,

---

[৭৯] "বিষয়িত্বঞ্চ বিষয়াকারভজনশীলত্বে সতি তৎপ্রকাশকত্বম্"—ঐ, ঐ।

[৮০] পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ পৃঃ ২২৫, (বৃন্দাবন সং)।

[৮১] ঐ, ঐ।

তাহাতে যদি তদ্রূপই জ্ঞান হয়, তবেই সেই জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় এবং সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানই প্রমা। ইহাই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের মত। এইরূপ মত নৈয়ায়িকগণেরও অভিমত। মধ্বাচার্য্যও এইরূপ মতই স্বীকার করিয়াছেন। জয়তীর্থ মুনি তাঁহার ‘প্রমাণ-পদ্ধতি’তে প্রমার লক্ষণ দিয়াছেন “যথার্থজ্ঞানং প্রমা” (প্রমাণপদ্ধতি—৯ পৃঃ) এবং ‘প্রমাণ-চন্দ্রিকায়’ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে—“যথাবস্থিতজ্ঞেয়-বিষয়ীকারিত্বং প্রমাণত্বম্” (প্রমাণ-চন্দ্রিকা—১৩১ পৃঃ, কঃ বিশ্ববিদ্যালয় সং)—অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুটির যাহা স্বরূপ সেই স্বরূপেই যদি তাহা জ্ঞানের গোচর হয়, তবেই সেই জ্ঞান যথার্থ বা প্রমা হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিম্বার্কীয় মাধবমুকুন্দের বর্ণিত প্রমাত্বের লক্ষণের (প্রামাণ্যং নাম তদ্‌যাথাত্ম্যম্, তত্ত্বঞ্চ তদ্বতি তৎপ্রকারক-জ্ঞানত্বম্”—গিরিবজ্র পৃঃ ২২৪) সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে মাধবমুকুন্দ এই মাধ্ব-মত ও নৈয়ায়িক মতেরই অনুসরণ করিয়া প্রমাত্বের পূর্ব্বোক্ত প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন, কারণ মাধবমুকুন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর (খ্রীষ্টীয়) লোক ও ইহাদের পরবর্ত্তী।

প্রমার লক্ষণ বিষয়ে নৈয়ায়িক ও মাধ্ব-মতের সহিত নিম্বার্কীয় মাধব-মুকুন্দের মতের তুলনা

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন দার্শনিকগণ প্রমাত্বের বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন। কেহ কেহ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তু ব্যবহারিক জীবনে কতটুকু কার্য্যকারী হয়, তাহার দ্বারাই জ্ঞানের সত্যতার যাচাই করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্ত্তির কথা বলা যাইতে পারে। ধর্মকীর্ত্তি তাঁহার ন্যায়বিন্দুতে জ্ঞানের ব্যবহারিক জগতে কার্য্যকারিতা বা অর্থক্রিয়াকারিত্বের উপর জোর দিয়া প্রমার লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, যথা :—“ততঃ অর্থক্রিয়াসমর্থবস্তুপ্রদর্শকং সম্যগ্‌ জ্ঞানম্” — “যতশ্চ অর্থসিদ্ধিস্তৎ সম্যগ্‌ জ্ঞানম্”—(ন্যায়বিন্দু—

প্রমার লক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মত

ধর্মকীর্ত্তির মত

রামানুজীয় বেঙ্কট স্বামীর মত

পৃঃ ২)। আবার শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ানুবর্ত্তী বেঙ্কটস্বামিন্‌ও জ্ঞানের এই ব্যবহারিক দিকের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রমার লক্ষণ করিয়াছেন, যথা ঃ—"যথাবস্থিতব্যবহারানুগুণং জ্ঞানং প্রমা"—(ন্যায় পরিশুদ্ধি—পৃঃ ৩৬)

সাংখ্য-পাতঞ্জল মত।

অদ্বৈত-বেদান্ত মত।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে বলা হইয়াছে যে প্রমা "অনধিগত বিষয়ক" বা "অগৃহীত-গ্রাহী" হইবে, এবং জ্ঞানের বিষয়টি অবাধিতও হওয়া চাই। যে বস্তু পূর্ব্বে কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় নাই এবং যাহা পরে অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিতও হয় না, এইরূপ বস্তু-বিষয়ক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান বা প্রমা। অদ্বৈত-বেদান্তে এইরূপই প্রমার লক্ষণ স্বীকার করা হইয়াছে, যথা ঃ- "প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্"—(বেদান্তপরিভাষা)– অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না, এবং যাহা পরবর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না— এইরূপ জ্ঞানই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। এইমতে "স্মৃতি" অধিগতবিষয়ক বলিয়া (অর্থাৎ, যে বিষয়ের স্মৃতি হয়, তাহার জ্ঞান পূর্ব্বেই হইয়া থাকে বলিয়া) এবং রজ্জুতে সর্পজ্ঞান রজ্জু জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া তাহারা কোনটিই "প্রমা" নহে। ('স্মৃতি' বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।)

প্রামাণ্যের 'স্বতস্ত্ব-পরতস্ত্ব'-নিরূপণ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের মত

এইরূপে প্রমার "স্বতস্ত্ব-পরতস্ত্ব" নিরূপণ-বিষয়েও দার্শনিকগণের মতভেদ দেখা যায়। নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্বের পরতস্ত্ববাদী। তাহাদের মতে প্রমাত্ব অনুমেয় বা পরতো-গৃহীত হয় ; নতুবা, প্রমাত্ব যদি স্বতঃগৃহীতই হইত তবে প্রামাণ্য-সংশয়ের কখনই উৎপত্তি হইত না। সুতরাং তাহারা "ইদং জ্ঞানং প্রমা, সম্বাদি-প্রবৃত্তিজনকত্বাত্‌, গংগাজলাহরণপ্রবৃত্তিজনকগংগাজলজ্ঞানবৎ" এইরূপ অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের প্রমাত্বের অনুমান করিয়া থাকেন।

নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্বের ও অপ্রমাত্বের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি—উভয় বিষয়েই পরতন্ত্ববাদী। তাঁহাদের মতে প্রমাত্ব গুণজন্য, ও অপ্রমাত্ব দোষজন্য হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িক মত

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে যে. নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানকে অনুব্যবসায়গ্রাহ্য বলিয়া থাকেন। জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষই অনুব্যবসায়। জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের অনুব্যবসায় দ্বারা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানগত প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। "ঘটবিষয়কজ্ঞানবান্ অহম্" বা "ঘটমহং জানামি" ইত্যাদি অনুব্যবসায় দ্বারা "অয়ং ঘটঃ" এই ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। ইহাই নৈয়ায়িকগণের অভিমত।

ভট্ট মত

কিন্তু কুমারিল ভট্টের মতানুযায়ী মীমাংসকগণ জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলেন, তাঁহাদের মতে জ্ঞান বা তাহার প্রামাণ্যের প্রত্যক্ষ হয় না। তাঁহারা জ্ঞানকে অনুমেয় বলেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞাততার দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হইয়া থাকে। "ময়া জ্ঞাতো ঘটঃ :—"এইরূপে ঘটের জ্ঞাততা-বোধেই ঘট সম্পর্কে আমার জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যের অনুমান করিয়া থাকি। এই জানজন্য-জ্ঞাততা মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

মীমাংসক
বৈদান্তিক. ও
সাংখ্যমত।

আর প্রাভাকর মীমাংসকগণ, শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তিগণ, এবং রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তিগণ সকলেই জ্ঞানের বা প্রমাত্বের জ্ঞপ্তি ও উৎপত্তি জ্ঞান-সামগ্রামাত্রজন্য স্বতঃই হয়, এবং অপ্রমাত্বের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি দোষজন্য পরতঃ হয়, এইরূপই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ বেদের প্রামাণ্যকে 'স্বতঃ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অন্য জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই।

বৌদ্ধমত

বৌদ্ধমতে ব্যবহারিক জ্ঞান স্বতঃই অপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ধর্মকীর্ত্তি, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সবিকল্প জ্ঞানমাত্রকেই মিথ্যা এবং অপ্রমাণ বলিয়াছেন, এবং সর্ব্ববিধ বিকল্পশূন্য নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৮২] কিন্তু এই নির্বিকল্পক জ্ঞান কোন ব্যবহারের সহায়ক হয় না, কারণ ইহা বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধ-বর্জিত "স্বলক্ষণ" মাত্রবিষয়ক। আর নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই বৌদ্ধ মতে মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত ("বাসনামাত্র নির্মিতাঃ") সুতরাং মিথ্যা, এবং ঐ মিথ্যা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞান তথাকথিত প্রামাণ্য লাভ করে, এবং অর্থসিদ্ধির সহায়তা করে, এবং অর্থসিদ্ধির সহায়তা করে বলিয়াই, অর্থাৎ "অর্থক্রিয়াকারিত্বের" দ্বারাই ব্যবহারিক জগতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়,—তর্কের খাতিরে বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন।[৮৩] ফলে বৌদ্ধ মতে জ্ঞানের প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি "পরতঃ" হইয়া থাকে। কারণ জ্ঞানের ফলে যখন বস্তু প্রাপ্তি হয়, তখনই ঐ বস্তু-প্রাপ্তির দ্বারাই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জানা যায়। আবার, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধ মতে অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। কারণ বৌদ্ধমতে সমস্ত প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি ও মিথ্যাত্বের পক্ষে কল্পনাই একমাত্র বিশিষ্ট কারণ বলিয়াই অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি স্বতঃই হয়। মোট কথা, জ্ঞানের প্রামাণ্য 'পরতঃ' এবং অপ্রামাণ্য 'স্বতঃ'—ইহাই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত।[৮৪]

---

[৮২] "কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্"—ন্যায়বিন্দু, ধর্মকীর্ত্তি রচিত, পৃঃ ১।

[৮৩] "ততঃ অর্থক্রিয়াসমর্থবস্তুপ্রদর্শকং সম্যগ্‌ জ্ঞানম্"—যতশ্চ অর্থসিদ্ধিস্তত্‌ সম্যগ্‌জ্ঞানম্—ন্যায়বিন্দু, ঐ, পৃঃ—২।

[৮৪] *Vide* :—"বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ"—ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী—(২য় খণ্ড)—পৃঃ ৬৩০—৩২।

এতক্ষণ পর্যন্ত 'প্রমা' বা যথার্থজ্ঞানের স্বরূপ আলোচিত হইল। এখন এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে স্মৃতিজ্ঞান 'প্রমা' হইবে কিনা? স্মৃতিজ্ঞানের প্রমাত্ব বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। অদ্বৈত-বেদান্তী আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকার করেন না। এইজন্য বেদান্তপরিভাষায় স্মৃতিকে বাদ দিয়াই প্রমাত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে—"অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্ প্রমাত্বম্"—(বেদান্তপরিভাষা)। কিন্তু পূর্বানুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে, সুতরাং স্মৃতিজ্ঞান পূর্বানুভবজন্য। অতএব, ইহা "অনধিগত বিষয়" হইল না বলিয়া ইহা প্রমা নহে। অজ্ঞাত বা অনধিগত বিষয়ের স্মৃতি হইতে পারে না।

স্মৃতি জ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মত।

বেদান্তপরিভাষার মত।

কিন্তু আবার কেহ কেহ স্মৃতিকে 'প্রমা' বলিয়া স্বীকারও করেন, এইজন্য বেদান্তপরিভাষায় স্মৃতিকেও 'প্রমা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রমার লক্ষণ করিয়াছেন—"স্মৃতিসাধারণন্তু অবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম্"। উদ্যোৎকর, উদয়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িক স্মৃতিকে 'প্রমা' বলেন না, কারণ তাঁহাদের মতে যথার্থানুভবই প্রমা। কিন্তু স্মৃতি অনুভব নহে বলিয়া প্রমা নহে। অনুভূতি হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কার হইতেই স্মৃতি জন্মে। সুতরাং অনুভূতিজাত সংস্কারের ফলে উৎপন্ন স্মৃতিজ্ঞান অনুভূতির অধীন, এবং ইহা অনুভূতি হইতে নিকৃষ্ট স্তরের জ্ঞান, সুতরাং ইহা প্রমা নহে। কিন্তু জগদীশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ স্মৃতিকে 'প্রমা' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বনাথ তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে দুইভাগে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন—"বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা, অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাৎ"।

প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণের মত।

নব্য নৈয়ায়িক-গণের মত

সাংখ্য ও পাতঞ্জল
মত

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, কারণ সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রমা “অনধিগত-বিষয়ক” বা “অগৃহীতগ্রাহী” ও “অবাধিত-বিষয়ক” হইবে, সুতরাং স্মৃতি তাহাদের মতে প্রমা হইতে পারে না, কারণ স্মৃতির বিষয় পূর্বেই জ্ঞাত বা অধিগত হইয়া থাকে।

রামানুজ ও
বেঙ্কটনাথের মত

নব্য নৈয়ায়িক
বিশ্বনাথের মত

রামানুজ স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। স্মৃতি “সংস্কারোন্মেষজনিত”, সুতরাং পূর্ব্বানুভবের অধীন। অতএব তাঁহার মতে স্মৃতি প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রভৃতি যে জাতীয় অনুভবমূলে উৎপন্ন হইবে, সেই অনুভবের মধ্যেই স্মৃতিও অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুতরাং তাঁহার মতে স্মৃতি পৃথক প্রমাণ নহে।[৮৫] কিন্তু রামানুজ সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী বেঙ্কটনাথের মতে স্মৃতি প্রমা প্রত্যক্ষমূলা হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। এই জন্যই বেঙ্কটনাথ প্রত্যক্ষের লক্ষণে “স্মৃতিরহিতা” ও স্মৃতিভিন্নত্ব’ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।[৮৬] বিশ্বনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও অনুভূতির করণকেই স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্মৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই।[৮৭]

---

[৮৫] “যদ্যপি স্মৃতিরপি যথার্থা প্রমাণমিতি বক্ষ্যতে তথাপি প্রত্যক্ষাদিমূলতয়া তদবিশেষাৎ পৃথগনুক্তিঃ”—ন্যায়পরিশুদ্ধি—৭০ পৃঃ

[৮৬] “জ্ঞানকরণজজ্ঞান-স্মৃতি রহিতা মতিরপরোক্ষম্”—ন্যায়পরিশুদ্ধি—পৃঃ ৭১ “জ্ঞানকরণকজ্ঞানান্যত্বে সতি স্মৃতিভিন্নত্বম্ প্রত্যক্ষত্বম্”—ন্যায়সার পৃঃ ৭১

[৮৭] অথৈবং স্মৃতেরপি প্রমাত্বং স্যাত্ততঃ কিমিতি চেত্, তথাসতি তৎকরণস্যাপি প্রমাণান্তরত্বং স্যাদিতি চেন্ন, যথার্থানুভবকরণস্যৈব প্রমাণত্বেন বিবক্ষিতত্বাত—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৩৫ কারিকা।

মাধ্ব-মত

মধ্বাচার্য্যও স্মৃতিকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং মনের দ্বারা স্মৃতির প্রত্যক্ষ হয় এইরূপ বলিয়াছেন।[৮৮]

শ্রীনিম্বার্কদর্শনে স্মৃতির প্রমাত্ববিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা দেখা যায়না—এই বিষয়ে মন্তব্য।

শ্রীনিম্বার্কদর্শনে স্মৃতির প্রমাত্ববিষয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু নিম্বার্কদর্শনে প্রমাত্বের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই আমাদিগকে স্মৃতির প্রমাত্ব বা অপ্রমাত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। স্মৃতির জ্ঞানের বিষয় অতীতকালবিশিষ্টরূপেই প্রতীত হয়। কিন্তু জ্ঞানমাত্রেরই বিষয় বর্ত্তমানকালীন বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু স্মৃতিজ্ঞানের এমন একটি বৈলক্ষণ্য আছে, যাহাতে তাহাকে প্রমা বলা কঠিন। অতীতকাল যদি তাহার নিজ অতীত স্বরূপেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং সেই রূপেই প্রতীত হয়, তাহা হইলে স্মৃতিকে প্রমা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, স্মৃতিকে প্রমা বলিতে গেলে তাহা কোন্ জাতীয় প্রমা হইবে? ইহা প্রত্যক্ষ প্রমা হইতে পারে না। কারণ ইহার বিষয় বর্ত্তমান থাকে না, তাহা অতীত কালের। ইহা অনুমিতিও নহে, কারণ ইহা ব্যাপ্তিজ্ঞান-মূলক নয়, আর ইহা যে শাব্দবোধ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নিম্বার্কদর্শনে প্রমার যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে স্মৃতিকে প্রমা বলা উচিত হইবে না।

এখানে প্রসঙ্গতঃ স্মৃতির সহিত প্রত্যভিজ্ঞার সম্বন্ধ ও পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান প্রমা বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান গৃহীতগ্রাহী

---

[৮৮] প্রমাণচন্দ্রিকা—১৪০ পৃঃ (ক, বি, সং), প্রমাণপদ্ধতি ২২-২৬ পৃঃ

বা অধিগতবিষয়ক হইলেও সর্ব্বতোভাবে গৃহীতগ্রাহী হয় না। কারণ পূর্ব্বানুভব না হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেই পারে না। স্মৃতির সহিত প্রত্যভিজ্ঞার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এই দুইটির মধ্যে তুলনা করা যাইতেছে। প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতির স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে স্মৃতি কেবলমাত্র পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হয়। সংস্কারে যাহা নাই, স্মৃতিতে তাহা কোন প্রকারেই আসিতে পারে না—ইহাই স্মৃতির স্বভাব। অপরপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য হইলেও তাহা স্মৃতির ন্যায় কেবল সংস্কারজন্য নহে। প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় স্মৃতির বিষয় হইতে অধিক। "সোঽয়ং দেবদত্তঃ"—'এই সেই দেবদত্ত'—ইহাই হইল প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের আকার। এই প্রত্যভিজ্ঞার তিনটি অংশ 'অয়ং', 'দেবদত্তঃ', এবং 'সঃ'। 'অয়ং'—এই অংশটি বিশেষ্য, এবং 'দেবদত্তত্ব ও তত্ত্বা'—এই দুইটি 'প্রকার' 'দেবদত্তঃ ও 'সঃ' এই দুইটি পদের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এই 'প্রকার'দ্বয়ের বিশেষ্য 'অয়ং' দুইটি নহে, কিন্তু এক, অর্থাৎ অভিন্ন। "সেই" ('সঃ')—এই অংশটুকু সংস্কারের দ্বারা আনীত। বর্ত্তমান 'অয়ং' রূপে অভিহিত যে 'বিশেষ্য' এবং তাহার 'প্রকার' 'দেবদত্তত্ব',—যাহা 'দেবদত্ত' পদের দ্বারা প্রতিপাদিত,—এই উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। এই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও তাহার সহিত পূর্ব্বার্জিত সংস্কারজন্য 'তত্ত্বার' স্মৃতি মিলিত হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। এই প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান। নৈয়ায়িকমতে 'বিশেষ্য' ও একটি "প্রকারের' লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু "তত্ত্বা" রূপ "প্রকারের" অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষ অবাধিত বলিয়া সত্য। সুতরাং স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা—এই দুইটি বিজাতীয় জ্ঞান।

স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার তুলনা

এতক্ষণ পর্য্যন্ত 'প্রমা' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, এখন জ্ঞানের অন্যরূপ 'অপ্রমা' বা ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা

অপ্রমা বা ভ্রমজ্ঞান

যাইতেছে। পূর্ব্বেই অপ্রমার লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তদ্ধর্মাভাব-বিশিষ্ট বস্তুতে তদ্ধর্মপ্রকারকজ্ঞানই অপ্রমা। এখন প্রশ্ন এই যে, শুক্তিতে রজতভ্রম স্থলে এই রজতের বা ভ্রমের স্বরূপ কি?

বিভিন্ন খ্যাতিবাদ

এই ভ্রম সম্বন্ধে দার্শনিক সমাজে পাঁচ প্রকার মতভেদ প্রসিদ্ধ আছে, যথা:—অসৎখ্যাতিবাদ, অন্যথা-খ্যাতিবাদ, আত্মখ্যাতিবাদ, অখ্যাতিবাদ, ও অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদ। ইহা ছাড়া রামানুজ সৎখ্যাতিবাদ ও সাংখ্যমতাবলম্বিগণ সদসৎ-খ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ ও 'মাধ্ব' অসৎখ্যাতিবাদী, নৈয়ায়িকগণ অন্যথা-খ্যাতিবাদী, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতিবাদী, প্রাভাকর মীমাংসকগণ অখ্যাতিবাদী, এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদী, নিম্বার্ক ও রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি সাংখ্যবাদিগণ সদসৎখ্যাতিবাদী। বস্তুতঃ "খ্যাতি" ব্যাপকার্থে চারি প্রকার—সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি সদসৎখ্যাতি, ও সদ্‌সদ্‌বিলক্ষণখ্যাতি। ইহার মধ্যে অন্যথাখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও অখ্যাতি এই তিনটিকে ব্যাপক অর্থে 'সৎখ্যাতি' বলা হইয়া থাকে, যেহেতু এই ত্রিবিধমতে ভ্রমে ভাসমান বস্তু অসৎ নহে, পরন্তু সৎ। আর "অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিকে" "সদসদ্‌বিলক্ষণখ্যাতি" বলা হইয়া থাকে। এই সকল খ্যাতিবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা যাইতেছে:—

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের অসৎ-খ্যাতিবাদ

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—অবিদ্যাবশতঃ শূন্যতত্ত্বে অসৎ বস্তুর অধ্যাস হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে অসতের 'খ্যাতি' অর্থাৎ 'প্রকাশ' হয় বলিয়া তাঁহারা অসৎখ্যাতিবাদী। তাঁহারা বলেন—শুক্তি-রজত ভ্রম স্থলে ভ্রম-নিবৃত্তির পরে যে অসৎ রজতই প্রকাশিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতিই অসৎখ্যাতিবাদের সমর্থন করিয়া থাকে,[৮৯]

---

[৮৯] পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ (বৃন্দাবন সং পৃঃ ৫৪)

মাধ্বও অসৎখ্যাতিবাদী। মাধ্ব ভ্রমে আরোপিত বিষয় অসৎ বলেন। তবে তিনি "সতুপরাগে অসতের ভান" অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলেন, অর্থাৎ, মাধ্বগণ সদধিষ্ঠানক অসৎখ্যাতি স্বীকার করেন, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মত 'শূন্যরূপ অধিষ্ঠানে অসতের ভান' হয় বলেন না।[২০] অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণ বলেন—অসতের ভান অর্থাৎ প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। তাহাদের মতে শুক্তিরজত-ভ্রম স্থলে 'ইদং রজতম্' এই ভ্রমের আকারে 'ইদং' বিশেষ্য, এবং 'রজতত্ব' প্রকার। এই 'রজতত্ব' রজতেই সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ ইহা শুক্তির ধর্ম্ম নহে। এই রজতত্বের সহিত ভ্রান্তিমান্ পুরুষের অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়, এবং 'ইদং' পদার্থের সহিত লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। এই দুই সন্নিকর্ষের ফলে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উদিত হয়, তাহারই আকার "ইদং রজতম্"। এইরূপ জ্ঞানযুক্ত পুরুষ সেই জ্ঞানাবলম্বনে বিষয়-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে বিষয় না পাইয়া তাহার প্রবৃত্তি নিষ্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং এই জ্ঞান "অতদ্বতি তৎপ্রকারকম্" হওয়ায় অবিসম্বাদিপ্রবৃত্তির দ্বারা ইহা ভ্রম বলিয়া জানা যায়। এইরূপে প্রতি ভ্রমস্থলেই অন্যের ধর্ম্ম অন্যত্র ভাসমান হয়—ইহাই নৈয়ায়িকগণের মত। ইহাদের মতে ভ্রমে ভাসমান বাধিত রজতাদি বস্তুর দেশান্তরে সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে।[২১]

নৈয়ায়িকগণের
অন্যথাখ্যাতিবাদ

আত্মখ্যাতিবাদী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের

---

[২০] "তস্মাদনির্বাচ্যখ্যাত্যসম্ভবাৎ........অসত্ত্বাভাবাৎ"— ন্যায়ামৃত — পৃঃ ৪২৩। পরপক্ষ-গিরিবজ্রম্ (কলিঃ সং)—পৃঃ ২৭৪-৭৬।

Also see :—"মাধ্বসিদ্ধান্তসার"। .....

[২১] অন্যেতু অসতো ভানাসম্ভবাৎ অন্যত্র অন্যধর্ম্মাবভাসঃ অধ্যাসঃ...ইত্যাদি—পরপক্ষ-গিরিবজ্র, পৃ ৫৪-৫৫ (বৃন্দাবন সং)

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের আত্ম-খ্যাতিবাদ

অভাব হেতু দেশান্তরীয় রজতাদি বস্তুর দেশান্তরীয় শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ ব্যতীত অপর যোগাচার ও সৌত্রান্তিক—এই দুই শ্রেণীর বৌদ্ধগণই আত্ম-খ্যাতিবাদী। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণের মতে বাহ্য-বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মতে সেই বাহ্য বস্তুতে জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। আর এই আরোপের মূলে রহিয়াছে অবিদ্যা।[৯২] আর বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মতে যদিও বাহ্যবস্তুর সত্তা স্বীকৃত হয় না, তথাপি অনাদি অবিদ্যাবাসনায় প্রতীত যে অলীক বাহ্য শুক্তি প্রভৃতি বস্তু, তাহাতে জ্ঞানাকার রজতাদি বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। জ্ঞানের আকার দ্বিবিধ—(১) জ্ঞানাকার ও (২) বিষয়াকার। জ্ঞানই বাহ্য বিষয়াকারে প্রতীত হয়, প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইতে কোন পৃথক সত্তা নাই, ইহাই তাহাদের মত।[৯৩]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরপক্ষ-গিরিবজ্র গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "অন্যত্র বাহ্যে

---

[৯২] "সৌত্রান্তিকনয়ে তাবদ্ বাহ্যমস্তি বস্তু সৎ, তত্র জ্ঞানাকারস্য আরোপঃ। বিজ্ঞানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তু সৎ, তথাপি অনাদ্যবিদ্যাবাসনারোপিত-মলীকং বাহ্যম্ তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ"—ভামতী—১।১।১ শঙ্করভাষ্য, ব্র, সূঃ।

[৯৩] "বিষয়জ্ঞানতজ্জ্ঞানভেদাদ্ বুদ্ধের্দ্বিরূপতা"···ইত্যাদি,—'প্রমাণ-সমুচ্চয়' —দিঙ্নাগ,—১।১২ শ্লোক।

"যোগাচারাস্তু বাহ্যার্থমপলপন্তো জ্ঞানস্যৈবানাদিবাসনোপপ্লাবিতো নীল-পীতাদিবিষয়াকারঃ প্রমেয়ং, স্বাকারঃ প্রমাণং. স্বসংবিত্তিঃ ফলমিতি মন্যন্তে"। ···ইত্যাদি।—ন্যায়রত্নাকর, পার্থসারথি মিশ্র, পৃঃ ১৫৯।

"অথ মরীচিকাদিষু জলাদিকল্পনাৎ ভ্রমজ্ঞানং প্রত্যক্ষাভাসম্। সংবৃতি-সত্যং হি স্বস্মিন্নর্থান্তরম্ আরোপ্য তৎস্বরূপকল্পনাৎ প্রত্যক্ষাভাসম্"—তত্ত্ব-সংগ্রহ-পঞ্জিকা—কমলশীল. পৃঃ ৩৯৪।

শুক্ত্যাদৌ বুদ্ধিরূপাত্মনো ধর্মস্য রজতস্যাবভাস ইত্যাত্মখ্যাতিবাদিনো বদন্তি" (পরপক্ষ-গিরিবজ্র, বৃন্দাবন সংস্করণ, পৃঃ ৫৫)—অর্থাৎ, শুক্তি প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞানাকার রজতাদির যে প্রকাশ হয় তাহারই নাম অধ্যাস—ইহাই আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। এখানে শুক্তি প্রভৃতিকে বাহ্য বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে বাহ্য বস্তুর সত্তাই স্বীকৃত হয় না। জ্ঞানই বাহ্য বিষয়াকারে প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং গিরিবজ্রকার খুব সম্ভবতঃ যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রমাণ-গ্রন্থাদি সবিশেষ আলোচনা না করিয়াই অপরের উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন।

প্রভাকরের
অখ্যাতিবাদ

অখ্যাতিবাদিগণের মতে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কোন জ্ঞানের বিভাগ নাই। অদ্বৈত-বৈদান্তিকগণ যে সমস্ত অধ্যাসের স্থল দেখাইয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—বস্তুর অধ্যাস ও জ্ঞানের অধ্যাস। অখ্যাতিবাদিগণ জ্ঞানের অধ্যাসের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানের অধ্যাসের যুক্তিসঙ্গত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিলে অর্থাধ্যাসের নূতন করিয়া আলোচনা করার আর প্রয়োজন থাকে না। অদ্বৈতসম্মত জ্ঞানাধ্যাসের স্থলে অখ্যাতিবাদীর মতে কোন অধ্যাসই হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, অদ্বৈতবাদিসম্মত শুক্তিরজত অধ্যাসস্থলে 'ইদং রজতম্' এই আকারে অধ্যস্তজ্ঞান হইয়াছে। অখ্যাতিবাদিগণ বলেন যে উক্ত জ্ঞানের "ইদমংশ" পুরোবর্ত্তী শুক্তি পদার্থের অপূর্ণ অনুভব, এবং 'রজত' এই অংশটি স্মৃতিজ্ঞান। কিন্তু পূর্ণাবয়ব রজতস্মৃতির 'তত্তা' অংশ 'প্রমুষ্ট' বা বিলুপ্ত হইয়াছে। ফলে 'রজত' ইত্যাকারজ্ঞানকে 'স্মৃতি' বলিয়া বুঝিবার এখন আর কোন উপায় নাই। ইহার ফলে 'অনুভব' ও 'স্মৃতির' ভেদ বুঝা যাইতেছে না। এই ভেদ না জানার ফলে পূর্ব্বোক্ত 'অনুভব' ও

‘স্মৃতি’ এক জ্ঞান রূপে অভিন্নভাবে গৃহীত হয়। ইহারই নাম অদ্বৈতবাদীর মতে অধ্যাস এবং অন্যান্যদের মতে ভ্রমজ্ঞান। বস্তুতঃ অখ্যাতিবাদীর মতে অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই। অখ্যাতিবাদিগণের মতে সমস্ত জ্ঞানই সত্য। অখ্যাতিবাদীর মতে পূর্ব্বোক্ত ‘অনুভব’ ও স্মৃতির অভেদগ্রাহী ব্যক্তিগণ রজতানয়নে প্রবৃত্ত হইয়া বিফল মনোরথ হন, সত্য, কিন্তু তাহা ভ্রমের জন্য নহে, কিন্তু তাহা ‘অনুভব’ ও ‘স্মরণ’—উভয় জ্ঞানের ভেদাগ্রহ-নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে।

অখ্যাতিবাদীর মতে অনুভবের বিষয় ও স্মরণের বিষয়—উভয়ই সত্য। তাঁহাদের মতে এখানে রজতের অধ্যাস হয় নাই বা শুক্তিকে রজত-রূপেও জানা হয় নাই। সত্য শুক্তিরই অনুভব হইয়াছে, যদিও এই অনুভবের শুক্তিত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই; রজতের স্মরণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার অতীতকালের সম্বন্ধের স্মরণ হয় নাই। অতএব অনুভবাংশও যথার্থ, এবং স্মরণাংশও যথার্থ। সুতরাং দেখা যায় যে, জ্ঞান সত্য হইলেও জ্ঞানানুসারে প্রবৃত্ত জ্ঞাতা সর্ব্বকালে জ্ঞানানুরূপ বিষয় নাও পাইতে পারে, অর্থাৎ তাহার ব্যবহারে বিসংবাদ ঘটিতে পারে, এবং এই বিসংবাদ ঘটে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার জন্য, কিন্তু মিথ্যাত্বের জন্য নহে। ব্যবহারের এই বিসংবাদ হইতেই জ্ঞানের ব্যবহারাংশে মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয়, সুতরাং বাধকজ্ঞানেরও (নেদং রজতম্, কিন্তু শুক্তি···—এইরূপ বাধকজ্ঞান) বাধকত্ব সিদ্ধ হয়।[৯৪]

বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণ ভ্রমের ব্যাখ্যায় সদসৎখ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমস্ত বস্তুই নিত্য বলিয়া কোন বস্তুরই স্বরূপতঃ বাধ হয় না, কিন্তু সম্বন্ধাংশে বাধ হয়।

---

[৯৪] “যথার্থং সর্ব্বমেবেহ বিজ্ঞানমিতি সিদ্ধয়ে। প্রভাকরগুরোর্ভাবঃ সমীচীনঃ প্রকাশ্যতে।”—প্রকরণ পঞ্চিকা,—শালিকনাথ, ৪।১ শ্লোক। “জ্ঞা-স্য

সাংখ্যের সদসৎখ্যাতি

যেমন জগৎ জগৎরূপে মিথ্যা নহে, কিন্তু তাহা যখন চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়, তখনই তাহা বাধিত হয়, অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধাংশেই তাহার বাধ হয়। যেমন জবা পুষ্পের রক্তবর্ণ মিথ্যা নহে, কিন্তু সেই রক্তবর্ণ যখন শুদ্ধ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্ফটিকের বর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়, তখনই সেই স্ফটিকের সহিত তাহার সম্বন্ধাংশেরই বাধ হয়। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাই নহে যে, রক্তবর্ণই মিথ্যা। কিন্তু বাস্তবিক রক্তবর্ণের সহিত স্ফটিকের সত্য সম্বন্ধ নাই। অতএব ভ্রমের বিষয় সত্য বস্তু, কিন্তু অধিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্বন্ধটি মিথ্যা। এইজন্যই সাংখ্যবাদিগণ সদসৎখ্যাতি স্বীকার করেন। অংশতঃ 'সৎ' এবং অংশতঃ 'অসৎ'—উভয়েরই জ্ঞান বা প্রকাশ হয় বলিয়া এই মতকে সদসৎখ্যাতি বলা হইয়া থাকে।[২৫]

ব্যভিচারে হি বিশ্বাসঃ কিন্নিবন্ধনঃ। জ্ঞানস্য ব্যভিচারেঽপি জ্ঞানং যৎ সত্যমেব তৎ ॥"—ঐ. প্রকরণ পঞ্চিকা. ৪।৬৯ শ্লোক।

Also Vide :—"গ্রহণে স্মরণে চেমে বিবেকানবভাসিনী ॥
সম্যগ্ রজতবোধাত্তু ভিন্নে যদ্যপি তত্ত্বতঃ।
তথাপি ভিন্নেনাভাতো ভেদাগ্রহসমত্বতঃ ॥
ততো ভিন্নে অবুদ্ধা তু স্মরণগ্রহণে ইমে।"
"সমানেনৈব রূপেণ কেবলং মন্যতে জনঃ ॥"
"ব্যবহারোঽপি তত্তুল্যস্তত এব প্রবর্ত্ততে ॥"
"সমত্বেন চ সংবিত্ত্বের্ভেদস্যাগ্রহণেন চ।
মিথ্যাভাবোঽপি তত্তুল্য-ব্যবহার-প্রবর্ত্তনাৎ ॥
রজতব্যবহারাংশে বিসম্বাদয়তো নরাৎ।
বাধকপ্রত্যয়স্যাপি বাধকত্বমতো মতম্ ॥"
ঐ, প্রকরণপঞ্চিকা, ৪।৩৩—৬৯

[২৫] *Vide* :—"সদসৎখ্যাতির্বাধাভাবাৎ"—সাংখ্যসূত্র ৫।৫৬—
Also—ঐ. সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

রামানুজের সৎখ্যাতি

শ্রীরামানুজের মতে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। সমস্ত জ্ঞানই রামানুজের মতে সত্য ও যথার্থ—"যথার্থং সর্ববিজ্ঞানম্"—(শ্রীভাষ্য ১৯৮ পৃঃ সাহিত্য পরিষৎ সং)। সুতরাং আচার্য্য রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী। তাঁহার মতে জ্ঞান সর্ব্বত্রই সৎ, বা সত্য বস্তুরই ভাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। শুক্তিতে রজতভ্রম-স্থলেও রামানুজ সেই শুক্তি রজতকে সত্য বলিয়াছেন। কারণ পঞ্চীকরণ বা ত্রিবৃৎকরণের ফলে শুক্তিতেও রজতের অংশ আছে, এবং সেই শুক্তিস্থ রজতাংশেই রজতজ্ঞান হয়, শুক্তি অংশে নহে। পার্থক্য এই যে, সেই শুক্তিস্থ রজতে রজতাংশ কম থাকার জন্য সেই রজতের দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না, কিন্তু রজতাংশের একেবারে অভাবের জন্য নহে। এইজন্যই রামানুজীয় বেঙ্কটাচার্য্য "যথাবস্থিতব্যবহারানুগুণং জ্ঞানং প্রমা"—(ন্যায়পরিশুদ্ধি,—৩৬ পৃঃ)—এইরূপ প্রমার লক্ষণ করিয়া ব্যবহারের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। রামানুজের বক্তব্য এই যে—দুইটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে তাহাদের সাদৃশ্যের মুলকারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাহাদের উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বগুলিও সদৃশ। সদৃশ তত্ত্ব সকল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই সদৃশ বস্তুগুলির পরস্পর সাদৃশ্যের বোধ হয়।[৯৬]

শুক্তিতে রজতের সূক্ষ্মাংশও আছে, শুক্তির অংশও আছে, কিন্তু শুক্তির অংশ বেশী আছে বলিয়া তাহা শুক্তিনামে অভিহিত। এইরূপে যে বস্তুতে যে অংশ অধিক পরিমাণে থাকে তদনুসারে সেই বস্তুর নামকরণ হয়। শুক্তি দেখিয়া যেখানে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, সেখানে চক্ষু প্রভৃতির দোষবশতঃ শুক্তিতে শুক্তির মৌলিক অংশ অধিক থাকিলেও তাহা জ্ঞানের গোচর হয় না, কিন্তু দোষবশতঃ

---

[৯৬] "তদেব সদৃশং তস্য যৎ তদ্দ্রব্যৈকদেশভাক্"—ইতি রীত্যা স্বসদৃশে-বস্তুনি স্বস্য অংশতঃ সত্ত্বমবর্জনীয়মেব।"—'অদ্বৈতামোদঃ'—বাসুদেবশাস্ত্রী কৃত, পৃঃ—৩৮, (পুণা সং)

শুক্তির মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান রজতাংশই তখন জ্ঞানে ভাসমান হয়, এবং শুক্তিতে স্থিত সেই রজতেই রজত-জ্ঞান হয়। সুতরাং সেই রজত-জ্ঞান সত্য, ইহাই রামানুজের মত। ঃ—রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, যথা ঃ—

> "রূপ্যাদি সদৃশশ্চায়ং শুক্ত্যাদিরুপলভ্যতে।
> অতস্তস্যাত্রসদ্‌ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ॥
> কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্ত্যংশবর্জিতঃ।
> রজতাংশো গৃহীতোঽতো রজতার্থী প্রবর্ত্ততে॥
> দোষহানৌ তু শুক্ত্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ত্ততে।
> অতো যথার্থং রূপ্যাদিবিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু॥"

—শ্রীভাষ্য, ২০০ পৃঃ (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)

—এইরূপে জবাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিকে 'রক্তস্ফটিকঃ' এইরূপ ভ্রমেও জমাকুসুমের প্রভা স্ফটিকের সংগে সংযুক্ত হওয়ায় 'প্রভাতে' তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিদ্যমান রক্তিমা (রক্তবর্ণ) স্ফটিকে 'সংযুক্ত তাদাত্ম্য' সম্বন্ধে প্রতীত হয়। সুতরাং বিষয়ের অসত্ত্ব হয় না। এইরূপে 'পীতশঙ্খ' ভ্রমও ব্যাখ্যা করা যায়। নয়নের পিত্ত দ্রব্যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে থাকে সত্য পীতিমা। নয়নের রশ্মির সংগে সেই পিত্তের সংযোগ হয়, ফলে নয়ন রশ্মি পীতিমা প্রাপ্ত হয়। পরে সেই নয়ন রশ্মির সংগে শঙ্খের সংযোগ হওয়ায় শঙ্খও নয়ন রশ্মির পীতিমাকে প্রাপ্ত হয়। অতএব রামানুজের মতে ভ্রম বলিয়া কিছু নাই—"ন কুত্রাপি অসতঃ প্রতীতিঃ"। স্বপ্ন পদার্থও ঈশ্বর সৃষ্ট, অতএব সত্য। দর্পণে প্রতীয়মান মুখও সত্য। দর্পণের দ্বারা নয়ন রশ্মির গতি প্রতিহত হইলে পুনরায় তাহা বিপরীত মুখে ধাবিত হইয়া দ্রষ্টা পুরুষের মুখের সংগে সংযুক্ত হয়। দ্বিতীয়-চন্দ্র প্রতীতিতে দুই নয়নের দুই রশ্মি দোষবশতঃ একই চন্দ্রের পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে। অলাত-চক্রের প্রতীতিতেও আলাতের বিভিন্ন দিকের অবস্থানের অন্তরালগুলির অনুপলব্ধি বা অগ্রহণ হওয়ায়

চক্রপ্রতীতি হয়। “তিক্তঃ গুড়ঃ”—এইরূপ প্রতীতিতেও আস্বাদ করা হইতেছে সত্য পিত্তরস, গ্রহণ করা হইতেছে গুড়, কিন্তু দোষ বশতঃ গুড়ের মিষ্টত্ব গৃহীত হইতেছে না, এবং তাহাদের অসম্বদ্ধত্বও গৃহীত হইতেছে না। এইরূপ সর্ব্বস্থলেই, যেখানে জ্ঞান ও ব্যবহারের বিসম্বাদ হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই জ্ঞান সকল নিজ নিজ বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে, কোন স্থলেই জ্ঞানের অবিষয় প্রকাশিত হয় না। এই জ্ঞান এবং তাহার বিষয় সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলেই সত্যরূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে, অখ্যাতিবাদিগণও এইরূপই স্বীকার করেন—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কীয়
দার্শনিকগণের
সৎখ্যাতি।

শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণও সৎখ্যাতিবাদই স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্যথাখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও অখ্যাতি এই তিনটি খ্যাতিবাদে প্রতায়মান বস্তু অসৎ নহে, পরন্তু সৎ, সুতরাং এই তিনটিকে ব্যাপকার্থে সৎখ্যাতিও বলা যাইতে পারে। খ্যাতিবাদ প্রসঙ্গে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ ভ্রমে ভাসমান বস্তুর সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এবং ‘বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভা’ রচয়িতা শ্রীকেশব কাশ্মীরীভট্টের মতে এক স্থানে অবস্থিত সত্য বস্তুরই অন্যত্র আরোপ হইয়া থাকে এবং তাহাকেই ভ্রম কহে।[৯৭] পরপক্ষ গিরিবজ্রকার শ্রীমাধব মুকুন্দ বলেন যে অধ্যাসমাত্রই দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান, সংস্কার, ও সম্প্রয়োগ বা অধিষ্ঠান-সামান্য জ্ঞান,—এই সকল সামগ্রীজন্য হইয়া থাকে। দোষাদিরূপ কারণ সমূহ থাকিলেই অধ্যাসরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, নতুবা নহে। সেই দোষাদিকারণ সমূহের মধ্যে ‘ইহা রজত’ এইরূপ শুক্তিরজত ভ্রমস্থলে দোষ, সাদৃশ্যজ্ঞান, ও সংস্কার ভ্রান্তি-

---

[৯৭] “একত্র সতোঽন্যত্রারোপত্বং ভ্রমত্বম্”—পরপক্ষগিরিবজ্রম্ পৃষ্ঠা ৫৮ (বৃন্দাবন সং), *Also*—‘বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা’—(দিল্লী সং) পৃঃ ২৫, সূত্র ১।১।১—শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট-কৃত।

মান্ পুরুষে থাকে, রজতের সাদৃশ্য শুক্তিতে থাকে, এবং সম্প্রয়োগ বা অধিষ্ঠান-সামান্যজ্ঞান সম্বন্ধরূপ বলিয়া ভ্রান্তিমান্ পুরুষে ও শুক্তিতে থাকে। এইরূপে এই দোষাদিকারণ সমূহের সত্তার দ্বারা ভ্রমের সিদ্ধি হইয়া থাকে।[৯৮] এই জন্যই নিম্বার্কীয় পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম দেবাচার্য্য তাঁহার 'বেদান্ততত্ত্ববোধে' সৎখ্যাতির নির্বচন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সদ্ধেতুকা খ্যাতিঃ সৎখ্যাতিরিতি"।[৯৯] সুতরাং এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, শ্রীমাধবমুকুন্দ, ও শ্রীঅনন্তরাম—এই তিনজনই – নৈয়ায়িক বা প্রভাকর - সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অন্যথাখ্যাতি বাদ প্রমাণ করিতে যাইয়া যে বিশেষ প্রক্রিয়া অর্থাৎ অলৌকিক 'জ্ঞান-লক্ষণ-সন্নি কর্ষ' স্বীকার করিয়াছেন, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে উক্ত নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। ভ্রমের বিষয়টি কিরূপে প্রত্যক্ষ হয় তাহার সুষ্ঠু আলোচনা উক্ত আচার্য্য-গণের গ্রন্থে পাওয়া যায়না। তাহা সত্ত্বেও ভ্রমের বিষয় একান্ত ভাবে অলীক, বা অসৎ, বা তুচ্ছ হইতে যে পারেনা তাহা তাঁহারা সুস্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। এই অংশে তাঁহারা নৈয়ায়িক এবং প্রভাকরদের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা যে কোন্ মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলিবার আমাদের কোন উপায় নাই। নৈয়ায়িক সম্মত অন্যথাখ্যাতি, অথবা প্রভাকর সম্মত অখ্যাতিবাদ স্বীকার করিলে আরোপের কোন প্রশ্নই উঠে না। (অন্যথাখ্যাতি ও অখ্যাতিবাদের আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।) অথচ, পূর্বোক্ত বেদান্তকৌস্তুভ-প্রভাকার কেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও পরপক্ষ-গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ

---

[৯৮] পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ৫৯, বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা পৃঃ ২৫—২৬, সূ ১।১।১

[৯৯] বেদান্ততত্ত্ববোধ—অনন্তরামকৃত, পৃঃ ১৫ (বৃন্দাবন সং)

'সাদি অধ্যাস' বা 'আরোপের' কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আরোপ্যমান ধর্মের সত্যতা কিরূপ? —এই বিষয়ে একটু বিচার আবশ্যক। অন্যত্র তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আরোপাধিষ্ঠানে তাহার (আরোপ্যমান ধর্মের বা বিষয়ের) সত্যতা আছে কিনা —ইহাই বিচার্য্য। যদি সত্যতা থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয়ের জ্ঞানকে কি আমরা ভ্রমজ্ঞান বলিতে পারি? যদি সত্যতা না থাকে, তাহা হইলে অসৎখ্যাতিবাদ অস্বীকার করা যায়না। এই সম্বন্ধে উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় পরবর্ত্তী নিম্বার্কীয় আচার্য্য 'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমকার' শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ রামানুজ-সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া রামানুজীয় সৎখ্যাতিবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। উক্ত নিম্বার্কীয় পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ এই খ্যাতিবাদ প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমে বলিয়াছেন— "পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়য়া তৈজসভাগকার্যস্য রজতস্যাপি শুক্তৌ সত্ত্বেন তাৎকালিকপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বম্ রজতস্য। তর্হি কথমনুপলব্ধিরিতি চেৎ সূক্ষ্মাত্মনা সত্ত্বেঽপি অর্থকারিত্বানর্হত্বাদিতি ব্রূমঃ, ভূয়স্ত্বভাগস্যৈব গৃহ্যমানত্বাদ্ যথার্থত্বোক্তিঃ, অল্পভাগস্যাগৃহ্যমানত্বাদযথার্থত্বম্-ইত্যুভয়-বিভাগোঽপ্যবিরুদ্ধঃ। যদিদং কিঞ্চিৎ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ।…বাধিতবিষয়কজ্ঞানে ন কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তি, শ্রুত্যুপাত্তদৃষ্টান্তেষু মৃদ্ঘটাদিষু মৃদাদিকারণ-জ্ঞানেন ঘটাদিরূপকার্যস্য বাধাদর্শনাৎ, প্রত্যুত তদপৃথক্সিদ্ধত্বেন সত্ত্বস্যৈব দর্শনাৎ, অন্যথা কারণজ্ঞানেন সর্ব্বং কার্য্যং বাধিতং স্যাদিত্যেব শ্রুতির্ব্রূয়ান্নতু তথা অস্তি।"—(শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম, কাশী সং, পৃঃ ২০—২৩)—অর্থাৎ, শ্রীনিম্বার্কদর্শনমতে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈজসভাগোৎপন্ন রজতের শুক্তিতে সত্তা স্বীকার করা হয়, কিন্তু তাহা অতিশয় সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয়না, সুতরাং নিম্বার্কমতে সমুদয় বিষয় ও জ্ঞানই সত্য।

বাধিতবিষয়ক জ্ঞানে কোন প্রমাণ নাই। কারণ শ্রুত্যুক্ত মৃদ্ঘটাদি দৃষ্টান্তে মৃদাদি কারণের জ্ঞানের দ্বারা ঘটাদিরূপ কার্য্যের বাধা হইতে দেখা যায়না। প্রত্যুত সেই কারণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ ভাবেই তাহার সত্তারই বোধ হইয়া থাকে, অন্যথা কারণের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বস্তুজাতই বাধিত হইয়া পড়িবে—এইরূপই শ্রুতিতে উক্ত হইত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমকার পুরুষোত্তমপ্রসাদের মতে সমস্তজ্ঞানই যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত। তিনি সৎখ্যাতিবাদই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"সর্বজ্ঞানানাং যথার্থত্বস্য শাস্ত্রদ্রষ্ট্যা সৎখ্যাতিবাদিনামস্মাকমিষ্টত্বাৎ"—(শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম, ঐ পৃঃ ২০)। উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিতেও দেখা যায় যে তিনি বলিতেছেন—"যদিদং কিঞ্চিৎ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে"……ইত্যাদি। শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদের এই মতবাদ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে তিনি ভ্রম বিষয়ে রামানুজসম্মত "সৎখ্যাতি" বাদই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ রামানুজের অনেক পরবর্ত্তী—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের বহু পরবর্ত্তী শ্রীস্বভুরামদেবাচার্য্যের শিষ্য কর্ণহর দেবাচার্য্যের শিষ্য মথুর দেবাচার্য্যের ধারায় এই পুরুষোত্তম-প্রসাদ অধিষ্ঠিত। আর রামানুজের সৎখ্যাতিবাদের সহিতই তাহার মতের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বা ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা সকল জ্ঞানকেই সত্য বলিয়াছেন, অথচ সকলেই অসৎখ্যাতি ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং ভ্রম বিষয়ে নিম্বার্কীয় মতবাদকে সাধারণভাবে "সৎখ্যাতিবাদই" বলা যাইতে পারে।

নিম্বার্কীয়দর্শনসম্মত সৎখ্যাতিবাদের আলোচনা উপরে করা হইল। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তাহায় পরপক্ষ-গিরিবজ্র

গ্রন্থে বিভিন্নখ্যাতিবাদের বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়া উপরোক্ত সৎখ্যাতিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে নিম্বার্কীয় আচার্য্য কেশবকাশ্মীরীভট্ট ও মাধবমুকুন্দ 'সাদি অধ্যাস' স্বীকার করিয়াছেন,[১০০] অদ্বৈতবাদিগণের স্বীকৃত অনাদি অধ্যাস তিনি কিম্বা অপর কোন বৈষ্ণবাচার্য্য স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ অদ্বৈতবাদিসম্মত অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ ও অনাদি অধ্যাস নিম্বার্কীয় দর্শনে বিস্তৃতভাবে খণ্ডিতই হইয়াছে।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি ও অধ্যাসের লক্ষণ

অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদী মায়াবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ অধ্যাসের লক্ষণ বলিয়াছেন—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ অধ্যাসঃ"। এই অধ্যাসলক্ষণে "পরত্র অবভাসঃ" এই অংশই বস্তুতঃ অধ্যাসের লক্ষণ, "স্মৃতিরূপঃ" ও 'পূর্ব্বদৃষ্টঃ' এই দুইটি পদ সেই লক্ষণের উপপাদক। যাহা স্মর্য্যমান হয় তাহা স্মৃতি, স্মৃতি অর্থে স্মর্য্যমান সত্য রজতাদিবস্তু বুঝাইতেছে। সেই স্মর্য্যমান সত্য রজতাদি বস্তুর রূপের ন্যায় রূপ-বিশিষ্ট—অর্থাৎ 'অসন্নিহিত আরোপ্য মিথ্যা রজতাদিবস্তু'—ইহাই "স্মৃতিরূপঃ" পদটির তাৎপর্য্য। আবার দৃষ্ট অর্থ দর্শন; সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদর্শন হইতে যাহা অবভাসমান হয়, তাহাই পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস। এই "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস" পদে ভ্রমে ভাসমান অনির্ব্বচনীয় রজতাদি বস্তুকে বুঝায়।[১০১] অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তি-রজত বাধিত

---

[১০০] "একত্র সত এবান্যত্রারোপনিয়মাৎ"—(পরপক্ষগিরিবজ্র, বৃন্দাবন সং, পৃঃ ৪৪); "যদ্‌যদারোপিতং তৎতৎ সপ্রধানং দৃষ্টম্……সর্ব্বাদি সম্মতত্বাৎ"—ঐ, ঐ, পৃঃ ৪৩, "অধ্যাসমাত্রস্য দোষজন্যত্বদর্শনাৎ"……কিঞ্চ যত্রাধ্যাসত্বং তত্র সাদিত্বম্, শুক্তিরূপ্যাদিবৎ"……ইত্যাদি—ঐ, ঐ, পৃঃ ৪৭, Also বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা—সূঃ ১।১।১, পৃঃ ২৩—২৬।

[১০১] "অবসন্নোঽবমতো বা ভাসঃ অবভাসঃ। প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্যাবসাদোঽবমানো বা। এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি।…পূর্ব্বদৃষ্টগ্রহণেনানৃতমারোপণীয়মুপস্থাপয়তি।…পূর্ব্বদৃষ্টং স্বরূপেণ সদপ্যারোপণীয়তয়া

হয় বলিয়া সৎও নহে, এবং অপরোক্ষ প্রতীত হয় বলিয়া অসৎও নহে। কিন্তু শুক্তিরজত সদসদ্‌-বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়। এই অনির্ব্বচনীয় রজতের ভান বা প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার যথার্থ সত্তা নাই।

অদ্বৈতবেদান্তিগণের এই অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদ ও অধ্যাস লক্ষণ শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই, বরং খণ্ডন করিয়াছেন। নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহার 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষায়', শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট তাঁহার 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভায়', শ্রীমাধবমুকুন্দ দেবাচার্য্য তাঁহার 'পরপক্ষ গিরিবজ্র' এবং শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ তাঁহার শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমে, এবং ইহাদের পরবর্ত্তী অন্যান্য আচার্যগণও এই অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদ ও ব্রহ্মে জীবজগতের অধ্যাস বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তত্তৎগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এখানে তাঁহাদের খণ্ডনরীতির দিগ্‌দর্শনস্বরূপ সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হইল :—

অধ্যাস খণ্ডন

অদ্বৈতবেদান্তিগণ বিশ্বকে ও মূলাবিদ্যাকে যে ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলেন সেই অধ্যাসে সংস্কার, দোষ, সাদৃশ্য, সম্প্রয়োগ বা অধিষ্ঠানের সামান্য-জ্ঞান প্রভৃতি অধ্যাস-সামগ্রী নাই বলিয়া সেখানে উক্ত অধ্যাস লক্ষণের সমন্বয় সম্ভব হয় না। কারণ, যাহা যাহা আরোপিত হয় সেই সেই আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় সত্যবস্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। যেমন শুক্তিতে যে রজতের আরোপ হয় সেই আরোপিত রজতের সমান জাতীয় সত্যরজত হট্টাদিতে বিদ্যমান থাকে। হট্টাদিস্থ রজতের অনুভব জনিত সংস্কার শুক্তিতে রজতারোপের কারণ। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তিগণের মতে এই বিশ্ব যদি আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত হয়, তাহা হইলে

অধ্যাস লক্ষণে 'পূর্ব্বদৃষ্ট' বিশেষণটি দার্ষ্টান্তিক স্থলে উপপন্ন হয় না

অনির্বাচ্যমিত্যনৃতম্।...স্মৃতেঃ রূপমিব রূপমস্য ইতি স্মৃতিরূপঃ, অসন্নিহিত-বিষয়ত্বঞ্চ স্মৃতিরূপত্বম্"। —ভামতী, ১।১।১, শঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র।

এই কল্পিত বিশ্বের সমান জাতীয় অপর সত্যভূত বিশ্ব দেশান্তরে বা কালান্তরে থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না, বা তাহা যুক্তি-সঙ্গতও হয় না। এক স্থানে অবস্থিত ও পূর্ব্বানুভূত সত্য বস্তুরই অন্যত্র আরোপ হইয়া থাকে, কিন্তু জীব, জগৎ এবং অবিদ্যাও ব্রহ্মে অধ্যস্ত—এইরূপই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং অধ্যাসের পূর্ব্বে সেই জীবজগতের অন্যত্র কোথাও সত্তা থাকা স্বীকৃত হয় না, বা অধ্যাসের পূর্ব্বে অন্যত্র কোথাও এই জীব জগতের পূর্ব্বানুভবও হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু শুক্তি-রজত দৃষ্টান্ত স্থলে শুক্তিতে অবভাসের পূর্ব্বে অন্যত্র রজতের অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যাস লক্ষণে প্রদত্ত 'পূর্ব্বদৃষ্ট' বিশেষণটি দার্ষ্টান্তিকস্থলে উপপন্ন হয় না।[১০২]

প্রথম অধ্যাসে 'স্মৃতিরূপঃ' বিশেষণটিও উপপন্ন হয় না।

আবার, অদ্বৈতবাদিগণ অধ্যাসলক্ষণে যে 'স্মৃতিরূপঃ' অর্থাৎ 'স্মর্য্যমান সদৃশ'—এই বিশেষণটি দিয়াছেন তাহাও দার্ষ্টান্তিক স্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ প্রথম অধ্যাসে অর্থাৎ ব্রহ্মে মূলাবিদ্যার অধ্যাসে বা জীবজগতের অধ্যাসে 'স্মর্য্যমানই' শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ, অর্থাৎ অলীক।[১০৩] অদ্বৈতবেদান্তিগণ যাবতীয় বস্তুকেই ব্রহ্মে অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বলেন। তাহা হইলে প্রথম অধ্যাসের

---

[১০২] "আরোপ্যাসিদ্ধ্যাপি অধ্যাসাসিদ্ধিঃ যৎযৎ আরোপিতং তত্তৎ সপ্রধানং দৃষ্টম্ শুক্তিরূপ্যাদিবৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং শশশৃঙ্গবৎ—ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ।"—পরপক্ষগিরিবজ্রম্ পৃঃ—৪৩ (বৃন্দাবন সং); বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ ২৩, সূঃ ২।১।১; "একত্র সতোঽন্যত্রারোপত্বং ভ্রমত্বম্ অত্যন্তাসতোঽধ্যাসাযোগাৎ"—ঐ, ঐ, ৫৮ পৃঃ; বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ—২৫ সূঃ—১।১।১।

[১০৩] "যদপ্যুক্তং স্মর্য্যমানসদৃশ ইত্যধ্যাসবিশেষণমৃতদপ্যবিচারিতম্, প্রথমাধ্যাসে স্মর্যমানস্যৈব শশশৃঙ্গায়মানত্বাৎ কুতস্তৎসাদৃশ্যসম্ভাবনাপি"—ঐ পৃঃ ৫৮—৫৯; বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা পৃঃ—২৫।

পূর্ব্বে কিছুই থাকা সম্ভব নহে বলিয়া প্রথমাধ্যাসে 'স্মর্য্যমান' এই কথাই 'শশশৃঙ্গ' এই কথার তুল্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথমাধ্যাসে স্মর্য্যমান-সাদৃশ্যের সম্ভাবনাই বা কোথা হইতে হইবে? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের সংস্কারই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে প্রযোজক হয়। ব্রহ্মে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের সমান জাতীয় বিশ্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। আর অধ্যাসে পূর্ব্বানুভূত বস্তুটিকে যে সত্য হইতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ, যে বস্তুর অধ্যাস হয়, অধ্যাস স্বীয় কারণরূপে সেই বস্তুর সংস্কারকেই অপেক্ষা করে, সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা করে না। বিষয় সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তদ্বিষয়ক অনুভব জন্য সংস্কার থাকিলেই ভ্রম হইয়া থাকে।

সুতরাং সংস্কারই ভ্রমের কারণ, সংস্কারের জনক অনুভবের বিষয়ের সত্যতা ভ্রমের কারণ নহে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের অনুভবজন্য সংস্কারই ব্রহ্মে পর পর বিশ্বাধ্যাসের কারণ।—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত হয় না। কারণ, তাহা হইলেও ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যার অধ্যাস উপপন্ন হইবে না। কারণ, অনাদি অবিদ্যার সমান জাতীয় অপর অবিদ্যা থাকা সম্ভব নহে।[১০৪]

আর কল্পিত বিশ্বের অনুভবজনিত সংস্কারের কথা যে বলা হইল তাহাও উপপন্ন হয় না, কারণ কল্পিত বা অস্তিত্বহীন বস্তুর অনুভবই হয় না। আর অধ্যাস সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের কল্পিতত্বও উপপন্ন হয় না। আর অধ্যাস সিদ্ধ হইলে বিশ্বের কল্পিতত্ব সিদ্ধ

---

[১০৪] "ননু প্রধানং সজাতীয়মন্ত্যেব পূর্ব্বপ্রপঞ্চসজাতীয়স্য উত্তরোত্তর-প্রপঞ্চাধ্যাসাঙ্গীকারাৎ। অধ্যাসো হি স্বকারণতয়া সংস্কারমপেক্ষতে, নতু সংস্কারবিষয়স্য সত্যত্বমনুপযোগাৎ—ইতিচেন্ন, অনাদ্যবিদ্যাদেরধ্যস্তত্বাসম্ভবেন তাত্ত্বিকত্বপ্রসংগাৎ।" — ঐ, পৃঃ—৪৪; বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ ২৩ সূঃ—১।১।১।

হয়, এবং কল্পিত বিশ্বের অনুভবজনিত সংস্কার থাকিলে অধ্যাস সিদ্ধ হয়—এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও আসিয়া পড়ে।[১০৫]

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে, অসত্য বস্তুরও প্রতীতি হইতে পারে. যেমন রজ্জুতে অসত্য সর্পের প্রতীতি হইয়া ভ্রম হয়। আর রজ্জুতে যে সর্পের প্রতীতি হয়, সেই সর্পের প্রতীতির যেমন দোষরূপ কারণই অপেক্ষিত, সেইরূপ ব্রহ্মে যে বিশ্বপ্রতীতি হইতেছে সেই বিশ্ব প্রতীতিরও অবিদ্যারূপ দোষই কারণরূপে অপেক্ষিত, বিষয়ের সত্যতা অপেক্ষিত নহে, অর্থাৎ দোষাত্মক কারণ হইতেই ঐরূপ প্রতীতি জন্মে, বিষয়ের সত্যতাকে অপেক্ষা করে না।—কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সংগত হয় না। কারণ ঐ দোষাত্মক কারণকে তাঁহারা সৎ বলিতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে বিষয় যেমন অসৎ, সেইরূপ দোষাত্মক কারণও অসৎ, ইহাই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের মতে অসৎ দোষাত্মক কারণ হইতে বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়—ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, অসৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি কখনও হইতে পারে না। অসদ্‌বস্তু কোথায়ও কারণ হয় না, সদ্‌বস্তুই কারণ হইয়া থাকে।[১০৬]

---

[১০৫] অপি চাসত আরোপাসম্ভবাৎ একত্র সত এবান্যত্র আরোপনিয়মাৎ। নচারোপে তদ্বিষয়কপ্রতীতিমাত্রমেবাপেক্ষিতং, নতু তদ্‌বিষয়স্য সত্যত্বমপীতি বাচ্যম্, অসতঃ প্রতীতেরেবাসম্ভবাৎ।—বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ ২৩—২৪, সূঃ—১।১।১ ;

Also :—গিরিবজ্র পৃঃ ৪৪।

[১০৬] ন চ রজ্জৌ সর্পপ্রতীতেরিব প্রপঞ্চপ্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতং……কুত্রাপি অসতঃ কারণত্বাসম্ভবাচ্চ"।—ঐ পৃঃ ৪৫ (বৃন্দাবন সং) ;

Also :—বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—(দিল্লী সং) পৃঃ ২৪, সূঃ—১।১।১

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সেই অসৎ সর্পও তো ভয়কম্পাদি কার্য্যের কারণ হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অসৎ দোষরূপ কারণ হইতে বিশ্বপ্রতীতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে—অদ্বৈতবাদীর এইরূপ উক্তিও অসঙ্গত। কারণ কার্য্যের উৎপত্তির অনুকূল শক্তি যাহার থাকে, সেই বস্তুই কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। তাদৃশ কারণতা অসদ্‌বস্তুর থাকা কখনই সম্ভব নহে।[১০৭] আর রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ভয়কম্পাদি কার্য্যের জনক হইয়া থাকে, কল্পিত সর্পাদি কার্য্যের জনক হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে—যে বালকের সর্পজ্ঞান নাই, সত্য সর্প দংশন করিলেও সেই বালকের ভয়কম্পাদি হইতে দেখা যায় না। সর্পজ্ঞান নাই বলিয়াই শিশু হস্ত দ্বারা সর্প ধরিতে যায়, তাহাতে তাহার ভয় হয় না।

সুতরাং ভ্রম স্থলেও সর্পাদি বিষয়ক জ্ঞানই ভয়কম্পাদি কার্য্যের জনক হয়, কল্পিত সর্পাদি কারণ হয় না। আর সেই সর্পাদি বিষয়ক জ্ঞান তো সত্যই।[১০৮]

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যার

---

[১০৭] "ন চাসতোঽপি সর্পস্য ভয়কম্পাদিকার্য্যদর্শনাৎ কার্যস্য কারণসত্তাসাপেক্ষত্বনিয়মে ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্, স্বরূপেনাসতঃ কার্যোৎপত্ত্যনুকূলশক্তিমত্ত্ব-লক্ষণকারণত্বাসম্ভবাৎ।"—গিরিবজ্র, পৃঃ ৪৫

[১০৮] "ভ্রমস্থলেঽপি কল্পিতসর্পবিষয়কজ্ঞানস্যৈব ভয়াদিহেতুত্বং, ন বিষয়স্যেতি সর্পজ্ঞানাভাববতো বালস্য সত্যসর্পদর্শনেঽপি ভয়াদ্যদর্শনাৎ প্রত্যুত সর্পগ্রহণে প্রবৃত্তিদর্শনাচ্চ"।—বেদান্তকৌস্তভপ্রভা—পৃঃ ২৪, সূঃ—১।১।১ ; পরপক্ষ—গিরিবজ্র—পৃঃ ৪৫।

অধ্যাসে অপর সমান জাতীয় অবিদ্যারূপ 'প্রধানের'* আবশ্যকতা নাই, কেবলমাত্র সাদি অধ্যাসেই তাহার অপেক্ষা আছে, তবে তাহাদের এইরূপ উক্তিও যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ যদি সমান-জাতীয় 'প্রধান' ব্যতীতই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাদির† অধ্যাস স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে অর্থাৎ বিশ্বে ব্রহ্মেরও অনাদি অধ্যাস আছে'—এইরূপও আপত্তি করা যাইতে পারে, কারণ "প্রধান" না থাকা উভয়ত্রই সমান এবং অবিদ্যা ও ব্রহ্ম—উভয়েই তন্মতে অনাদি। কিন্তু অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে অনাদি ব্রহ্মের অধ্যাস স্বীকার করিলে ব্রহ্মের মিথ্যাত্বের প্রসঙ্গ হয়। কারণ আরোপিত বস্তু কখনও সত্য হয় না।[১০৯]

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন—যাহা যাহা ভ্রমের অধিষ্ঠান হয় তাহাই সত্য হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান বলিয়াই ব্রহ্ম সত্য, আর ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের অধিষ্ঠান না হইলেও অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। কারণ অধিষ্ঠান অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান অজ্ঞানের

---

* যে বিষয়ের অনুভব জন্য সংস্কার যে আরোপের কারণ হয়, সেই আরোপে সেই অনুভবের বিষয়ীভূত বস্তুটিকে 'প্রধান' কহে। এই 'প্রধান' পদে দেশান্তরে বা কালান্তরে বিদ্যমান আরোপিত বস্তুর সমানজাতীয় সত্য বস্তুকে বুঝায়।

† অদ্বৈতবাদীর মতে ছয়টি বস্তু অনাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা :— "জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যাতচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ।"

---

[১০৯] "ন চাবিদ্যাধ্যাসস্য প্রধানং বিনৈবাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষযোগ ইতি বাচ্যম্, ব্রহ্মণোঽপি অনাদ্যারোপাপত্তেঃ"—ঐ, পৃঃ ৪৪, (বৃন্দাবন সং); বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ ২৩, সূঃ ১।১।১ ॥

বিষয়ীভূত হইয়া ভ্রমের কারণ হয় বলিয়াই অধিষ্ঠানের সত্যতা সিদ্ধ হয়। কারণ অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্যই হইয়া থাকে। অসত্য সমস্ত বস্তুই অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ভ্রমের অধিষ্ঠানকে অসত্য অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত বলাই যায় না। সত্য বস্তুই অজ্ঞানে বিষয় হইয়া থাকে। ভ্রমের অধিষ্ঠান যদি সত্য না হয় তবে সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান ভ্রমের বাধক হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞান নিজ কর্ত্তৃক অকল্পিত সত্য বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া বিশ্ব-ভ্রমের কারণ হয় বলিয়া ব্রহ্মের সত্যতা সিদ্ধ হয়।—অদ্বৈতবাদিগণের এই কথার উত্তরে বক্তব্য যে,—যে অজ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু কল্পিত হয়, সেই অজ্ঞানের বিষয় সেই বস্তু হইতে পারে না ইহা সত্য, তাহা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত বস্তু পর পর অজ্ঞানের বিষয় হইতে তো বাধা নাই। অতএব "সত্য বস্তুই অজ্ঞানের বিষয় হয়, মিথ্যা বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় না"—এইরূপ বলা যায় না। অসত্য অর্থাৎ কল্পিত বস্তুও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের বিষয় হয় বলা যাইতে পারে। সুতরাং অবিদ্যায় বা প্রপঞ্চে ব্রহ্মেরও যে অনাদি অধ্যাস আছে বলিয়া পূর্ব্বে যে আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা ইহা দ্বারা নিবারিত হয় না।[১১০]

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে বলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত বিশ্বের

---

[১১০] "ন চ বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন ব্রহ্মণঃ সত্যত্বমিতি বাচ্যম্…নচাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানদ্বারা ভ্রমাহেতুত্বেঽপি অজ্ঞানদ্বারা ভ্রমহেতুত্বেন সত্যত্বসিদ্ধিঃ, ভ্রমোপাদানাজ্ঞানবিষয়ো হি অধিষ্ঠানম্ অজ্ঞানেন তু স্বাকল্পিতং সত্যমেব বিষয়ীক্রিয়তে ইতি বাচ্যম্ স্বকল্পিতস্য স্বেন বিষয়ীকরণাসম্ভবেঽপি পূর্ব্ব-পূর্ব্বাজ্ঞানকল্পিতস্য ব্রহ্মণো হি উত্তরোত্তরাজ্ঞানেন বিষয়ীকরণসম্ভবাৎ।"—গিরিবজ্র,—পৃঃ ৪৪ (বৃন্দাবন সং)

পূর্ব্বানুভূতের সংস্কার না থাকায় কল্পের আদিতে প্রথমাধ্যাসের অনুপপত্তি

অনুভবজন্য সংস্কারই পর পর বিশ্বের অধ্যাসে অর্থাৎ আরোপে কারণ—ইহার উত্তরে অন্য আপত্তিও হইতে পারে যে, কল্পের আদিতে যে বিশ্বের অধ্যাস হয় তাহার পূর্ব্বে সমজাতীয় প্রধানভূত অপর বিশ্ব তো নাই, সুতরাং তদনুভবজন্য সংস্কার না থাকায় কল্পের আদিতে বিশ্বের অধ্যাস হইতে পারিবে না। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, পূর্ব্বের কল্পান্তরীয় অর্থাৎ পূর্ব্বের অপর কল্পের কল্পিত জগতের অনুভবজনিত যে সংস্কার, সেই সংস্কার হইতেই কল্পের আদিতে বিশ্বের অধ্যাস উৎপন্ন হইতে পারিবে এবং এইরূপে পরম্পরাক্রমে সেই সংস্কার অনাদি বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন। ইহার উত্তরে আপত্তি হইতে পারে যে, সংস্কার অনাদি হইলে সেই অনাদিত্ব-নিবন্ধন সংস্কার ও অধিষ্ঠান-ব্রহ্ম সমান-সত্তাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অধিষ্ঠান-ব্রহ্মও অনাদি, এবং সংস্কারও অনাদি বলিয়া অধিষ্ঠান-ব্রহ্মের যাদৃশ সত্তা, সংস্কারেরও তাদৃশ সত্তা স্বীকার করিতে হয়। ফলে অধিষ্ঠান-ব্রহ্মের ন্যায় সংস্কারও পরমার্থ সত্য হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে তাঁহাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়।[১১১]

আরোপিত বা কল্পিত সংস্কার অধ্যাসের কারণ হইতে পারে না

আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে সংস্কারের নিজের দ্বারা আরোপিত সংস্কারই সংস্কারের নিজের আরোপের কারণ, সুতরাং সংস্কার আরোপিত বলিয়া সত্য নহে।—ইহার উত্তরে বক্তব্য যে সংস্কারকে পূর্ব্ব হইতে জানা যায় না। ভ্রমরূপে কার্য্যের উৎপত্তির পর সেই ভ্রমের দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার অনুমেয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রমের পূর্ব্বে সেই কার্য্যানুমেয় সংস্কারকে আরোপিত

---

[১১১] "তত্র সংস্কারস্যানাদিত্বে অধিষ্ঠানসমসত্তাকত্বেন তস্য তাত্ত্বিকতাপত্তে-—দুর্বারত্বম্"।—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্—পৃঃ ৪৫—৪৬।

বলা যাইতে পারে না। কারণ আরোপিত বস্তুর অজ্ঞাত সত্তা থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং ভ্রমের পূর্ব্বে কার্য্যানুমেয় সংস্কার আরোপিত হইতে পারেনা বলিয়া অদ্বৈতবাদিসম্মত 'আরোপিত সংস্কারই সংস্কার-আরোপের কারণ' হইতে পারে না। কারণরূপে সংস্কারের সত্যতা স্বীকার করিতেই হয়, সংস্কারকে আরোপিত বা কল্পিত বলা যায় না। জ্ঞাত বস্তুরই আরোপ হইয়া থাকে, অজ্ঞাত বস্তুর কখনও আরোপ হয় না। সুতরাং "অজ্ঞাতসংস্কার যে আরোপিত হয় তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং তাহাতে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া ভ্রমরূপ কার্য্যের কারণভূত সংস্কার পরমার্থ সত্যই স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়।[১১২]

অধ্যাসের কারণ সামগ্রীর অভাবে প্রথম অধ্যাস অনুপপন্ন

আর অধ্যাসের কারণ-সামগ্রার মধ্যে সংস্কার, দোষ প্রভৃতি ভ্রান্তিমান্ পুরুষেই থাকে। কিন্তু প্রথমাধ্যাসে ঐ সকলের আশ্রয়ই সিদ্ধ হয়না। কারণ জীবগত সংস্কার, দোষ প্রভৃতি অবিদ্যাধ্যাসের সামগ্রী হইতে পারে না। কারণ জীবগত দোষাদি অধ্যাসের কার্য্য বলিয়া পরেই ঐ সকলের সিদ্ধ হয়। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে জীবজগৎ সমস্তই অবিদ্যাধ্যস্ত। সুতরাং পরভাবী জীবগত দোষ-সংস্কারাদি পূর্ব্ব-সিদ্ধ অবিদ্যাধ্যাসের সামগ্রী হইবে কিরূপে? আর শুদ্ধ ব্রহ্মও দোষসংস্কারাদির আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে।[১১৩]

---

[১১২] ন চ স্বেনাধ্যস্ত এব স্বারোপহেতুরিতিবাচ্যম্, ভ্রমাৎ পূর্ব্বং স্বস্য কার্য্যানুমেয়সংস্কারস্য অধ্যস্তত্বাভাবেন অধ্যাসকারণত্বাসম্ভবাৎ। ন চ সংস্কারোঽজ্ঞাতো ব্যবহারিকঃ স্বেনারোপিতঃ স্বাধ্যাসহেতুরস্ত্যেবেতি বাচ্যম্, অজ্ঞাতস্যাধ্যস্তত্বে মানাভাবেন পারমার্থিকত্বপ্রসঙ্গাৎ" ।—ঐ, পৃঃ—৪৬।

[১১৩] "কিঞ্চ কো বা সংস্কারাশ্রয়ঃ, শুদ্ধং ব্রহ্ম বা জীবো বা? নাদ্যঃ, শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, তস্যাধ্যাসকার্য্যত্বেন উত্তরভাবিত্বাৎ।"—গিরিবজ্র—পৃঃ—৪৬; "বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ ২৬, সূ ১।১।১।

আর স্মর্য্যমান আরোপের প্রতি 'প্রধান' ("প্রধান" শব্দের পারিভাষিক অর্থ পূর্ব্বেই পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।) এবং অধিষ্ঠানের সাদৃশ্যজ্ঞানও কারণ হইয়া থাকে। যেমন প্রধানভূত রজত ও অধিষ্ঠানভূত শুক্তির সাদৃশ্য আছে বলিয়া শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চের অধ্যাসস্থলে অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মে কোন সাদৃশ্যরূপ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও নির্ধর্মক। সুতরাং গুনক্রিয়াদিকৃত কোন সাদৃশ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং সাদৃশ্যাভাববশতঃ ব্রহ্মে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চের অধ্যাস হইতে পারিবেনা।[১১৪] ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—সাদৃশ্য না থাকিলেও "পীতঃ শঙ্খঃ এইরূপ নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং ভ্রমস্থলে যে সাদৃশ্য থাকিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চিত নিয়ম নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে 'পীতঃ শঙ্খঃ—এইরূপ ভ্রমস্থলেও দ্রব্যত্বাদিরূপ সাদৃশ্য আছে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেই দ্রব্যত্বাদিসাদৃশ্যমূলেই 'পীতঃ শঙ্খঃ' প্রভৃতি নিরুপাধিক ভ্রম হইয়া থাকে।[১১৫] আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—সাদৃশ্যজ্ঞান সাক্ষাৎ ভ্রমের কারণ নহে, যেহেতু তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু সাদৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধন করিয়া কখনও কখনও ভ্রমসামগ্রার সম্পাদকরূপে ভ্রমের পরম্পরা-কারণ হইয়া থাকে। আর সংস্কারের উদ্বোধন কেবল সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারাই হয় না। সাদৃশ্যজ্ঞান না থাকিলেও অদৃষ্টাদির দ্বারা সংস্কারের উদ্বোধ সম্ভব হইয়া থাকে।[১১৬]

---

[১১৪] "কিঞ্চ স্মর্য্যমানারোপে সাদৃশ্যজ্ঞানস্যাপি হেতুত্বাৎ, প্রকৃতে তু নির্বিশেষস্য অধিষ্ঠানস্য সাদৃশ্যাভাবাৎ কথমধ্যাসঃ" ? —ঐ, পৃঃ ৪৬।

[১১৫] "ন চ "পীতঃ শঙ্খঃ" ইতি সাদৃশ্যং বিনাপি ভ্রমঃ প্রতীয়তে ইতি বাচ্যম্, দ্রব্যত্বাদিনা তত্রাপি সাদৃশ্যধিয়ঃ সত্ত্বাৎ।"—ঐ, পৃঃ—৪৬।

[১১৬] *Vide* :—"প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাসলিঙ্গ-লক্ষণ-সাদৃশ্য-পরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিত ....ইত্যাদি।—গৌতমসূত্র ৩।২

—অদ্বৈতবাদিগণের এই কথার উত্তরে বক্তব্য যে ভ্রমস্থলে অদৃষ্টাদিকে সংস্কারের উদ্বোধক বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, কার্য্যদর্শনের দ্বারাই কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং অদৃষ্টও ফল দর্শনের পর অর্থাৎ ভ্রমের পর অনুমিত হইবে। অতএব আরোপের পূর্ব্বে সংস্কারের জনকরূপে সেই অজ্ঞাত অদৃষ্টাদি যে থাকে তাহাতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রমাণ থাকিলেই ঐরূপ কল্পনা করা যাইত।[১১৭]

ব্রহ্মের অধ্যাসের অধিষ্ঠানত্বের খণ্ডন।

আর যাহা সামান্যধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞাত বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, তাহাই অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। সামান্যধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাততা ও অজ্ঞাত-বিশেষ-ধর্ম্ম-বিশিষ্টতাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম নিঃসামান্য ও নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মে সামান্য-ধর্ম্ম বা বিশেষ ধর্ম্ম, অনুবৃত্ত ধর্ম্ম, বা ব্যাবৃত্ত ধর্ম্ম, কিছুই নাই। সুতরাং অধিষ্ঠানত্বের যাহা প্রযোজক সেই সামান্যধর্ম্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাততা ও অজ্ঞাতবিশেষধর্ম্মবিশিষ্টতা নিঃসামান্য ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম অধ্যস্তবিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে, যাহা স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইয়া বিশেষরূপে অজ্ঞাত হয় তাহাকেই আমরা অধ্যস্ত বা কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া থাকি। সুতরাং স্বরূপতঃ জ্ঞাততা ও বিশেষরূপে অজ্ঞাততাই অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞাত ও পূর্ণানন্দত্বাদিবিশেষরূপে অজ্ঞাত বলিয়া ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে

---

[১১৭] "ন চ সাদৃশ্যজ্ঞানস্য ন সংস্কারোদ্বোধকতয়া ভ্রমহেতুত্বনিয়মঃ, তদভাবেঽপি তদদৃষ্টাদিনা তদুদ্বোধসম্ভবাত্—ইতি বাচ্যম্, ফলানুমেয়স্যাজ্ঞাতস্যাদৃষ্টস্য আরোপাৎ প্রাক্ সত্ত্বে মানাভাবাৎ।"—পরপক্ষ-গিরিবজ্র (বৃন্দাবন সং)—পৃঃ ৪৬-৪৭।

পারেন, ইহাতে কোন অনুপপত্তি হয় না।—অদ্বৈতবেদান্তীর এইরূপ কথার উত্তরে বক্তব্য যে, তাহাদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্মশূন্য, সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপগত জ্ঞান হইলে তাঁহার বিশেষরূপে অজ্ঞাততা কখনই সম্ভব নহে। কারণ অদ্বৈতবেদান্তীর মতে ব্রহ্মে স্বরূপাতিরিক্ত কোনরূপ ধর্ম্মই থাকা সম্ভব নহে, নতুবা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং বিশেষরূপে অজ্ঞাততাও ব্রহ্মে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম অধ্যস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না।[১১৮] আর অদ্বৈতবাদীর মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, কোন সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্মই শুদ্ধ ব্রহ্মে নাই। সুতরাং সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্ম ব্রহ্মে কল্পিত—ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে কল্পিত সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্ম অধ্যাসজন্য বলিয়া অধ্যাসের পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রথমাধ্যাসকালে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সামান্য বা বিশেষ ধর্ম্ম কিছুই নাই, ইহা তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে প্রথম অধ্যাসে অর্থাৎ অবিদ্যাধ্যাসে অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সামান্যজ্ঞানরূপ 'সম্প্রয়োগের' সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাদের সম্মত প্রথম অধ্যাস সিদ্ধ হইতে পারে না।[১১৯]

আর ব্রহ্মে সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মকে কল্পিত বলাও ঠিক নহে,

---

[১১৮] "সামান্যতো জ্ঞাতত্বে সতি অজ্ঞাতবিশেষবত্ত্বস্য অধিষ্ঠানত্ব—প্রযোজকস্য নির্ব্বিশেষে নিঃসামান্যে চ ব্রহ্মণি অসম্ভবাৎ। নমু স্বরূপেণ জ্ঞাতত্বে সতি বিশেষেণাজ্ঞাতত্বস্যাধিষ্ঠানত্বে প্রযোজকতয়া স্বরূপেন জ্ঞাতাৎ পূর্ণানন্দত্বাদিনাজ্ঞাতাদধিষ্ঠানত্বং সূপপন্নমিতিচেন্ন, স্বরূপতো জ্ঞাতস্য নিবিশেষস্য বিশেষেণাজ্ঞাতত্বাসম্ভবাৎ"। —গিরিবজ্র পৃঃ—৪২ ;—*Also* বেদান্তকৌস্তভ-প্রভা পৃঃ ২৩, ২৫—সূ ১।১।১।

[১১৯] "যদপ্যুক্তং সম্প্রয়োগো নামাত্রাধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানমেব তদপ্যসম্যক্, নির্ব্বিশেষে সামান্যবিশেষত্বাভাবাৎ। কল্পিতসামান্যাদিধর্ম্মস্য অধ্যাসজন্যত্বেন তদানীমভাবাৎ"।—ঐ, পৃঃ ৫৯ ; বেদান্তকৌস্তভপ্রভা—পৃঃ ২৫।

কারণ তাহা হইলে সেই অজ্ঞানকল্পিত ধর্ম্ম কখনও অজ্ঞানের কিংবা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে না। আর, বাধকজ্ঞানের যাহা বিষয় হয় সেই বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞাততাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক হইয়া থাকে। যেমন শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তে বাধক জ্ঞানের বিষয় যে শুক্তিত্ব, সেই শুক্তিত্বের অজ্ঞাততাই ভ্রমে অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক হয়। কিন্তু ব্রহ্মের পূর্ণানন্দত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মকে অজ্ঞান-কল্পিত বলিলে উক্ত নিয়ম ঠিক থাকে না। কারণ বাধকজ্ঞানের বিষয় আর অজ্ঞানের বিষয় একরূপ হয় না।[১২০] আর অদ্বৈত-বেদান্তী যে স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মকে ব্রহ্মে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত বলেন, সেই স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মের আরোপের প্রতি অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক কে হইবে? ঐ স্বপ্রকাশত্বাদিধর্ম্মকেই অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। আর স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মের আরোপের প্রতি তদ্ভিন্ন অপর কল্পিত স্বপ্রকাশত্বাদি ধর্ম্মকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিল অনবস্থা-দোষ হইবে। আর কল্পিত সামান্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হইলে অধিষ্ঠানতার সিদ্ধি হইবে এবং অধিষ্ঠানতার সিদ্ধি হইলে কল্পিত সামান্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হইবে—এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইবে। আর ব্রহ্মে কল্পিত সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মসমূহকে প্রবাহরূপে অনাদি স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহের পরিহারও অদ্বৈতবাদিগণ করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম পর পর অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইয়া পড়েন বলিয়া ব্রহ্মেরও কল্পিতত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে।[১২১]

---

[১২০] "ননু স্বপ্রকাশত্বাদিকং · প্রযোজকত্বাচ্চ"—ঐ পৃঃ ৪২-৪৩।

[১২১] "স্বপ্রকাশত্বাদ্যারোপং প্রতি স্বপ্রকাশত্বাদ্যন্তরস্য প্রযোজকত্বে অনবস্থা-প্রসঙ্গাচ্চ, পূর্ব্ব-পূর্ব্বাজ্ঞানকল্পিতং ব্রহ্ম উত্তরোত্তরাজ্ঞানাশ্রয়ো বিষয়শ্চেতি ব্রহ্মণোঽপি কল্পিতত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাচ্চ।"—গিরিবজ্র—(বৃন্দাবন নং) পৃঃ—৪৩।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভ্রমের বিরোধী যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের অভাবই অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক, কিন্তু অধিষ্ঠানগত বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানাভাব অধিষ্ঠানত্বের প্রয়োজক নহে। শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয়, তাহাতে 'ইহা শুক্তি' এইরূপ জ্ঞানই বিরোধী। ভ্রমকালে ঐ বিরোধী জ্ঞানের অভাব থাকে। সুতরাং শুক্তি অধ্যস্ত রজতের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মে যে জগদ্‌ভ্রম হইতেছে, তাহাতে শ্রবণাদিজনিত ব্রহ্মমাত্রবিষয়ক বৃত্তিরূপ জ্ঞানই বিরোধী। এই ভ্রমে উক্ত বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অভাব আছে। সুতরাং ব্রহ্ম অধ্যস্ত জগতের অধিষ্ঠান হইবেন। অতএব ভ্রম-বিরোধী জ্ঞানের অভাবকে অধিষ্ঠানত্বের প্রযোজক বলিলে কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই।—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ বাক্যও সঙ্গত নহে। কারণ যাহাতে পরিচ্ছেদক ধর্ম্ম থাকে, সেইরূপ ব্যাবৃত্তাকার জ্ঞানই ভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে। যেমন শুক্তি-রজত-ভ্রমস্থলে "ইহা শুক্তি" এইরূপ বিরোধী ব্যাবৃত্তাকার জ্ঞানে শুক্তিত্বরূপ পরিচ্ছেদক ধর্মের দর্শন হইয়া থাকে। এই শুক্তিত্বরূপ পরিচ্ছেদক ধর্ম্ম ভ্রমকালে অজ্ঞাতভাবে শুক্তিতে থাকে। কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তীর স্বীকৃত "নির্ব্বিশেষ" ব্রহ্মে কোন ধর্মই নাই, সুতরাং বাধক জ্ঞানের বিষয় হয় এইরূপ কোন পরিচ্ছেদক ধর্ম্ম ভ্রমকালে অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মে থাকা সম্ভব হয় না। অতএব ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম স্থলে ব্রহ্ম-অধিষ্ঠান হইতে পারেন না।[১২২]

এতদ্ব্যতীত অধ্যাসের পূর্ব্বে জ্ঞাতা জীব নাই বলিয়া প্রথম অধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানের আশ্রয়ও কেহ সিদ্ধ হয় না। জীব অধ্যাসের কার্য্য, সুতরাং অধ্যাসের কারণ অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান অধ্যাসের কার্য্য জীবে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্যাস-

---

[১২২] "ন চ ভ্রমবিরোধিজ্ঞানাভাবস্তত্র তত্ত্বং নতু বিশেষাজ্ঞানম্, অবচ্ছেদক-ধর্ম্মদর্শনাদেঃ ব্যাবৃত্তাকারস্যৈব ভ্রমবিরোধিত্বাৎ। নহি বাধকধীবিষয়ো ভ্রমকালে অজ্ঞাতো ধর্ম্মো ব্রহ্মণি তবাস্তি, তত্রাসদ্বিশেষজ্ঞানাভাবস্য বাধকালেঽপি সত্ত্বাৎ"।—গিরিবজ্র পৃঃ ৪৩।

সামগ্রীর অভাবনিবন্ধন অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অবিদ্যাধ্যাস সম্ভব হয় না। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে, অনাদি অধ্যাসে উক্ত দোষাদি সামগ্রীর অপেক্ষা নাই, সাদি অধ্যাসেই ঐ সকল সামগ্রীর অপেক্ষা আছে, তবে তাহাও যুক্তিসহ হইতে পারে না। কারণ তাহারা যে অধ্যাসকে অনাদি বলেন, তাহা অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য, দোষাদিকারণ ব্যতীত অধ্যাসরূপ কার্য্য কখনও হওয়া সম্ভব নহে। অতএব অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য বলিয়া সকল অধ্যাসই সাদি। অধ্যাস অনাদি হইতেই পারেনা। আর, যাহাতে অধ্যাসত্ব থাকে তাহাতে সাদিত্ব থাকে, যেমন শুক্তিরজত। আর যাহাতে অনাদিত্ব থাকে, তাহাতে অধ্যাসত্ব থাকে না, যেমন আত্মা।—এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি যেরূপ সাদি অধ্যাসে আছে; অদ্বৈতবেদান্তিগণের সম্মত অনাদি অধ্যাসে সেইরূপ কোন ব্যাপ্তি আছে বলিয়া দেখা যায় না। অতএব অধ্যাস অনাদি হইতে পারে না। সমস্ত অধ্যাসই সাদি।[১২৩]

অধ্যাসের অনাদিত্ব খণ্ডন

আর সম্মুখবর্ত্তী ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইতে দেখা যায়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সমূহের সম্বন্ধ না হইলে অধ্যাস হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা অবিষয়, তাহা দৃশ্যবস্তু নহে, এবং তাহার সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধও হয়না। সুতরাং সেই আত্মাতে দৃশ্য বিষয়ের অধ্যাস হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তী যদি বলেন যে, চিদাত্মার জীবাবস্থায় অস্মৎপ্রত্যয়ে বিষয়তা আছে, অর্থাৎ চিদাত্মা জীবাবস্থায় 'অহং' এইরূপ জ্ঞানে বিষয় হইয়া থাকেন।

---

[১২৩] "অধ্যাসমাত্রস্য দোষজন্যত্বদর্শনাৎ অবিদ্যাধ্যাসস্যাপি অনাদিত্বাসম্ভবাৎ। কিঞ্চ, যত্রাধ্যাসত্বং তত্র সাদিত্বং শুক্তিরূপ্যাদিবৎ যত্রানাদিত্বং তত্র নাধ্যাসত্বম্ আত্মবৎ—ইত্যন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তিবৎ অনাদ্যধ্যাসে ব্যাপ্ত্যদর্শনাৎ।"—ঐ, পৃঃ—৪৭।

অদ্বৈতবেদান্তীর মতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের অর্থ 'অহং' এইরূপ ভ্রমজ্ঞান, অস্মৎ-প্রত্যয়ে বিষয়তার অর্থ 'অহং' এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে ভাসমানতা। অর্থাৎ, অহঙ্কারে ভাসমানতাই চিদাত্মার বিষয়তা, অর্থাৎ চিদাত্মা অহঙ্কারাধ্যাসে বিষয় হইয়া থাকেন, সুতরাং চিদাত্মাকে একেবারে অবিষয় বলা যায় না,—অদ্বৈতবেদান্তিগণের এইরূপ কথার উত্তরে বক্তব্য যে, ঐরূপ বলিলে 'অধ্যাস হইলে চিদাত্মার ভাসমানতা অর্থাৎ বিষয়তা হইবে, এবং চিদাত্মার ভাসমানতা অর্থাৎ বিষয়তা হইলে অধ্যাস হইবে'—এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হইবে। আর "অহঙ্কারাধ্যাস অনাদি বলিয়া উক্ত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই"—ইহাও বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য হয় বলিয়া কোন অধ্যাসই অনাদি হইতে পারে না। অধ্যাসমাত্রই দোষজন্য বলিয়া সাদি, অনাদি নহে।[১২৪] আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি চিদাত্মার বিষয়তা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা"—(মুঃ ৩।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহের ব্যাখ্যাকালে চিদাত্মাকে অবিষয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর তাঁহাদের মতে বিষয়ের মিথ্যাত্ব স্বীকার করা হয়, সুতরাং তাঁহাদের মতে চিদাত্মাও যদি বিষয় হন, তাহা হইলে চিদাত্মারও মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। এই বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে —"আত্মা মিথ্যা, অস্মৎপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ, অদ্বৈতবেদান্তিমতে অহঙ্কারবৎ"।[১২৫]

চিদাত্মার বিষয়ত্ব খণ্ডন

---

[১২৪] "অপি চ পুরোবর্ত্তিনি ইন্দ্রিয়সংযুক্তে এব বিষয়ে…অন্যোন্যাশ্রয়ত্বাপত্তেঃ"। 'ন চানাদিত্বান্নোক্তদোষ ইতি বাচ্যম্ মানাভাবাদিত্যর্থঃ।"—ঐ, পৃঃ ৪৭

[১২৫] "কিঞ্চাত্মনো বিষয়ত্বাঙ্গীকারে "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" ইত্যাদি শ্রুতীনামাত্মাবিষয়ত্বরূপব্যাখ্যানস্থ ভবতাং সিদ্ধান্তিতস্থ ভঙ্গাৎ,… ইত্যনুমানাৎ।"—ঐ, পৃঃ ৪৭।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আকাশে অজ্ঞব্যক্তিগণের নীলত্ব, তলত্ব, মালিন্য, প্রভৃতির অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম হইতে দেখা যায়। সেইরূপ আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাহাতে অনাত্ম বস্তুর অধ্যাস হইতে বাধা নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূতের প্রত্যেক মহাভূতেই প্রত্যেক মহাভূত আছে। আকাশও পঞ্চীকৃত বলিয়া তাহাতে পৃথিব্যাদির গুণরূপাদি থাকিতে বাধা নাই। সুতরাং আকাশেও রূপাদি আছে। এইজন্য আকাশে যে নীলাদির জ্ঞান হয় তাহা যথার্থই, ভ্রম নহে, এবং আকাশ পঞ্চীকৃত বলিয়া প্রত্যক্ষযোগ্যও হইতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয়ে বিষয়ান্তরের অধ্যাস হয় না—ইহাই যুক্তিযুক্ত মত।[১২৬]

দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের খণ্ডন

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি দেহী', 'আমি মনুষ্য', 'আমি অন্ধ', 'আমি কৃশ', 'আমি স্থূল', 'আমি কৃষ্ণবর্ণ', —ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেহাত্মৈক্যাধ্যাসের কথা বলিয়া থাকেন, তাহাও উপপন্ন হয় না। কারণ, এই সকল দৃষ্টান্তে, দেহাত্মার ঐক্যাধ্যাস আদৌ হয় নাই, পরন্তু এই সকল অনুভব সত্যই। কারণ দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান আমাদের স্বভাবতঃই আছে। কারণ আমরা অনুভব করিয়া থাকি যে—"যে আমি বাল্যকালে পিতা-মাতার আদেশ-পালনাদি করিয়াছি, সেই আমিই এখন বৃদ্ধ বয়সে পৌত্রাদি লইয়া আনন্দানুভব করিতেছি", বা "যে আমি স্বপ্নাবস্থায় ব্যাঘ্র হইয়াছিলাম, সেই আমিই এখন মানুষই রহিয়াছি" ইত্যাদি। এই সকল অনুভবের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, দেহ ও আত্মার

---

[১২৬] "ননু পুরোবর্ত্তিনি ইন্দ্রিয়সংযুক্তে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরাধ্যাস ইতিনাস্তি নিয়মঃ, অপ্রত্যক্ষেঽপি আকাশে বালানাং···প্রত্যক্ষযোগ্যত্বাচ্চ" —ঐ, পৃঃ—৪৮

মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান আমাদের স্বভাবতঃই আছে ; এবং আমরা ইহা স্বভাবতঃই অনুভব করি যে, শরীরের পরিবর্ত্তন হইলেও আত্মা একই রূপে থাকে, আত্মার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং যখন আমরা বলি "আমি দেহী", তখন আমরা এইরূপই অনুভব করি ও বুঝাইয়া থাকি যে আমার দেহ আছে। যেমন "আমি গেহী" এই বাক্যের দ্বারা আমরা বুঝাইয়া থাকি যে, আমার 'গেহ' আছে, কিন্তু কখনই আমরা বলি না বা অনুভবও করি না যে 'আমিই গেহ'। বাস্তবিক পক্ষে 'আমার গৃহ', 'আমার চক্ষু', 'আমার দেহ', 'আমার হস্ত' প্রভৃতি অনুভবের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, অধিকারী (Possessor) আত্মা বা 'আমি' এবং অধিকৃত (Possessed) বস্তু—এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই পার্থক্যানুভব আমাদের আছেই। 'আমি ব্রাহ্মণ'—এই বাক্যের দ্বারাও আমরা বুঝাইয়া থাকি বা অনুভব করি যে, "আমি একটি চেতন জীবাত্মা যে একটি বিশেষ শরীরের (ব্রাহ্মণ শরীরের) সহিত যুক্ত হইয়া আছে। সেইরূপ 'আমি মনুষ্য' বলিতে 'মনুষ্য শরীরের সহিত যুক্ত আমি'—এইরূপই বুঝায়। 'আমি অন্ধ বলিতেও বুঝায় যে, আমি একটি চেতন জীবাত্মা যে দৃষ্টিশক্তি শূন্য শরীরের সহিত যুক্ত। সেইরূপ 'আমি কৃষ্ণবর্ণ', 'আমি কৃশ', 'আমি স্থূল'—ইত্যাদি বাক্যও ঔপচারিক প্রয়োগই বুঝিতে হইবে। কারণ এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, আমি কৃষ্ণবর্ণযুক্ত শরীরবিশিষ্ট, বা আমি কৃশ-শরীরযুক্ত, বা স্থূল-শরীর-যুক্ত ইত্যাদি। বস্তুতঃ জীবাত্মার সহিত শরীরের সংযোগ ও বিয়োগ মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্যই। শ্রুতিতেও ইহা বলা হইয়াছে—"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তা ইত্যাহুর্মনীষিণঃ"—(কঠ উপঃ)।—এই শ্রুতি-বাক্যে ইহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতির সংগে আত্মা সংযুক্ত হইয়াই 'ভোক্তা' হইয়া থাকেন। যদি ইহা অধ্যস্ত বা মিথ্যাই হইত, তবে শ্রুতিতেও 'যুক্ত' পদের পরিবর্ত্তে 'অধ্যস্ত' পদেরই প্রয়োগ থাকিত।

সুতরাং ঐ সকল দৃষ্টান্তে অদ্বৈতবাদিসম্মত দেহাত্মৈক্যাধ্যাস প্রমাণিত হয় না।[১২৭]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অদ্বৈতবাদিগণ যে 'অহম্' অর্থের অনাত্মত্ব স্বীকার করেন, নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ তাহা মানেন নাই। নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ 'অহম্' অর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন করিয়া তাহার সর্ব্বাবস্থানুগতত্ব ও আত্মত্বেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন।[১২৮] এখানে তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তিসমুহের দিগ্‌দর্শনস্বরূপ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে:

অদ্বৈতবাদিসম্মত অহমর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন ও অহমর্থের আত্মত্ব-স্থাপন

অদ্বৈতবেদান্তীর মতে 'অহমর্থ' অর্থাৎ অহঙ্কার 'আত্মা' নহে, কিন্তু অনাত্মা এবং ইহা অধ্যস্ত। নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ 'অহমর্থের' অনাত্মত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে অহমর্থ 'আত্মাই'। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ ও মাধবমুকুন্দ প্রভৃতি সকলেই 'অহম্' অর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন করিয়া 'আত্মত্বের' প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। যথা:—'অহং জানামি', 'অহম্ অনুভবামি, 'ইচ্ছামি'—ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইতেই অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। (নিম্বার্ক-মতে আত্মা যে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মের আশ্রয় ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এবং ইহা পরে জীবস্বরূপনিরূপণবিষয়ক পরবর্ত্তী অধ্যায়েও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে) আবার অহমর্থের আত্মত্ব-বিষয়ে এইরূপ অনুমানাবলীও প্রদর্শন করা যায়, যথা:—(ক)

---

[১২৭] শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদকৃত, পৃ: ৬৯-৭১,—(কাশী চৌখাম্বা সং—১৯২৭) (নং ৩৫৬, ৩৫৭), পঃ গোপাল শাস্ত্রী সম্পাদিত)।

[১২৮] বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা, বেদান্তকৌস্তভপ্রভাবৃত্তি, শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, পরপক্ষ-গিরিবজ্র, প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অহমর্থ (পক্ষ) মোক্ষান্বয়ী হইয়া থাকে (সাধ্য), যেহেতু অহমর্থ মোক্ষ-সাধনকৃতির আশ্রয় (হেতু), যাহা যৎফলসাধনকৃতির আশ্রয় হয় তাহা তৎফলান্বয়ী হইয়া থাকে, যেমন স্বর্গরূপ ফলসাধনকৃতির আশ্রয় যজমান স্বর্গফলান্বয়ী হইয়া থাকে (দৃষ্টান্ত)।[১২৯] (খ) অহমর্থ (পক্ষ) অনর্থনিবৃত্তির আশ্রয় (সাধ্য), যেহেতু অহমর্থ অনর্থের আশ্রয় (হেতু), যাহা যাহার আশ্রয় হয়, তাহা তন্নিবৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকে, যেমন ঘটের আশ্রয় কপাল ঘটনিবৃত্তির আশ্রয় হইয়া থাকে,—(দৃষ্টান্ত)।[১৩০]

এইরূপ অনুমান অসিদ্ধও বলা যায় না, কারণ 'আমি অজ্ঞ', 'আমি অনুভব করিতেছি' এইরূপ অবাধিত অনুভব সকলেরই আছে। আর শরীরে অনর্থাশ্রয়ত্বরূপ হেতু নাই বলিয়াই শরীরে উক্তানুমানের ব্যভিচার-দোষ হয় না। (গ) অনাত্মত্ব (পক্ষ) অহমর্থবৃত্তি নহে, অর্থাৎ অহমর্থে থাকে না (সাধ্য), যেহেতু অনাত্মত্ব অনাত্মমাত্রেই থাকে (হেতু), যেমন ঘটত্ব অনাত্মমাত্রে থাকে বলিয়া অহমর্থবৃত্তি নহে (দৃষ্টান্ত)।[১৩১]

এই সকল অনুমান হইতে 'অহম্' অর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিবাক্য সমূহের দ্বারাও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়, যথা :—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এইরূপ বলিয়া 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' এইরূপ উক্তি আছে। এই স্থলে 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' এইরূপে উত্তমপুরুষের প্রয়োগ হওয়ায় অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ "নামরূপে

---

[১২৯] "অহমর্থো মোক্ষান্বয়ী তৎসাধনকৃত্যাশ্রয়ত্বাৎ সম্মতবৎ"—গিরিবজ্র পৃঃ ১৫৫

[১৩০] "অহমর্থঃ অনর্থনিবৃত্ত্যাশ্রয়ঃ অনর্থাশ্রয়ত্বাৎ সম্মতবৎ"—ঐ—পৃঃ ১৫৫-৫৬।

[১৩১] "অনাত্মত্বং নাহমর্থবৃত্তি অনাত্ম-মাত্রবৃত্তিত্বাৎ, ঘটত্বাদিবৎ"—গিরিবজ্র—পৃঃ ১৫৬

ব্যাকরবানি", "ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকং করবানি" "হন্তাহমমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ"—এই সকল শ্রুতিবাক্যেও উত্তম পুরুষের প্রয়োগ ও 'অস্মদ্' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা 'অহম্' অর্থের আত্মত্বই সিদ্ধ হয়। আর বৃহদারণ্যক উপনিষদের "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি", তদ্বৈ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও 'অহম্' অর্থের মোক্ষান্বয়িত্ব এবং মুক্ত বামদেবের অহমর্থানুভব সুস্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার দ্বারাও অহমর্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হয়।

আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ "অহমাত্মা গুড়াকেশ"—এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের সর্ব্বাত্মকত্ব, "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের কালত্রয়াবাধ্যত্ব, "দদামি বুদ্ধিযোগং তম্"—এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের মোক্ষোপযোগী জ্ঞানদাতৃত্ব, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"—এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের জগৎকারণত্ব, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের শাস্ত্রবেদ্যত্ব, "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের মুক্তপ্রাপ্যত্ব, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" এই বাক্য দ্বারা অহমর্থের সর্ব্বপাপনিবর্ত্তকত্ব—ইত্যাদি কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

এই উদ্ধৃত ভগবৎবাক্যসমূহ হইতে 'অহম্' অর্থের 'আত্মত্ব' সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা অহমর্থের আত্মত্বই সিদ্ধ হয়।[১৩২]

আর 'অহম্' অর্থের আত্মত্ববিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যেরও সমর্থন পাওয়া যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি, যদি হি ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ"……"ন তাবদয়মেকান্তেন

---

[১৩২] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ১৫৫—৫৭ (বৃন্দাবন সং)

অবিষয়োঽস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ”। … ইত্যাদি।—এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্যও সুস্পষ্টভাবেই আত্মার অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়তা, অর্থাৎ অহমর্থত্বের কথা বলিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্যগণসম্মত এবং উদ্ধৃত শ্রুতিস্মৃতি-বর্ণিত উক্ত আত্মবাচক ‘অহং’ শব্দ ‘দ’-কারান্ত ‘অস্মদ্’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন, কিন্তু তাহা ‘গর্ব্বাভিমানাদিবাচক’ অহংকার শব্দ নহে। গর্ব্বাভিমানাদিবাচক অহঙ্কার শব্দ মকারান্ত, অব্যয়, ও ‘কার’-প্রত্যয়ান্ত। কিন্তু আত্মবাচক ‘অহং’ শব্দ ‘অস্মদ্’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন, এবং সেই আত্মবাচক ‘অহং’ শব্দের কথাই উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিস্মৃতিতে বলা হইয়াছে, এবং নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণও “অহমর্থ আত্মা” বলিতে সেই আত্মবাচক ‘অহং’ শব্দের কথাই (যাহা ‘অস্মদ্’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন) বলিয়াছেন।[১৩৩]

অহমর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ অহমর্থের অনাত্মত্ববিষয়ে অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে—“অহমর্থ অনাত্মা, সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্বাৎ, স্থূলদেহাদিবৎ”—অর্থাৎ, অহমর্থ অনাত্মা (আত্মা নহে), যেহেতু তাহা সুষুপ্তি প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় অনুগত থাকে না, যেরূপ স্থূলদেহ (দৃষ্টান্ত)। সুষুপ্তির পরে “এতকাল আমাকেও আমি জানি নাই” (এতাবন্তং কালং মামপি অহং ন অবেদিষম্) এইরূপ অস্মদর্থের অভাব-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সুষুপ্তিতে অহমর্থের অভাব সিদ্ধ হয়। অতএব সুষুপ্তিতে বর্ত্তমান না থাকায় অহমর্থের সর্ব্বাবস্থানুগতত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া অহমর্থ আত্মা নহে। কারণ আত্মা সর্ব্বাবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকেন—এইরূপ অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, অদ্বৈতবাদীর ঐরূপ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ সুষুপ্তিতেও অহমর্থের বর্ত্তমানতা থাকে। কারণ, “এতাবন্তং কালং মামপ্যহং

---

[১৩৩] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ—১৫১

নাবেদিষম্”—এইরূপ জ্ঞানেও অহমর্থের অনুবৃত্তি দেখা যায়। কারণ এখানে “মাম্’ এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত কর্মপদের দ্বারা জাগ্রদবস্থায় অনুভূত, দেহাদি সম্বদ্ধ ও আত্মত্বরূপে অভিমত অস্মদর্থ বা অহমর্থকেই বলা হইয়াছে, আর ‘অহম্’ এইরূপ প্রথমান্ত কর্তৃপদদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি-বিলক্ষণ শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মক প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতাকেই বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে “মাম্” এই পদের দ্বারা যাহার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রদর্শিত লক্ষণবিশিষ্ট দেহাদিসম্বদ্ধ অহমর্থ সুষুপ্তিতে থাকে না বলিয়া তাহাই “মামপি নাবেদিষম্”—এইরূপ নিষেধের বিষয় হইয়া থাকে। অতএব এখানে সুষুপ্তিতে দেহাদিসম্বদ্ধ অহমর্থেরই নিষেধ করা হইয়াছে, দেহাদিবিযুক্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞাতা অহমর্থের নিষেধ করা হয় নাই। অতএব সুষুপ্তিতেও জ্ঞাতা অহমর্থ থাকে—ইহাই সিদ্ধ হইল।[১০৪]

যদি বলা যায় যে সুষুপ্তিতেও জ্ঞাতা অহমর্থ থাকিলে সুষুপ্তিতে বিশেষজ্ঞান, অর্থাৎ বিষয়বিষয়কজ্ঞান থাকেনা কেন? জ্ঞাতা থাকিলেই বিষয়ানুভব থাকিবেই। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা অহমর্থ থাকিলেও বিষয়ের অভাব-নিবন্ধনই বিশেষ-জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ানুভব থাকেনা। জ্ঞাতার সত্তামাত্রই বিষয়ানুভবে প্রয়োজক নহে, কিন্তু বিষয়সত্তাসহকারে জ্ঞাতার সত্তাই বিষয়ানুভবে প্রযোজক।... আর অদ্বৈতবাদিগণ সুষুপ্তিতে যে অহমর্থের অনুবৃত্তি স্বীকার করেন না তাহাও অসঙ্গত, কারণ সুষুপ্তিতে অহমর্থ না থাকিলে “যে আমি সুপ্ত ছিলাম সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি”—এইরূপ সুষুপ্তি ও জাগরণের অহমর্থের ঐক্যাবগাহী প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিবেনা। আর সুষুপ্তির পরে “সুখমহমস্বাপ্সম্” এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সেই পরামর্শের উপপত্তির নিমিত্ত সুষুপ্তিতে অহমর্থেরই সুখরূপে অনুভব হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেইজন্যই

---

[১০৪] *Vide:*—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ—১৫২ (বৃন্দাবন সং)

'সুখমহমস্বাপ্সম্' এইরূপ পরামর্শ হয়। ইহা ভিন্ন, সুষুপ্তির পরে 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ' আমি কিছুই জানি নাই" এইরূপ পরামর্শ হয় বলিয়া সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে অহমর্থের অনুভব স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে অহমর্থের অনুভব হয় বলিয়াও অহমর্থের আত্মত্ব ও সুষুপ্ত্যাদি সর্ব্বাবস্থায় অনুগতত্ব অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব না হইলে অজ্ঞানেরও অনুভব হইতে পারিবেনা, এবং তাহার ফলে সুষুপ্তির পরে "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের পরামর্শ হয়, (যাহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন) তাহার অনুপপত্তিই হইয়া পড়িবে।[১৩৫]

ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—জাগ্রৎকালে সমুৎপন্ন ও অনুভূয়মান যে 'অহমর্থ' তাহাতে সুষুপ্তিতে অনুভূত ও সুষুপ্তির পরে পরামৃশ্যমান আত্মার ঐক্যারোপনিবন্ধন "অহমস্বাপ্সম্"—এইরূপে অহমর্থের পরামর্শত্বাভিমানের উপপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভব হয়না, তবে ইহার উত্তরে বক্তব্য যে অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ভ্রমস্থলে আরোপ্যের সহিত অভিন্নরূপে যেমন অধিষ্ঠানের প্রতীতি হয়, সেইরূপ 'অহম্' এইস্থলে আরোপ্য অহমর্থের সহিত অভিন্নরূপে অধিষ্ঠান আত্মার প্রতীতি হয়না। সুতরাং অহমর্থে পরামৃশ্যমান আত্মার ঐক্যারোপনিবন্ধন অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান হয় এইরূপ বলা যায় না। কিন্তু অহমংশেই পরামর্শই হয়—এইরূপই বলিতে হইবে। আর ঐ পরামর্শের উপপত্তির জন্য সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুভবও স্বীকার করিতে হইবে। সুষুপ্তির পরে যদি অহমর্থের পরামর্শ না হয়, তাহা হইলে "এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহমন্যো বা", অর্থাৎ "এতকাল আমি ঘুমাইয়াছিলাম কিংবা অপর কেহ ঘুমাইয়াছিল" ?—এইরূপ সংশয়ের

---

[১৩৫] পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ…১৪৮—১৫০

আপত্তি হইবে। সুষুপ্তির পরে "আমিই ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ নিশ্চয়ই যখন হয়, তখন অহমর্থের পরামর্শই হয় (কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে অহমংশে পরামর্শত্বের অভিমান হয় না) ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।[১৩৬]

আর অদ্বৈতবাদিগণ অহমর্থের যে অধ্যস্ততা স্বীকার করেন তাহাও উপপন্ন হয়না। কারণ অধ্যাসমাত্রেই অধিষ্ঠান ও আরোপ্য —এই অংশদ্বয়ের ভান হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রমে 'ইদং রজতম্'—এইরূপে 'ইদন্তা' ও রজতত্বের ভান হইয়া থাকে। কিন্তু অহমর্থে ঐরূপ অংশদ্বয়ের প্রকাশ বা ভান হয় না। অতএব অহমর্থকে অধ্যস্ত বলা যায়না।[১৩৭]

আর অনাদি অধ্যাস যে উপপন্ন হয়না ইহা পূর্ব্বেই অধ্যাস-খণ্ডন বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতএব এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করা হইল না।

এইরূপে নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে অদ্বৈতবাদিসম্মত অহমর্থের অনাত্মত্ব খণ্ডন করিয়া অহমর্থের আত্মত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং অহমর্থ যে সুষুপ্তি প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থাতেই অনুবর্ত্তমান থাকে, ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরে সংক্ষেপে ইহার আলোচনা কর হইল।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যাকে অনাদি ভাববস্তু ও ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া থাকেন। অনাদি ভাববস্তুরও অধ্যস্তত্ব স্বীকার করিলে

---

[১৩৬] ননু জাগরে সমুৎপন্নে অনুভূয়মানে অহমর্থে পরামৃশ্যমানাত্মাভেদারোপাৎ পরামর্শত্বোপপত্তিরিতিচেন্ন, ইদং রূপ্যমিত্যাদৌ আরোপ্যাভিন্নতয়া ইদমর্থস্যেব অহমিত্যত্র অহমর্থাভিন্নতয়া আত্মনোঽপ্রতীতেঃ। অন্যথা এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহমন্যো বা ইতিকদাচিৎ সংশয়ঃ স্যাৎ নতু অহমেবেতি নিশ্চয়ঃ।—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ পৃঃ ১৪৯।

[১৩৭] "তন্ন সম্যক, অসম্ভবাৎ, তথাহি—ইদং রজতমিদং জলময়ং সর্প ইত্যাদিবৎ অধ্যাসমাত্রস্য অধিষ্ঠানারোপ্যাংশদ্বয়ভানবত্ত্বাৎ অহমর্থে অংশদ্বয়ভানাভাবাৎ"। পরপক্ষগিরিবজ্রম্ পৃঃ—১৪৭।

ব্রহ্মেরও অধ্যস্তত্ব বলা যাইতে পারে, কারণ ব্রহ্মও অবিদ্যারই মত অনাদিভাববস্তু। ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তিগণ যদি বলেন—ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন—"এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ" ইত্যাদি,—এখানে 'অনাদিত্বের' অর্থ—অনাদি-অবিদ্যাকার্য্যত্ব, 'নৈসর্গিকত্বের অর্থ'—অধ্যাস হইতে সংস্কার এবং সংস্কার হইতে অধ্যাস—এইরূপ প্রবাহরূপে স্বতঃপ্রবৃত্তত্ব এবং 'অনন্তত্বের' অর্থ—জ্ঞান ব্যতীত ধ্বংসের অযোগ্যত্ব—তবে ইহার উত্তরেও বক্তব্য যে অনাদিত্ব ও কার্য্যত্ব একত্র থাকিতে পারেনা, যেখানে সাদিত্ব থাকে সেখানেই কার্য্যত্ব থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তিই দেখা যায়। আর নৈসর্গিকত্বের পূর্ব্বোক্ত অর্থ স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইবে। আর 'অনন্তত্বের' অর্থ 'জ্ঞান ব্যতীত ধ্বংসের অযোগ্যত্ব,' অর্থাৎ, "অবিদ্যা জ্ঞাননাশ্য"—এইরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা-সম্বন্ধেরই ধ্বংস হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ অবিদ্যার ধ্বংস হয় না। অনাদি অনন্ত অজ্ঞানের সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইতেই শুনা যায়, কিন্তু অজ্ঞানের স্বরূপনাশ হইতে কখনই শুনা যায় না। যদি অজ্ঞানের স্বরূপনাশই হয়, তবে পূর্ব্বে বহুজীব মুক্ত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় এক্ষণে আর অজ্ঞানের উপলব্ধিই হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষণে অজ্ঞানের অনুপলব্ধির প্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। "গৌরনাদ্যন্তবতীঃ," "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ," "মায়ামেতাং তরন্তি তে"; ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিতেও অজ্ঞানের সম্বন্ধের নিবৃত্তির কথাই বলা হইয়াছে—অজ্ঞানের স্বরূপের নাশের কথা বলা হয় নাই।[১৩৮]

অবিদ্যার
জ্ঞাননাশ্যত্বের খণ্ডন

---

[১৩৮] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ পৃঃ ৬০ (বৃন্দাবন সংস্করণ) এবং 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা'—সূঃ ১।১।১ পৃঃ ২৬—২৭ (দিল্লী সং)।

আর কোন বস্তুর নিবৃত্তি হইলেই যে সেই বস্তুটি কল্পিত বা মিথ্যা হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ সত্যবস্তুরও নিবৃত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। যেমন জন্য জ্ঞানমাত্রই স্বপ্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রাগভাব জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞান নহে, বা জ্ঞানবিষয়বিষয়ক অজ্ঞানোপাদানকও নহে। সুতরাং জ্ঞানপ্রাগভাব মিথ্যাবস্তু নহে, কিন্তু সত্য। এই সত্য জ্ঞানপ্রাগভাবের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, পরবর্ত্তী ঘটাদি জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বসমানাধিকরণ পটাদি জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান অজ্ঞান, বা অজ্ঞানোপাদানকও নহে, সুতরাং তাহা সত্য। এই সত্য পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানই উত্তরবর্ত্তী জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আর প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতি জ্ঞানবস্তু, অথচ ইহারা স্বজনক সংস্কারের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, এইরূপ বিষয়দোষদর্শনজন্য সত্যরাগাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সত্য বস্তুরই দানের দ্বারা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, সেতুদর্শনাদির দ্বারা সত্যপাপেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ শাস্ত্রেই আছে "সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।" এইরূপ গরুড়ধ্যানাদির দ্বারা সত্য সর্পবিষাদির নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। ইত্যাদি। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাসম্বন্ধেরই নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার স্বরূপতঃ নাশ হয় না।[১৩৯]

অজ্ঞান-লক্ষণ-খণ্ডন

আর এই অধ্যাসের মুলকারণ যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান,—সেই অজ্ঞানকে অদ্বৈতবেদান্তী অনাদি ভাববস্তু বলেন এবং জ্ঞাননাশ্য বলেন। তাহারা এই অজ্ঞানের লক্ষণ দিয়াছেন, "অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ অজ্ঞানত্বম্"। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই অজ্ঞানের লক্ষণই উপপন্ন হয়না। উপরোক্ত অজ্ঞান লক্ষণটি অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব

---

[১৩৯] *Vide* :—'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা' (দিল্লী সং, শ্রীজানকীদাস প্রকাশিত) সূত্র ১।১।১, পৃঃ ২৬—২৭, এবং সূ ২।১।১৪, *Also* গিরিবজ্র,—পৃঃ ৫৬—৬০ (বৃন্দাবন সং) এবং পৃঃ ৩২০।

দোষে দুষ্ট। কারণ শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদির ভ্রম হয়, সেই শুক্তি প্রভৃতি সাদি বলিয়া সেই শুক্ত্যাত্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানও সাদি, তাহা অনাদি নহে। সুতরাং সেই সকল স্থলে উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। আবার আরোপিত যে সর্পাদির অভাব, কিংবা ঘটবিশিষ্ট ভূতলে আরোপিত যে ঘটাভাব, সেই সেই আরোপিত অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব নাই বলিয়া সেই সেই স্থলেও উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ ভাব হউক, আর অভাব হউক, আরোপ্যমাত্রই অজ্ঞানোপাদানক, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার, ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম, 'বৃত্তির' বিষয়ও হন না। সুতরাং সেই মতে জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে, কারণ সেই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞানই হয় না। সুতরাং সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য না হওয়ায় সেখানেও উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। তাহা ছাড়া, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর যে জীবন্মুক্ত অবস্থা হয়, সেই জীবন্মুক্তিতেও অজ্ঞান অনুবৃত্ত থাকিতে দেখা যায়, কারণ জীবন্মুক্তেরও ভেদানুভব ও ভিক্ষাটনাদি কার্য্যের দ্বারা তাহাতে অনুবৃত্ত-অজ্ঞান অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরও জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ঐ অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইল না, অতএব সেই অজ্ঞানেও উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। আবার "রক্তঃ স্ফটিকঃ"—এইরূপ সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানেও পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ স্ফটিকের যথার্থ জ্ঞান হইলেও ঐরূপ ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়া তাহাতে উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তিই হয়। সোপাধিক ভ্রমের উপাদানভূত অজ্ঞান উপাধি-নিবৃত্তির দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম।

প্রথম লক্ষণের খণ্ডন

আবার, অদ্বৈত-বেদান্তিগণ চৈতন্য ব্যতীত সমস্তই জ্ঞানের দ্বারা

নিবর্ত্তনীয় হয় বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধও সমস্তের অন্তর্গত বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়, এবং ঐ চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধ অনাদি ও ভাবরূপ ইহাও অদ্বৈতবেদান্তিগণের স্বীকার্য্য। সুতরাং ঐ চৈতন্য ও অবিদ্যার সম্বন্ধে উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। আবার, উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণ 'অসম্ভব' দোষেও দুষ্ট, কারণ, অজ্ঞান-কল্পিত বলিয়া দোষজন্য জ্ঞানমাত্রই অজ্ঞানের শরীর অর্থাৎ স্বরূপ। তাদৃশ অজ্ঞান কখনই অনাদি হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ শুক্তি-রজত যেমন অনাদি নহে, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও অভাব হইতে ভিন্নরূপ দোষজন্য অজ্ঞান কখনও অনাদি হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণে "অসম্ভব" দোষ আসিয়া পড়ে।

আবার অনাদি ও ভাবরূপ আত্মা যেমন জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানকেও অনাদি ভাবরূপ বলিলে তাহাও জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইবে না। যাহা অনাদি-ভাবরূপ তাহা জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে, যেমন আত্মা। সুতরাং অনুমান হইতে পারে—"অজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্ অনাদিভাবরূপত্বাৎ, আত্মবৎ"।—এইরূপেও এই অজ্ঞান লক্ষণে "অসম্ভব" দোষ আসিয়া পড়ে।

তাহা ছাড়া, অদ্বৈতবেদান্তীর মতে অজ্ঞান ভাবও নহে, অভাবও নহে, কিন্তু অনির্বচনীয়। সেই অনির্বচনীয় অজ্ঞানে 'ভাবত্ব' সম্ভব হয় না, অতএব উক্ত লক্ষণ "অসম্ভব" দোষে দুষ্ট।[১৪০]

দ্বিতীয় লক্ষণের খণ্ডন

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ "ভ্রমোপাদানত্বম্ অজ্ঞানত্বম্" এইরূপ অজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ দিয়া থাকেন, কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণও অসিদ্ধ। কারণ, 'অজ্ঞানমাত্রই ভ্রমের উপাদান' এইরূপ বলিলে অভাব-বিষয়কভ্রমে

---

[১৪০] ***Vide*** :—পরপক্ষ গিরিব্রজম্ (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ৬৯-৭০। বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা সূঃ ১।১।১, পৃঃ ৩১-৩৪

উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, ভ্রমে ভাসমান আরোপিত বিষয়-মাত্রই মিথ্যা ও তৎকালোৎপন্ন। ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয় উভয়ই অজ্ঞান-জন্য। জন্যভাববস্তুমাত্রই সোপাদানক হইয়া থাকে, কিন্তু জন্য-অভাব সোপাদানক নহে। জন্য-অভাব কেবল নিমিত্ত-কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়, যেমন ঘটধ্বংসরূপ জন্য ঘটধ্বংসাভাব মুদ্গর-প্রহারাদি নিমিত্তকারণমাত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। অভাবের উপাদান কারণ নাই, অভাব যদি সোপাদানক হইত তবে অভাব ভাববস্তু হইয়া পড়িত। সুতরাং অভাববিষয়ক ভ্রমের কারণ অজ্ঞান হইলেও সেই অজ্ঞান সেই আরোপিত অভাবের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কারণ, অভাব সোপাদানক বস্তুই নহে। অতএব অভাব-ভ্রমে অজ্ঞান উপাদান কারণ না হওয়ায় সেই অজ্ঞানে উক্ত দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে।

আর অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মতে ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রমের উপাদান সম্বন্ধে তিনটি মত প্রসিদ্ধ আছে। কেহ বলেন, (১) মায়াই জগতের উপাদান, ব্রহ্ম মায়ার অধিষ্ঠান মাত্র। (২) কেহ বলেন, মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জগতের উপাদান, আর (৩) অপর কেহ কেহ বলেন, মায়া ও ব্রহ্ম উভয়ই জগতের উপাদান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে মায়া ও অজ্ঞান একার্থক। এখন উক্ত তিনটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতে উক্ত দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞান-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ হয়। কারণ মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জগতের উপাদান—এই দ্বিতীয় মতে ব্রহ্মই জগদ্ভ্রমের উপাদান, এবং মায়া ব্রহ্মের বিশেষণীভূতা। এইজন্য এই মতে ব্রহ্মই জগদ্-ভ্রমের উপাদান বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। আবার ব্রহ্মের বিশেষণীভূত মায়া বা অজ্ঞানে উপাদানত্ব নাই বলিয়া উক্ত অজ্ঞানলক্ষণে 'অসম্ভব' দোষও হইবে। আর 'মায়া ও ব্রহ্ম-উভয়ই জগদ্-ভ্রমের উপাদান'—এই তৃতীয় মতে ব্রহ্মও জগদ্রূপ-

ভ্রমের উপাদান কারণ বলিয়া ব্রহ্মে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে, 'ভ্রমোপাদানত্বম্ অজ্ঞানত্বম্' এই দ্বিতীয় লক্ষণও দোষ-দুষ্ট।

তৃতীয় লক্ষণের খণ্ডন

আবার অদ্বৈতবেদান্তিগণ অজ্ঞানের তৃতীয় প্রকার লক্ষণও দিয়া থাকেন—"সাক্ষাজ্ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ অজ্ঞানত্বম্।"—কিন্তু এই মতেও জীবন্মুক্তিতে অনুবৃত্ত অজ্ঞানে, অদ্বৈতবাদিগণের যে মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয়ও হন না, সেই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞানে, এবং সোপাধিক ভ্রমের উপাদানীভূত অজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। এই সমস্ত পূর্ব্বেই অজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ খণ্ডনাবসরে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

চতুর্থ লক্ষণের খণ্ডন

আর অদ্বৈতবাদিগণ "অনাদ্যুপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বমজ্ঞানত্বম্" এইরূপ লক্ষণও করিতে পারেন না। কারণ অজ্ঞানের এই লক্ষণও পূর্ব্বোক্ত "ভ্রমোপাদানত্বমজ্ঞানত্বম্" এই দ্বিতীয় লক্ষণের ন্যায় অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে। দ্বিতীয় লক্ষণের ন্যায়ই আরোপিত অভাবের কারণীভূত অজ্ঞানে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ অভাবের কোন উপাদান নাই। আরোপিত অভাবের নিমিত্ত-কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু অভাবের উপাদান অপ্রসিদ্ধ। এই অজ্ঞান-লক্ষণে অজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে। মিথ্যাভূত অজ্ঞান সদ্বিলক্ষণ, অর্থাৎ ভাব হইতে ভিন্নরূপ—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে মিথ্যাভূত সদ্‌বিলক্ষণ অজ্ঞান আকাশ-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ অর্থাৎ অসৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ অজ্ঞানে উপাদানত্ব ও অনাদিত্ব থাকা সম্ভব নহে। এইজন্য উক্ত অজ্ঞান-লক্ষণে 'অসম্ভব' দোষও আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই অজ্ঞান-লক্ষণটিও দোষদুষ্ট।[১৪১]

---

[১৪১] *Vide* :—পরপক্ষ-গিরিবজ্র, (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ৭০-৭২; বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা সূঃ ১।১।১, পৃঃ ৩১-৩৪।

অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব খণ্ডন

অতএব কোন প্রকারেই অজ্ঞানের লক্ষণ সিদ্ধ হয় না। এইরূপ, অজ্ঞানের আশ্রয়ও সিদ্ধ হয় না। কারণ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। কারণ যেরূপ আলোক ও অন্ধকার একত্রে থাকিতে পারে না, সেইরূপ শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেও অজ্ঞান থাকিতে পারে না। জ্ঞান স্বভাবতঃই অজ্ঞানের বিরোধী। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়। সুতরাং জ্ঞান ও অজ্ঞান একই আশ্রয়ে থাকিতে পারে না। যদি বলা যায় যে শুদ্ধজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্ত্তক না হইলেও বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন কোন বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানই তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্ত্তক হয়, তবে এইরূপ মতও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা ঔপচারিক। অযথার্থ কল্পিত বস্তু যথার্থ বস্তুর ন্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক হয় না। যেমন "আদিত্যো যূপঃ" এই শ্রুতিতে যূপে আরোপিত ঔপচারিক আদিত্যের দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয় না।[১৪২]

দ্বিতীয়তঃ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব স্বাভাবিক হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব-ভঙ্গের প্রসক্তি হইবে এবং ব্রহ্মের অন্যান্য সর্বজ্ঞত্বাদি স্বাভাবিক গুণাদির ন্যায় অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়িবে, এবং ফলে অজ্ঞানের কখনই নিবৃত্তি হইবে না। আর শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব ঔপাধিকও হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে সেই উপাধিটি কিরূপ বস্তু হইবে? অজ্ঞান নিজের উপাধি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। অন্য কোন বস্তুও উপাধি হইতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে সেই বস্তুটিও অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া (যেহেতু অদ্বৈতবেদান্তীর

---

[১৪২] শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—শ্লোক ২৩, পৃঃ ১১১—(কাশী সং) *Also*—পরপক্ষ—গিরিবজ্র পৃঃ—৮৩ (বৃন্দাবন সং)

মতে ব্রহ্মভিন্ন সমুদয় বস্তুই অজ্ঞানকল্পিত) অজ্ঞান আর তাহার দ্বারা কল্পিত হইতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে।[১৪৩]

তৃতীয়তঃ, অদ্বৈতবাদি-সম্মত সবিশেষ ব্রহ্ম, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ সর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞানের আশ্রয় এই কথা বলা 'সূর্য্য অন্ধকারের আশ্রয়' এইরূপ বলার ন্যায়ই হাস্যাস্পদ ও অলীক। আর সর্বজ্ঞ ঈশ্বর মায়া বা অজ্ঞান কল্পিত এইরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ সর্ব্ব প্রকারে সমস্ত প্রকার অজ্ঞানবিরহিত হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কোনরূপেই অজ্ঞানের কার্য্য হইতে পারেন না।

আর জীবও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেনা। কারণ জীব অদ্বৈতবেদান্তীর মতে অজ্ঞানের কার্য্য, বা অজ্ঞানাধ্যস্ত,—সুতরাং অজ্ঞানের উত্তরভাবী।[১৪৪]

অতএব কোন প্রকারেই অজ্ঞানের আশ্রয় সিদ্ধ হয়না। এইরূপ, অজ্ঞানের বিষয়ও দুর্নিরূপ্য। কারণ অদ্বৈতবেদান্তীর মতে শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানের অবিষয় বলিয়া অজ্ঞানেরও অবিষয় হইবে। কারণ যাহা জ্ঞানের বিষয় হয়না, তাহা অজ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারেনা,—ইহাই নিয়ম। আবার জীব বা অপর কেহও অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেনা, কারণ অদ্বৈতবাদিমতে অন্য সমস্ত কিছুই অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞানের উত্তর-ভাবি, অতএব তৎসমস্ত অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেনা। আর অজ্ঞানের চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের আবরকত্বও উপপন্ন হয়না। কারণ অজ্ঞান কি ব্রহ্ম স্বরূপের

অজ্ঞানের বিষয়ত্ব ও আবরকত্বের খণ্ডন

---

[১৪৩] শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—ঐ, পৃঃ—১১৪ (কাশী সং)

[১৪৪] শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—পৃঃ—১১৭ (কাশী সং); "পরপক্ষ গিরিবজ্র"—পৃঃ—৯০, (বৃন্দাবন সং)।

আবরক হইবে, অথবা ব্রহ্মের ধর্ম-বিশেষমাত্রের আবরক হইবে? ইহা ব্রহ্মস্বরূপের আবরক হইতে পারেনা। কারণ চিৎপ্রকাশের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের "সিদ্ধপ্রকাশের," লোপ হইলে, অর্থাৎ 'সিদ্ধপ্রকাশ' অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইলে জগৎপ্রকাশের অনুপপত্তি হইয়া পড়িবে। আর চিন্মাত্রের প্রকাশ-মাত্রই স্বরূপ, সেই প্রকাশস্বরূপের লোপই যদি অজ্ঞানের আবরণকৃত্য হয়, তাহা হইলে চিন্মাত্রের স্বরূপহানিরই প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ 'চিন্মাত্রের' স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহার আবরণ বা লোপ কখনই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা (অজ্ঞান) ব্রহ্মের ধর্মবিশেষেরও আবরক হইতে পারে না, কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপেতর ধর্ম থাকা স্বীকার করা হয় না, অন্যথা সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী যদি বলেন যে অজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপের আনন্দাংশমাত্রের আবরক হইবে, কিন্তু সত্তাংশের আবরক হইবে না। তবে তাহাদের এই কথাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ, নির্বিশেষ-নিরবয়ব ব্রহ্মের অংশাংশী-কল্পনা ন্যায়-সঙ্গত নহে, অন্যথা ব্রহ্মের সাংশত্বের আপত্তি হইয়া ব্রহ্ম মিথ্যা হইয়া পড়িবেন, আর তাহাতে 'নিরবয়ব' শব্দের ব্যাকোপ হইবে, এবং নির্বিশেষবাদেরও ভঙ্গ হইবে। অতএব অজ্ঞানের আবরকত্বও কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না।[১৪৫] আর অধিষ্ঠানের আবৃতত্বের অভাবে অধ্যাসেরও সিদ্ধি হইবে না।

অজ্ঞানের প্রযোজকত্ব খণ্ডন

তাহা ছাড়া, অধ্যাসের উপাদানরূপে ব্রহ্মে যে অজ্ঞানের কল্পনা করা হয় সেই অজ্ঞানের প্রযোজক বা কল্পকও উপপন্ন হয় না। অজ্ঞান কি (১) স্বপ্রযুক্ত হইবে, অথবা (২) ব্রহ্মপ্রযুক্ত হইবে, অথবা

---

[১৪৫] শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—পৃঃ ১১৬—১৭ (কাশী সং); "বেদান্ততত্ত্ববোধ"—অনন্তরাম কৃত,—পৃঃ ৪৬—৫০ (বৃন্দাবন সং)।

(৩) অন্য প্রযুক্ত হইবে? প্রথম পক্ষটি হইতে পারে না. কারণ তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। আর অজ্ঞান জড় বলিয়া জড়ের প্রযোক্তৃত্বরূপধর্ম থাকাও সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে, কারণ, কর্ত্তৃত্বাদিবিশেষধর্মযুক্ত পুরুষের পক্ষেই 'প্রযোক্তৃত্ব' থাকা উপপন্ন হয়। কিন্তু সেই 'প্রযোক্তৃত্ব' রূপ ধর্ম অদ্বৈতবাদীর মতে অধ্যাসযুক্ত পুরুষেরই থাকে। অতএব শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে তাহা সম্ভব হয়না। তাহা ছাড়া, প্রশ্ন হইতে পারে যে দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যনারক্যাদিযোনি-প্রাপ্তিরূপ অনর্থহেতু অবিদ্যার স্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম জানেন কিনা? যদি জানেন, তবে সেইরূপ জানিয়াও স্বতন্ত্র ও অকর্মবশ্য এমন কে আছেন যিনি সেইরূপ অনর্থকর অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নিজের উপর প্রয়োগ করিবেন? আর যদি না জানেন তবে অজ্ঞতার আপত্তি হইয়া ব্রহ্মত্বেরই অসিদ্ধি হইবে। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের প্রযোজক বা কল্পক হইতে পারেন না, অন্যথা শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রযোক্তৃত্বাদি ধর্ম থাকার আপত্তি হইয়া অদ্বৈতবাদীর নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ভঙ্গ হইবে। তৃতীয় পক্ষটিও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ অদ্বৈতবাদিমতে ব্রহ্মভিন্ন জীবাদি অন্য সকলই অজ্ঞানের কার্য্য বা অজ্ঞানাধ্যস্ত, সুতরাং অজ্ঞানের পরভাবী, সুতরাং তাহারাও অজ্ঞানের কল্পক হইতে পারে না।[১৪৬]

অতএব অদ্বৈতবাদিসম্মত ভাবরূপ অজ্ঞানের লক্ষণ, আশ্রয়, বিষয়, প্রযোজক বা কল্পক ও আবরকত্ব—কোনটিও উপপন্ন হয় না।

আবার, অজ্ঞানবিষয়ে কোনরূপ প্রমাণও নাই—ইহাও নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তিগণ ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ববিষয়ে 'অহম্ অজ্ঞঃ', "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি"—

---

[১৪৬] শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—পৃঃ ৫৫—৫৬, (কাশী সং); 'বেদান্ততত্ত্ববোধ' —পৃঃ ৪৮—৪৯ (বৃন্দাবন সং)।

ইত্যাদি অনুভবকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের এই উক্তি সঙ্গত হয় না। কারণ প্রশ্ন হইতে পারে যে 'অহম্ অজ্ঞঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুভব স্থলে 'অহং' পদের অর্থ কি শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য? অথবা অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য? কিংবা জীব? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে কোনটিও সঙ্গত হইবে না। কারণ 'অহং' পদের অর্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মের অজ্ঞতাপত্তি হইয়া তাঁহার শুদ্ধত্বেরই ভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ প্রতীতি না হইয়া 'শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞ' এইরূপই প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইবে। দ্বিতীয়তঃ 'অহং' পদের অর্থ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মও হইতে পারে না। কারণ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অবচ্ছেদক যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের এখনও সিদ্ধিই হয় নাই। আর 'অজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে ব্রহ্মের অজ্ঞানাবচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হয় এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সিদ্ধি হইলে অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়' এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও এখানে আসিয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, এই 'অহং' পদের অর্থ জীবও হইতে পারে না। কারণ জীব অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং অজ্ঞানের উত্তরভাবী। 'অহম্ অজ্ঞঃ' এই স্থলে 'অহং' পদের অর্থ 'জীব' বলিলে জীবকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অজ্ঞানের কার্য্য ও পরভাবী 'জীব' পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, ইহা অসম্ভব। আর 'অহং' পদের অর্থ 'অহঙ্কার' বলিলেও "অহঙ্কার অজ্ঞ" এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর অহঙ্কার জড় বলিয়া, অজ্ঞানের কার্য্য, কারণ অদ্বৈতবাদির মতে জড়বস্তু মাত্রই অজ্ঞানের কার্য্য। অতএব অহঙ্কার অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞানের পরভাবী, সুতরাং তাহাও পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব অদ্বৈতবাদি-প্রদর্শিত অজ্ঞানের এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যুক্তিসহ নহে।[১৪৭] এখানে

অদ্বৈতবাদিসম্মত ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খণ্ডন

---

[১৪৭] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ৭২ (বৃন্দাবন সং)

ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুমান প্রমাণ খণ্ডন

উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্কীয় মতে অজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের অভাবই বুঝায়, নিম্বার্কমতে অজ্ঞান ভাবপদার্থ নহে, কিন্তু অভাবপদার্থ এবং 'অহম্ অজ্ঞঃ'—এইরূপ প্রতীতিতে 'অহম্' পদের অর্থ 'জীব'। নিম্বার্কমতে জীবের 'অজ্ঞত্ব' অনুপপন্ন হয় না, কারণ জীব নিম্বার্ক মতে অজ্ঞানকার্য্য বা অধ্যস্ত নহে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে 'জ্ঞানের অভাব' বলিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের মতে জ্ঞানের আর প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। কারণ, তাহাদের মতে 'অভাব' পদার্থ 'অনুপলব্ধি' নামক ষষ্ঠ প্রমাণগম্য কিন্তু প্রত্যক্ষগম্য নহে। আর ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে অদ্বৈতবাদিগণ যে অনুমান প্রদর্শন করেন তাহাও দোষদুষ্ট। যথা ঃ—অদ্বৈতবাদিগণ ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন—"বিমতং প্রমাজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত—স্ববিষয়াবরণ — স্বনিবর্ত্ত্য— স্বদেশগত — বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্ অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-প্রদীপ-প্রভাবৎ"।—ইহার অর্থ —সন্দিগ্ধসাধ্য প্রমাজ্ঞান নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, নিজের বিষয়ের আবরক ও নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় যে নিজদেশগত অন্যবস্তু, তৎপূর্ব্বক হইয়া থাকে, যেহেতু তাহা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয়, যেমন অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ প্রভা অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয় বলিয়া নিজ প্রাগভাব হইতে ভিন্ন, নিজ বিষয়ের আবরক, নিজের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় ও নিজ দেশে অবস্থিত অন্ধকাররূপ বস্ত্বন্তরপূর্ব্বক হইয়া থাকে। এই অনুমানে বিমত প্রমাজ্ঞান পক্ষ, নিজ প্রাগভাব হইতে ব্যতিরিক্ত ইত্যাদি চারিটি বিশেষণবিশিষ্ট বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকত্ব সাধ্য, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব হেতু এবং অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ প্রভা দৃষ্টান্ত।

এই বিবরণোক্ত অবিদ্যানুমানকে নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ অতি নিপুণভাবে যুক্তিসহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে

তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করা হইল :—

বিবরণোক্ত অবিদ্যানুমানের 'পক্ষ'খণ্ডন

প্রথমতঃ, এই অনুমানের পক্ষ বাধ-দোষদুষ্ট। কারণ, এই অনুমানে প্রমা-মাত্রকে পক্ষ করিয়া অজ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বের অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু সুখদুঃখাদি-সাক্ষাৎকারও অবাধিত বিষয় বলিয়া প্রমা। কিন্তু অদ্বৈতবাদিমতে সুখদুঃখাদি সাক্ষিভাস্য বলিয়া সুখাদির অজ্ঞাতসত্তা নাই। কারণ সাক্ষিভাস্য বস্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জ্ঞাত হইয়াই বিদ্যমান থাকে।

নিজের সুখাদিবিষয়ে কাহারও কখনও কোনরূপ অজ্ঞান থাকিতে পারে না অতএব সুখাদি বিষয়ক অজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সুখাদির সাক্ষিপ্রত্যক্ষ সুখাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তকও হইতে পারে না। সুতরাং সুখাদি প্রমাও পক্ষের অন্তর্গত বলিয়া এবং সেই সুখাদি প্রমাতে প্রদর্শিতরূপ সাধ্য নাই বলিয়া পক্ষে অংশতঃ বাধ-দোষ হইয়াছে। আবার যদি অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাকেই পক্ষ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও পরোক্ষ প্রমা-বৃত্তিতে বাধ দোষ হইবে। কারণ পরোক্ষরূপ প্রমাবৃত্তিও বৃত্তি বলিয়া তাহাও পক্ষের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু এই পরোক্ষ প্রমাবৃত্তি স্ববিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না, অর্থাৎ পরোক্ষ প্রমার দ্বারা বিষয়গত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং এই পরোক্ষ প্রমাতে স্বসমানবিষক বিষয়গত অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা নাই বলিয়া এখানেও পক্ষে অংশতঃ 'বাধ' দোষ হইতেছে।

আবার যদি অপরোক্ষ প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিকেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলেও সামান্য বিষয়ক অপরোক্ষ প্রমা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না বলিয়া এখানেও পক্ষে অংশতঃ বাধ-দোষ হইবে। অধ্যাস-স্থলে অধিষ্ঠান সামান্যরূপে ভাসমান হয় ও বিশেষরূপে অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং অধিষ্ঠানের 'ইদং' রূপ সামান্যাংশবিষয়ক প্রমারূপ প্রত্যক্ষবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই ইদমাকার প্রত্যক্ষ প্রমা অর্থাৎ অধিষ্ঠানের সামান্যবিষয়ক প্রত্যক্ষবৃত্তি

অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না, কারণ অধিষ্ঠানের ইদমাকার সামান্যজ্ঞান বিষয়ে কখনও কোনরও রূপ ভ্রম বা সংশয় থাকে না, কিন্তু তাহার বিশেষজ্ঞানেই অর্থাৎ বিশেষণাংশেই বা প্রকারাংশেই সংশয় বা ভ্রমজ্ঞানাদি হইতে পারে॥ অতএব ইদমাকার সামান্যজ্ঞানে ভ্রমাদি হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ভ্রমাদির উপাদান অজ্ঞানও সেখানে থাকিতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞানের নিবর্ত্তকত্বও সামান্যবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমাতে থাকিতে পারে না। অতএব এক্ষেত্রেও পক্ষে অংশতঃ বাধ-দোষ হইতেছে।

'সাধ্য'খণ্ডন

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত অবিদ্যানুমানে সাধ্যও দুর্নিরূপ্য। কারণ; 'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত' রূপ সাধ্যের যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যর্থ ও অযুক্ত। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান অজ্ঞানমাত্রেরই নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, অন্য কিছুর নিবর্ত্তক হয় না। অতএব প্রমাণজ্ঞান তাহার নিজের প্রাগভাবের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। সুতরাং 'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত' রূপ সাধ্যের বিশেষণটিই ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। আর যদি জ্ঞানের নিজের প্রাগভাবকেই অজ্ঞান বলা হয়, তবে জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান —এইরূপই অজ্ঞানের অর্থ দাড়াইবে, এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদি-স্বীকৃত অজ্ঞানের 'ভাবত্ব' ভঙ্গ হইবে। এইরূপে সাধ্যের 'স্ববিষয়া-বরণ' বিশেষণটিও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ অদ্বৈতমতে জড়বিষয় অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। শুদ্ধ চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয়। সুতরাং জড় বিষয়ে অজ্ঞানের আবরণরূপ কার্য্য সম্ভব নহে। আর নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানেরও সাক্ষী বলিয়া সর্ব্বদাই ভাসমান আছেন, অতএব তাহাতেও অজ্ঞানের আবরণরূপ কার্য্য সম্ভব নহে। সুতরাং জড় বিষয়, অথবা নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য—কোনটিরই অজ্ঞানাবরণ সম্ভব নহে বলিয়া এই বিশেষণটিও যুক্তিযুক্ত হয় না।

আবার 'স্বদেশগত' অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞানের নিজের সমান দেশে বর্ত্তমান—এই বিশেষণটিও সাধ্যে উপপন্ন হয় না। কারণ অজ্ঞান ও

প্রমাণজ্ঞান একই দেশে থাকে না, বা থাকা সম্ভবও নহে। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞান চিন্মাত্রাশ্রিত, আর অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাণজ্ঞান, বা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ প্রমাণজ্ঞান চিন্মাত্রাশ্রিত নহে। সুতরাং অজ্ঞান ও প্রমাণজ্ঞান—উভয়ে সমান দেশে বা একই দেশে থাকে না। আর অদ্বৈতবাদিমতে বিষয়দেশস্থ অজ্ঞানই আবরণ হইয়া থাকে, এই কারণেও প্রমাণজ্ঞানের সমান দেশে অজ্ঞানের থাকা সম্ভব হইতে পারে না। অতএব, এই বিশেষণটিও ব্যর্থই হইয়াছে।,

অতএব সাধ্যের বিশেষণগুলি ব্যর্থ ও অযুক্ত হওয়ায় সাধ্যও তুর্নিরূপ্য হইয়াছে।

'হেতু' খণ্ডন

তৃতীয়তঃ—উক্ত অনুমানের হেতুও দোষতুষ্ট হইয়াছে। কারণ উক্ত অনুমানে হেতু দেওয়া হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্ব" আর উক্ত অনুমানে পক্ষ হইল প্রমাজ্ঞান। কিন্তু প্রমা নিজে প্রকাশস্বরূপ হইলেও প্রকাশক নহে। প্রকাশ ও প্রকাশক, এই তুইটি বস্তু অত্যন্ত ভিন্ন।

এইজন্য প্রমাজ্ঞানরূপ পক্ষে প্রকাশকত্ব নাই বলিয়া 'অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশকত্ব' রূপ হেতুও পক্ষে নাই। অতএব উক্ত হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হইয়াছে। আবার, উক্ত হেতুটির ইন্দ্রিয়াদিতে ব্যাভিচারও হইবে। কারণ ইন্দ্রিয় প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞানের জনক। কিন্তু ইন্দ্রিয়ে প্রকাশকত্ব ধর্ম থাকিলেও অজ্ঞাননিবর্ত্তকরূপ সাধ্য নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়ে উক্ত হেতুটি ব্যভিচারী বা অতিব্যাপ্ত হইয়াছে।

উক্তানুমানে 'সৎপতিপক্ষ' প্রদর্শন

চতুর্থতঃ—উক্ত অনুমান সৎপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস দোষে তুষ্ট হইয়াছে। কারণ অদ্বৈতবাদিমতে অজ্ঞান অনাদিভাববস্তু, সুতরাং উক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতিপক্ষ অনুমান করা যাইতে পারে "অনাদিত্বে সতি ভাবত্বং ন নিবর্ত্ত্যনিষ্ঠম্, অনাদিভাবমাত্রবৃত্তিত্বাৎ আত্মবৎ"। (আত্মত্বধর্ম কেবল অনাদি ভাববস্তু

আত্মাতেই থাকে বলিয়া উহা নিবর্ত্তনীয় বস্তুনিষ্ঠ নহে)।[১৪৮] অতএব অদ্বৈতবাদি-প্রদর্শিত উক্ত অবিদ্যানুমান প্রকৃতপক্ষে অনুমানই নহে, কিন্তু নানা দোষদুষ্ট বলিয়া অনুমানাভাস। এইরূপে শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীমাধব মুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে অদ্বৈতবাদি-প্রদর্শিত উক্ত অবিদ্যানুমান অতিশয় বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিসম্মত ভাবরূপ অবিদ্যার 'শ্রুতি'প্রমাণ খণ্ডন

এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রদর্শিত কয়েকটি দোষের উল্লেখ করা হইল মাত্র। এইরূপে ভাবরূপ অবিদ্যার অস্তিত্ববিষয়ে কোন শ্রুতি-প্রমাণও নাই। অদ্বৈতবাদিগণ "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্" "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে"···ইত্যাদি ঋগ্‌বেদীয় নাসদীয় সূক্তের বাক্য ভাবরূপ-অবিদ্যার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অসংগত। কারণ উক্ত শ্রুতি ভাবরূপ অজ্ঞানের সমর্থক নহে। উক্ত শ্রুতির 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতকে বুঝাইতেছে। 'সৎ' শব্দের দ্বারা পৃথিবী, জল, ও অগ্নি, এই ভূতত্রয়কে, এবং "অসৎ" শব্দের দ্বারা বায়ু ও আকাশকে বুঝাইতেছে। 'সৎ' ও "অসৎ" শব্দ যে উক্তরূপে পঞ্চভূতের প্রতিপাদক হইতে পারে সেই বিষয়ে অন্য শ্রুতিও আছে, যথাঃ—"যদন্যদ্‌বায়োশ্চান্তরীক্ষাচ্চ এতৎ সদ্, বায়ুরন্তরীক্ষং চাসৎ" ইত্যাদি 'সেইরূপ উক্ত শ্রুতিতে 'তমঃ' শব্দ প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। 'তমঃ' শব্দের প্রকৃতি-পরত্ব বিষয়ে অন্য শ্রুতিও দেখা যায়, যথা—'অক্ষরং তমসি লীয়তে'। সুতরাং উক্ত শ্রুতির "অসৎ" শব্দের দ্বারা অদ্বৈতবাদিসম্মত "নিরুপাখ্য অসৎ" বুঝায় না। কারণ "নিরুপাখ্য অসতের" নিষেধ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। প্রসক্তেরই নিষেধ উপপন্ন হয়, অপ্রসক্তের নিষেধ উপপন্ন হয় না। আর 'নিরুপাখ্য অসৎ' কোন

---

[১৪৮] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ৭৪—৭৯ (বৃন্দাবন সং—'বজ্রোত্তেজিকা' টীকা সহিত মুদ্রিত)

কালেই থাকে না বলিয়া উক্ত শ্রুতির 'তদানীম্' শব্দটিও ব্যর্থ ও অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। আর উক্ত শ্রুতির 'সৎ' শব্দও প্রসিদ্ধার্থপর হইলে 'ন সদাসীৎ'—সৎ ছিল না—এইরূপ বলায় সমস্তেরই নিষেধ হওয়ায় আর পুনরায় শ্রুতি সেই স্থলেই "নাসীদ্ রজো নো ব্যোম" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা রজঃ-শব্দাদিবাচ্য লোকাদি সমস্তের নিষেধ করিতেন না। কারণ 'ন সদাসীৎ' এইরূপ বাক্যের দ্বারাই তো সমস্তেরই নিষেধ পাওয়া যায়।

অতএব উক্ত শ্রুতির দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না। পরন্তু উক্ত শ্রুতি প্রলয়াবস্থায় 'সদসৎ' শব্দবাচ্য পঞ্চভূত এবং 'রজো' 'ব্যোমা'দিশব্দবাচ্য লোকাদির নিষেধ করিয়া 'তমঃ' শব্দবাচ্য প্রকৃতিরই সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আর 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা' (কঠ)—এই শ্রুতিও ভাবরূপ অবিদ্যার সাধক নহে, কারণ এখানেও 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ 'কর্ম'। সুতরাং ঐ শ্রুতির অর্থ হইবে—'যাহারা কাম্য কর্মে আসক্ত থাকিয়া নিজ নিজকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে'……ইত্যাদি। আর কর্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিস্মৃতিতে 'অবিদ্যা' শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়, যথা :—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে' (ঈশ ১১), 'অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে' (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১) ইত্যাদি স্থলে অবিদ্যা শব্দ কর্মপর হইয়াছে।[১৪৯]

অতএব ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতি বা শব্দ প্রমাণও নাই ইহাই সিদ্ধ হইল।[১৪৯] শ্রীমাধবমুকুন্দ ভাবরূপ অবিদ্যার অস্তিত্ব-বিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমাণেরও খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এখানে আর তাহার আলোচনা করা হইল না।[১৫০] এইরূপে নিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীমাধব-মুকুন্দ, শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ, অনন্তরাম প্রভৃতি

'অর্থাপত্তি'
প্রমাণ খণ্ডন

---

[১৪৯] পরপক্ষ গিরিবজ—পৃঃ ৭৯-৮০, (উক্ত বৃন্দাবন সং)

[১৫০] পরপক্ষ গিরিবজ পৃঃ ৮১-৮২, দ্রষ্টব্য।

বিদ্বানৃগণ অদ্বৈতবাদি-স্বীকৃত অনাদি অধ্যাস, বা ব্রহ্মে জীবজগতের অধ্যাস খণ্ডন করিয়াছেন এবং সেই অধ্যাসের মূল কারণ অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিষয়, প্রযোজক কল্পকাদি সমস্তেরই নিপুণভাবে ও বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই বর্ণিত হইল। অতঃপর প্রকৃতবিষয় অনুসরণ করা যাইতেছে ঃ—

অদ্বৈতবাদীর সম্মত অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভ্রম বিষয়ে অদ্বৈত-বেদান্তিগণ 'অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি' স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভ্রমে ভাসমান বস্তু সৎ নহে, কারণ তাহা বাধক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, আবার তাহা অসৎও নহে, কারণ তাহা প্রতীত বা অবভাসমান হয়, আবার তাহা যুগপৎ সৎ ও অসৎ—উভয়রূপই হইতে পারে না, কারণ বিরোধ হয়। অতএব ভ্রমে ভাসমান বস্তু তাঁহাদের মতে 'সদসদ্-বিলক্ষণ' "অনির্ব্বচনীয়"। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তীর মতে সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চই ব্রহ্মে অধ্যস্ত ও সদসদ্ বিলক্ষণ 'অনির্ব্বচনীয়'।

কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণের এই 'অনির্ব্বচনীয়ত্ব' মতবাদ নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ, বা অপর কোন দার্শনিকই স্বীকার করেন নাই।

অদ্বৈতবেদান্তীর স্বীকৃত অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ খণ্ডন।

নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ যে ভাবে এই 'অনির্ব্বচনীয়তার' খণ্ডন করিয়াছেন, সেই বিষয়েও দিগ্দর্শনরূপে সংক্ষেপে নিম্নে কিছু বর্ণিত হইল ঃ—

অদ্বৈতবেদান্তিগণের অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণই উপপন্ন হয় না। কারণ অদ্বৈতবাদি সম্মত 'সদ্‌বিলক্ষণত্ব' অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে একান্ত অসৎ শশশৃঙ্গ প্রভৃতিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। আবার 'অসদ্ বিলক্ষণত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব' এইরূপ বলিলেও সত্যস্বরূপ আত্মায় অতিব্যাপ্তি হইবে। 'সদসদ্‌ভিন্নত্ব'কেও অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলা যায় না। কারণ পদার্থমাত্রই হয় সদ্‌রূপ, না হয় অসদ্‌রূপ

হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। এই দুই রূপ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন রূপ কোন পদার্থের দেখা যায় না। কোন পদার্থেই 'সদ্‌সৎ' এই উভয় রূপতা দেখা যায় না, কিংবা শুনা যায় না।

সুতরাং 'সদসদ্‌ভিন্নত্ব' অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ বলিলে সেই ভিন্নত্বের সদসদ্‌রূপ প্রতিযোগীই অপ্রসিদ্ধ হয়। তাদৃশ প্রতিযোগীর সিদ্ধিই সম্ভব নহে, সুতরাং 'সদসদ্ভিন্নত্ব' অপ্রসিদ্ধ ও অসম্ভব। আর 'নির্বচনানর্হত্ব' অর্থাৎ 'নির্বচনাযোগ্যত্বই অনির্ব্বচনীয়ত্ব'—ইহাও বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ এই নির্বচনানর্হত্বের দ্বারাই অনির্বচনীয়ত্ব নিরুচ্যমান হয় বলিয়া উহা অনির্বচনীয়ত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ বলিলে ব্যাঘাতদোষ হইবে। আবার, সত্ত্ব ও অসত্ত্বাদি-রূপে বিচারাসহত্বই 'অনির্বচনীয়ত্ব' (সদসত্ত্বাদিনা বিচারাসহত্বম্ অনির্বচনীয়ত্বম্')—এইরূপ লক্ষণও যুক্তিসহ হইবে না। কারণ তাহা হইলে "ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"—অর্থাৎ সেই আত্মা সৎও নহে, এবং অসৎও নহে—এই শ্রুতির দ্বারা আত্মারও সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপে বিচারসহত্ব নিশ্চিত হয় বলিয়া আত্মাতে উক্ত অনির্বচনীয়ত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—"সদ্‌-বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্বিলক্ষণত্বম্ অনির্বচনীয়ত্বম্—তবে তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ তাহাতে ব্যাঘাত-দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। "সত্ত্ব" ও 'অসত্ত্ব' পরস্পর বিরহরূপ। যেখানে 'সত্ত্ব' থাকে সেখানে 'অসত্ত্ব' থাকে না, এবং যেখানে 'অসত্ত্ব' থাকে সেখানে 'সত্ত্ব' থাকে না। পরস্পর বিরহরূপ বস্তুদ্বয়ের একত্র যুগপৎ নিষেধ করিলে 'ব্যাঘাত'-দোষ লইয়া পড়ে। 'সত্ত্ব' ও 'অসত্ত্ব' পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাঘাত-দোষ অপরিহার্য্য। সদ্ভিন্নত্বই অসত্ত্ব, সুতরাং সদ্ভিন্নত্ব বলিলেই অসত্ত্বের প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় তাহাতে অসদ্ভিন্নত্ব বলা যায় না, বলিলে 'ব্যাঘাত'-দোষ হয়। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে, অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটি আমরা স্বীকার করিয়া থাকি বলিয়া সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে পরস্পর বিরহ-

রূপ বলা চলে না, সুতরাং উক্ত ব্যাঘাত-দোষও হইবে না—অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গই হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির সিদ্ধি হইলে বিরোধাভাবের সিদ্ধি হইবে, এবং বিরোধাভাবের সিদ্ধি হইলে অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটির সিদ্ধি হইবে—এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। আর অনির্ব্বচনীয়ত্বের এখনও সিদ্ধি হয় নাই, সুতরাং অসিদ্ধ অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ তৃতীয় কোটিকে পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার দ্বারা বিরোধ পরিহার করাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ত্বের লক্ষণ কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না।[১৫১]

অনির্বচনীয় খ্যাতির খণ্ডন

আবার অদ্বৈতবাদিগণ যে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ শুক্তিরজত ভ্রমস্থলে ভ্রমকালে প্রতীত রজত অনির্বাচ্য নহে, পরন্তু 'নেদং রজতং কিন্তু শুক্তিরিয়ম্'—এইরূপ বাধজ্ঞানের পরে 'এতাবৎকাল অসৎ রজতই প্রতিভাত হইয়াছিল'—এইরূপ অসৎ রজতেরই অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং বাধজ্ঞানের পর অসৎ রজতেরই প্রত্যক্ষানুভব হয় বলিয়া ভ্রমকালীন রজতের অনির্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয়না, কিন্তু রজতের অসত্ত্বই সিদ্ধ হয়।[১৫২] সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে বলেন যে, ভ্রমপ্রতীত শুক্তিরজতাদি অনির্বচনীয় বস্তু, অজ্ঞানোপাদানক ও অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞাননাশ্য— তাহাদের এই কথাও সঙ্গত নহে। কারণ ভ্রমপ্রতীত রজতাদি বস্তু যদি অজ্ঞানোপাদানক ও অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞাননাশ্য হইত, তবে রজত উৎপন্ন হইয়াছিল ও বিনষ্ট হইয়াছে—এইরূপ প্রতীতি হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া

---

[১৫১] *Vide* :—শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম্ (কাশী সং) রত্নগোপাল ভট্ট সম্পাদিত। পৃঃ—১৮-২২; "পরপক্ষ-গিরিবজ্র" (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ১২০-১২৩।

[১৫২] "এতাবন্তং কালমসদেব রজতমভাদিতি অসত্যস্যৈব তত্রানুভবাৎ"—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ—১৩৫

পড়িত, সুতরাং শুক্তিতে রজত নাই, ছিল না, ও থাকিবে না এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতীতিও হইতে পরিত না। অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিরজত মিথ্যা বলিয়া অভিমত, এবং "ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।" কিন্তু ভ্রমস্থলে শুক্তিরজত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হওয়া প্রতীত হইলে শুক্তিরজতে ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকে না বলিয়া তাহাদের অভিমত উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং শুক্তিরজতকে অজ্ঞানোপাদানক ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য বলা যায় না।—এইরূপ যুক্তি পরপক্ষ গিরিবজ্র গ্রন্থে দেখান হইয়াছে।[১৫৩] অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকেই ভ্রমপ্রতীত রজতের উপাদান বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ ভ্রমপ্রতীত রজত যদি অজ্ঞানোপাদেয় হয় তাহা হইলে "অজ্ঞানং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ উপাদান বস্তু উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। যেয়ন "মৃদ্‌ঘটঃ"—এইরূপ মৃত্তিকারূপ উপাদান ঘটরূপ উপাদেয়ানুবিদ্ধরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু "অজ্ঞানং রজতম্" এইরূপ প্রতীতি তো হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানকে যে ভ্রম-প্রতীত রজতের উপাদান বলেন, তাহা সঙ্গত নহে।[১৫৪]

আর অদ্বৈতবাদিগণের মতে রজত-ভ্রমের পরে "নেদং রজতম্" এই বাধক-জ্ঞানের বিষয় যে ত্রৈকালিক নিষেধ, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী রজত বস্তুটির স্বরূপ নির্ণয় করা

---

[১৫৩] "কিঞ্চ যদুক্তমজ্ঞানোপাদেয়ং রজতমধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাৎ তন্নাশ ইতি, তৎতুচ্ছম্। তথাত্বে রূপ্যং জাতং নষ্টঞ্চেতি ধীপ্রসঙ্গাৎ ত্রৈকালিকনিষেধাযোগাচ্চ"—ঐ পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

[১৫৪] "কিঞ্চ চ রূপ্যস্যাজ্ঞানোপাদেয়ত্বে 'অজ্ঞানং রূপ্যম্' ইতিপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ, উপাদানস্য উপাদেয়ানুবিদ্ধতয়া ভাননিয়মাৎ"।—পরপক্ষগিরিবজ্র, ঐ পৃঃ—১৩৭

সম্ভব নহে। এই রজত প্রাতিভাসিক মিথ্যা হইতে পারেনা। কারণ যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালেই নাই, অথচ দোষবশতঃ যাহার প্রতিভাস হয় তাহাই প্রতিভাসিক, এবং তাহা মিথ্যা—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভ্রমস্থলে 'ইদং রজতম্' এইরূপ প্রতীতির বিশেষ্য 'ইদং' বস্তুর সহিত সম্বদ্ধরূপে বর্ত্তমান রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। যাহাতে যে বস্তু সম্বদ্ধ ও বিদ্যমান তাহাতে সেই বস্তুর ত্রৈকালিক নিষেধ হইতে পারে না। আবার, এ রজত রজতোচিত অর্থাক্রিয়াকারিত্বযুক্ত ব্যবহারিক রজতও হইতে পারে না। কারণ, 'নেদং রজতম্' এইরূপ শুদ্ধ রজতেরই নিষেধ-প্রতিযোগিত্ব অনুভূত হয়, কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যবহারিক রজতে নিষেধ-প্রতিযোগিত্ব অনুভূত হয় না। সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট ব্যবহারিক রজত উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী হইবে, এইরূপ বলা যায় না। আর এইরূপ নিষেধের আকার কাহারও অনুভূত হয় না যে "অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্টং ব্যবহারিকরজতং নাস্তি"। আবার ঐ রজতকে পারমার্থিক সত্তাযুক্ত রজতও বলা চলে না, কারণ তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তভঙ্গ হইবে, কারণ তাহাদের মতে একমাত্র ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে, অপর কাহারও পারমার্থিক সত্তা নাই।

পরিশেষে, ঐ রজতকে আপনাদিস্থিত দেশান্তরীয় রজতও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে অন্যথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ এই অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, আকাশাদি সমুদয় প্রপঞ্চই অদ্বৈতবাদিগণের মতে অসৎ সুতরাং আপনাদিস্থিত রজতও অসৎ।…অসতের প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় না বলিয়া তাহার নিষেধেরও প্রসক্তি হয় না।[১৫৫]

---

[১৫৫] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ১৩৬—১৩৭

এইরূপে নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ অদ্বৈতবেদান্তিগণের অধ্যাস-লক্ষণ ও অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ অতিবিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে তাহার দিগ্‌দর্শন করান হইল মাত্র।

সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদের খণ্ডন

আর অদ্বৈতবাদিগণের সম্মত (১) প্রাতিভাসিক, (২) ব্যবহারিক ও (৩) পারমার্থিক—এই ত্রিবিধ সত্তাও শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত তাহারা এই সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদের খণ্ডনই করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ আপত্তি দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদী স্বপ্নাবস্থার প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করেন। এখন সেই স্বপ্নাবস্থার মধ্যেই শুক্তি-রজত-ভ্রমের পরে "নেদং রজতং, কিন্তু শুক্তিঃ"—এইরূপ রজত-জ্ঞানের বাধ হইতে পারে। কিন্তু সেই রজতের বাধ ব্যবহারিক শুক্তিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই স্বপ্নাবস্থার মধ্যেই প্রাতিভাসিক শুক্তি জ্ঞানের দ্বারাই হইতে দেখা যায়। সুতরাং সেইরূপই জাগ্রদাবস্থায়ও প্রাতিভাসিক রজতের বাধ ব্যবহারিক শুক্তিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই হইবে, কারণ উভয়ত্রই প্রাতিভাসিকত্ব সমান। সেইরূপ আকাশাদি ব্যবহারিক পদার্থেরও বাধ পারমার্থিকজ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবেই হইবে। কিন্তু ইহা যখন অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না, তখন এইরূপ অনুপপত্তির দূরীকরণের জন্য তাহাদিগকে স্বাপ্নজ্ঞানকে প্রাতিভাসিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া তাহার পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহাতে সত্তাত্রৈবিধ্যবাদের ভঙ্গই হইবে। আর ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার বিভাগবিষয়ে যথাক্রমে অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব এবং তাহার অভাবকে যদি হেতু বলা যায়, তবে তাহাও উপপন্ন হয় না, কারণ, স্বপ্নাবস্থায়ও কুম্ভ প্রভৃতির স্বাপ্ন জলাহরণ প্রভৃতি অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব দেখা যায়, অথচ স্বাপ্নপদার্থ সমস্তই প্রাতিভাসিক বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন। আবার 'ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্ব' এবং 'তদিতরপ্রমাবাধ্যত্ব'কেও যথাক্রমে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার প্রযোজক বলা যাইতে পারে না, কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রমাত্ব স্বীকার করা হয়, অন্য প্রমা প্রমাই নহে। তাহা ছাড়া, ত্রিবিধ সত্তার এই বিভাগ 'সত্য' হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে একমাত্র ব্রহ্মই 'সত্য', অন্য সমস্তই মিথ্যা। আবার অদ্বৈতবাদী ইহাকে মিথ্যা বলিতেও পারেন না, কারণ তাহাতে তাহাদের সত্তাত্রৈবিধ্যবাদই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।[১৫৬]

এইরূপেই নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এখানে অতি সংক্ষেপে সেই খণ্ডনের দিগ্‌দর্শন করান হইল মাত্র। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্কদর্শনে দ্বিবিধ সত্তা স্বীকার করা হয় :—

নিম্বার্ক-দর্শন-সম্মত স্বতন্ত্র সত্তা ও পরতন্ত্র সত্তা

(১) স্বতন্ত্র সত্তা, (২) পরতন্ত্র সত্তা। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র সত্তা একমাত্র পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই আছে। এই স্বতন্ত্র সত্তার লক্ষণ "আত্মাশ্রিতত্বে সতি স্বায়ত্তস্থিতি-প্রবৃত্তিকত্ব"। অন্য সমস্ত জীবজগতাদি বস্তু প্রপঞ্চ "পরমেশ্বরাধীনস্থিতি প্রবৃত্তিক",—তাহাদের সত্তা পরমেশ্বরের অধীন, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সুতরাং তাহাদের সত্তাকে 'পরতন্ত্র সত্তা' বলে,—"পরতন্ত্রসত্তঞ্চ পরায়ত্তস্থিতি-প্রবৃত্তিকত্বম্"। এই পরতন্ত্র সত্তাকেও দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণনা করা হয়—(১) কূটস্থ ও (২) বিকারশীল। জীবাত্মার সত্তাকে 'কূটস্থ' বলা হয়, কারণ সেই সত্তা জন্মাদি বিকারশূন্য ও নিত্য—"কোটস্থ্যং নাম জন্মাদিবিকারশূন্যত্বে সতি নিত্যত্বম্"। আর দ্বিতীয় প্রকার বিকারশীল সত্তার লক্ষণ বলা হইয়াছে—"বিক্রিয়াযুক্তত্বে সতি অনাদ্যনন্তত্বম্"॥ সমস্ত প্রকৃতিবর্গই বিকারশীল সত্তাযুক্ত, কারণ ইহা পরিবর্ত্তনশীল হইলেও অনাদি ও অনন্ত।[১৫৭]

---

[১৫৬] *Vide:*—'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম'—শ্লোক—১৬, পৃঃ ১৭৪—১৭৬ (কাশী সং) Also শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী পৃঃ ৮২—৮৪ (কাশী সং)

[১৫৭] *Vide* :—বেদান্ততত্ত্ববোধ :–(বৃন্দাবন সং) পৃঃ ৮৫—৮৭, Also বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা—২।৩।৪২ সূঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিম্বার্কমতে জীবজগৎ সমস্তই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জগতের সত্যত্বই উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণেও জগতের সত্যত্ব বিষয়ে বলা হইয়াছে—"ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদি প্রভবাপ্যয়ম্। অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া ॥" তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাবতিরোভাবজন্ম-নাশবিকল্পবৎ ॥"—ইত্যাদি। এই বিষয়ে বিস্তৃতবিচার পববর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

সংশয়

এতক্ষণ পর্য্যন্ত "প্রমা ও 'অপ্রমার' অন্তর্গত ভ্রমসম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। অপ্রমারই আর একটি রূপ সংশয়। কোন একটি পদার্থে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা প্রকার জ্ঞানোদয়ের নাম সংশয় "একধর্মিকবিরুদ্ধভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ"—(সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৩০ কারিকা)। ন্যায় দর্শনে এই সংশয়ের সংজ্ঞা বলা হইয়াছে — "সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ"—ন্যায় দর্শন—১।১।২৩। এখানে ন্যায় সূত্রকার গৌতম (১) সাধারণ ধর্মজন্য সংশয় (২) অসাধারণ ধর্মজন্য সংশয়, (৩) বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্যমুলক সংশয়, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, (৫) এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়—সংশয়ের এই পাঁচ প্রকার ভেদ বা পাঁচ প্রকার কারণের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে পণ্ডিত মহলে নানারূপ মতান্তর আছে। অপ্রাসঙ্গিকবোধে এই সমস্তের আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু সংশয় সম্বন্ধে নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। সুতরাং সাধারণ নিয়মেই বুঝা যায় যে, যখন এই সংশয় সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা নিম্বার্কীয় দর্শনে করা হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা যুক্তি-সঙ্গত পরমতই গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরে 'প্রমা' ও 'অপ্রমা' বিষয়ে আলোচনা করা হইল। এক্ষণে

প্রমাণের সংখ্যা

প্রমাণের 'স্বরূপ' ও 'সংখ্যা' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। চার্বাক মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধগণ ও বৈশেষিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও "প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥—(মনু ১০০।১২)—ইহা বলিয়া এই তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান—এই চারিটিই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত চারিটি প্রমাণও অর্থাপত্তি—এই পাঁচটি প্রমাণ প্রাভাকর-মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। উক্ত পাঁচটি প্রমাণ ও অনুপলব্ধি—এই ছয়টি প্রমাণ কুমারিলভট্টমতে ও অদ্বৈতবেদান্তিমতে স্বীকৃত। উক্ত ছয়টি প্রমাণ ও তদতিরিক্ত 'সম্ভব' ও ঐতিহ্য—এই মোট আটটি প্রমাণ পৌরাণিকগণ স্বীকার করেন।[১৫৮] আবার এই আটটি প্রমাণ ব্যতীত 'চেষ্টা' নামক অপর একটি প্রমাণও তান্ত্রিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। হস্ত, অঙ্গুলি, প্রভৃতির সঞ্চালন, ভ্রূ-সঙ্কোচ, অক্ষিনিকোচ প্রভৃতি চেষ্টা দ্বারাও অনুভববিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে, সুতরাং চেষ্টাও একটি পৃথক্ প্রমাণ—এইরূপ কথা চেষ্টাপ্রামাণ্যবাদী তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন। 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের শব্দখণ্ডের শেষে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। এইরূপ যোগী মহাপুরুষের 'প্রাতিভজ্ঞান', 'আর্ষজ্ঞান', 'সিদ্ধদর্শন' প্রভৃতিকেও অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। মাধ্বমতে এইগুলি 'কেবল প্রমাণের' অন্তর্গত। প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকগণের

---

[১৫৮] *Vide:*—পরপক্ষ গিরিবজ্র,- পৃঃ ২২৫-২২৬, (বৃন্দাবন সংস্করণ)

নিম্বার্কীয় দর্শনে তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত।

প্রমাণ বিষয়ে মাধ্বমত।

মধ্যে এইরূপ বহুপ্রকার বিপ্রতিপত্তি দেখা যায়। এই বহুবিধ প্রমাণের মধ্যে নিম্বার্কদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটিই প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।[১৫৯] শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্যও এই তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য স্মৃতিকে পৃথক প্রমাণরূপে স্বীকার করিলেও[১৬০] স্মৃতিকে মানসপ্রত্যক্ষমধ্যে অন্তর্ভুর্ক্ত করায়, এবং মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করায় স্মৃতিও ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের মধ্যেই অন্তর্ভুর্ক্ত হয়,[১৬১] সুতরাং মাধ্বমতেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ হইল। মাধ্বমতে এই তিনটিকে 'অনুপ্রমাণ' বলা হয়। মাধ্বমতে প্রমাণ প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ তুই প্রকার :—

(১) কেবল প্রমাণ, ও (২) অনুপ্রমাণ। 'কেবল প্রমাণ' সমস্ত সংশয়শূন্য। ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগী মহাপুরুষের আর্ষ ও প্রাতিভ জ্ঞানাদিই এই "কেবল—প্রমাণে"র অন্তর্ভুর্ক্ত। আর অযোগী জনসাধারণের জ্ঞানই প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক এবং তাহাই অনুপ্রমাণ।[১৬২] মাধ্বমতে প্রমাণ জ্ঞানের কারণমাত্র নহে, কিন্তু প্রধান বা সাক্ষাৎ কারণ (সাধকতমম্)।[১৬২] রামানুজমতেও প্রমাণ তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।[১৬৩] মাধ্বের ন্যায় রামানুজমতেও জ্ঞানের

---

[১৫৯] "প্রমাকরণং প্রমাণং, তৎত্রিবিধং, প্রত্যক্ষানুমানশব্দভেদাৎ"—বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা—পৃঃ ৬০, (রত্নগোপাল ভট্ট সম্পাদিত)

Also :—বস্তুতস্তু প্রত্যক্ষানুমানশব্দাখ্যানি ত্রীণ্যেব প্রমাণানি, অন্যেষামত্রৈব অন্তর্ভাবেন পৃথক্ গ্রহণস্য গৌরবমাত্রত্বাৎ"—পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ২২৬।

[১৬০] "স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানচতুষ্টয়ম্। প্রমাণমিতি বিজ্ঞেয়ং ধর্মাদ্যর্থে মুমুক্ষুভিঃ"—প্রমাণচন্দ্রিকা—১৩৪ পৃঃ।

[১৬১] প্রমাণপদ্ধতি—পৃঃ ২২—২৬, প্রমাণচন্দ্রিকা—পৃঃ ১৪০,

[১৬২] প্রমাণপদ্ধতি—জয়তীর্থমুনিকৃত—পৃঃ ১৬—২০

[১৬৩] *Vide* :—বেদার্থ সংগ্রহ :—রামানুজ,

রামানুজ মত

কারণ সমূহের মধ্যে যাহা প্রধান কারণ (‘অতিশয়েন কার্যোৎপাদকম্,) তাহাই প্রমাণ।[১৬৪] রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, আমাদের ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ অনিত্য। এই অনিত্য প্রত্যক্ষও আবার দুই প্রকার—যোগীর প্রত্যক্ষ ও অযোগীর প্রত্যক্ষ। যোগশক্তির প্রভাবে জ্ঞানের আবরণ অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মবিষয় সম্পর্কেও যোগী জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং যোগী মহাপুরুষের এই আর্ষজ্ঞান ও প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি রামানুজ সম্প্রদায়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনেও এই আর্ষজ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন মতে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও শব্দ—এই দশ প্রকার।[১৬৫] এখানে ইহা অনুধাবনযোগ্য যে গৌড়ীয় মতে শব্দপ্রমাণের অতিরিক্ত ভাবেই অলৌকিক আর্ষজ্ঞান বা ঋষিবাক্যকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

নৈয়ায়িকগণও যোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

নিম্বার্কীয় দর্শনে প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে—প্রমাকরণং প্রমাণম্” (বেদান্তরত্নমঞ্জুষা’ পৃঃ ৬০)। যদিও ‘প্রমা’ অর্থাৎ জ্ঞান প্রত্যগাত্মার ধর্ম, এবং এই জ্ঞান বিভু, অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ং প্রকাশ,

---

[১৬৪] “তৎকারণানাং মধ্যে যদতিশয়েন কার্য্যোৎপাদকং তৎ করণম্” —সিদ্ধান্তসংগ্রহ :—রামানুজ,—Govt. Oriental Series MS. No. 4988—
Vide :—“বেদান্ত-দর্শন—অদ্বৈতবাদ” (২য় খণ্ড (—ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী, পৃঃ ৪৯।

[১৬৫] *Vide* :—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (১ম খণ্ড)—ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ—পৃঃ ৬।

তথাপি ইহার করণজন্যত্ব ঔপচারিকই বলিতে হইবে। বদ্ধাবস্থায় প্রত্যগাত্মার জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হইয়া সঙ্কুচিত থাকে, সুতরাং স্বরূপতঃ তাহা বিভু হইলেও বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ভিন্ন তাহা বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং নিম্বার্কীয় দর্শনমতে প্রত্যগাত্মার ধর্ম জ্ঞান অনাদি, অনন্ত ও বিভু হইলেও বাহ্য করণ, ও অন্তঃকরণ দ্বারা ঘটগত প্রদীপ প্রভার সঙ্কোচনের মত জ্ঞানেরও সঙ্কোচন হইয়া থাকে, এবং এই বিভু জ্ঞানের সঙ্কোচের কারণ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই সেই বিভু জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।[১৬৬] এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

নিম্বার্ক মত

অদ্বৈতবেদান্তীও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতেও জ্ঞান স্বরূপতঃ অনাদি ও অজন্য হইলেও অন্তঃকরণের পরিণাম বা বৃত্তির ফলে জাত ঘটাদিজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তি-মূলক বলিয়া সাদি ও ইন্দ্রিয়জন্য বলা হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণবৃত্তি মুখ্যতঃ জ্ঞান না হইলেও গৌণভাবে অন্তঃকরণবৃত্তিকে "জ্ঞান" আখ্যা দেওয়া হয়, এবং ঐ বৃত্তির জনক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে "প্রমাণ" বলা হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মতেও এইরূপ প্রয়োগ গৌণপ্রয়োগ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।[১৬৭]

বৃত্তিজ্ঞান বিষয়ে
অদ্বৈতমত

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সাংখ্যদর্শনেও এইরূপ বিষয়াকার

---

[১৬৬] তস্মাৎ তদ্‌বিষয়কজ্ঞানসঙ্কোচলক্ষণাজ্ঞাননিবৃত্তৌ······ ঘটাত্মকপ্রতিবন্ধনিবৃত্তৌ তৎপ্রভা-প্রকাশবৎ"—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—পুরুষোত্তমাচার্য্য, বন্ধমোক্ষব্যবস্থা-প্রকরণ।

Also Vide :—পরপক্ষ-গিরিবজ্রম্ (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ১৯২।

[১৬৭] ননু চৈতন্যমনাদি, তৎকথং চক্ষুরাদেস্তৎকরণত্বেন প্রমাণত্বমিতি ? উচ্যতে······—বেদান্তপরিভাষা পৃঃ ২৮—৩১ (ক, বি, সংস্করণ)

বৃত্তিজ্ঞান বিষয়ে সাংখ্য মত

অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।[১৬৮] সাংখ্যমতে আত্মা জ্ঞানে বিভু বলিয়া জগতের নিখিল বস্তুর সহিতই তাহার জ্ঞান-সম্বন্ধ আছে। সুতরাং সকল পুরুষেরই সর্বদা সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হয়না কেন? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে, পুরুষের বিষয়দর্শন বুদ্ধিবৃত্তির অধীন। যে বিষয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি উদিত হইবে সেই বিষয়েই পুরুষের জ্ঞানোদয় হইবে। বুদ্ধিবৃত্তিই এই মতে পুরুষের জ্ঞানের মুখ্যসাধন বা কারণ।[১৬৯]

নিম্বার্কদর্শন সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ।

নিম্বার্কদর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে—"বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং বিষয়সম্বদ্ধেন্দ্রিয়ং বা প্রত্যক্ষপ্রমাণম্"[১৭০]—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রমা, এবং বিষয়সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমার করণ। উক্ত প্রথম লক্ষণে 'প্রমাণ' শব্দ ভাবব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রমা'কেই বুঝাইতেছে, এবং দ্বিতায় লক্ষণে করণব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রমাণ' শব্দ প্রমার 'করণ' বা সাধনকেই বুঝাইতেছে।

নৈয়ায়িকের মত ও নিম্বার্কীয় মত

এই প্রত্যক্ষের লক্ষণবিষয়ে নিম্বার্কীয় দর্শনে নৈয়ায়িক মতেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। কারণ নৈয়ায়িকমতেও এইরূপই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে যথা:—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্" (ন্যায়দর্শন—১।১।৪)। কিন্তু নৈয়ায়িকমতে সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়,

---

[১৬৮] *Vide*:—সাংখসূত্র ও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—১।৯৯

[১৬৯] ঐ, ঐ,—১।৮৯

[১৭০] *Vide*:—বেদান্ত-রত্ন-মঞ্জুষা—পৃঃ ৬০; পরপক্ষগিরিবজ্রম্—পৃঃ—১৯০।

প্রভৃতি যে ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নিম্বার্কদর্শনে, বা কোন বেদান্তসম্প্রদায়েই স্বীকৃত হয় নাই। কারণ ব্রহ্মসূত্রে তো (২।২।১৩ সূত্র) সমবায়ের খণ্ডনই করা হইয়াছে। সমবায়ের পরিবর্ত্তে বেদান্তিগণ “অভেদ” বা “তাদাত্ম্য” সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং গুণাদিপ্রত্যক্ষে ‘সংযুক্ত-তাদাত্ম্য’ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই চলে। গুণ ও গুণী অভিন্ন, সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে স্থিত। নৈয়ায়িকসম্মত ‘অনুব্যবসায়’ও নিম্বার্কদর্শনে স্বীকৃত হয় নাই, কারণ নিম্বার্কদর্শনে সমস্ত জ্ঞানই ‘স্বগ্রাহক’। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ লক্ষণ বিষয়ে মাধ্ব-মত

মাধ্বমতেও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে—“নির্দোষার্থেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্”...(প্রমানপদ্ধতি ২১ পৃঃ)। যে বিষয়ের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইবে, সেই বিষয় ও ইন্দ্রিয় নির্দ্দোষ হইতে হইবে, কারণ দোষযুক্ত বিষয় ও ইন্দ্রিয় যথার্থজ্ঞান প্রকাশ করে না। ইন্দ্রিয়-শক্তির বিলোপ, কামলা প্রভৃতি রোগ, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাভাব ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ, আর বিষয়ের অতি-দূরত্ব, অতি-নৈকট্য, অতি-সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, সমান বা একই বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকা (সমানদ্রব্যাভিঘাত) ইত্যাদি বিষয়ের দোষ, [১৭১]। এইরূপ দোষ থাকিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না।

রামানুজ সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ

রামানুজীয় মতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, “সাক্ষাৎকারি-প্রমা প্রত্যক্ষম্”—(ন্যায়পরিশুদ্ধি—৭০ পৃঃ)। কিন্তু স্মৃতি তাঁহাদের মতে প্রমাণ হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, এইজন্য প্রত্যক্ষের অন্য লক্ষণে বলিয়াছেন “জ্ঞানকরণকজ্ঞানান্যত্বে সতি স্মৃতিভিন্নত্বম্

---

[১৭১] “অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতাৎ...” ইত্যাদি—সাংখ্যকারিকা —৭ শ্লোক।

প্রত্যক্ষত্বম্”— (ন্যায়সার—৭১পৃঃ), “জ্ঞানকরণজ-জ্ঞানস্মৃতিরহিতা মতিরপরোক্ষম্” (ন্যায়পরিশুদ্ধি—বেঙ্কটনাথকৃত ৭১ পৃঃ)। সুতরাং স্মৃতি তাহার মতে প্রত্যক্ষমূলা ও প্রমাণ হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি বারণের জন্য “জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্”—এইরূপ নৈয়ায়িকগণও বলিয়াছেন।

গৌড়ীয় মত

অদ্বৈতবাদিকৃত পূর্বোক্ত লক্ষণের খণ্ডন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এবং এইরূপ মানস প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষমধ্যে গণ্য। সুতরাং গৌড়ীয় মতে প্রত্যক্ষ মোট ছয় প্রকারের।[১৭২] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অদ্বৈত বেদান্তে পূর্বোক্ত (১) ইন্দ্রিয়জন্য—জ্ঞানপ্রত্যক্ষ বা (২) জ্ঞানাকরণকজ্ঞান-প্রত্যক্ষ—এইরূপ প্রত্যক্ষ-লক্ষণের খণ্ডন করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথম লক্ষণে মনোরূপ ইন্দ্রিয় জন্য বলিয়া অনুমান, স্মৃতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষত্বাপত্তি, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞানেও ইন্দ্রিয়জন্য নহে বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। আর দ্বিতীয় লক্ষণে পূর্বসংস্কার জন্য স্মৃতিজ্ঞানেও (সংস্কার জ্ঞান নহে বলিয়া স্মৃতি “জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানম্” হইল) প্রত্যক্ষের অতিব্যাপ্তি হইবে। আর সংস্কার অনুভূতিজন্য বলিয়া স্মৃতির মূলে সংস্কারের দ্বারা অনুভূতিই কারণ এইরূপ বলিলে “সোঽয়ং গৌঃ”—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞায়ও প্রত্যক্ষের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ

---

[১৭২] *Vide* :—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (১ম খণ্ড)—রাধাগোবিন্দ নাথ, পৃঃ—৬।

প্রত্যভিজ্ঞাস্থলেও সংস্কারকে দ্বার করিয়া পূর্বতন-অনুভব কারণ হইতে পারে। এইরূপে পূর্বোক্ত নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের প্রত্যক্ষ-লক্ষণের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়াছেন—“জ্ঞানত্বং প্রত্যক্ষত্বম্,” “প্রত্যক্ষপ্রমা ত্বত্র চৈতন্যমেব”—(বেদান্ত পরিভাষা, পৃঃ ৩৫)—জ্ঞানই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম, জ্ঞান স্বতঃ-প্রমাণ, ইহা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এইরূপে এই মতে অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানের জ্ঞানাংশ সর্বদা সর্বস্থলেই প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যেক বিশিষ্ট বোধেরই দুইটি অংশ,—জ্ঞানাংশ ও বিষয়াংশ। ঘটজ্ঞানের বিষয় “ঘট” অরূপ, নিরাকার জ্ঞানকে রূপ ও আকার দিয়াছে। বিষয়াংশ ঘটের সহিত জ্ঞানের মিলনের ফলে অরূপ অসীম জ্ঞান ঘটের রূপ নিয়া সসীম, সখণ্ডভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। স্বপ্রকাশ স্বতঃ-প্রমাণ জ্ঞানই পরপ্রকাশ জড় ঘটকে প্রকাশ কারতেছে। জ্ঞানের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানে অধ্যস্ত বিষয়ের ঘটাদিরও প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞানের এই বিষয়াংশ পরিবর্ত্তনশীল, জ্ঞানাংশ অপরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানই পরমার্থ সৎ, ব্রহ্মবস্তু, সর্বদা সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ, নিরংশ ও নির্বিশেষ তত্ত্ব। সুতরাং এই মতে জন্যঘটাদির প্রত্যক্ষের সম্বন্ধে “প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্”—এইরূপ প্রমাণলক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে।[১১৩]

অদ্বৈতবাদিসম্মত
প্রত্যক্ষ লক্ষণ

অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত
বিষয়গত প্রত্যক্ষ,
ও জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ

অদ্বৈতবেদান্তী বেদান্তপরিভাষাকার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিবরণ-মতানুযায়ী প্রত্যক্ষকে বিষয়গত প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ—এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অহংরূপে প্রকাশিত প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশই ঘটাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ, এবং প্রত্যক্ষবিষয়সম্বন্ধে যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ-

---

[১১৩] *Vide* :—বেদান্তপরিভাষা ১০৪ পৃঃ (বম্বে সংস্করণ)

জ্ঞান,[১৭৪] এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎসাধনই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। বেদান্তপরিভাষাকার জ্ঞানগত-প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়াছেন—"তত্তদিন্দ্রিয়যোগ্যবর্ত্তমানবিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যাভিন্নত্বম্ তত্তদাকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্নজ্ঞানস্য তত্তদংশে প্রত্যক্ষত্বম্"—(বেদান্তপরিভাষা—৬৪ পৃঃ),—অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের (প্রমাণচৈতন্যের) সহিত ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণযোগ্য বর্ত্তমানবিষয়-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদই ঘটপ্রভৃতি দৃশ্যবিষয়ের ভাসক জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা বলিয়া জানিবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন যে বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যেই জ্ঞানত্বের উপচার হয়, এবং তাহাই গৌণভাবে জ্ঞানপদবাচ্য হইয়া থাকে, কারণ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন তদতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—অদ্বৈতবাদিগণের এই মত নিম্বার্কদর্শনে স্বীকৃত হয় নাই, বরং খণ্ডিতই হইয়াছে।

নিম্বার্কমতে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ", "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। আবার সেইরূপই "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে", "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্"—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নিম্বার্ক মতে আত্মা যুগপৎ জ্ঞানাশ্রয় ও জ্ঞানস্বরূপ।

সুতরাং নিম্বার্কমতে আত্মা একাধারে যুগপৎ জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাশ্রয়। জ্ঞান আত্মার স্বরূপ ও ধর্ম-উভয়ই। এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞানত্বাংশে সাম্য থাকিলেও ধর্মিত্ব-ধর্মত্বাবচ্ছেদে পার্থক্যও রহিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। যেরূপ সূর্য্য ও তাঁহার প্রভার মধ্যে

---

[১৭৪] "ঘটাদেবিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বন্তু প্রমাত্রভিন্নত্বম্"……"প্রমাত্রভেদো নাম ন তাবদৈক্যং কিন্তু প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বাভাবঃ।" …"স্বাকারবৃত্ত্যুপহিতপ্রমাতৃচৈতন্যসত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বশূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্"—বেদান্তপরিভাষা পৃঃ ৬৫, ৬৭, ৭৫, (বোম্বে সংস্করণ)।

তৈজসত্বাংশে সাম্য থাকিলেও সূর্য্যত্ব—প্রভাত্বাবচ্ছেদে ধর্মি—ধর্মভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। "প্রভাবান্ সূর্য্য"—এইরূপ প্রতীতি এবং বাক্য-প্রয়োগও হইয়া থাকে।[১৭৫] আর অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে জ্ঞানত্বের উপচার স্বীকার করিলেও তাহার দ্বারা জ্ঞানজন্য ব্যবহার সম্ভব হয় না, কারণ তাহা হইলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দ্বারাও অন্ধকার এবং শৈত্যাদির নিবৃত্তি হইবে। সেইরূপ "আদিত্যো যূপঃ—" এই শ্রুতি অনুসারে যূপে আদিত্যের আরোপ হওয়ায় সেই আরোপিত ও কল্পিত যূপাদিত্যের দ্বারাও অন্ধকারের নিবৃত্তি হইবে, সেইরূপ শূদ্রেও কল্পিত ব্রাহ্মণত্বের দ্বারা শূদ্রেরও বেদাদিতে অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কোথাও দেখা বা শুনা যায় না।[১৭৬] এইরূপে নিম্বার্কদর্শনে অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যে জ্ঞানত্বের উপচার খণ্ডিত হইয়াছে।

নিম্বার্কীয় দর্শনে অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত "বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যে জ্ঞানত্বের উপচার হয়"—এই মতের খণ্ডন

শ্রীরামানুজও আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাশ্রয় উভয়ই বলিয়াছেন,—[১৭৭] আর নিম্বার্কদর্শনে অদ্বৈতবাদিসম্মত প্রতিবিম্ববাদও স্বীকৃত হয় নাই। নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহার বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ প্রভৃতিরও খণ্ডন করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শন-সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণাদি উপরে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধব-মুকুন্দ এই প্রত্যক্ষকে বাহ্য

---

[১৭৫] *Vide* :—বেদান্ত-রত্ন-মঞ্জুষা,—শ্লোক ১, পৃঃ ৪-৫।

[১৭৬] ঐ ঐ; *Also see* "বেদান্তরত্নমালা-অনন্তরামকৃত, পৃঃ ১৬—১৭ (বৃন্দাবন সং)

[১৭৭] *Vide* :—শ্রীভাষ্য ১।১।১

শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধব-মুকুন্দসম্মত প্রত্যক্ষের প্রকার ভেদ

ও আন্তরভেদে দুই প্রকার বলিয়াছেন।[১১৮] তাঁহার মতে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ বাহ্য-প্রত্যক্ষ, এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনঃকরণক প্রত্যক্ষ আন্তর-প্রত্যক্ষ। বাহ্য প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকার—যথা ঃ—শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, স্পার্শন প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ। আন্তর প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—লৌকিক ও অলৌকিক। তন্মধ্যে "অহং দুঃখী' ইত্যাদি লৌকিক সুখাদিবিষয়ক আন্তর প্রত্যক্ষই লৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ, ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ অলৌকিক প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগুণাদিবিষয়ক আন্তর প্রত্যক্ষই অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ। এই অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষও দ্বিবিধ, যথা ঃ—(১) পদার্থ ধ্যানাভিব্যঞ্জিত তন্মাত্রবিষয়ক, অর্থাৎ পদার্থমাত্র বিষয়ক জ্ঞান, এবং (২) বাক্যার্থবস্তুধ্যানাভিব্যঞ্জিত জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্যাবগাহিজ্ঞান। যেমন "ওঁ" এই পদের অর্থ বিষয়ক জ্ঞান পদার্থধ্যানাভিব্যঞ্জিত পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকারের অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ। আর 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞান দ্বিতীয় প্রকারের অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ একটি পদার্থ বিষয়ক, অপরটি বাক্যার্থ বিষয়ক। এই দ্বিবিধ অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষই ধ্যাননিষ্পাদ্য। ধ্যানসহকৃত মনই নিম্বার্কমতে পদার্থ ও বাক্যার্থ বিষয়ক অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে। ধ্যানাসহকৃত মন উক্ত প্রত্যক্ষের জনক হইতে পারে না। শ্রুতিতেও ইহা বলা হইয়াছে "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"—মনের দ্বারাই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, এবং সেই মন হইবে ধ্যানযুক্ত, ইহাও শ্রুতি বলিয়াছেন—"ততস্তু

অলৌকিক আন্তর প্রত্যক্ষ

---

[১১৮] "তদ্দ্বিবিধং বাহ্যাভ্যন্তরভেদাৎ"—গিরিবজ্রম্, পৃঃ ১৯০ (বৃন্দাবন সং)

তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ”—ধ্যায়মান পুরুষই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে, ধ্যান রহিত পুরুষ দর্শন করিত পারে না—ইহাই উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।[১৭৯]

“যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে”...ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয়

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, “যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম মনের অগোচর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ মনোজন্য নহে, কিন্তু ‘তত্ত্বমস্যাদি’ বাক্যজন্যই—ইহাই বলা উচিত। এই আপত্তির উত্তরে নিম্বার্কীয় দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে—উক্ত শ্রুতিতে শাস্ত্রাচার্য্য-সংস্কার শূন্য অশুদ্ধমনের অবিষয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত মনের অবিষয় বলা হয় নাই;—অথবা অনন্তকল্যাণ-গুণশালী ও অনন্তমহিমান্বিত ব্রহ্মের গুণের ও মহিমার ইয়ত্তাবধারণরূপ পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। এইজন্যই ব্রহ্মের সমগ্র গুণ ও মহিমা—অর্থাৎ সমগ্রভাবে ব্রহ্ম কোন মনেরই বিষয় হইতে পারেন না বলিয়া উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মকে মনের অবিষয় বলা হইয়াছে। ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য।[১৮০] আর স্মৃতিতেও ইহা বলা হইয়াছে—“নান্তং গুণানাং গচ্ছতি তেনানন্তোঽয়মুচ্যতে”... ইত্যাদি। আর ‘মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্’—ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্ম যে শুদ্ধ মনের গোচর ইহাই বলা হইয়াছে।

আর, অদ্বৈতবেদান্তী যে ‘তত্ত্বমস্যাদি’ বাক্যের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-জনকত্ব বলিয়াছেন, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও নিম্বার্কদর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ তাঁহাদেরই প্রদর্শিত ‘যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে”...ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘ব্রহ্ম বাক্যেরও

---

[১৭৯] *Vide* :—পরপক্ষগিরিবজ্র পৃঃ ১৯০—৯১ (বৃন্দাবন সং)

[১৮০] ঐ, ঐ, পৃঃ ১৯১ ; *Also* বেদান্তরত্নমালা”—শ্লোক ৩৫৫—৩৫৭।

অগোচর' ইহাই বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ বিচার পরে শব্দ-প্রমাণ-নির্ণয়াবসরে বিস্তৃতভাবে করা হইবে।

ব্রহ্ম ধ্যানসমাহিত শুদ্ধ মনের গোচর হন

মন বা ধ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের 'করণ' নহে

ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ

নিম্বার্কমতে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার প্রকাশে কারণান্তরের অপেক্ষা থাকিতে পারে না, কিন্তু মনের নিয়মন বা নিগ্রহমাত্রই অপেক্ষিত। কারণ অনেকাগ্র অসংযত মনে ব্রহ্মের বা প্রত্যগাত্মার প্রকাশ হয় না। মনের নিগ্রহের বা একাগ্রতার জন্যই ধ্যান আবশ্যক। ধ্যান দ্বারা মনের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে সেই ধ্যানসমাহিত মনেই প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ধ্যান প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির জন্যই অপেক্ষিত, প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার প্রকাশের জন্য ধ্যানের অপেক্ষা নাই—ইহাই নিম্বার্ক মত। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা," "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিতেও ধ্যানসমাহিত একাগ্র মনেই স্বয়ং-প্রকাশ প্রত্যগাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে—এইরূপই বলা হইয়াছে, কিন্তু মনকে প্রত্যগাত্মসাক্ষাৎকারের করণ বলা হয় নাই। মন ধ্যানেরই করণ, এবং ধ্যানদ্বারা প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইলে ভগবদনুগ্রহ বা কৃপার দ্বারা 'ত্বং' পদার্থ প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।[১৮১] সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হয় না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শুদ্ধ মন ও ধ্যান কোনটিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের 'করণ' নহে, কিন্তু তাহা প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিরই করণ। আর ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুর প্রকাশক ও সত্তাপ্রদায়ক, কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি নিজে কৃপা করিয়া প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে জানা যায়। "তমেব ভান্তমনু-

---

[১৮১] *Vide* :—বেদান্তরত্নমালা—শ্লোক ৩৫৮—৩৬০; পরপক্ষগিরিবজ্র—পৃঃ ১৯৩ (বৃন্দাবন সং)

ভাতি সর্ব্বম্, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ···ইত্যাদি শ্রুতিতেও ইহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর এবং এমন কি, জড় চিত্তবৃত্তিরও প্রকাশক, তাঁহাকে তো স্বপ্রকাশ হইতেই হইবে। চিত্তবৃত্তিকেও যিনি প্রকাশ করেন, তিনি 'স্বপ্রকাশ' না হইলে, অনবস্থাদোষের আপত্তি হইয়া পড়িবে। নিজে স্বপ্রকাশ না হইলে সে অপরকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই জন্যই 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'অহং', 'জ্ঞান', সমস্তই স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যময়। সমস্ত প্রকার জ্ঞান বা বিষয়ই ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য যে 'ব্রহ্ম', 'আত্মা' 'অহং' 'জ্ঞান' এই সমস্ত পদগুলি ব্রহ্মেরই দ্যোতক। আর ব্রহ্ম যে 'স্বপ্রকাশ' তাহা শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, যথা :—"অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি"—(বৃ :—৪।৩।৯) ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরপক্ষ-গিরিবজ্রকার নিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার গ্রন্থে অদ্বৈতবাদিসম্মত স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ সমূহ ("চিদবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বম্ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বম্"···"চিদবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্"···"স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তসম্বিদনপেক্ষত্বং" "স্বাবচ্ছিন্নসম্বিদনপেক্ষত্বং বা—স্বপ্রকাশত্বম্"··· এই সমস্ত লক্ষণ-সমূহ) খণ্ডন করিয়া "স্ববিষয়ত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বম্"—এইরূপ স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে 'ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকেন—এইরূপ 'স্ববিষয়ত্বই' ব্রহ্মের 'স্বপ্রকাশত্ব'। তাঁহার মতে জড়বস্তু যেরূপ স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে, ব্রহ্ম সেইরূপ স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় নহেন, কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপ-চৈতন্যের বিষয় হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হন। ঘটাদি স্ফুরণের জন্য যেমন ঘটাতিরিক্ত চৈতন্যের অপেক্ষা আছে, এইরূপ ব্রহ্মের স্ফুরণের

পরপক্ষ গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দের সম্মত স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ

জন্য ব্রহ্মাতিরিক্ত চৈতন্যের অপেক্ষা নাই, থাকিলে অনবস্থা দোষ হইত।

সুতরাং এই মতে ব্রহ্ম বৃত্তিরও বিষয় হন না, কিন্তু ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হন। তাহার মতে একই বস্তুর বিষয়-বিষয়িভাবে কোন বিরোধ হইবে না। কারণ "মামহং জানামি" ইত্যাদি স্থলে, এবং "তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি"—এই শ্রুতিতেও একই অহমর্থের বিষয়বিষয়িভাব এবং কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এই বিষয়ে সেখানে বিস্তৃত বিচার করিয়া স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ-বিষয়ে পূর্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।[১৮২] এই বিষয়ে তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির সারাংশ এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইলঃ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ বলেন, এবং সেই স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ বলেন—"চিদবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বম্ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বম্"। অর্থাৎ, ব্রহ্ম চৈতন্যের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ ব্যবহারযোগ্য হয়েন, ইহাই ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব। জড় ঘটপটাদি যেরূপ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য বা চৈতন্যভাস্য হইয়া অপরোক্ষ-ব্যবহারযোগ্য হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য হন না, কিন্তু চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য না হইয়াও, অর্থাৎ চৈতন্যের অবিষয় হইয়াও ব্রহ্ম অপরোক্ষব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকেন—ইহাই অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী চিৎসুখাচার্য্য স্বপ্রকাশত্বের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু চিৎসুখীর এই লক্ষণ নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ খণ্ডন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদি-সম্মত ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ খণ্ডন

শ্রীমাধবমুকুন্দর মতে ব্রহ্ম স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় না হইলেও স্বরূপচৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হইয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্ম যদি তাঁহার স্বরূপ চৈতন্যের বিষয়

---

[১৮২] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ২৩৫—২৩৯।

বা নিজেই নিজের বিষয় না হইতেন তবে ব্রহ্মব্যবহারেরই উপপত্তি হইতে পারিত না। কারণ সর্বথা চৈতন্যের অবিষয়ীভূত বস্তুর ব্যবহারই অসিদ্ধ। ঘটপটাদি জড়বস্তু স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় হইয়াই ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে, আর ব্রহ্ম স্বাতিরিক্ত চৈতন্যের বিষয় হইলে অনবস্থাদোষ হয় বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হন, অর্থাৎ স্বরূপচৈতন্যের বিষয় হন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মের 'চিদবিষয়ত্ব' বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে, একই বস্তুর যুগপৎ বিষয়-বিষয়িভাব অনুপপন্ন বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয় হইতে পারেন না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে "প্রমেয়ত্বং প্রমেয়ম্" এইরূপ অনুভব সর্বসিদ্ধ বলিয়া এখানে যেরূপ একই প্রমেয়ত্ব ধর্মের বিষয়বিষয়িভাবও যুক্তিসিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মেই বিষয়বিষয়িভাবও যুক্তিসিদ্ধই হইবে। আবার অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চমাত্রবিষয়ক মিথ্যাত্বানুমিতিতে এই মিথ্যাত্বানুমিতিকেও মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ মিথ্যাত্বানুমিতিও প্রপঞ্চের অন্তর্গত। মিথ্যাত্বানুমিতি মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় না হইলে মিথ্যাত্বানুমান দ্বারা প্রপঞ্চমাত্রের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিমতে মিথ্যাত্বানুমিতিও যেমন মিথ্যাত্বানুমিতির বিষয় হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যও ব্রহ্মচৈতন্যের বিষয় হইয়া থাকে।

আবার ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানও ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় না হইলে ঈশ্বর অসর্বজ্ঞ হইয়া পড়িবেন। অতএব এই সকল ক্ষেত্রে একই জ্ঞানের বিষয়-বিষয়িভাব অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অতএব, ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপচৈতন্যের বিষয় হয়েন, অর্থাৎ নিজেই নিজের বিষয় হয়েন ইহাতে কোন

অনুপপত্তি হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ অসঙ্গত। ইহার দ্বারা ‘চিদবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্’—এইরূপ স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ, যাহা অদ্বৈতবাদী চিৎসুখাচার্য্য ও নৃসিংহাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও নিরস্ত হইল। আর প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবেদান্তী শ্রীমধুসূদন সরস্বতী স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন “স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্তসম্বিদনপেক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্” “স্বাবচ্ছিন্নসম্বিদনপেক্ষত্বং বা স্বপ্রকাশত্বম্”। মধুসূদন সরস্বতীর এই লক্ষণও মাধবমুকুন্দ খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবমুকুন্দ বলেন যে, ব্রহ্ম স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সম্বিৎকে অপেক্ষা না করিলেও স্বীয় স্বরূপচৈতন্যকে অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্ববেদ্য বলিয়াই ব্রহ্মের ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্রহ্ম অবেদ্য হইলে ব্রহ্মের ব্যবহারই হইতে পারিত না। সুতরাং মধুসূদন সরস্বতীর উক্ত স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের অবেদ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব ব্রহ্মের ‘স্ববেদ্যত্বই স্বপ্রকাশত্ব’—এইরূপই বলা সঙ্গত, ইহাই নিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব নিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দের মতে ব্রহ্মের ‘স্ববিষয়ত্বই’ বা ‘স্ববেদ্যত্বই’ ‘স্বপ্রকাশত্ব’। এইরূপেই মাধবমুকুন্দ অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।[১৮৩] এখানে তাঁহার অতি সংক্ষেপে সামান্য আলোচনা করা হইল।

শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণাদির বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইল। এই প্রত্যক্ষ নিরূপণ প্রসংগে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মকীর্ত্তি, দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ক্ষণিকবাদ স্বীকার করায় তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ একমাত্র নির্বিকল্প, সবিকল্প নহে। তাঁহাদের মতে সবিকল্প প্রত্যক্ষ সত্য নহে, এবং হইতেও পারে না।

বৌদ্ধ মতে
নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ

---

[১৮৩] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্র—(বৃন্দাবন সং) পৃঃ ২৩৫—২৩৯।

নৈয়ায়িক মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে

'স্বলক্ষণকে' (স্বমেব লক্ষণম্ অসাধারণো ধর্মঃ—ইত্যর্থ ইতি স্বলক্ষণম্ ক্ষণিকবস্তু ইতি যাবৎ) বিষয় করিয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। এইরূপ স্বলক্ষণ—নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে ধর্ম্মধর্ম্মিজ্ঞান বা কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান থাকে না, এই সমস্ত পরে কল্পিত হইয়া থাকে। কারণ বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক বলিয়া কোন বস্তুর সম্পর্কে গুণগুণি-সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না।[১৮৪] সুতরাং নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বস্তুর নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিকল্প বা বিশেষধর্মরহিত বস্তু-স্বরূপমাত্রের বোধক 'ইদং'-রূপে প্রত্যক্ষজ্ঞান। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষকে সবিকল্প ও নির্বিকল্প—উভয় প্রকারই বলিয়া থাকেন। এই জন্যই মহামুনি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অব্যপদেশ্যম্' (অতএব নির্বিকল্পক) এবং 'ব্যবসায়াত্মকম্' (অতএব সবিকল্পক) পদ দুইটি দিয়া প্রত্যক্ষের উক্ত দুই প্রকার ভেদই সূচিত করিয়াছেন।[১৮৫] নৈয়ায়িকগণের মতে নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রমাও নহে, ভ্রমও নহে—'ন প্রমা নাপি ভ্রমঃ স্যান্নির্বিকল্পকম্"—(ভাষা পরিচ্ছেদ, ১৩৫ কারিকা)। ইহা জ্ঞানোদয়ের পূর্বাবস্থা, অপরিস্ফুট জ্ঞান। নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধ তার্কিকগণের মতে নির্বিকল্প জ্ঞান প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নহে, উহা অতীন্দ্রিয়। কারণ তাঁহাদের মতে "অনুব্যবসায়ের" ['অয়ং ঘটঃ'—ব্যবসায় জ্ঞান; "ঘটবিষয়কজ্ঞানবানহম্"—অনুব্যবসায়] সাহায্যেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নির্বিকল্পকের 'অনুব্যবসায়' হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষও হয় না। সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি কোন কোন প্রাচীনদর্শনে এই নির্বিকল্পক জ্ঞানকে 'আলোচন'

---

[১৮৪] *Vide*:—'ন্যায়বিন্দু'—(ধর্মকীর্ত্তিরচিত)।

[১৮৫] "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নঃ জ্ঞানম অব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"—ন্যায়সূত্র ১।১।৪।

—জ্ঞান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই ‘আলোচন’ জ্ঞান বালক, মুক প্রভৃতির জ্ঞানের ন্যায় ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য বস্তুর প্রথম-দর্শন-সঞ্জাত নিঃসম্বন্ধ জ্ঞান।[১৮৬]

অদ্বৈতবেদান্তি-স্বীকৃত সবিকল্প ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ

অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত অখণ্ডার্থত্বের লক্ষণ

অদ্বৈতবেদান্তিগণ সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক—উভয় প্রকার প্রত্যক্ষই স্বীকার করেন, “সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানম্ নির্বিকল্পকন্তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্” —(বেদান্ত পরিভাষা)। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও সত্য। তাঁহাদের মতে “তত্ত্বমস্যাদি” মহাবাক্যজন্য জ্ঞান নির্বিকল্পক ও নির্বিশেষ “অখণ্ডার্থ”-বোধস্বরূপ,—ইহাতে বাক্যের পদগুলির অন্বয়, শব্দার্থ প্রভৃতির বোধ অপেক্ষা করে না—“সংসর্গাসংগিসম্যগ্ ধীহেতুতা যা গিরামিয়ম্। উক্তাখণ্ডার্থতা, যদ্বা তৎপ্রাতিপদিকার্থতা”॥ —(চিৎসুখকৃত “তত্ত্ব-প্রদীপিকা”—১০৯ পৃঃ (নির্ণয়সাগর সং)—অর্থাৎ, বাক্যাঙ্গপদসমূহের সম্বন্ধজ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়াও যে বাক্যটি যথার্থ জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, তাহাই বাক্যগম্য অখণ্ডার্থবোধ। অপর কথায়, প্রত্যয়ের অর্থ বা পদান্তরের অর্থ প্রভৃতির সহিত সম্পর্কবিহীন কেবল প্রাতিপদিকের বা মুলশব্দের মর্মার্থ-গ্রহণকেই অখণ্ডার্থবোধ বলা যায়, সুতরাং ‘অসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদকত্বই অখণ্ডার্থত্ব’। অদ্বৈতবাদিগণের মতে যে বাক্য অসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হয় তাহাকে—অখণ্ডার্থক বাক্য বলে। অখণ্ডার্থক বাক্যের লক্ষণই এই যে—“অপর্য্যায়শব্দানাং পদবৃত্তিস্মারিতাতিরিক্তসংসর্গাগোচরপ্রমাজনকত্বম্, তেষামেকপ্রাতিপদিকার্থ-

---

[১৮৬] “অস্তি হ্যালোচনাজ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্।”—শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষসূত্র, ১২ শ্লোক।

মাত্রপর্য্যবসায়িত্বং বা।”[১৮৭] ‘ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তক’ অর্থাৎ, ভিন্নার্থক পদকে অপর্য্যায়পদ বলে। অর্য্যায়পদঘটিত বাক্যের ঘটকপদ, পদবৃত্তির দ্বারা স্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত তাহাদের সংসর্গ-রূপ অর্থের প্রমিতিজনক হইলে সেই বাক্যকে সখণ্ডার্থক বাক্য বলা হয়। আর যে বাক্য পদবৃত্তিদ্বারা স্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত সেই স্মারিত পদার্থের সংসর্গাবিষয়ক প্রমিতির জনক হয়, সেইরূপ বাক্যকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলা হয়। এই অখণ্ডার্থক বাক্যের অন্য লক্ষণ এই যে—‘অপর্য্যায় শব্দের এক প্রাতিপদিকার্থমাত্র-পর্য্যবসায়িত্বই অখণ্ডার্থত্ব।[১৮৮] আবার অদ্বৈতবাদিগণ অখণ্ডার্থ-বাক্যের এইরূপ লক্ষণও বলিয়া থাকেন যে—‘প্রতিপিপাদয়িষিত-পদার্থসংসর্গাপ্রমাপকত্বম্ অখণ্ডার্থকত্বম্’—অর্থাৎ, যে বাক্য প্রতিপিপাদয়িষিত পদার্থের অতিরিক্ত তদ্গত সংসর্গবিষয়ক প্রমার অজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ বাক্যই অখণ্ডার্থক।[১৮৯] অদ্বৈতবাদি-গণের মতে বস্তুর স্বরূপ—প্রতিপাদক লক্ষণ-বাক্যমাত্রই অখণ্ডার্থক হইবে। যাহা লক্ষণ-প্রতিপাদক বাক্য এবং যাহা বস্তু-স্বরূপ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরবাক্য, তাহাই অখণ্ডার্থক—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের মত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিক মাধবমুকুন্দ অদ্বৈত-বাদিগণের স্বীকৃত পূর্ব্বোক্ত অখণ্ডার্থত্বের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বিস্তৃতরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।[১৯০] এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

নিম্বার্কীয় মাধব-মুকুন্দ কর্ত্তৃক অখণ্ডার্থত্বের খণ্ডন

নিম্বার্কীয় দর্শনে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই। নিম্বার্কমতে প্রত্যক্ষ সর্বদাই সবিকল্পই হইবে,

---

[১৮৭] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ পৃঃ ২৫০—৫১ (বৃন্দাবন সং); *Also*—অদ্বৈত সিদ্ধি :—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকরণ।

[১৮৮] ঐ, ঐ, পৃঃ ২৫০—৫১ ; অদ্বৈতসিদ্ধি ঐ; ঐ।

[১৮৯] গিরিবজ্র—ঐ, পৃঃ—২৫২

[১৯০] *Vide* :—‘পরপক্ষ গিরিবজ্রম্’—পৃঃ ২৫০—২৭০ (বৃন্দাবন সং)

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। কারণ সর্বপ্রকার বিশেষভাব-বর্জিত বস্তুর জ্ঞান কখনও হইতে পারে না। প্রমাণ-মাত্রই সবিশেষ-বস্তু-বিষয়ক প্রমার জনক হইয়া থাকে—ইহাই নিম্বার্কমত, সুতরাং নিম্বার্কমতে বাক্যমাত্রই সখণ্ডার্থক। একান্ত নির্বিশেষ প্রত্যক্ষ বা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ একান্ত অসম্ভব ব্যাপার ও অনুভববিরুদ্ধ কল্পনা মাত্র।[১৯১]

নিম্বার্কদর্শন মতে সমস্ত প্রত্যক্ষ সবিকল্প, ও বাক্যমাত্রই সখণ্ডার্থক।

রামানুজ, মাধ্ব, প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য বেদান্তিগণও নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেন নাই। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষমাত্রই একপ্রকার বিশেষবোধ। জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কে কোনরূপ বিশেষ ধর্মের ভান না হইয়া কখনও কোনরূপ প্রত্যক্ষ বোধই জন্মিতে পারে না। ইহাদের মতে কোনপ্রকার বিশেষ ধর্মের বোধ-রহিত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ অসম্ভব কল্পনা। রামানুজ সম্প্রদায় সবিকল্প ও নির্বিকল্প—এই দুইপ্রকার প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্বিকল্পের লক্ষণ দিয়াছেন যে নির্বিকল্প শব্দের অর্থ—কোন কোন বিশেষধর্মের প্রকাশ রহিত বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সর্ববিধ বিশেষ ভাব বা ধর্মরহিত বস্তুর জ্ঞান নহে। সর্বপ্রকার বিশেষভাববর্জিত বস্তুর জ্ঞান কখনও হইতে পারে না। কারণ জ্ঞানমাত্রই "ইদমিত্থম্" এইরূপে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ভাব সংবলিত হইয়াই উদিত হয়। সুতরাং নির্বিকল্পজ্ঞানও রামানুজের মতে বিশিষ্টবিষয়ক, সুতরাং সবিকল্পক।[১৯২] প্রত্যক্ষে যদি কেবলমাত্র নির্বিশেষ সত্তারই প্রতীতি

মধ্বাচার্য্যও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই।

এই বিষয়ে রামানুজ মত।

---

[১৯১] "প্রমাণ-মাত্রস্য সবিশেষপ্রমাজননে এব পর্য্যবসানাৎ"……"বাক্যস্য সদৈব সখণ্ডার্থপরত্বাৎ"…"প্রমাণমাত্রস্য সবিশেষধীজনকত্ব-নিয়মেন সাধ্যা-প্রসিদ্ধেশ্চ"—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্—পৃঃ ২৫৩, (বৃন্দাবন সং)।

[১৯২] "প্রত্যক্ষং দ্বিধা, সবিকল্পকং, নির্বিকল্পকঞ্চ উভয়মপ্যেতদ্ বিশিষ্ট-

হইত, নির্বিশেষসত্তা ব্যতীত অপর কোন বিশেষ ধর্মের স্ফুরণ না হইত তবে অশ্বের প্রত্যক্ষ ও মহিষের প্রত্যক্ষের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা বোধগম্য হইত না—ইহাই রামানুজ বলেন। সুতরাং রামানুজের মতে প্রথমবার একটি বিশেষ গরুকে দেখা নির্বিকল্প হইলেও দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার ভিন্ন ভিন্ন গরুতে একই গোত্বকে দেখা সবিকল্পক।[১৯৩]

ভর্ত্তৃহরির মত

ভর্ত্তৃহরিপ্রমুখ প্রাচীন বৈয়াকরণগণও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, পদার্থমাত্রেরই কোন-না-কোন নাম আছে, নামশূন্য কোন পদার্থ নাই। নাম ও পদার্থ বস্তুতঃ অভিন্ন। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয় পদার্থের অন্ততঃ নাম বা সংজ্ঞা যে সূচনা করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলে এই মতে সকল প্রত্যক্ষই হইবে সবিকল্প। সুতরাং ইহাদের মতে নির্বিকল্পক বা সর্বপ্রকার বিকল্প রহিত প্রত্যক্ষ অসম্ভব।[১৯৪]

মধ্বাচার্য্য স্বীকৃত সাক্ষী-প্রত্যক্ষ

এখানে প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে প্রমাতা বা সাক্ষী (witnessing intelligence) বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য আত্মা, মনঃ, বিভিন্ন মনোবৃত্তি, আত্মার জ্ঞান, সুখ-দুঃখাদিধর্ম, কাল, আকাশ প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে—এইরূপ মধ্বাচার্য্য বলেন।[১৯৫] ইহাকে সাক্ষীপ্রত্যক্ষ বলে। মাধ্বমতে সাক্ষীও (witnessing intelligence) অন্যতম ইন্দ্রিয়। প্রমাতৃস্বরূপই সাক্ষী-ইন্দ্রিয়—ইহাই মধ্বের মত।[১৯৬] অন্য কোন দর্শনে, বা নিম্বার্ক প্রভৃতি কোন

—বিষয়মেব। অবিশিষ্টবস্তুগ্রাহিনো জ্ঞানস্য অনুপলম্ভাদ্ অনুপপত্তেশ্চ।"—ন্যায়পরিশুদ্ধি—৭৭—৭৮ পৃঃ। "নির্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণং, ন সর্ববিশেষ-রহিতস্য।"—শ্রীভাষ্য—৭৩ পৃঃ (নির্ণয়সাগরসং)

[১৯৩] শ্রীভাষ্য –৭৩ পৃঃ (নির্ণয়সাগর সং)

[১৯৪] *Vide* :— 'বাক্যপদীয়'—ভর্ত্তৃহরিকৃত।

[১৯৫] *Vide* :—প্রমাণচন্দ্রিকা—পৃঃ ১৮৯।

[১৯৬] প্রমাণপদ্ধতি পৃঃ ২১।

বৈদান্তিক 'সাক্ষীকে' ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বা সাক্ষী প্রত্যক্ষও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে ঐ বিষয়গুলি মানস প্রত্যক্ষে বা ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষেই অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শন-সম্মত অনুমানের লক্ষণ

অনুমানের লক্ষণ-বিষয়ে শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীমাধবমুকুন্দের নৈয়ায়িক মতের অনুসরণ

অনুমান ঃ—শ্রীনিম্বার্কদর্শনসম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনা উপরে করা হইল। এক্ষণে অনুমান প্রমাণের কথা বলা হইতেছে। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থে অনুমানের লক্ষণ বলিয়াছেন—"ব্যাপ্তিধীজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ" [১৯৭] এবং শ্রীমাধবমুকুন্দ দেবাচার্য্য তাঁহার 'পরপক্ষ-গিরি-বজ্র' গ্রন্থে "তৃতীয়লিঙ্গ পরামর্শকে" অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন।[১৯৮] এই বিষয়ে শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য ও শ্রীমাধবমুকুন্দ নৈয়ায়িকগণের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে আবির্ভূত ন্যায়প্রস্থানের পরমাচার্য্য উদ্দ্যোৎকর ন্যায়ভাষ্যের বার্ত্তিকগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে উদ্দ্যোৎকর প্রথমতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমান প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পরে লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমান বলিয়াছেন, এবং এই দুইটি মতকেই পূর্বাচার্য্যগণের সম্মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরে তিনি "লিঙ্গপরামর্শ-ইতি ন্যায্যম্" এইরূপ বলিয়া লিঙ্গ-পরামর্শকেই অনুমান বলিয়া নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমাণ প্রমাণ বলিয়াছেন, এবং লিঙ্গপরামর্শকে অনুমান প্রমাণের "ব্যাপার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং

---

[১৯৭] 'বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা 'পৃঃ ৬০ (কাশী সং)

[১৯৮] "লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্। মহানসাদৌ ধূমে ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পশ্চাৎ পর্বতাদৌ ধূমং পশ্যতি। ততো 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্য'—ইত্যেবং রূপং ব্যাপ্তিস্মরণম্। ততো বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়মিতি পরামর্শ উচ্যতে, তদেব অনুমানম্"—পরপক্ষ-গিরিবজ্রম্—পৃঃ ১৯৩ (বৃন্দাবন সং)

উপরোক্ত নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য এই নৈয়ায়িক মতেরই অনুসরণ করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য জ্ঞানকেই অনুমিতি বলিয়াছেন, ("ব্যাপ্তিধীজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ") এবং শ্রীমাধবমুকুন্দ দেবাচার্য্যও এই বার্ত্তিককার উদ্যোৎকরের মতেরই অনুসরণ করিয়া "তৃতীয়লিঙ্গ-পরামর্শকে" অনুমান বলিয়াছেন। [ব্যাপ্তি গ্রহণ-ভূমি মহানসাদি দৃষ্টান্তে ধূমাদি লিঙ্গের প্রথম দর্শন, তৎপর পর্বতাদিপক্ষে লিঙ্গের দ্বিতীয় দর্শন, এবং তৎপরে ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে লিঙ্গের 'পক্ষে' দর্শনই তৃতীয় দর্শন। গৃহীতব্যাপ্তিক পুরুষের দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন হইলে ব্যাপ্তিস্মরণপূর্ব্বক তৃতীয় লিঙ্গ-দর্শন হইয়া থাকে।]

এইরূপে শ্রীমাধবমুকুন্দ নৈয়ায়িকগণের মতানুসরণ করিয়া স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমানের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন, কেবলান্বয়ী, কেবল—ব্যতিরেকী, ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ হেতু স্বীকার করিয়াছেন এবং অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ, অনৈকান্তিক, প্রভৃতি পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসও স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে নৈয়ায়িক মতের সহিত মাধবমুকুন্দের মতের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু মাধবমুকুন্দ অনুমানের নৈয়ায়িকসম্মত পঞ্চাবয়ব স্বীকার না করিয়া মীমাংসকগণের মতানুসরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা, হেতু, ও উদাহরণ এই তিনটি অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন।[১১১] ব্যাপ্তির লক্ষণও শ্রীমাধবমুকুন্দ মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণের মতানুসরণ করিয়াই করিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহার কোন মৌলিকতা দেখা যায় না। শ্রীমাধবমুকুন্দের মতে ব্যাপ্তির লক্ষণ—"সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বে সতি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"—(গিরিবজ্র—পৃঃ ১৯৩-৯৪ বৃন্দাবন সং)। এইরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ মীমাংসকগণের স্বীকৃত ব্যাপ্তিলক্ষণের

মাধবমুকুন্দের স্বীকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণ।

---

[১১১] "তত্র প্রতিজ্ঞাদিভিস্ত্রিভিরুদাহরণাবসানৈরনুমানস্য সম্ভবাৎ আধিক্যং গৌরবমাত্রমিতিসিদ্ধান্তঃ—গিরিবজ্রম্—পৃঃ ১২৫।

কিঞ্চিৎ সংস্কৃত রূপ, কিন্তু ইহা গঙ্গেশকৃত ব্যাপ্তির পরিনিষ্ঠিত লক্ষণের সমকক্ষ হয় নাই, কারণ কেবলান্বয়ী অনুমানে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কেবলান্বয়ী অনুমানে উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের "সাধ্যবদন্য" বস্তুটীই অপ্রসিদ্ধ হয়। এই জন্যই নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ"—এইরূপ প্রথম ব্যাপ্তি লক্ষণ করিয়া পরে "হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"—এইরূপ ব্যাপ্তির দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীমাধবমুকুন্দ ব্যাপ্তির দ্বিবিধ প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাপ্তি দ্বিবিধ—(১) প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগ্রাহ্য ও (২) শাস্ত্রমাত্র গ্রাহ্য। লৌকিক পদার্থবিষয়ক অনুমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণগ্রাহ্য হইয়া থাকে, যেমন "ভূতানি নাত্মা, কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ", দেহো নাত্মা, কার্য্যত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ"—ইত্যাদি অনুমানে ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণগ্রাহ্য, এবং উক্ত অনুমিতিগুলিও লৌকিক-পদার্থ-বিষয়ক। আর প্রত্যগাত্মাদি অলৌকিক পদার্থবিষয়ক অনুমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তি দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্রমাত্র গ্রাহ্য ব্যাপ্তি। যেমন—"প্রত্যগাত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ, চেতনত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ, অচেতনভিন্নত্বাচ্চ, ব্রহ্মবৎ, "যোঽয়ং বিজ্ঞানঘনঃ" ইতি শ্রুতেঃ; "প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা আত্মত্বাৎ ব্রহ্মবৎ, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি শ্রুতেঃ—ইত্যাদি অনুমানে ব্যাপ্তি লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য নহে, কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্তি শাস্ত্রমাত্র, বা শ্রুতিমাত্রবেদ্য।[২০০] এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যাপ্তির উদাহরণ শ্রীমাধবমুকুন্দ

দ্বিবিধ ব্যাপ্তি :—
(১) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগ্রাহ্য ও
(২) শাস্ত্রমাত্র গ্রাহ্য

---

[২০০] "ব্যাপ্তির্দ্বিধা, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগ্রাহ্যা, শাস্ত্রৈক-গ্রাহ্যা চ, তত্র লৌকিকপদার্থ-বিষয়কানুমিতিহেতুভূতা প্রথমা" ...... ইত্যাদি—পরপক্ষ-গিরিবজ্র, পৃঃ ১৯৭ (বৃন্দাবন সং)।

অতিশয় বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন, এবং এই সকল উদাহরণের প্রসঙ্গে তিনি স্বসম্প্রদায়-সমর্থিত ভেদাভেদসিদ্ধান্তে জীব, ব্রহ্ম, প্রভৃতির স্বরূপাদি অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। [২০১]

ন্যায় মঞ্জরীকার
জয়ন্ত ভট্টের কথা

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ন্যায়-মঞ্জরীতে এই 'শাস্ত্রবাক্য-গ্রাহ্য' ব্যাপ্তির কথা (যাহা মাধবমুকুন্দ বলিয়াছেন) ইঙ্গিতে অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, যথাঃ—"লিঙ্গস্য তু ক্বচিৎ প্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, ক্বচিদ্ বচনতঃ প্রতিপত্তিরিতি নৈষ মহান্ ভেদঃ"—(ন্যায় মঞ্জরী পৃঃ ৩২২, ক, বি, সংস্করণ-১৯৩৯)। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে 'ক্বচিদ্ বচনতঃ প্রতিপত্তিঃ" বলিয়া লিঙ্গের যে বাক্য-মাত্র গ্রাহ্যত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, পরপক্ষ-গিরিবজ্রে শ্রীমাধবমুকুন্দ তাহারই বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

অনুমানের অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই শ্রীমাধবমুকুন্দ নৈয়ায়িক মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কোন নূতন কথা বলেন নাই, সুতরাং বাহুল্যবোধে তৎ সমস্ত এখানে আলোচিত হইল না।

শব্দ প্রমাণ

শব্দপ্রমাণ-নির্বচন-প্রসঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহার 'বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষা গ্রন্থে বলিতেছেন—"আপ্তপ্রযুক্তং বাক্যং শব্দঃ"—(বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষা—পৃঃ ৬০, কাশী সং)। এই কথা শ্রীমাধবমুকুন্দও তাঁহার গিরিবজ্রগ্রন্থে এইরূপই বলিয়াছেন, যথা:—"আপ্তপ্রযুক্তবাক্যং শব্দরূপপ্রমাণম্"—(পরপক্ষ-গিরিবজ্র—পৃঃ ২০৪, বৃন্দাবন সং)—আপ্তপ্রযুক্ত বাক্যই শব্দরূপ প্রমাণ। আপ্ত কাহাকে বলে? —ইহার উত্তরে শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য বলিয়াছেন—"ভ্রমাদিহেতুবুদ্ধিমান্দ্যাদিচতুষ্টয়াপ্রমাণ্যকরণশূন্যত্বে সতি যথার্থবক্তৃত্বম্ আপ্তত্বম্"—(ঐ, পৃঃ ৬০)। মাধবমুকুন্দও

---

[২০১] পরপক্ষগিরিবজ্রম্—পৃঃ ১৯৭—১৯৯ (বৃন্দাবন সং) দ্রষ্টব্য।

তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে পুরুষোত্তমাচার্য্যের এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—“আপ্তত্বং নাম ভ্রমহেত্বভারসহকৃতপদ-বাক্যপ্রমাণবেতৃত্বে সতি যথার্থবক্তৃত্বম্। ভ্রম-হেতবস্তাবচ্চত্বারঃ—বুদ্ধিমান্দ্যমিন্দ্রিয়াপাটবং বিপ্রলিপ্সা দুরাগ্রহ-শ্চেতি।” (গিরিবজ্র পৃঃ ২০৪)—যে পুরুষের ভ্রমের চতুর্বিধহেতু নাই, ও যিনি পদ, বাক্য ও প্রমাণের বেত্তা এবং…যিনি যথাবগত অর্থের বক্তা, তিনিই আপ্ত। ভ্রমের হেতু চারিটি, (১) বুদ্ধির মান্দ্য, (২) ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব, (৩) বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এবং (৪) দুরাগ্রহ॥ —এইরূপ দোষরহিত আপ্তপুরুষের প্রযুক্ত বাক্যই প্রমাণ।

আপ্তত্বের লক্ষণ

এখানে শব্দ-প্রমাণের লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত “প্রযুক্ত” (আপ্তপ্রযুক্ত) পদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে “প্রযুক্ত” শব্দটি ব্যবহার করিয়া আপ্তরচিত বাক্যেরও প্রামাণ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং অপৌরুষেয় বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ এখানে ‘আপ্তোক্ত’ না বলিয়া ‘আপ্তপ্রযুক্ত’ বলা হইয়াছে। ‘আপ্তোক্ত’ বলিলে আপ্তপুরুষ কর্ত্তৃক রচিত বাক্যকেই বুঝায়। কিন্তু ‘আপ্তপ্রযুক্ত’ বলিলে, যাহা আপ্ত পুরুষের রচিত নহে, কিন্তু স্মৃত হইয়া উচ্চারিত, তাহাকেও বুঝাইতে পারে। বেদ আপ্তপুরুষ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া যথাবৎ প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ ‘আপ্ত-প্রযুক্ত’ কিন্তু ‘আপ্তোক্ত’ (আপ্তপুরুষের রচিত) নহে। আপ্তপুরুষের উচ্চারিত প্রমাণবাক্য সংশয়াদিদোষযুক্ত হইতে পারে। তাহার ফলে প্রমাণবাক্যও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। ‘আপ্তপ্রযুক্ত’ এই কথা বলায় স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্য উচ্চারয়িতৃপুরুষের দোষে দুষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতে বিনির্মুক্ত হইল। সুতরাং নৈয়ায়িক, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের শব্দ-প্রমাণলক্ষণের ছায়াপাত এই লক্ষণে হইলেও ইহার অভিনবত্ব বা মৌলিকতা আছে।

আপ্ত পুরুষের প্রযুক্ত বাক্যই প্রমাণ।

এই বিষয়ে মাধ্ব-সম্প্রদায়ী জয়তীর্থের মত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মাধ্বসম্প্রদায়ী আচার্য্য জয়তীর্থ প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থে বলিয়াছেন—'নির্দোষঃ শব্দঃ আগমঃ' (প্রমাণ চন্দ্রিকা —পৃঃ ১৫৭ ক, বি, সং)। তাঁহাদের মতে শব্দদোষ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, যথা :—(১) অবোধকত্ব, (২) বিপরীতবোধকত্ব (যেমন ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নাই, শূদ্রের আছে—এইরূপ শ্রুতিমতের বিপরীত উক্তি) (৩) জ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব (যেমন 'সূর্য পূর্বদিকে উঠে' এইরূপ সর্ব্বজনবিজ্ঞাত তথ্যের নির্ব্বচন) (৪) অপ্রয়োজনবত্ত্ব (যেমন কাকের দন্ত আছে কিনা—ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উক্তি) (৫) অনভিমতপ্রয়োজনবত্ত্ব (যেমন সন্ন্যাসীকে বাণিজ্যের উপদেশ) (৬) অশক্যসাধন-প্রতিপাদন (যেমন মৃতসঞ্জীবনী-ঔষধানয়ন প্রভৃতি অসম্ভব ব্যাপারের উপদেশ) এবং (৭) লঘু উপায়ের সম্ভবস্থলে গুরু-উপায়ের উপদেশ (যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে পানীয় জলের জন্য কূপ খননের উপদেশ) ইত্যাদি।[২০২] এইরূপ সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত নির্দ্দোষ শব্দই প্রমাণ। এইরূপ নির্দ্দোষ শব্দের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতার্থ প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হয় না। এই জন্যই অদ্বৈত বেদান্তিগণ বলেন—"যস্য বাক্যস্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত-সংসর্গো মানান্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্‌বাক্যং প্রমাণম্" (বেদান্ত পরিভাষা—২০৮ পৃঃ) (বোম্বাই সং)।

এখানে ইহা অনুধাবনযোগ্য যে জয়তীর্থ "নির্দ্দোষঃ শব্দ আগমঃ" —এই লক্ষণের দ্বারা বেদের স্বতঃ প্রামাণ্যের অনুকূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ বেদ নির্দ্দোষ শব্দাত্মক, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিম্বার্কীয় শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য এই সম্বন্ধে নীরব। সুতরাং জয়তীর্থ প্রভৃতির আলোচনাকে নিম্বার্কীয় মতের পরিপূরক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

---

[২০২] *Vide* :—প্রমাণচন্দ্রিকা (ক. বি, সং) পৃঃ ১৫৭।

তিন প্রকার আপ্তত্ব

নিম্বার্কীয় দর্শনে এই আপ্তত্ব তারতম্যাদিভেদে তিন প্রকার বলিয়া বলা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেদই আপ্ততম, যেহেতু তাহা স্বতঃ প্রমাণ। বেদার্থের স্মর্ত্তা মনুব্যাসাদি ঋষিগণ আপ্ততর, যেহেতু তাঁহাদের উক্তি শ্রুতি-সাপেক্ষ, আর শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতির ব্যাখ্যাকারগণ আপ্ত, যেহেতু তাঁহাদের উক্তি শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় সাপেক্ষ হইয়াই প্রমাণ হইয়া থাকে।[২০৩] এইরূপ আপ্ততম, আপ্ততর ও আপ্তগণের বাক্যই শব্দপ্রমাণ।

নিম্বার্কীয় মতে "শক্তি" পদার্থান্তর

প্রমাণীভূত বাক্য, পদ, মুখ্য ও গৌণভেদে শব্দের দ্বিবিধাবৃত্তি, শব্দশক্তি, ত্রিবিধলক্ষণা, গৌণীবৃত্তি, শক্তিগ্রহ, তাৎপর্য্য প্রভৃতির স্বরূপলক্ষণাদির বিবরণ-বিষয়ে নিম্বার্কদর্শনে নৈয়ায়িক ও আলংকারিকগণের মতেরই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে,[২০৪] বিশেষ কোন নূতন কথা বলা হয় নাই, সুতরাং তৎসমস্ত এস্থলে আর বলা হইল না। কেবল নিম্বার্ক মতের বিশেষ এই যে, নিম্বার্কীয় দর্শনে শব্দের মুখ্যাবৃত্তি 'শক্তিকে' পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং 'শক্তির' লক্ষণ বলা হইয়াছে—"অঘটন-ঘটনাপটীয়সী - ব্রহ্মাশ্রিতস্বাভাবিকীশক্তি-মচ্ছব্দাশ্রিতা তদর্থপ্রকাশনার্হতাহভিন্না চ"—(বেদান্তরত্নমঞ্জুষা পৃঃ ৬১)।—অর্থাৎ, পদ-পদার্থের বাচ্যবাচকত্বরূপ শব্দবৃত্তি, অর্থাৎ

শক্তির লক্ষণ

শব্দের তত্তৎ অর্থজ্ঞাপন সামর্থ্যই 'শক্তি', এবং এই 'শক্তি' বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়ই পদের স্বাভাবিক শক্তি। ইহাই নিম্বার্কীয় দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে।[২০৫] এস্থলে

---

[২০৩] তচ্চতারতম্যাদিভেদাৎ ত্রিবিধম্। তত্রাপ্ততমো বেদান্তবাক্যং প্রমাণতমম্, আপ্তমূলকত্বেনান্যনিরপেক্ষত্বাচ্ছ্রুতার্থস্মর্ত্তারো মন্বাদয় আপ্ততরা… শ্রুতিমূলকত্বেন তৎসাপেক্ষত্বাচ্ছ্রুতিস্মৃতিব্যাখ্যাতারঃ আপ্তাঃ…"—বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা—পৃঃ ৬০; পরপক্ষগিরিবজ্র পৃঃ ২৪০ (বৃন্দাবন সং)

[২০৪] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ২০৪-২০৮ (বৃন্দাবন সং)

[২০৫] "পদ-পদার্থয়োর্ব্বাচ্যবাচকত্বরূপ-শব্দবৃত্তি তদর্থজ্ঞাপনার্হ-সামর্থ্যং

উল্লেখযোগ্য যে, মীমাংসা দর্শনেও ‘শক্তির’ অতিরিক্ত-পদার্থত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ‘শক্তির’ লক্ষণ বিষয়ে যাহা বলা হইল—“অঘটন ঘটনাপটীয়সী”…ইত্যাদি, তাহা নিম্বার্ক-দর্শনের স্বকীয় মতবৈশিষ্ট্য।

নৈয়ায়িক মত

নৈয়ায়িক মতে ‘শক্তির’ লক্ষণ বলা হইয়াছে—“সা চ অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছারূপা”—(সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ভাষা পরিচ্ছেদ)। এই ‘শক্তি’ নৈয়ায়িক মতে পৃথক্ পদার্থ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দাহিকা-শক্তিকে দাহের কারণ বলিলে অনন্তশক্তির কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং ন্যায়মতে বহ্নিই দাহের কারণ, তবে দাহের প্রতিবন্ধক মনির অভাববিশিষ্ট বহ্নিকেই দাহের কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু নিম্বার্কদর্শনে শক্তিকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তিগণও শক্তিকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[২০৬]

পদের শক্তি বিষয়ে
নৈয়ায়িক মত

পদের এই ‘শক্তির’ দ্বারা পদ কোন্ অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে, বা ব্যাকরণ-সংস্কৃত পদের ‘শক্তি’ কোথায়—এই প্রশ্নের উত্তরেও আচার্য্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পদার্থেই পদের শক্তি, পদ হইতে পদার্থেরই স্মরণ হইয়া থাকে, এবং পদের সমভিব্যাহাররূপ বাক্য হইতেই বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাদের মতে বাক্যের প্রত্যেক পদের শক্তিবোধের পর আকাঙ্ক্ষাদিবশতঃই পদসকল পরস্পর অন্বিত হইয়া একটি মিলিত বিশিষ্টার্থের বোধ জন্মায়। এই জন্যই নৈয়ায়িকদের এই মতকে “অভিহিতান্বয়বাদ” বলা হয়।

নৈয়ায়িকের
অভিহিতান্বয়বাদ

পদার্থান্তরং বহ্নিবৃত্তিদাহকতাসামর্থ্যবৎ স্বাভাবিকী শক্তিঃ”—গিরিবজ্র পৃঃ—২০৫।

[২০৬] “সা চ শক্তিঃ পদার্থান্তরং সিদ্ধান্তে কারণেষু কার্য্যানুকূলশক্তিমাত্রস্য পদার্থান্তরত্বাৎ”—বেদান্তপরিভাষা।

প্রাভাকরগণের কার্যান্বিতাভিধান-বাদ

কিন্তু মীমাংসক প্রাভাকরগণ নৈয়ায়িকের এই মত স্বীকার করেন না। প্রাভাকর মতে কার্য্যান্বিত অর্থেই পদের শক্তি, কিন্তু শুদ্ধপদার্থ মাত্রে পদের শক্তি নাই। কারণ "গামানয়", "অশ্বমানয়" ইত্যাদি বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া, এবং তদনুসারে ব্যুৎপন্নব্যক্তি প্রৌঢ়ের কার্য্য দেখিয়াই অব্যুৎপন্ন বালকের শাব্দজ্ঞানবোধ হইয়া থাকে। শিশুর এইরূপ প্রাথমিক শব্দার্থের জ্ঞান ক্রিয়ার সহিত জড়িত, সুতরাং কোন-না-কোন যোগ্য ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়াই পদগুলি তাহাদের অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ ক্রিয়ান্বিত পদার্থেই পদের শক্তি। কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু, কৃতিসাধ্যত্বই কার্যত্ব। প্রযোজক বৃদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিলে সেই উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানপূর্ব্বক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রুতবাক্য কার্য্যতাজ্ঞানের জনক না হইলে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিই উৎপন্ন হইতে পারিবে না। প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি উৎপন্ন না হইলে অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রযোজ্য বৃদ্ধের জ্ঞানের অনুমান করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাতে শুদ্ধপদার্থে পদের শক্তি নিশ্চয়ও সর্বথা অব্যুৎপন্ন বালকের হইতে পারিবে না। সুতরাং পদের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ কার্য্যান্বিত অর্থেই হইয়া থাকে। ইহাই প্রাভাকর মীমাংসকগণের সম্মত অন্বিতাভিধানবাদ।

নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের ইতরান্বিতাভিধানবাদ

নিম্বার্কদর্শনে এই কার্য্যান্বিতাভিধানবাদকে স্বীকার করা হয় নাই। পরন্তু এই কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ স্বীকার না করিলেও ইতরান্বিতাভিধানবাদ তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা ইতরান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিলে লাঘব হয়। সুতরাং নিম্বার্কীয় দর্শনে ইতরান্বিত পদার্থেই পদের শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।[২০৭]

---

[২০৭] "ইতরান্বিত এব পদার্থে শক্তি, র্ন কার্য্যান্বিতে, গৌরবাৎ…তস্মাৎ

নবীন প্রাভাকরগণ এবং কুমারিলপন্থী ভট্ট মীমাংসকগণও এই ইতরান্বিত পদার্থেই পদের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং পরপক্ষগিরিবজ্রকার শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দ এই বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন নূতন কথা বলেন নাই।

যদি বলা যায়,—বাক্য কার্য্যান্বিত অর্থের বোধক না হইয়া ইতরান্বিত অর্থ মাত্রের বোধক হইলে তাদৃশ বাক্য হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারিবে না, এবং প্রবৃত্তির অজনক বাক্যের দ্বারা পদের শক্তি-গ্রহও সম্ভাবিত হইবে না। ইহার উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলিয়াছেন যে, "পুত্রস্তেজাতঃ" এইরূপ বাক্য-শ্রবণের অনন্তর কার্য্যানন্বিত সিদ্ধার্থমাত্রবিষয়ক জ্ঞান হইতেও শ্রোতৃপুরুষের মুখবিকাশাদি হইয়া থাকে। মুখবিকাশাদির দ্বারা শ্রোতৃপুরুষের হর্ষ অনুমান করিয়া সেই অনুমিত হর্ষের জ্ঞানজন্যত্বের অনুমান হইয়া থাকে এবং সেই অনুমিত জ্ঞানও বাক্যজন্য—এইরূপ অবধারণ, উক্ত জ্ঞানের সহিত বাক্যের অন্বয়ব্যতিরেক আছে বলিয়া তাহা হইতে অব্যুৎপন্ন পুরুষেরও হইয়া থাকে। অনন্তর "আবাপ-উদ্বাপ" দ্বারা উৎপন্ন শরীর-বিশেষে পুত্রপদের "শক্তি" নিশ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম ব্যুৎপত্তিগ্রহের জন্য সর্বত্র কার্যতাজ্ঞান অপেক্ষিত নহে। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রাভাকর মীমাংসকগণ যে বলিয়া থাকেন—"কার্য্যপর বাক্যই প্রমাণ, সিদ্ধপর বাক্য প্রমাণ নহে"—প্রাভাকরগণের এই উক্তিও খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ উপরে প্রদর্শিত রীতি অনুসারে ইতরান্বিত সিদ্ধ বস্তুতেও পদের শক্তিগ্রহ হইতে পারে।

আর নৈয়ায়িকগণ যে বলিয়া থাকেন যে, শুদ্ধ পদার্থ মাত্রেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত, কিন্তু অন্বিত পদার্থে শক্তি স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ অন্বয়াংশে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরবই

ইতরান্বিতে পদার্থে শক্তিরিতি সিদ্ধম্"—পরপক্ষগিরিবজ্র পৃঃ ২১৮—২১৯ (বৃন্দাবন সং)

হইবে। সুতরাং অন্বয়াংশে পদের শক্তি থাকিলেও পদসমূহের সমভিব্যাহার বশতঃই বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হইতে পারে—নৈয়ায়িকগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত হয় না। কারণ যে পদের যাহাতে শক্তি গৃহীত হয়, সেই পদ সেই অর্থেরই বোধক হইয়া থাকে। যে পদের যাহাতে শক্তি গৃহীত হয় নাই, সেই পদ তাহার বোধকও হইতে পারে না। সুতরাং অন্বয়াংশে পদের শক্তি গৃহীত না হইলে পদ অন্বয়াংশেরও বোধক হইতে পারিবে না, আর তাহাতে "অশক্ত" পদের সমভিব্যাহার হইতে বাক্যার্থবোধ কখনই সম্ভাবিত হইবে না। সুতরাং ইতরান্বিত অর্থেই পদের শক্তি মানিতে হইবে।[২০৮] কিন্তু এই বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থে বহু বাদানুবাদ ও আলোচনা করা হইয়াছে, বাহুল্যবোধে তাহা আর এখানে আলোচিত হইল না।

নৈয়ায়িক মতের খণ্ডন

নিম্বার্ক-দর্শন মতে এই শক্তি জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই গৃহীত হইয়া থাকে। জাতিমাত্রে পদের শক্তি গৃহীত হয় না, হইলে পদ হইতে ব্যক্তির বোধ হইতে পারিত না। আর পদ হইতে প্রথমতঃ ব্যক্তিই উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল "ব্যক্তি" মাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলে "ব্যক্তি" অনন্ত বলিয়া অনন্তশক্তিকল্পনায় অতি গৌরব দোষ হইবে। সুতরাং জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই পদের শক্তি—ইহাই নিম্বার্কীয় আচার্য্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার 'পরপক্ষ-গিরিবজ্র' গ্রন্থে বলিয়াছেন।[২০৯] সুতরাং দেখা যায় যে, এই বিষয়ে মাধবমুকুন্দ নব্যনৈয়ায়িকের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি মানিয়া লইয়া গোত্ব-জাতি ও 'গো' ব্যক্তিতে একটি সঙ্কেত স্বীকার করিয়া জাতি-শক্তির

নিম্বার্কীয় মতে জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি

---

[২০৮] পরপক্ষ গিরিবজ্রম্ পৃঃ ২১৮—২১৯ (বৃন্দাবন সং)

[২০৯] "তস্মাজ্জাতিবিশিষ্টব্যক্তাবেব শক্তিরিতি সিদ্ধম্"—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ—২১৯ (বৃন্দাবন সং)

জাতিতে জ্ঞাতা-শক্তি ও ব্যক্তিতে শক্তি স্বরূপ-সতী

নব্য নৈয়ায়িক ও নিম্বার্কীয় মতের পার্থক্য

ন্যায় ব্যক্তি-শক্তিকেও সমানভাবে পদার্থ জ্ঞানের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মাধব-মুকুন্দ তাহা করেন নাই। মাধবমুকুন্দ প্রাভাকর মীমাংসামতের অনুবর্ত্তন করিয়া জাতি-শক্তিকেই শক্তিজ্ঞানের সহায়ক "জ্ঞাতা শক্তি" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যক্তি-শক্তিকে শক্তি-জ্ঞানের সাধক শক্তি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, ব্যক্তিতেও একটা শক্তি আছে এই মাত্র বলিয়াছেন। জাতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলেও শাব্দবোধে জাতিতে পদের শক্তি জ্ঞাত হইয়াই উপযোগী হইয়া থাকে, এবং ব্যক্তিতে পদের শক্তি "স্বরূপসত্তা" মাত্রেই উপযোগী হইয়া থাকে,[২১০] জ্ঞাত হইবার আবশ্যকতা নাই। ইহাই নিম্বার্কীয় মাধবমুকুন্দের মত। ইঁহার মতে জাতিশক্তিই মুখ্যশক্তি, ব্যক্তিশক্তি গৌণশক্তি। মীমাংসকগণের মতও এইরূপই।[২১১]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কুমারিলপন্থী ভট্ট মীমাংসক ও অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে একমাত্র জাতিতেই শক্তি। তবে গোত্বজাতি গোব্যক্তিকে কখনও ছাড়িয়া থাকে না বলিয়া জাতির বোধে ব্যক্তিরও বোধ হয়।

প্রাচীন নৈয়ায়িক মত

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি—এই তিনটিতেই শক্তি স্বীকার করা হয়। কারণ গোর আকৃতি ও গোব্যক্তিকে না জানিলে গোত্বজাতিকে কোন মতেই জানা যায় না। জাতির বোধ আকৃতি ও ব্যক্তির

---

[২১০] "জাতৌ জ্ঞাতা শক্তিঃ, ব্যক্তৌ তু স্বরূপ-সতীতি বিবেকঃ—গিরিবজ্র —পৃঃ—২১৯ (বৃ : সং)

[২১১] 'গবাদিপদানাং ব্যক্তৌ শক্তিঃ স্বরূপসতী, নতু জ্ঞাতা, জাতৌ তু সা জ্ঞাতা হেতুঃ; ন চ ব্যক্ত্যংশে শক্তিজ্ঞানমপি কারণং, গৌরবাৎ'—বেদান্ত পরিভাষা।

জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। গোশব্দের দ্বারা গোত্বজাতি ও গোর আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির বোধ হইয়া থাকে—ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত…[২১২] কিন্তু গদাধর প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন, প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্মত আকৃতিকে স্বীকার করেন না—ইহা পূর্ব্বেই বলা বলা হইয়াছে।

নিম্বার্কীয় দর্শনে নৈয়ায়িক মত অনুসরণ করিয়া তাৎপর্য্যকেও সংশয়স্থলে শাব্দবোধের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই "তাৎপর্য্য" কথাটির অর্থ—"বিবক্ষিতার্থপ্রত্যয়জননযোগ্যত্ব"—অর্থাৎ, বক্তার বিবক্ষিত অর্থের জ্ঞানোৎপাদন-যোগ্যত্ব। কিন্তু নিম্বার্কীয় মাধবমুকুন্দ তাৎপর্য্যের এই লক্ষণ স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার পরপক্ষ গিরিবজ্রে তাৎপর্য্যের লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার বিভাগ করিয়াছেন এবং লৌকিক তাৎপর্য্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—"তদিতরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়ানুচ্চরিতত্বে সতি তদর্থ-প্রত্যয়জনন-যোগ্যত্বং লৌকিকং তাৎপর্য্যম্" (গিরিবজ্র পৃঃ ২০৮,) (বৃন্দাবন সং)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নৈয়ায়িকগণ তাৎপর্য্যের লক্ষণ দিয়াছেন—"তৎপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং তাৎপর্য্যম্"। কিন্তু মাধবমুকুন্দ ইহা স্বীকার করেন নাই। কারণ শুক-শারীর মুখ হইতে শুক-শারীর কণ্ঠস্থ করা কথা শুনিয়া, বা কোন অর্থানভিজ্ঞ মুর্খ-ব্যক্তির কণ্ঠস্থ করা কথা শুনিয়া সুধী শ্রোতার তাৎপর্য্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুক-শারীর বা অজ্ঞ বক্তার কোনরূপ অর্থজ্ঞান না থাকায় কোনরূপ অর্থ বুঝাইবার ইচ্ছা বা চেষ্টাও নাই। সুতরাং ন্যায়োক্ত তাৎপর্য লক্ষণের এখানে অব্যাপ্তি দোষ হইবে। সুতরাং মাধবমুকুন্দ "তদর্থপ্রত্যয়জনন-যোগ্যত্বং

নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধব মুকুন্দের মতে তাৎপর্য্যের লক্ষণ।

---

[২১২] *Vide* :— 'ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থ :—' ন্যায়সূত্র ২।২।২৬
Also :— 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'—জগদীশ

লৌকিকং তাৎপর্য্যম্” ইহাই বলিয়াছেন। এখানে নৈয়ায়িক-সম্মত “ইচ্ছা” কথাটি না থাকায় শুক-শারীর কথাতেও অব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, ভোজন করিতে বসিয়া “সৈন্ধব আনয়ন কর” বলিলে লোকে ‘অশ্ব’ লইয়া আসে না কেন ? কারণ ‘সৈন্ধব’ শব্দ অশ্বকেও বুঝায়। মাধব মুকুন্দের লক্ষণানুযায়ী ‘তদর্থ-প্রত্যয়-জননযোগ্যতা’ এখানেও আছে। এই আপত্তির উত্তরে মাধবমুকুন্দ তাঁহার উক্ত তাৎপর্য্য লক্ষণে “তদিতরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়ানুচ্চরিতত্বে সতি” এই বিশেষণটি দিয়াছেন। শুক-শারীর কোন ইচ্ছা না থাকায় তাহাদের উচ্চারিত বাক্যেও ‘তদিতরপ্রতীতিমাত্রেচ্ছয়ানুচ্চরিতত্ব’ রূপ ধর্ম সেখানেও আছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই এই লক্ষণ খাটিবে, ইহা অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট নহে। মাধবমুকুন্দ বৈদিক-তাৎপর্য্য বিষয়ে বলিয়াছেন যে বৈদিক তাৎপর্য্য বক্তার অভিপ্রায়রূপ হইতে পারে না। কারণ প্রনেতৃপুরুষের অভিপ্রায়ানুসারে লৌকিক বাক্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। কিন্তু বেদবাক্য অপৌরুষেয়, তাহা কোন পুরুষপ্রণীত নহে। এজন্য লৌকিক বাক্যে যেরূপ তাৎপর্য্য সম্ভব, বৈদিক বাক্যে তাহা সম্ভব নহে। এইজন্য উপক্রমোপসংহারাদি তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের বিচার দ্বারাই এবং শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা রূপ লিঙ্গের দ্বারাই বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে।[২১৩] * এই স্থলেও মাধবমুকুন্দ মীমাংসক মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

বৈদিক তাৎপর্য্য

নিম্বার্কদর্শন-সম্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ উপরে আলোচিত হইল। নিম্বার্কদর্শনে এই তিনটি প্রমাণই স্বীকৃত

---

[২১৩] “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গংতাৎপর্যনির্ণয়ে॥”

* *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ২০৮—২০৯, বৃন্দাবন সং।

নিম্বার্ক মতে তিনটিই প্রমাণ, অন্যান্য প্রমাণ এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত

অভাব বিষয়ে মাধবমুকুন্দের কথা

হয়। অপর প্রমাণগুলি এই তিনটি প্রমাণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া এই তিনটি প্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণনির্দেশ কেবল গৌরবমাত্র।[২১৪] উপমান প্রমাণ পৃথক্ নহে, কারণ ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত অনুমানের অবয়ব-স্বরূপ উদাহরণে উপমান প্রমাণ অন্তর্ভূত হয়, যেহেতু উপমান দৃষ্টান্ত-বাক্যমাত্র-স্বরূপ। অর্থাপত্তি প্রমাণও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিরূপ বলিয়া অনুমানের অন্তর্গত হয়। অনুপলব্ধিও ইন্দ্রিয়ের সহকারী বলিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অন্তর্গত। যদি বলা যায়—ইন্দ্রিয়ব্যাপার অভাবের অধিকরণ ভূতলাদির গ্রহণেই উপক্ষীণ হয় বলিয়া সেই অধিকরণবৃত্তি অভাব-প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নাই বলিয়া অভাব-প্রত্যক্ষের জন্য' 'অনুপলব্ধি' 'নামক পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়—পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে মাধবমুকুন্দ বলিয়াছেন যে, নিম্বার্ক-বেদান্তমতে অভাব "ভাব" হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, কিন্তু ভাব-বস্তুই বিবক্ষা-বিশেষ বশতঃ, 'অভাব' শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে মাধবমুকুন্দ প্রাভাকরমত অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং মাধবমুকুন্দের মতে ভাবাতিরিক্ত অভাব নিরুপাখ্য বলিয়া তাহা অবস্তু। যেমন ঘটপ্রাগভাব ঘটোপাদান মৃৎপিণ্ডস্বরূপ, মৃৎপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত ঘটপ্রাগভাব নাই। এইরূপ ঘটধ্বংসও কপালস্বরূপ, অন্যোন্যাভাবও প্রতিযোগি-স্বরূপ, এবং অত্যন্তাভাব অধিকরণ-স্বরূপ। এইরূপে চতুর্বিধ অভাবই মৃৎপিণ্ডাদিভাবস্বরূপ বলিয়া তাহা ইন্দ্রিয়বেদ্য, সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য। ভাবাতিরিক্ত অভাব নাই বলিয়া অভাব গ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত 'অনুপলব্ধি' নামক প্রমাণ মানিবারও

---

[২১৪] "বস্তুতস্তু প্রত্যক্ষানুমানশব্দাখ্যানি ত্রীণ্যেব প্রমাণানি, অন্যেষাম্ অত্রৈবান্তর্ভাবেন পৃথগ গ্রহণস্য গৌরবমাত্রত্বাৎ"—গিরিবজ্র পৃঃ—২২৬, (বৃন্দাবন সং)।

আবশ্যকতা নাই। মোট কথা, নিম্বার্কদর্শনমতে অভাব প্রত্যক্ষ—প্রমাণগম্য। 'সম্ভব' নামক প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত। যেমন দশক শতের অন্তর্গত, যেহেতু দশ ব্যতিরেকে শত হইতে পারে না। এইরূপে 'ঐতিহ্য'ও শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত, কারণ ঐতিহ্যবাক্যেরও আদি বক্তাপুরুষের আপ্তত্বের উপরই ঐতিহ্যের প্রামাণ্য নির্ভর করে। সুতরাং অপর সমস্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণেরই অন্তর্গত হয় বলিয়া নিম্বার্ক-মতে এই তিনটিই প্রমাণ।[২১৫]

ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের।
বিষয় নহেন

উল্লিখিত প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা "ব্রহ্ম" গৃহীত হইতে পারেন না, কারণ ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, এবং লৌকিক গুণ-ক্রিয়া-জাত্যাদি রহিত। যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় হয় তাহা লৌকিক গুণাদিরহিত হয় না, যেমন—গবাদি বস্তু। যদি বলা যায়—পুরুষোত্তম নারায়ণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়সমূহেও আছেন বলিয়া ব্রহ্মের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছেই, সুতরাং ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট ব্রহ্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইবেন। পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তি যুক্তিসহ নহে, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্রহ্মপ্রকাশ্য বলিয়া তাহা ব্রহ্মের প্রকাশক হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্রহ্মকে গ্রহণের শক্তি বা যোগ্যতা নাই বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় হইতে পারেন না। যে প্রমাণে যে বস্তুর গ্রহণ-শক্তি নাই সেই প্রমাণ দ্বারা সেই বস্তুর গ্রহণ হইতে পারে না। অন্যথা দুগ্ধপান কালে রসনেন্দ্রিয় দ্বারা দুগ্ধের মাধুর্য্য গৃহীত হইলেও মাধুর্য্যসমানাধিকরণ দুগ্ধের রূপাদিরও রসনেন্দ্রিয় দ্বারা

---

[২১৫] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ২২৬ বৃন্দাবন সং।

গ্রহণের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ মাধুর্য্যের আশ্রয় দুগ্ধে রূপাদিও আছে।[২১৬]

ব্রহ্ম অনুমানেরও বিষয় নহেন

এইরূপে ব্রহ্ম অনুমান-প্রমাণেরও বিষয় হইতে পারেন না, কারণ ব্রহ্মবিষয়ক অনুমিতির সাধক কোন হেতু নাই, এবং হেতুতে ব্রহ্মের ব্যাপ্তিগ্রহণ-স্থলরূপ দৃষ্টান্তও নাই। “নেন্দ্রিয়ানি নানুমানম্”, “নৈষা মতিস্তর্কেনাপনেয়া” ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় ও অনুমানের অবিষয় বলিয়াই বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়—“ক্ষিত্যাদীনি মহাভূতানি সকর্ত্তৃকানি, কার্য্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ”—এইরূপ অনুমানের দ্বারা ক্ষিত্যাদি মহাভূতের কর্ত্তা পরমেশ্বর ব্রহ্ম অনুমিত হইতে পারেন, —পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত অনুমানের দ্বারা সামান্যতঃ কর্ত্তামাত্রের সিদ্ধি হইলেও শ্রুতি-প্রদর্শিত ব্রহ্মস্বরূপের সিদ্ধি উক্তরূপ অনুমান দ্বারা হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মানুমাপক লিঙ্গের ব্যাপ্তি এবং লিঙ্গের পক্ষধর্মতা শাস্ত্রব্যতীত গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বথা শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মের সাধক হইতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রমূলক অনুমানের দ্বারাই ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্ম শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবলমাত্র অনুমানেরও বিষয় নহেন।[২১৭]

এইরূপে ব্রহ্ম উপমান-প্রমাণেরও বিষয় নহেন, যেহেতু ব্রহ্মে কাহারও সাদৃশ্য নাই। এখানে যদি বলা যায় যে, ব্রহ্মে কাহারও সাদৃশ্য না থাকিলেও বৈসাদৃশ্য আছে, যেমন জীবজগতাদি সমস্তই

---

[২১৬] বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—(জানকীদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত দিল্লী সংস্করণ) সূঃ ১।১।৩, পৃঃ ৪৫ ; গিরিবজ্র—পৃঃ ২২৬–২৭ (বৃন্দাবন সং)

[২১৭] বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—ঐ, সূঃ ১।১।৩, পৃঃ ৪৫-৪৬ ; পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ২২৭-২২৮, ঐ।

ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ। অতএব এই বৈসাদৃশ্যজ্ঞানজন্য উপমিতির বিষয় ব্রহ্ম হইতে পারিবেন। কিন্তু এই কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ যেরূপ শ্রোতা ও বক্তা—উভয়েরই অশ্ব-বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে অশ্ব-প্রতিপাদয়িতা পুরুষ কখনও “দ্বিশফ অল্প-পুচ্ছবিশিষ্ট আকৃতিযুক্ত গো হইতে অশ্ব বিসদৃশ”—এইরূপ বলিতে পারে না, এইরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক পুরুষের ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে জীবাদিবিসদৃশ-রূপে ব্রহ্মকেও বুঝান যায় না।[২১৮] তাহা ছাড়া, “ব্রহ্ম জীবাদি বিসদৃশ”—এইরূপ বাক্য দ্বারা “সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম”, “আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ”—ইত্যাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট রূপে ব্রহ্মের প্রতিপত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মবিসদৃশ চেতনা-চেতন-বস্তুর জ্ঞান হইতে “চেতনা-চেতন বস্তুর বিসদৃশ ব্রহ্ম”—এইমাত্র জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্ত্যাদিবিশিষ্ট ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না। এইজন্য ব্রহ্ম কোন প্রকারেই উপমিতির বিষয় হইতে পারেন না—ইহাই সিদ্ধ হইল।[২১৯]

ব্রহ্ম উপমানের বিষয় নহেন।

আর ব্রহ্ম অনুমানের অবিষয় হওয়ায় অর্থাপত্তিরও অবিষয় হইবেন, কারণ অর্থাপত্তি অনুমানেরই এক বিশেষ রূপ। এইরূপে ব্রহ্ম “কেবলান্বয়ি” বস্তু বলিয়া তাঁহার অভাবই অপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ অসম্ভব, সুতরাং ব্রহ্ম অভাব-গ্রাহক “অনুপলব্ধি” প্রমাণেরও বিষয় হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে কেবলান্বয়ি-বস্তু তাহাতে শ্রুতিই প্রমাণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—“অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।” “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি।[২২০]

ব্রহ্ম অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধিরও বিষয় নহেন।

---

[২১৮] “জ্ঞাপকস্য ব্রহ্মজ্ঞানাভাবেন জ্ঞাপকত্বাসিদ্ধেঃ জ্ঞাতৃত্বপূর্ব্বত্বাৎ জ্ঞাপকত্বস্য” —বেদান্ত-কৌস্তভপ্রভা-সূঃ ১।১।৩, পৃঃ ৪৭, (দিল্লী সং)

[২১৯] বেদান্ত-কৌস্তভপ্রভা (দিল্লী সং) পৃঃ ৪৬-৪৭, সূঃ ১।১।০

[২২০] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ২২৯-৩০, বেদান্ত কৌস্তভপ্রভা—ঐ পৃঃ ৪৬-৪৮ সূঃ—১।১।৩

এইজন্যই ব্রহ্মসূত্রকার "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মকে 'শাস্ত্রমাত্রবেদ্য' বলিয়াছেন। ব্রহ্ম শাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইয়া শাস্ত্রমাত্র প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকেন—ইহাই সূত্রের ভাবার্থ। ব্রহ্ম যে শাস্ত্রমাত্রবেদ্য তাহা শ্রুতিস্মৃতি-সমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি", "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ," "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্"—ইত্যাদি। এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রবেদ্য এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের জ্ঞাপক, এজন্য শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবরূপ নিত্য সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। আর সমস্ত শাস্ত্রই শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত বলিয়া ব্রহ্ম একমাত্র শব্দ-প্রমাণের বিষয় হয়েন—ইহাই স্থিরীকৃত হইল।

ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্রবেদ্য

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম শাস্ত্রজ্ঞাপ্য হইলে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রকাশ্যত্বনিবন্ধন স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে, এবং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রও ব্রহ্মের প্রকাশক হইতে পারিবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, লৌকিক শব্দকে যদি ব্রহ্মের প্রকাশক বলা যাইত, তবে উক্ত প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত। কিন্তু বেদ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া উক্ত আপত্তির সম্ভাবনা নাই। বৈদিক শব্দগত বোধক শক্তি ব্রহ্মের শক্তি হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই শক্তি ব্রহ্মপরতন্ত্র-সত্তাক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ সিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ সিদ্ধ শক্তির ব্রহ্মপ্রকাশকত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে পরপ্রকাশ্যত্বের আপত্তি হয় না, বা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হয় না।

ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের স্থাপন

ইহাতেও শঙ্কা হইতে পারে যে, শাস্ত্রগত বোধক শক্তি যেরূপ ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয় সমূহেও ব্রহ্মশক্তি আছে, এবং জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়গত শক্তি ব্রহ্মশক্তি হইতে অপৃথক্ সিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বেদ্য বা

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবেদ্য হইলেও উক্তরূপে তাঁহার স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শক্তির ব্যাপ্তি বেদ ও ইন্দ্রিয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও জীবের ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান জীবের বুদ্ধ্যাদির দ্বারা ব্যবহিতভাবে হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিমান্দ্য, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, বিপ্রলিপ্সা বা প্রতারণার ইচ্ছা প্রভৃতি দোষ জীববুদ্ধির অপরিহার্য্য, সুতরাং ব্রহ্ম ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানের বিষয় হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু বেদপ্রকাশ্য ব্রহ্ম জীববুদ্ধির ব্যবধান অপেক্ষা করে না, সাক্ষাৎ ভাবেই ব্রহ্ম বেদবেদ্য হইয়া থাকেন, এবং বেদবেদ্য হইলেও উক্ত প্রকারে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় না। অথবা, এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, নিম্বার্কীয় দর্শনে ইহাই স্বীকার করা হয় যে, শব্দজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপে সাক্ষাৎ-ভাবে শব্দেরও বিষয়ীভূত হন না। শব্দ বা বেদ, এবং একমাত্র বেদই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ ও মহিমা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়া দিগ্‌দর্শন করাইয়া দেন মাত্র। সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হয় না।

শব্দজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না।

যদি বলা যায়—"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে"···ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণেরও বিষয় নহেন—ইহাই বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্রবেদ্য হইবেন কিরূপে? পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত হইবে না। কারণ উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের বেদপ্রতিপাদ্যত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অনন্ত শক্তিমান্ ও অনন্ত অপ্রাকৃত সদ্‌গুণশালী ব্রহ্ম সমগ্ররূপে শব্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না—ইহাই বলা হইয়াছে। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"—এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের গুণশক্ত্যাদির এইরূপ 'ইয়ত্তা' নিষেধই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু 'ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্যই নহেন'—ইহা উক্ত শ্রুতি-বাক্যের অর্থ নহে।—এইরূপ ভাবে নিম্বার্কীয় দর্শনে পূর্ব্বপক্ষের

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য নিরূপণ

সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের শাস্ত্রমাত্রবেদ্যত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।[২২১]

প্রকারান্তরেও "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতির অভিপ্রায় এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, শ্রুতির 'বাক্' শব্দ লৌকিক বাক্যের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্ সদোষ বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক বাক্যেরই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈদিক বাক্যের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিক শব্দের প্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বৈদিক শব্দের প্রতিপাদ্য—ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম বেদ-প্রতিপাদ্য না হইলে "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি", "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। কারণ এই শ্রুতিস্মৃতিতে ব্রহ্মকে "ঔপনিষদ পুরুষ" ও বেদপ্রতিপাদ্যই বলা হইয়াছে আর "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—এই শ্রুতিতে যে 'মনঃ' শব্দ আছে, তাহাও শাস্ত্রাচার্য্যসংস্কারশূন্য মনেরই বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। অতএব সদোষ লৌকিক বাক্যের ও শাস্ত্রাচার্য্য সংস্কার শূন্য প্রাকৃত মনের অবিষয় ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই" যদ্ বাচানভ্যুদিতম্" এবং "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুঝিতে হইবে। নতুবা, ব্রহ্ম সর্বথা অবেদ্য হইলে উক্ত শ্রুতিরই শেষার্দ্ধে "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের বেদনবিষয়ত্বোক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্বথা অবেদ্য বলা যায় না। ব্রহ্ম সমস্ত প্রকার প্রমাণের সর্বথা অবিষয় হইলে শশশৃঙ্গাদির মত সত্তারহিত অলীক হইয়া পড়িত, আর ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শাস্ত্রৈকবেদ্য পুরুষোত্তমাখ্য পরব্রহ্ম—ইহাই শ্রীনিম্বার্ক-সিদ্ধান্ত।[২২২]

---

[২২১] *Vide* :—বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ ৪৮-৫৯ (দিল্লী সং) সূ ১।১।৩

[২২২] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্রম্—পৃঃ ২৪০ (বৃন্দাবন সং)।

শাস্ত্র বা বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্রপ্রতিপাদ্য হইলেও শাস্ত্র বা বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু ধ্যান-সমন্বিত শুদ্ধমনে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম কৃপা করিয়া প্রকাশিত হইলেই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে—ইহাই নিম্বার্ক-সিদ্ধান্ত। ধ্যান, উপাসনা, বিশুদ্ধমন, প্রভৃতি সমস্তই প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিরই কারণ, তাহারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 'করণ' নহে। কারণ ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ। এই বিষয়ে পূর্বে প্রত্যক্ষনিরূপণ-প্রকরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত শাব্দাপরোক্ষত্ব খণ্ডন

অদ্বৈতবেদান্তীর অনুমোদিত 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যজন্য জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিম্বার্কদর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। নিম্বার্কীয় দর্শনের মতে বাক্য-শ্রবণ পরোক্ষ-জ্ঞানেরই সাধন। অনুমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতি পরোক্ষানুভব। সুতরাং 'শ্রবণ' ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন না হইয়া ব্রহ্ম-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাক্ষাৎ সাধন হইতে পারে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন", "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ", ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বাক্য-শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন নহে।

আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ যে "দশমস্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় না। কারণ 'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্যজন্য জ্ঞানও অপরোক্ষ নহে, কিন্তু তাহা পরোক্ষ। এই বাক্যে 'ত্বং' পদের অর্থ প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হইলেও বিধেয় 'দশমত্ব' পরোক্ষই বটে। 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যজন্য 'আমিই দশম'—এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রোতার হইয়া থাকে, এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান 'দশমস্ত্বমসি'—এইরূপ উপদেশসহকৃত চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারাই হইয়া থাকে।

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির উপদেশসহকৃত চক্ষুর দ্বারা ও অন্ধ ব্যক্তির উপদেশ সহকৃত ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা "আমিই দশম"—এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারাই. প্রত্যক্ষ-ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।[২২৩]

এই বিষয়ে মহামনীষী নৈয়ায়িক উদয়নও "ন্যায়বার্ত্তিক-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন— "যদপি ভৌত-দর্শকনদীসন্তরণমুদাহরণং তত্রাপি ন কেবলেনৈব বাক্যেন সাক্ষাৎকারঃ, কিন্তু চক্ষুরাদিনৈব"—(তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি -- পৃঃ ৩৭১-৭২)

অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যেও মণ্ডনমিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'অন্তঃকরণ' দ্বারাই জীবের ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার হয়—ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।[২২৪] বিবরণবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণই শাব্দাপরোক্ষবাদী। আর শাব্দাপরোক্ষবাদী অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও-অপরোক্ষত্ব প্রমাণাধীন নহে, কিন্তু তাহা বিষয়াধীন। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বস্তু বলিয়া সেই অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানও "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্যজন্য হইলেও অপরোক্ষই হইবে। কারণ অপরোক্ষবস্তুবিষয়ক জ্ঞানমাত্রই যে অপরোক্ষ হয় তাহা সুখাদিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ আছে। অদ্বৈতবেদান্তিমতে সুখাদি সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া তাহা অপরোক্ষ। এইজন্য "ত্বং সুখী" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও অদ্বৈতবাদীর মতে সুখবান্ পুরুষের অপরোক্ষই হইয়া থাকে। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদী অদ্বৈতবেদান্তিগণ শাব্দজ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব বিষয়ে এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন—"বিমতং শাব্দজ্ঞানম্ অপরোক্ষম্ অপরোক্ষবিষয়ত্বাৎ সুখজ্ঞানবৎ"।—(ন্যায়রত্নাবলী—আনন্দবোধ ভট্টারককৃত)। চিৎসুখাচার্য্য ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও শাব্দজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব বিষয়ে নিম্নলিখিত অনুমান করিয়াছেন, যথাঃ—'অপরোক্ষত্বঞ্চ তত্ত্বমস্যাদি-

---

[২২৩] পরপক্ষগিরিবজ্র—পৃঃ ৪২৯, (বৃন্দাবন সং)

[২২৪] "শব্দস্তু নাপরোক্ষপ্রমাহেতুঃ কৢপ্তঃ"—কল্পতরু ৫৫ পৃঃ (বোম্বে সং)

বেদান্তবাক্যজন্য-জ্ঞানবৃত্তি, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ" [২২৫] —ইহার উত্তরে পরপক্ষগিরিবজ্রকার নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষীর এইরূপ অনুমান অসঙ্গত। কারণ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে মনের দ্বারাই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু বেদান্তবাক্যের দ্বারা হয় না—ইহাই বলা হইয়াছে। আর চিৎসুখাচার্য্য যে "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা"—এই শ্রুতির 'সু' পদের দ্বারা বেদান্তবাক্যের অপরোক্ষনিশ্চয়হেতুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন, (চিৎসুখ, ৩৩৬ পৃঃ) তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ 'সু' পদ দ্বারা বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের অপ্রমাত্ব-শঙ্কারই নিরাস করা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। আর শাব্দজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সিদ্ধির জন্য অদ্বৈতবাদিগণ-প্রদর্শিত পূর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে বহুতর প্রতিরোধানুমান বা সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যেমন—"শাব্দং জ্ঞানং পরোক্ষং, শাব্দজন্যজ্ঞানত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ"; "শাব্দো নাপরোক্ষধীহেতুঃ শাব্দজন্যত্বাৎ, জ্যোতিষ্টোমাদিশাব্দজন্যবিচারবৎ"; "অপরোক্ষত্বং ন শব্দজন্যধীবৃত্তিঃ, অপরোক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ চাক্ষুষত্বাদিবৎ"—ইত্যাদি।[২২৬]

আর "অপরোক্ষবিষয়ক জ্ঞানই অপরোক্ষ হইয়া থাকে"—এইরূপ কথা যে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন তাহার অযৌক্তিকত্বও গিরিবজ্রকার দেখাইয়াছেন। কারণ অপরোক্ষবিষয়ক যে কোন জ্ঞানই যদি অপরোক্ষ হয়, তবে জীবের সহিত ঈশ্বরের অভেদবিষয়ক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর

---

[২২৫] *Vide* :—অদ্বৈতসিদ্ধিঃ পৃঃ ৮৭৫, (শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

[২২৬] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ৪২৯ (বৃন্দাবন সং)

মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ পারমার্থিক। এই অভেদ বা ঐক্য কোন ধর্ম নহে, কিন্তু চৈতন্যমাত্র, আর তাহা অপরোক্ষ বলিয়া তদ্বিষয়ক অনুমিত্যাদিরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে।[২২৭]

আর অদ্বৈত-সিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, তাদৃশ স্থলেই বাক্যজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ হইয়া থাকে যে স্থলে বাক্যজন্যজ্ঞানের বোদ্ধার অর্থাৎ প্রমাতার সহিত অভিন্ন অর্থবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে বোধকে লইয়া পুরুষের বোদ্ধৃত্ব হয়, সেই বোধ যদি সেই বোদ্ধার সহিত অভিন্নার্থবিষয়ক হয়, তবে সেই বোধ প্রত্যক্ষরূপ হইবে।[২২৮] অদ্বৈত সিদ্ধিকারের এই কথা খণ্ডনের জন্য গিরিবজ্রকার বলিয়াছেন যে, বোদ্ধার সহিত অভিন্নার্থবিষয়ক বোধ মাত্রই যদি প্রত্যক্ষরূপ হয়, তবে জীবেশ্বরের অভেদবিষয়ক অনুমিতিরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে। এইরূপ "পরমধর্মবান্ ত্বমসি"—এইরূপ বাক্যজন্য জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্বাপত্তি হইবে, কারণ এই বাক্যজন্যবোধ বোদ্ধৃপুরুষের সহিত অভিন্নার্থবিষয়ক হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু বলিয়া ধর্মাংশে এই জ্ঞান কখনও অপরোক্ষ হইতে পারে না।[২২৯]

যদি বলা যায়—"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উপনিষদ্‌বাক্যজন্য জ্ঞানেরও অপরোক্ষত্ব সিদ্ধি হইবে,—কিন্তু এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ "উপনিষদ্" পদ দ্বারা উপনিষদের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব সিদ্ধ হয় না। উপনিষদ্‌বাক্য ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানের জনক হইলেও ব্রহ্মের ঔপনিষদত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। আর উপনিষদ্-বাক্যের শ্রবণ হইতেই যদি ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান হইত তবে আর শ্রুতি "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ—

---

[২২৭] ঐ, ঐ, পৃঃ—৪৩০

[২২৮] "যং শাব্দবোধমাদায় যস্য বোদ্ধৃত্বম্...নিমিত্তকম্"—অদ্বৈতসিদ্ধি (অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত নির্ণয়সাগর সং) পৃঃ ৮৭৭।

[২২৯] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ৪৩০ (বৃন্দাবন সং)

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”—এইরূপে শ্রবণের পরে “নিদিধ্যাসিতব্যঃ” বলিতেন না। কারণ “অয়ং দেবদত্তঃ” :—এই বাক্য হইতে দেবদত্তবিষয়ক প্রত্যক্ষ-প্রমা উৎপন্ন হইলে পুনরায় তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ-প্রমার জন্য ধ্যানের অপেক্ষা কোন পুরুষেরই হয় না, তাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত, ও অনুপপন্ন। সুতরাং এই বিষয়ে নিদিধ্যাসনই অঙ্গী, শ্রবণাদি তাহার অঙ্গ। আর লোকতঃ এইরূপ দৃষ্টও হইয়া থাকে যে, সন্নিকৃষ্ট বিষয়েও বাক্য আলোকাদিসহকৃত চক্ষুরাদিকরণকে দ্বার করিয়াই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হইয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক হয় না। অন্যথা অন্ধকারেও “অয়ং ঘট” এইরূপ বাক্য হইতে সন্নিকৃষ্ট ঘটের অপরোক্ষত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপে যেরূপ চক্ষুরাদিরই অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিশ্চিত হয়, কিন্তু বাক্যের নহে, সেইরূপ শ্রবণের অনন্তর আলোকসহানীয় শ্রীভগবদনুগ্রহসহকৃত নিদিধ্যাসনদ্বারাই সুসংস্কৃত বিশুদ্ধমনে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য নিদিধ্যাসনেরই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব নিশ্চিত হয়, কিন্তু শ্রবণের নহে, ইহাই নিম্বার্কদর্শন-সম্মত শ্রুতিনির্ণীত অর্থ। এইরূপেই পরপক্ষ-গিরিবজ্রকার অদ্বৈতবেদান্তিস্বীকৃত শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।[২৩০]

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ন্যায় রামানুজ এবং মাধ্বও শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদেরও মতে নিদিধ্যাসন দ্বারাই বিশুদ্ধ মনে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণের দ্বারা হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতেও নিদিধ্যাসনই অঙ্গী, শ্রবণ অঙ্গ। এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় মতের সহিত রামানুজের মতের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

নিদিধ্যাসন অঙ্গী
বা প্রধান,
শ্রবণাদি অঙ্গ

---

[২৩০] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ৪৩০—৪৩১ (বৃন্দাবন সং)

প্রসঙ্গ-ক্রমে 'পরপক্ষ-গিরিবজ্র' গ্রন্থ 'ন্যায়ামৃত' দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত,—এই উক্তির সমালোচনা ও খণ্ডন।

এই অধ্যায়ে যে 'পরপক্ষ-গিরিবজ্র' গ্রন্থের উক্তি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্নস্থানে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেই পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থের প্রসঙ্গে এখানে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ হইতে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ও নৃসিংহদাস বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, এবং পণ্ডিত প্রবর শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, পঞ্চতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখাত পূর্বোক্ত শ্রীমাধব মুকুন্দবিরচিত 'অধ্যাস (পরপক্ষ)-গিরিবজ্রম্' গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত পণ্ডিতজী শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে "পরপক্ষ-গিরিবজ্র গ্রন্থ" ন্যায়ামৃত দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত"। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য যে, শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের রচিত "বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা" নামক ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি গ্রন্থের বহুলাংশই মাধ্ব সম্প্রদায়ী শ্রীব্যাসতীর্থের (বা ব্যাসরাজের) রচিত উক্ত ন্যায়ামৃতের সঙ্গে ভাব ও ভাষা—সমস্ত দিক হইতেই মিলিয়া যায়, এবং উক্ত 'পরপক্ষ গিরিবজ্র' গ্রন্থেরও অনেকাংশের সহিত তাহার অবিকল সাদৃশ্য দেখা যায়। এখন কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন তাহাই বিচার্য্য। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজের সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট যে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পুর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ এই কেশবকাশ্মীরী ভট্ট হইতে তিনপুরুষ পরবর্ত্তী শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যই যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূতহইয়াছিলেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন ইহা পূর্ব্বে নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হইয়াছে (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আর শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টকে প্রদত্ত পাট্টার তারিখ হইতেও জানা যায় যে তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সমস্ত

পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে (৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট যে মাধ্ব সম্প্রদায়ী ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের রচিত "বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভার" অনেকাংশের সহিত ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজের রচিত ন্যায়ামৃতের অনেকাংশ যখন অবিকল মিলিয়া যাইতেছে, তখন ইহা হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ব্যাসতীর্থের 'ন্যায়ামৃতই' শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের কৃত 'বেদান্ত-কৌস্তুভ প্রভার নিকট ঋণী ও তাহার দ্বারা প্রভাবিত। আর পরপক্ষ-গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ এই 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা' হইতেই বহু স্থলে বহু যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং অনেক স্থানে যে তিনি 'ন্যায়ামৃত' হইতেও বহু যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কারণ পরপক্ষগিরিবজ্রর অনেকাংশ 'ন্যায়ামৃতের' সহিত মিলিয়া যায়, অথচ সেই অংশ 'বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভায়' দেখা যায় না। আবার পরপক্ষ-গিরিবজ্রের অনেকাংশ 'বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভা' ও 'ন্যায়ামৃত'—উভয় গ্রন্থেই দেখা যায়, আবার অনেকাংশ কেবল মাত্র বেদান্তকৌস্তুভপ্রভাতেই দেখা যায়, 'ন্যায়ামৃতে' দেখা যায় না। এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব (১ নং) কর্ত্তৃক বিরচিত "শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী" (সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ'-এর উপর লিখিত টীকা) নামক গ্রন্থের সহিতও পূর্ব্বোক্ত 'ন্যায়ামৃত' এবং পরপক্ষ গিরিবজ্র গ্রন্থের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'শ্রুত্যন্ত-কল্পবল্লী' গ্রন্থে লিখিত বহু যুক্তির সহিতই ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়াই 'পরপক্ষ গিরিবজ্র' এবং 'ন্যায়ামৃত'-উভয় গ্রন্থের সহিতই বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এখন, এই শ্রুত্যন্তকল্পপবল্লীকার নিম্বার্কীয় পণ্ডিত শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ বৈষ্ণব যে নিম্বাকীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মারী ভট্টের পরবর্ত্তী এবং নিম্বার্কীয়াচার্য্য শ্রীহরিব্যাস দেবজীর শিষ্য ছিলেন,

তাহা তাঁহার উক্ত 'শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীহরিব্যাসদেবজীর বন্দনা হইতেই বুঝা যায়।[২৩১] কিন্তু শ্রীহরিব্যাস দেবজী যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৫৯—৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অতএব ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীহরিব্যাস দেবজীর শিষ্য উক্ত শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং এই পুরুষোত্তমপ্রসাদকে ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থের সমসাময়িকই বলিতে হয়। কারণ ব্যাসতীর্থের সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। এখন শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীকার পুরুষোত্তমপ্রসাদ ও ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ,—উভয়ই যদি সমসাময়িক হন, তবে উভয় গ্রন্থের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়া 'কে যে কাহাকে অনুকরণ করিয়াছেন' ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই পুরুষোত্তমপ্রসাদ পরপক্ষগিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কারণ পরপক্ষ গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত অদ্বৈত বেদান্তী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীরও পরবর্ত্তী। কারণ মাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষ গিরিবজ্র গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতীর রচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধির'ও অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং এই মাধবমুকুন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মধুসূদন সরস্বতীর পরবর্ত্তী হইলে, তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত 'ন্যায়ামৃত'কার ব্যাসতীর্থের এবং শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদেরও পরবর্ত্তী হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব এই পরপক্ষ গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ উক্ত শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, ব্যাসতীর্থ, এবং শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ—এই তিনজনেরই পরবর্ত্তী এবং উক্ত

---

[২৩১] শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যকরুণালব্ধবুদ্ধিনা। বিদুষাং কৌতুকার্থং বৈ ক্রিয়তে শাস্ত্রসংগ্রহঃ ॥—ইত্যাদি।—শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, মঙ্গলাচরণ শ্লোক—৫।

গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনেকাংশের পরস্পর সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে পরবর্ত্তী শ্রীমাধবমুকুন্দই পূর্ববর্তী ব্যাসতীর্থ বা শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ এবং শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের গ্রন্থদ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের 'বেদান্তকৌস্তভ প্রভা'র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। সুধীগণের অবগতির জন্য এই সকল গ্রন্থ হইতে বহুল অংশের মধ্যে কয়েকটি অংশের সাদৃশ্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) অহমর্থের অনাত্মত্বোক্তি নিরসন প্রসঙ্গে :—

(১) বেদান্তকৌস্তভপ্রভাবৃত্তি—(শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট রচিত)—(চন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস্, দিল্লী, হইতে প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ) :—

'বেদান্তকৌস্তভ-প্রভা', 'ন্যায়ামৃত', 'পরপক্ষ গিরিবজ্র' ও 'শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী' —এই গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভাব ও ভাষার দিক দিয়া বিশেষ সাদৃশ্য।

"তস্মাদহমর্থো নাত্মা সুষুপ্তৌ স্বপ্রকাশস্যাত্মনঃ সত্ত্বেঽপ্যেবংবিধস্যাহমর্থস্যাভাবাৎ। "অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ "অথাত আত্মাদেশঃ"—ইত্যাদিশ্রুত্যোভয়োঃ পার্থক্যোপদেশাৎ। "অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি" স্মৃত্যা চ ক্ষেত্রান্তঃপাতিত্বোপদেশাদহমর্থো নাত্মা, সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্বাৎ স্থূলদেহাদিবৎ, করণত্বাচ্চ চক্ষুরাদিবদিত্যনুমানাদ্ বা। তন্নসম্যক্। অসম্ভবাৎ। তথাহি।...এতেন "সুষুপ্তাবহমর্থপ্রকাশে স্মর্য্যেত হ্যস্তন ইবাহমর্থ" ইতি নিরস্তম্।"...ইত্যাদি।— বে. কৌ. প্র. সূ ২।৩।১৮ ॥

(২) ন্যায়ামৃত—ব্যাসতীর্থ (বা ব্যাসরাজ) রচিত—(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত অতি প্রাচীন সংস্করণ)—

“যদপ্যুচ্যতে অহমর্থো নাত্মা পশ্চাৎপরামর্শান্যথানুপপত্ত্যা সুষুপ্তৌ স্বতঃপ্রকাশমানস্যাত্মনঃ সদ্ভাবেঽপ্যনেবংবিধস্যাহমর্থস্যাভাবাৎ—“অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ” ‘অথাত আত্মাদেশঃ’ ইতিশ্রুতেঃ, ‘মহাভূতান্যহঙ্কারঃ”—ইতি স্মৃতাবহঙ্কারস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ পার্থক্যেন ক্ষেত্রত্বোক্তেশ্চ। তস্মাদহমনুভবামীত্যাত্মানুবন্ধ্যনুভবস্যাহং কর্ত্তেত্যনাত্মানুবন্ধিকর্ত্তৃত্বাদেশ্চাশ্রয়োঽহঙ্কারশ্চিদচিৎসম্বলনাত্মকত্বাদধ্যস্তঃ। যদি চ সুষুপ্তাবহমর্থঃ প্রকাশেত তর্হি স্মর্য্যেত হ্যস্তন ইবাহঙ্কারঃ।”… ইত্যাদি।—ন্যায়ামৃত পৃঃ ৩৭০।

(৩) অধ্যাস-পরপক্ষ-গিরিবজ্রম্—(শ্রীমাধবমুকুন্দ বিরচিত)—(কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জী এণ্ড কোঃ হইতে প্রকাশিত সংস্করণ)

(৩) “তস্মাদহমর্থো নাত্মা পশ্চাৎ পরামর্শান্যথানুপপত্ত্যা, সুষুপ্তৌ স্বপ্রকাশস্যাত্মনঃ সত্ত্বেঽপি এবম্বিধস্যাহমর্থস্যাভাবাৎ। “অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ” ‘অথাত আত্মাদেশঃ’ ইত্যাদিশ্রুত্যোভয়োঃ পার্থক্যোপদেশাৎ। ‘অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা’ ইতি স্মৃত্যা চ ক্ষেত্রান্তঃ পাতিত্বোপদেশাৎ। অহমর্থো নাত্মা, সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্বাৎ স্থূলদেহাদিবৎ, করণত্বাচ্চ চক্ষুরাদিবৎ—ইত্যনুমানাদ্ বা, তন্নসম্যক্। অসম্ভবাৎ। তথাহি।……এতেন সুষুপ্তৌ অহমর্থপ্রকাশে স্মর্য্যেত হ্যস্তন ইব অহমর্থঃ—ইতি নিরস্তম্।”…ইত্যাদি।—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ৩৪৪-৩৫২।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, পরপক্ষ গিরিবজ্রকার নিম্বার্কীয় শ্রীমাধবমুকুন্দ পূর্বোদ্ধৃত অংশ তাঁহার পূর্ববর্ত্তী নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের ‘বেদান্তকৌস্তভপ্রভা’ নামক ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিগ্রন্থ হইতে অবিকল অক্ষরশঃ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মাধ্ব সম্প্রদায়ী ব্যাসতীর্থের নায়ামৃতের উদ্ধৃত অংশের সহিতও ভাব ও ভাষার দিক দিয়া উহার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ আরও কতিপয় স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(খ) কর্ত্তৃত্বাধ্যাসনিরসন প্রসঙ্গে :—

(১) "নাপ্যাদ্যঃ—রক্তং পুষ্পমিতি প্রমাবৎ কদাচিন্মনঃ কর্ত্তৃ ইতি প্রময়া লোহিতঃ স্ফটিক ইতি ভ্রমবচ্চৈতন্যং কর্ত্তৃ ইতি ভ্রমেণ চাবশ্যম্ভাব্যমানত্বাৎ। নন্থ কুসুমস্য স্ফটিকাত্মনাঽনধ্যস্তত্বাৎ মনসস্তু চিদাত্মনাঽধ্যস্তত্বাদিতি বৈষম্যেন তজ্‌জ্ঞানাভাবোঽবিরুদ্ধ-ইতি চেন্ন। অধিষ্ঠানাত্মনানধ্যস্তং জপাকুসুমাদি স্থানীয়মুপাধিং বিনা ভীষণত্বযুক্তসর্পস্য রজ্জ্বাত্মনেব কর্ত্তৃত্বাদিযুক্তমনসশ্চিদাত্মনাধ্যাসে রজ্জৌ ভীষণত্বান্তরস্যেবাত্মনি কর্ত্তৃত্বান্তরস্যাধ্যাসস্য সোপাধিকত্বাযোগাৎ"।…—বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—ঐ, সূঃ ২।৩।৩২।

(২) "নাপ্যাদ্যঃ, রক্তং পুষ্পমিতি প্রমাবৎ কদাচিৎ মনঃ কর্ত্তৃ ইতি প্রময়া লোহিতঃ স্ফটিক ইতি ভ্রমবচ্চৈতন্যং কর্ত্তৃ ইতি ভ্রমেণ চ অবশ্যম্ভাব্যমানত্বাৎ। নন্থ কুসুমস্য স্ফটিকাত্মনা অনধ্যস্তত্বাৎ মনসস্তু চিদাত্মনা অধ্যস্তত্বাৎ—ইতি বৈষম্যেন তজ্‌জ্ঞানাভাবোঽবিরুদ্ধ ইতি চেন্ন। অধিষ্ঠানাত্মনা অনধ্যস্তং জপাকুসুমাদিস্থানীয়মুপাধিং বিনা ভীষণত্বযুক্তসর্পস্য রজ্জ্বাত্মনেব কর্ত্তৃত্বাদিযুক্তবুদ্ধেশ্চিদাত্মনাধ্যাসে রজ্জৌ ভীষণত্বান্তরস্যেবাত্মনি কর্ত্তৃত্বান্তরস্যানধ্যাসেন তদধ্যাসস্য সোপাধিকত্বাযোগাৎ"।…—পরপক্ষ গিরিবজ্র—ঐ, পৃঃ ৩৭১-৩৭২।

(৩) "বুদ্ধিস্থস্য কর্ত্তৃত্বস্যাত্মনি আরোপে রক্তং কুসুমমিতিবৎ কদাচিৎ মনঃ কর্ত্তৃ ইতি প্রত্যক্ষপ্রময়া রক্তঃ স্ফটিক ইতিবৎ কদাচিচ্চৈতন্যং কর্ত্তৃ ইতি ভ্রমেণ চ……নন্থ মনশ্চৈতন্যাত্মনাঽধ্যস্তং কুসুমং তু ন স্ফটিকাত্মনা—ইতি বৈষম্যমিতি চেন্ন—অধিষ্ঠানাত্মনাঽনধ্যস্তং জপাকুসুমাদিস্থানীয়মুপাধিং বিনা ভীষণত্বাদিযুক্তসর্পস্য রজ্জ্বাত্মনেব কর্ত্তৃত্বাদিযুক্তবুদ্ধেশ্চিদাত্মনাধ্যাসে রজ্জৌ ভীষণত্বান্তরস্যেব আত্মনি কর্ত্তৃত্বান্তরস্যানধ্যাসেন তদধ্যাসস্য সোপাধিকত্বাযোগাৎ …… ন্যায়ামৃত পৃঃ ৫৮৬।

(গ) অজ্ঞানলক্ষণ নিরসন প্রসংগে :—

(১) "তত্র কিং তাবদজ্ঞানস্য লক্ষণম্ ?—অনাদিভাবরূপত্বে সতি

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্বা ভ্রমোপাদানত্বম্ বা, মিথ্যাত্বে সতি সাক্ষাজ্ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্বা, অনাদ্যুপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বম্ বা অজ্ঞানত্বম্—ইতি। নাদ্যঃ, সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানেষ্বব্যাপ্তিস্তেষামনাদিত্বাভাবাৎ। আরোপিতসর্পাদ্যভাবোপোদানাজ্ঞানে ঘটাদিবিষয়কজ্ঞানপ্রাগভাবে চ ভাবত্বাভাবাদব্যাপিতঃ। ন চ তস্য ভাবোপাদানকত্বমিতি বাচ্যম্ অসত্যস্য সত্যোপাদানকত্বাপাতাৎ তস্যাজ্ঞানোপাদানকত্বাভাবাঙ্গীকারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। কিঞ্চ শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে তদজ্ঞানে, চরমসাক্ষাৎকারানন্তরভাবিজীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তেঽজ্ঞানে, রক্তঃ স্ফটিক ইতি সোপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে চাব্যাপ্তিশ্চ তেষাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাসম্ভবাৎ, সোপাধিকজ্ঞানস্যোপাধিনিবৃত্তিনাশ্যত্বনিয়মাৎ, জীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তাজ্ঞানস্য প্রারব্ধভোগনাশ্যত্বনিয়মাৎ। চৈতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধেঽতিব্যাপ্তিশ্চ, কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্যানাদিত্বাযোগাৎ। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চাসম্ভবশ্চ।…ন দ্বিতীয়ঃ, জ্ঞানাভাবে অব্যাপ্তিঃ অভাবস্য নিরুপাদানকত্বাৎ। সোপাদানকত্বেঽপি ভাবরূপজ্ঞানোপাদানকত্বাযোগাৎ। অন্যথা স্বরূপহানিঃ রজ্জ্বা সূত্রদ্বয়মিব মায়াব্রহ্মণী জগদুপাদানে ইতি পক্ষে অতিব্যাপ্তেশ্চ, তয়োঃ ভ্রমোপাদানত্বাৎ। মায়াবচ্ছিন্নব্রহ্মোপাদানমিতি পক্ষেঽসম্ভবঃ। কিঞ্চার্থজ্ঞানরূপস্য ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বেন নিরুপাদানত্বাদসম্ভবশ্চ।”
—বেদান্তকৌস্তভপ্রভা—সূত্র ১।১।১, পৃঃ ৩১-৩৩

১। “তত্র কিং তাবদজ্ঞানলক্ষণম্? অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ ইতি চেন্ন, সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানেষু অব্যাপ্তিস্তেষামনাদিত্বাযোগাৎ। আরোপিতসর্পাদ্যভাবোপাদানাজ্ঞানে ভাবত্বাভাবাৎ অব্যাপ্তিশ্চ। ন চ তস্য ভাবোপাদানকত্বমিতি বাচ্যম্, অসত্যস্য সত্যোপাদানকত্বাপাতাৎ তস্যাজ্ঞানোপাদানকত্বাভাবাঙ্গীকারে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ, শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে তদজ্ঞানে, সাক্ষাৎকারানন্তরভাবিজীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তে

অজ্ঞানে, রক্তঃ স্ফটিকঃ ইতি সোপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে চাব্যাপ্তিশ্চ, তেষাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাৎ, সোপাধিকাজ্ঞানস্য উপাধিনিবৃত্তিনাশ্যত্বনিয়মাৎ। চৈতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধেঽতিব্যাপ্তিশ্চ, কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্য অনাদিত্বাযোগাৎ। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চাসম্ভবশ্চ। নাপি ভ্রমোপাদানত্বম্, ভ্রমজ্ঞান-বিষয়ীভূতাভাবকারণাজ্ঞানে অব্যাপ্তেঃ, অভাবস্য নিরুপাদানত্বাৎ। সোপাদানত্বেঽপি ভাবরূপজ্ঞানোপাদানকত্বাযোগাৎ। অন্যথা স্বরূপহানেঃ। মায়াবচ্ছিন্নব্রহ্মোপাদানমিতি পক্ষে অসম্ভবঃ, রজ্জ্বাঃ সূত্রদ্বয়মিব মায়াব্রহ্মণী জগতুপাদানে ইতি পক্ষেঽতিব্যাপ্তিশ্চ, তয়োঃ ভ্রমোপাদানত্বাৎ। কিঞ্চার্থজ্ঞানরূপস্য ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বেন নিরুপাদানত্বাদসম্ভবঃ। ননু ভাববিলক্ষণাজ্ঞানোপাদানকস্য ভাবত্বাঙ্গীকারাৎ নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেন্ন, উপাদানোপাদেয়য়োরভেদেন ভাবত্বোক্তেরযুক্তত্বাৎ। সোপাদানত্বে চ ভাবত্বং তন্ত্রম্, ন তু অভাববিলক্ষণত্বং গৌরবাৎ।”…ইত্যাদি।—পরপক্ষগিরিবজ্র, (কলিকাতা সং) পৃঃ ১৩৬-১৪১।

৩। “যচ্চোক্তমনাদিভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং ভ্রমোপাদানত্বং বা অবিদ্যালক্ষণং……তত্রক্রমঃ—আদ্যলক্ষণে অব্যাপ্তিঃ সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানানামনাদিত্বাযোগস্যোক্তত্বাৎ, আরোপিতাভাবোপাদানাজ্ঞানে ভাবত্বাভাবাচ্চ। অভাবস্বভাবোপাদানকত্বে অসত্যস্য সত্যোপাদানকত্বাপাতাৎ, তস্যাজ্ঞানানুপাদানকত্বে জ্ঞানান্নিবৃত্তির্ন স্যাৎ। শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে তদজ্ঞানে, চরমসাক্ষাৎকারানন্তরভাবিজীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তে অজ্ঞানে উর্ধ্বাগ্রত্বাদ্যধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারানিবর্ত্ত্যজলস্থবৃক্ষাধোঽগ্রত্বাদিসোপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে চ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাচ্চ। নহ্যব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ জীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তাজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে চ স্বকার্য্যৈরারব্ধকর্মভিঃ সহ পূর্বৈনৈব সাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। ন চ সোপাধিকভ্রমোপাদানমজ্ঞানমুপাধিনিবৃত্তি-সচিব-তত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যং, তস্য স্বপ্রাগভাবং

প্রতীবাজ্ঞানং প্রত্যপ্যন্যনিরপেক্ষস্যৈব নিবর্ত্তকত্বাৎ। নহি জ্ঞাতে ক্বচিদপি ন জানামীতি ধীরস্তি। চৈতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধেঽতিব্যাপ্তিশ্চ। সাক্ষাজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-বিবক্ষায়াং চানাদিপদবৈয়র্থ্যম্, অসম্ভশ্চ। কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্যানাদিত্বাযোগস্যোক্তত্বাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চ। ……দ্বিতীয়লক্ষণেঽপি “যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্তি অজ্ঞানানি” ইতি মতে অত্র ভ্রমপূর্বকপ্রমানিবর্ত্ত্যাজ্ঞানে অভাবারোপনিবর্ত্তকপ্রমানিবর্ত্ত্যাজ্ঞানে চাব্যাপ্তিঃ, অভাবস্য নিরুপাদানকত্বাৎ। সোপাদানকত্বেঽপি ভাবরূপাজ্ঞানোপাদানকত্বাযোগাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্ম জগদুপাদানমায়াধিষ্ঠানমিতি পক্ষে দোষাভাবেঽপি মায়াবচ্ছিন্নং ব্রহ্মোপাদানম্—ইতি পক্ষে অসম্ভবঃ, রজ্জ্বাঃ সূত্রদ্বয়মিব……মায়াব্রহ্মণী উপাদানে ইতি পক্ষেঽতিব্যাপ্তিঃ। অপিচার্থজ্ঞানরূপস্য ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বেন নিরুপাদানত্বাদসম্ভবঃ। ন চ ভাববিলক্ষণাজ্ঞানোপাদেয়স্য ভ্রমস্য ভাবত্বং যুক্তং কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ। সোপাদানত্বে চ ভাবত্বমেব তন্ত্রং, ন ত্বভাববিলক্ষণত্বং, গৌরবাৎ”……ইত্যাদি। …ন্যায়ামৃত। (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত অতি প্রাচীন সংস্করণ,—পৃঃ ২৯৬, ২৯৯-৩০১, ৩০৪-৩০৫।)

(৪) “কিন্তাবদবিদ্যালক্ষণম্? অনাদিভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং বা ভ্রমোপাদানত্বং বা? নাদ্যঃ, সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানানামনাদিত্বাযোগেন আরোপিতাভাবোপাদানকাজ্ঞানে ভাবত্বাভাবেন চাব্যাপ্তেঃ। অভাবস্য ভাবোপাদানকত্বে অসত্যস্য সত্যোপাদানকত্বাপাতাৎ তস্যাজ্ঞানানুপাদানকত্বে জ্ঞানান্নিবৃত্তির্ন স্যাৎ। শুদ্ধং ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যমপি নেতি মতে তদজ্ঞানে চরমসাক্ষাৎকারানন্তরভাবিজীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তেঽজ্ঞানে উর্দ্ধাগ্রত্বাদ্যধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারানিবর্ত্ত্যজলস্থবৃক্ষাধোঽগ্রত্বাদিসোপাধিকভ্রমোপাদানাজ্ঞানে চ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাচ্চ। নহ্যব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ জীবন্মুক্ত্যনুবৃত্তাজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে চ স্বকার্য্যৈরারব্ধকর্মভিঃ সহ

পূর্বৈণৈব সাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। ন চ সোপাধিকভ্রমোপাদানমজ্ঞানমুপাধিনিবৃত্তিসচিবতত্ত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যং তস্য স্বপ্রাগভাবং প্রতীবাজ্ঞানং প্রত্যপ্যন্যনিরপেক্ষস্যৈব নিবর্ত্তকত্বাৎ। ন হি জ্ঞাতে ক্বচিদপি ন জানামীতি ধীরস্তি। চৈতন্যাবিদ্যাসম্বন্ধেঽতিব্যাপ্তিশ্চ সাক্ষাজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ববিবক্ষায়াং চানাদিপদবৈয়র্থ্যম্ অসম্ভবশ্চ। কল্পিতত্বেন দোষজন্যধীমাত্রশরীরস্যাজ্ঞানস্যানাদিত্বাযোগাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্যাভাববিলক্ষণস্য রূপ্যবদনাদিত্বাযোগাচ্চ।……নাপি দ্বিতীয়ঃ, যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্ত্যজ্ঞানানি—ইতি পক্ষে অত্র ভ্রমপূর্বকপ্রমানিবর্ত্ত্যাজ্ঞানে অভাবারোপনিবর্ত্তক প্রমানিবর্ত্ত্যাজ্ঞানে চাব্যাপ্তিঃ অভাবস্য নিরুপাদানকত্বেঽপি ভাবরূপাজ্ঞানোপাদানকত্বাযোগাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্ম জগদুপাদানমায়াধিষ্ঠানমিতিপক্ষে দোষাভাবেঽপি মায়াবচ্ছিন্নং ব্রহ্মোপাদানমিতি পক্ষে অসম্ভবঃ। রজ্জ্বাঃ সূত্রদ্বয়মিব মায়াব্রহ্মণী জগদুপাদানে ইতি মতেঽব্যাপ্তিঃ। অপি চার্থজ্ঞানরূপস্য ভ্রমস্য ভাববিলক্ষণত্বেন নিরূপাদানকত্বাদসম্ভবঃ। ন চ ভাববিলক্ষণাজ্ঞানোপাদেয়স্য ভ্রমস্য ভাবত্বং যুক্তং কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ সোপাদানত্বে চ ভাবত্বং তন্ত্রং, ন তু ভাববিলক্ষণত্বং গৌরবাৎ।” …………ইত্যাদি—শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী,—শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদকৃত।—গোপাল শাস্ত্রী নেনে কর্ত্তৃক সম্পাদিত কাশী, চৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯২৭, পৃষ্ঠা ৬১ ৬২।

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ‘ন্যায়ামৃত’ ও শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী’ গ্রন্থের মধ্যে ভাব ও ভাষা—উভর দিক দিয়াই অবিকল সাদৃশ্য রহিয়াছে। একজন যে অপরজনের গ্রন্থ হইতে পঙ্‌ক্তি অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা সুস্পষ্ট। আবার উদ্ধৃত অংশে ইহাও দেখা যায় যে, ‘ন্যায়ামৃত’ ও ‘শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী’ অপেক্ষা ‘বেদান্তকৌস্তুভপ্রভার সহিতই ‘পরপক্ষ গিরিবজ্র’-গ্রন্থের সাদৃশ্য খুব বেশী। ‘ন্যায়ামৃত’ বা ‘শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী’ গ্রন্থের সহিতই অনেক স্থলেই ভাব ও ভাষা—উভয় দিক দিয়া বিশেষ সাদৃশ্য

সিদ্ধান্ত

থাকিলেও পরপক্ষগিরিবজ্রে ‘বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা’ গ্রন্থের ভাব, ভাষা এবং পঙ্‌ক্তিগুলি পর্য্যন্ত অক্ষরশঃ গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা এই সিদ্ধান্তই সমীচীন হয় যে, পরপক্ষ গিরিবজ্রকার শ্রীমাধবমুকুন্দ তাঁহার পূর্বাচার্য্য ও পূর্বগুরু শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের ‘বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা’র দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটই তিনি বেশী ঋণী, যদিও ইহাও সত্য যে ‘ন্যায়ামৃত’ অথবা ‘শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী’ হইতেও অনেক স্থলে তিনি বহু যুক্তি নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে ‘ন্যায়ামৃত’ ‘অপেক্ষা’ শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীকেই অনুকরণ করা পরপক্ষ গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দের পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক, কারণ শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীকার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ নিম্বার্কীয় আচার্য, সুতরাং শ্রীমাধবমুকুন্দের পূর্বগুরু ছিলেন। ভিন্ন মাধ্ব সম্প্রদায়ী ‘ব্যাসতীর্থ’ অপেক্ষা স্বীয় সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদের গ্রন্থেরই আদর ও অনুকরণ করা মাধবমুকুন্দের পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক।

সুতরাং মাধবমুকুন্দ যে ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃতেরই অনুকরণ করিয়াছেন,—এই কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

আবার ‘ন্যায়ামৃত’ ও ‘বেদান্তকৌস্তুভপ্রভার’ বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাব ও ভাষার দিক দিয়া যে সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে এইরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের ‘বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা’ গ্রন্থের কথা জানিতেন, এবং সম্ভবতঃ সেই গ্রন্থ হইতে বহু যুক্তি তিনি নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে আরও কতিপয় স্থল স্বীয়-সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার জন্য এখানে উদ্ধৃত হইল :—

(ঘ) জগতের মিথ্যাত্ব-খণ্ডন বিষয়ে দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব-হেতুর নিরাকরণ প্রসঙ্গে :—

(১) ন্যায়ামৃত :—(দৃশ্যত্ব হেতুভঙ্গ প্রকরণে)

"কিঞ্চ ইদং দৃশ্যত্বং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং ফলব্যাপ্যত্বং বা, সাধারণং বা, কদাচিৎ কথঞ্চিৎ চিদ্‌বিষয়ত্বং বা, স্বব্যবহারে স্বাতিরেকসংবিদপেক্ষানিয়তির্বা, অস্বপ্রকাশত্বং বা। নাদ্যঃ, আত্মনোঽপি বেদান্তজন্যবৃত্তিব্যাপ্যত্বাৎ। অন্যথা ব্রহ্মপরাণাং বেদান্তানাং ব্রহ্ম জ্ঞানার্থং শ্রবণাদিবিধেশ্চ বৈয়র্থ্যম্।"……নন্থ শুদ্ধং ব্রহ্ম ন দৃশ্যং, কিন্তু বিশিষ্টমেব, দৃশ্যত্বশ্রুতয়োঽপি তদ্‌বিষয়া, অন্যথা 'যত্তদদ্রেশ্যমি'-ত্যাদিশ্রুতিবিরোধাদ়িতি চেন্ন, স্বতঃসিদ্ধের্নিরাকরিষ্যমাণত্বেন শুদ্ধ্যসিদ্ধি-প্রসঙ্গাৎ অজ্ঞাতে ধর্মিণি কস্যচিদ্ধর্মস্য বিধাতুং নিষেদ্ধুং বা অশক্যত্বেন শুদ্ধে দৃশ্যত্বং নিষেধতাশুদ্ধস্য জ্ঞেয়ত্বাচ্চ। ন চ স্বপ্রকাশত্বেন স্বতঃসিদ্ধে শুদ্ধে বৃত্ত্যা দৃশ্যত্বনিষেধধীঃ, শুদ্ধং স্বপ্রকাশমিতি শব্দজন্যবিশিষ্টবৃত্তৌ শুদ্ধাপ্রকাশে তস্য স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ।………"বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষ্যস্যাপি ভাননে বিশিষ্টস্য দৃশ্যত্বেনৈব শুদ্ধস্যাপি দৃশ্যত্বসিদ্ধেশ্চ।……

……ঘট বিশিষ্টে এব দৃশ্যত্বং, নতু বিশেষ্যে ঘটে—ইত্যাপাতাচ্চ……

………দণ্ডী চৈত্র ইতি জ্ঞানেনৈব চৈত্রোঽপি জ্ঞাত ইত্যনুভবাচ্চ।'

—ন্যায়ামৃত—পৃঃ ৪৯—৫৪।

জড়ত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণে :—

"জড়ত্বমপ্যজ্ঞাতৃত্বং বা, অজ্ঞানত্বং বা, অস্বপ্রকাশত্বং বা, অনাত্মত্বং বা, পরাভিপ্রেতং বা। নাদ্যঃ, ত্বন্মতে পক্ষনিক্ষিপ্তস্যাহমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃত্বাৎ। শুদ্ধাত্মনোঽপি অজ্ঞাতৃত্বাচ্চ। শুদ্ধেঽপি কল্পিতং জ্ঞাতৃত্বমস্তি—ইতি চেন্ন, কল্পিতেন হেত্বভাবেন ব্যভিচারাপরিহারাৎ। ………… ন দ্বিতীয়ঃ, বৃত্তিজ্ঞানে ভাগাসিদ্ধেঃ।………… কিঞ্চ-আত্মনি ব্যভিচারঃ। তথাহি—আত্মরূপং জ্ঞানং সবিষয়ং নির্বিষয়ং বা। আদ্যেঽপি স্ববিষয়ং পরবিষয়ং বা। নাদ্যঃ, স্ববৃত্তিবিরোধেন পরৈরস্বীকারাৎ।…………কিঞ্চাত্মাজ্ঞানং চেৎ প্রমা ভ্রমো বা। নাদ্যঃ, তদ্বেদ্যস্যাবিদ্যাদেস্তাত্ত্বিকত্বাপাতাৎ, নান্ত্যঃ দোষজন্যত্বাৎ

……চতুর্থেঽপি ন তাবদাত্মত্বং জাতিবিশেষঃ, আত্মন একত্বাৎ, বিশিষ্টাত্মনাং ভেদেপি তেষাং পক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ। নাপি জ্ঞাতৃত্বং বা, অজ্ঞানত্বং বা, স্বপ্রকাশত্বং বা, নিরস্তত্বাত্। নাপ্যানন্দত্বং, জন্মাদিমতি অনাত্মনি বৈষয়িকানন্দে অনানন্দত্বাসিদ্ধেঃ—………—ন্যায়ামৃত—পৃঃ ৬৮—৭৪।

পরিচ্ছিন্নত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণে ঃ—

পরিচ্ছিন্নত্বমপি দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা। নাদ্যদ্বিতীয়ৌ, দেশকালাজ্ঞানেষু ত্বদভিমতে বিয়দাদেরূপ্যাদেশ্চ প্রতিপন্নোপাধিস্থনিষেধে চাসিদ্ধেঃ। অবকাশরূপদেশস্য কালস্য চাপরিচ্ছিন্নত্বেনৈব ধর্মিগ্রাহিণা সাক্ষিণা "আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ", "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, "দৃষ্ট্বৈব তং মুচ্যতে", "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতি", "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূদিত্যাদিশ্রুত্যা সদা সর্বত্র কার্য্যদর্শনাদিযুক্ত্যা চ সিদ্ধেঃ।

'আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ ভূতাকাশ বিষয়ত্বাত্……… ইত্যাদি।—ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৭৫—৭৬।

(২) শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—(দৃশ্যত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণে)—"দৃশ্যত্বং ন তাবদ্ বৃত্তিব্যাপ্যত্বং, ব্রহ্মণি ব্যভিচারাৎ……জ্ঞেয়ত্বাচ্চ। নাপি ফলব্যাপ্যত্বং দৃশ্যত্বম্……নিত্যাতীন্দ্রিয়েস্বসিদ্ধেঃ।"—…ইত্যাদি।—শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, (কাশীচৌখাম্বা সংস্করণ) পৃঃ ৬।

জড়ত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণে—

"নাপি জড়ত্বস্য হেতুত্বযোগঃ আভাসত্বসাম্যাৎ। কিং বা তাবজ্জড়ত্বমিতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবদজ্ঞাতৃত্বং তত্ত্বং, তব মতে পক্ষান্তঃপাতিনোঽমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃত্বাদংশতোঽসিদ্ধেঃ, শুদ্ধাত্মনোঽপ্যজ্ঞাতৃত্বাদ্ ব্যভিচারশ্চ।…ননু শুদ্ধেঽপি কল্পিতজ্ঞাতৃত্বমস্তীতিচেন্ন, কল্পিতেন হেত্বভাবেন ব্যভিচারানুদ্ধারাৎ, শুদ্ধত্বভঙ্গাৎ, শুদ্ধবিভাগাসিদ্ধেশ্চ।…নাপ্যজ্ঞানত্বং তত্ত্বং, বৃত্তিজ্ঞানে ভাগাসিদ্ধেঃ, আত্মনি ব্যভিচারশ্চ। তথাহি-আত্মস্বরূপজ্ঞানং সবিষয়ং ন বেতি? আদ্যেঽপি স্ববিষয়কং বা? নাদ্যঃ, স্ববৃত্তিবিরোধেন পরৈরনভ্যুপগমাৎ।"……

কিঞ্চাত্মস্বরূপজ্ঞানং প্রমা ভ্রমো বা? নাদ্যঃ, তদ্বেদ্যস্যাবিদ্যাদেঃ তাত্ত্বিকত্বাপাতাৎ, প্রমাণাজন্যত্বাচ্চ। নান্ত্যঃ, দোষাজন্যত্বাৎ।··· নাপ্যনাত্মত্বং জড়ত্বং। তথাহি অনাত্মত্বং ন তাবজ্জাতিঃ, তস্যৈকত্বাৎ। বিশিষ্টানাং ভেদেপি পক্ষান্তঃপাতিত্বাৎ প্রতিযোগ্যসিদ্ধ্যা তদ্ভাবাসিদ্ধেঃ।”···ইত্যাদি।—শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—ঐ, পৃঃ ৭—৮।

পরিচ্ছিন্নত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণ ঃ—

“নাপি পরিচ্ছিন্নত্বমত্রহেতুঃ, আভাসত্বাবিশেষাৎ তথাহি-পরিচ্ছিন্নত্বং ত্রিবিধম্—দেশকালবস্তুভেদাৎ। নাদ্যদ্বিতীয়ৌ, দেশকালজ্ঞানেষু ত্বদভিপ্রেতবিয়দাদেঃ রূপ্যাদেশ্চ প্রতিপন্নোপাধিনিষেধে চাসিদ্ধেঃ আকাশরূপদেশস্য কালস্য পরিচ্ছিন্নত্বেনৈব ধর্মিগ্রাহিণা সাক্ষিণা “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”,“ সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ”। “দৃষ্ট্বৈব তং মুচ্যতে”,“অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতি”,“যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ” ইত্যাদি শ্রুত্যা সদা সর্বত্র কার্য্যদর্শনাদিযুক্ত্যা চ সিদ্ধেঃ··· ইত্যাদি।—শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী—ঐ, পৃঃ···৮।

(৩) বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—(দৃশ্যত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণ)—“তত্র দৃশ্যত্বং নাম কিং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বা, ফলব্যাপ্যত্বং বা, উভয়ব্যাপ্যত্বং বা? নাদ্যঃ, ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেঃ, তস্যাপি বেদান্তজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ, অন্যথা বেদান্তস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ “যত্তদদ্রেশ্যমিতি” শ্রুতেঃ শুদ্ধং ন দৃশ্যং, কিন্তু উপহিতমেব, তস্য মিথ্যাত্বং চ ইষ্টাপন্নম্। নহি বৃত্তিদশায়ামনুপহিতং তদ্ ভবতীতি বাচ্যম্, উপহিতভানে উপধেয়ভানাবশ্যকত্বাৎ, প্রসিদ্ধার্থকযত্তচ্ছব্দয়োরযোগাচ্চ। বিশিষ্টভানে বিশেষ্যভানম্ আবশ্যকং, নহি দণ্ডীতিজ্ঞানে পুরুষস্য বিষয়তা নাস্তি, ন চ বিশেষ্যতাপন্নং মিথ্যৈবেতি বাচ্যম্। অধিষ্ঠানস্য অধিকসত্তাকত্বনিয়মেন বিশেষ্যতাপন্নস্য মৃষাত্বে অধিষ্ঠানত্বাসম্ভবাৎ। নহি বিশেষ্যতাপন্নং সর্বথা জ্ঞানবিষয়ং হ্যধিষ্ঠানং ভবতি, জগতোঽপি বিশেষ্যতাপন্ন ত্বাদিনা মিথ্যাত্বং, স্বরূপেণ তু সত্যত্বমিত্যাপত্ত্যা অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ।”···ইত্যাদি—বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—সূ ২।১।১৪।

জড়ত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণে ঃ—

“নাপি জড়ত্বং হেতুঃ। তত্ত্বং ন তাবদজ্ঞানত্বং, বৃত্তিজ্ঞানে ভাগাসিদ্ধেঃ, আত্মনি ব্যভিচারাচ্চ। তথাহি – আত্মরূপং জ্ঞানং সবিষয়ং ন বা? আদ্যে স্ববিষয়ং পরবিষয়ং বা? নাদ্যঃ ত্বয়ানভ্যুপগমাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, মোক্ষে পরস্যাভাবাৎ, ত্বন্মতে বর্ত্তমানস্যৈব বিষয়ত্বাৎ। ……কিঞ্চাত্মরূপং জ্ঞানং প্রমা ভ্রমো বা? নাদ্যঃ, তদ্‌বেদ্যস্যাবিদ্যাদেঃ সত্যত্বাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, ভ্রমস্য দোষজন্যত্বনিয়মেনাত্মনস্তদভাবাৎ। উভয়ভিন্নত্বে জ্ঞানমেব ন স্যাত্। ন চ তার্কিকাভিমতেশ্বরজ্ঞানবৎ ঘটাদিনির্বিকল্পকবচ্চ উভয়বৈলক্ষণ্যেঽপি জ্ঞানত্বোপপত্তিঃ, ঈশ্বরজ্ঞানস্য প্রমাত্বে গুণজন্যত্বস্য ভ্রমত্বে দোষজন্যত্বস্য চাপত্তেঃ। নির্বিকল্পকস্য তদ্বতি তত্‌প্রকারকত্বাভাবাদিতি বাচ্যম্, অবাধিতার্থকত্বরূপ-যাথার্থ্য-প্রামাণ্যস্য ঈশ্বরীয়জ্ঞানাদাবক্ষতেঃ।…নাপি অনাত্মত্বং জড়ত্বং, তথাহি—আত্মত্বং ন জাতিঃ, তস্যৈকত্বাৎ, বিশিষ্টানাং ভেদেঽপি পক্ষান্তঃপাতিত্বাৎ প্রতিযোগাসিদ্ধ্যা তদ্ভাবাসিদ্ধেঃ। নঃ চানানন্দত্বং জড়ত্বং, বৈষয়িকানন্দে ভাগাসিদ্ধেঃ। ন চ সোঽপি ব্রহ্মানন্দমিতি বাচ্যং ক্ষীরনীরপানজন্যানন্দানাং তারতম্যোপলব্ধ্যা ব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ ···· নাপি অজ্ঞাতৃত্বং জড়ত্বং তব মতে অন্তঃকরণস্য জ্ঞাতৃত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ, শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেশ্চ। শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা, অজ্ঞাতৃত্বাদাকাশাদিবদিত্যাভাসসাম্যাৎ। ন চ কল্পিতজ্ঞাতৃত্বং শুদ্ধেঽপি স্বীক্রিয়তে ইতিবাচ্যম্, কল্পিতেন হেত্বভাবেনাতিব্যাপ্ত্যনুদ্ধারাৎ শুদ্ধত্বভঙ্গাচ্চ, শুদ্ধাশুদ্ধ-বিভাগাসিদ্ধেশ্চ।”……ইত্যাদি।

—বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, সূ ২।১।১৪।

পরিচ্ছিন্নত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণ ঃ—

“নাপি পরিচ্ছিন্নত্বস্য হেতুত্বম্, আভাসসাম্যাৎ। তথাহি-তত্ত্বং নাম দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদবত্ত্বং।··· তত্র ন আদ্যদ্বিতীয়ৌ, আকাশরূপদেশস্য কালস্য চ অপরিচ্ছিন্নত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ ‘আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ’, ‘সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ,’ ‘অথ মর্ত্যোঽমৃতো-

ভবতি”, “যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ”, ‘অথ সম্পৎস্যে’ ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ সদা সর্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ ইত্যাদিযুক্ত্যা ধর্মিগ্রাহিণা সাক্ষিণাচ তথাত্বাবগমাৎ। ন চ “আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ’ ইত্যাকাশস্য কালপরিচ্ছেদশ্রবণাদুক্তবিরোধঃ ইতিবাচ্যম্, ভূতাকাশস্য উৎপত্তি-নাশাদিসম্ভবেঽপি অব্যাকৃতাকাশস্য তদযোগাৎ······ইত্যাদি।

বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা, সূ ২৷১৷১৪

(৪) অধ্যাস-পরপক্ষ-গিরিবজ্রম্ ঃ—(দৃশ্যত্বহেতুভঙ্গ প্রকরণ) —“তত্র দৃশ্যত্বং নাম কিং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বা, শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বং বা সপ্রকারকবৃত্তিবিষয়ত্বং বা, চিদ্ বিষয়ত্বং বা, স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত-চিদপেক্ষানিয়মো বা, অস্বপ্রকাশত্বং বা? নাদ্যঃ, ব্রহ্মণোঽপি বেদান্তজন্য-বৃত্তি-বিষয়ত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তেঃ। অন্যথা বেদান্তস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ শুদ্ধং ন দৃশ্যং ‘যত্তদদ্রেশ্যম্’ ইতিশ্রুতেঃ কিন্তু উপহিতমেব, তস্য মিথ্যাত্বং চ ইষ্টাপন্নম্। নহি বৃত্তিদশায়ামনুপহিতং তদ্ভবতীতি বাচ্যম্, উপহিতভানে উপধেয়ভানাবশ্যকত্বাৎ প্রসিদ্ধার্থক-যত্তচ্ছবদয়োরযোগাচ্চ। স্বতঃ সিদ্ধের্নিরাসাৎ শুদ্ধাসিদ্ধ্যাপত্তেশ্চ। শুদ্ধং স্বপ্রকাশমিতি শব্দজন্যবৃত্তৌ শুদ্ধাপ্রকাশস্তৎ প্রকাশো বা? আদ্যে স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ, দ্বিতীয়ে সুতরাং তদসিদ্ধেঃ। ······কিঞ্চ বিশিষ্টভানে বিশেষ্যভানমাবশ্যকম্, নহি দণ্ডীতি জ্ঞানে পুরুষস্য বিষয়স্য জ্ঞানং নাস্তি। ন চ বিশেষ্যতাপন্নঃ মিথ্যৈবেতি বাচ্যম্— অধিষ্ঠানস্য অধিকসত্তাকত্বনিয়মেন বিশেষ্যতাপন্নস্য মৃষাত্বে অধিষ্ঠানত্বা-সম্ভবাৎ। নহি বিশেষ্যতাপন্নং সর্বথা জ্ঞানবিষয়মধিষ্ঠানং ভবতি, জগতোঽপি বিশেষ্যতাপন্নত্বাদিনা মিথ্যাত্বম্, স্বরূপেণ তু সত্যত্বমিত্যা-পত্ত্যা অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ”।······ইত্যাদি।

পরপক্ষ গিরিবজ্র (কলিকাতা সং) পৃঃ—৬৬৭-৬৬৯।

জড়ত্বহেতুভঙ্গ প্রসঙ্গে ঃ—

“নাপি জড়ত্বং হেতুঃ, তত্ত্বং ন তাবদজ্ঞানত্বমাত্মনি ব্যভিচারাৎ। তথাহি-আত্মরূপং জ্ঞানং সবিষয়ং ন বা? আদ্যে স্ববিষয়ং পরবিষয়ং

বা ? নাদ্যঃ ত্বয়ানভ্যুপগমাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, মোক্ষে পরস্যাভাবাৎ। ……কিঞ্চাত্মরূপং জ্ঞানং প্রমা বা ভ্রমো বা ? নাদ্যঃ, তদ্বেদ্যস্যাবিদ্যাদেঃ সত্যত্বাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, ভ্রমস্য দোষজন্যত্বনিয়মেনাত্মনস্তদভাবাৎ। উভয়ভিন্নত্বে জ্ঞানমেব ন স্যাৎ। ন চ তার্কিকাভিমতেশ্বরজ্ঞানবৎ ঘটাদিনির্বিকল্পকবচ্চ উভয়বৈলক্ষণ্যেঽপি জ্ঞানত্বোপপত্তিঃ, ঈশ্বরজ্ঞানস্য প্রমাত্বে গুণজন্যত্বস্য ভ্রমত্বে দোষজন্যত্বস্য চাপত্তেঃ নির্বিকল্পকে চ তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম্, অবাধিতার্থকত্বরূপ-যাথার্থ্যপ্রামাণ্যস্য ঈশ্বরীয়জ্ঞানাদাবক্ষতেঃ।…… নচ অনানন্দত্বং জড়ত্বম্, বৈষয়িকানন্দে ভাগাসিদ্ধেঃ। ন চ সোঽপি ব্রহ্মানন্দ ইতি বাচ্যম্, ক্ষীরনীরপানজন্যানন্দানাং তারতম্যোপলব্ধ্যা ব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ।…নাপি অজ্ঞাতৃত্বং জড়ত্বম্ তব মতে অন্তঃকরণস্য জ্ঞাতৃত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ, শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যতিব্যাপ্তেশ্চ। শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা অজ্ঞাতৃত্বাৎ আকাশাদিবৎ—ইত্যাভাসসাম্যাৎ। ন চ কল্পিতজ্ঞাতৃত্বং শুদ্ধেঽপি স্বীক্রিয়তে ইতি বাচ্যম্, কল্পিতেন হেত্বভাবেনাতিব্যাপ্ত্যনুদ্ধারাৎ, শুদ্ধত্বভঙ্গাচ্চ, শুদ্ধ্যশুদ্ধিবিভাগাসিদ্ধেশ্চ।”……

—গিরিবজ্র, (কলিকাতা সং) পৃঃ—৬৭২·৭৫।

পরিচ্ছিন্নত্বহেতুভঙ্গ প্রসঙ্গে ঃ—

“নাপি পরিচ্ছিন্নত্বস্য হেতুত্বম্, আভাসত্বাবিশেষাৎ। তথাহি তত্ত্বং নাম দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদবত্ত্বম্……তত্র ন আদ্যদ্বিতীয়ৌ, আকাশরূপদেশস্য কালস্য চাপরিচ্ছিন্নত্বেন তত্রাব্যাপ্তেঃ।” “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”,“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ”, “অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবতি,” “যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ”, “অথ সম্পৎস্যে,” ইত্যাদি—শ্রুতিভিঃ সদা সর্বত্র কার্য্যদর্শনাদিত্যাদিযুক্ত্যা ধর্মিগ্রাহিণা সাক্ষিণা চ তথাত্বাবগমাৎ। ন চাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, ইত্যাকাশস্য কালপরিচ্ছেদশ্রবণাদুক্তবিরোধঃ ইতি বাচ্যম্, ভূতাকাশস্য উৎপত্তিনাশাদিসম্ভবেঽপি অব্যাকৃতাকাশস্য তদযোগাৎ।……ইত্যাদি।

—পরপক্ষ গিরিবজ্র, (কলিকাতা সং)—পৃঃ ৬৭৫-৬৭৬।

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি তুলনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হয় যে, পরপক্ষগিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা গ্রন্থ হইতেই তাহার অধিকাংশ যুক্তিসমূহ ভাব ও ভাষা—উভয় দিক হইতে অক্ষরশঃ গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী এবং ন্যায়ামৃত গ্রন্থের সহিতও অনেক স্থলেই ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ আরও বহু স্থলই রহিয়াছে যাহাতে উক্ত গ্রন্থসমূহের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। বাহুল্য বোধে তৎ সমুদয়ের উল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম। অতি সংক্ষেপে আরও কয়েকটি স্থলের সাদৃশ্যের কথা মাত্র নিম্নে লিখিত হইল :

(১) জীবের অজ্ঞানাশ্রয়ত্বখণ্ডন প্রসঙ্গে :—পরপক্ষ গিরিবজ্র—"ন চ অবিদ্যাদৌর্ঘটং ভূষণমেব······জ্ঞাতুরের বক্তৃত্বাৎ"—পৃঃ ১৯৩-১৪ (কলিকাতা সং)।

ন্যায়ামৃত :—ভাব ও ভাষার দিক দিয়া অবিকল একই প্রকার—পৃঃ ৩৫২-৫৩।

শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী :—নাপি জীবস্যাজ্ঞানাশ্রয়ত্বযোগঃ······জ্ঞাতুরের বক্তৃত্বাৎ"—পৃঃ ১১৬।

(২) অজ্ঞানের বিষয়ত্বখণ্ডন প্রসঙ্গে :—

পরপক্ষ গিরিবজ্র :—অজ্ঞানবিষয়োঽপি দুর্নিরূপ্য······তস্যাভাবাৎ"—পৃঃ ১৯৪-৯৬, (কলিকাতা সং) :—

ন্যায়ামৃত :—"অবিদ্যাবিষয়োঽপিদুর্বচঃ······তস্যাভাবাৎ"।—পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪।

শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী :—অজ্ঞানবিষয়োঽপি দুর্ঘট······তস্যাভাবাৎ।" —পৃঃ ১১৬-১৭।

(৩) শুদ্ধ ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্বখণ্ডন প্রসঙ্গে :—পরপক্ষগিরিবজ্র :—"তন্মতে শুদ্ধব্রহ্মণঃ চিদাত্মত্বেঽপি······কুতশ্চন"—পৃঃ ১৮৭-১৮৯ (কলিকাতা সং)।

ন্যায়ামৃত :—অবিকল একই প্রকার—পৃঃ ৩৪৮-৪৯।

শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী ঃ—চিন্মাত্রস্যাজ্ঞানং স্বাভাবিকং চেৎ···কুতশ্চন” —পৃঃ ১১৪-১৫।

(৪) **অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ-খণ্ডন-বিষয়ে** ঃ—পরপক্ষ গিরিবজ্র ঃ—“পরমতে লক্ষণমসম্ভবি, বিকল্পাসহত্বাৎ······সবিশেষত্বাপত্তেরিতি সংক্ষেপঃ”—পৃঃ ৪২১-৪৩০।

বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা ঃ—অবিকল এক,—পৃঃ ৩৭-৪১, সূঃ ১।১।২।

এইরূপ অদ্বৈতবাদিসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জগদুপাদানত্ব খণ্ডন বিষয়ে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্য বিষয়ত্ব খণ্ডন বিষয়ে, প্রভৃতি অন্যান্য অনেক বিষয়েই পরপক্ষ গিরিবজ্র ও বেদান্তকৌস্তুভপ্রভার মধ্যে ভাব ও ভাষার দিক দিয়া অক্ষরশঃ সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার, এইরূপ জীবন্মুক্তিখণ্ডন বিষয়ে, অনির্বচনীয়ত্ব-খণ্ডন বিষয়ে, শাব্দাপরোক্ষবাদ-খণ্ডন বিষয়ে, ইত্যাদি অনেক বিষয়েই বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা, শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, ন্যায়ামৃত, ও পরপক্ষ-গিরিবজ্র গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে ভাব ও ভাষা—উভয় দিক হইতেই বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার মধ্যে আবার ‘বেদান্ত কৌস্তুভ-প্রভার’ সহিতই পরপক্ষগিরিবজ্রের সাদৃশ্য খুব বেশী। ভাব ও ভাষা—উভয় দিক হইতেই··· ‘বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা’ গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি পরপক্ষগিরিবজ্রকার অক্ষরশঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত।

আবার ন্যায়ামৃতের সঙ্গেও যখন বেদান্তকৌস্তুভপ্রভার বহু অংশে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় তখন ন্যায়ামৃতও যে বেদান্তকৌস্তুভ-প্রভা ‘গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত—এইরূপ সম্ভাবনাও ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ ‘বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা’কার নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজ হইতে অনেক পূর্ববর্ত্তী, ইহা পূর্বেই উক্ত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্কীয়

প্রসঙ্গক্রমে শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমকার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব (২নং)-এর কথা।

আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব (২নং) কর্ত্তৃক রচিত 'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম' (সবিশেষনির্বিশেষশ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ-এর উপর লিখিত টীকা) গ্রন্থের বিষয় বস্তুর সহিতও অনেকাংশেই ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়াই পরপক্ষগিরিবজ্রের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এই শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমকার পুরুষোত্তমপ্রসাদ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক,[২০২] সুতরাং ইনি পূর্বোক্ত শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীকার পুরুষোত্তমপ্রসাদের (১নং) পরবর্ত্তী। আর পূর্বোক্ত শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীর সহিত এই শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমের প্রায় সর্বাংশেই ভাব ও ভাষা সকল দিক দিয়াই বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখা যায়। এইজন্য এখানে শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমের অংশ উদ্ধৃত না করিয়া শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীর অংশই উদ্ধৃত হইল, এবং শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীকার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদের (১নং) কথাই বিশেষভাবে বলা হইল।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরপক্ষগিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ তাঁহার পূর্বাচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের ও শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদের বা দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ী ব্যাসতীর্থের উপন্যস্ত বিশেষ বিশেষ বিচারাংশগুলি স্বীয় গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার যথাযথ তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেক সমালোচক বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পরপক্ষগিরিবজ্রকারের মৌলিকতা নাই। এই সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি বক্তব্য আছে। পরপক্ষগিরিবজ্রকার স্বীয় মৌলিকতা প্রদর্শন অপেক্ষাও অদ্বৈতপক্ষ-খণ্ডন এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। এইজন্য তিনি পূর্বসূরিদের গ্রন্থ হইতে যুক্তিসমূহ চয়ন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রেও মৌলিক যুক্তিপ্রদর্শন অত্যল্প সংখ্যক দার্শনিকই

---

[২০২] শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমের ভূমিকা—পৃষ্ঠা ১ দ্রষ্টব্য।

করিতে পারিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রেও পূর্বস্থরিদের যুক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাসবৈচিত্র্যই মৌলিকতা। 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থের প্রারম্ভে জয়ন্ত ভট্ট এই বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত মৌলিকতা জগতে দুর্লভ।

আর গিরিবজ্রকার মাধবমুকুন্দ অন্ধের মত অনুকরণ করেন নাই। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযোগী অনেক অন্য বিষয়েরও আহরণ করিয়া নিজের গ্রন্থের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি মৌলিক গ্রন্থ-রচনার গৌরব কোন স্থানেই দাবী করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে বিচার-যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সুবিন্যস্তও করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন, যদিও সেই যুক্তিগুলির কতকাংশ অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক নিরস্ত হইয়াছে, তবুও তিনি অদ্বৈতবাদিগণের খণ্ডনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বা অদ্বৈতবাদিগণের বুদ্ধিদীপ্ত বিচার-যুদ্ধ তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই তিনি পুনরায় সেই যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন লোকদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। অতএব মৌলিকতার বিচার এই স্থলে না করাই ভাল।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্কদর্শনে "ব্রহ্ম"

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে শ্রীনিম্বার্কসম্মত দার্শনিক মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় নিম্বার্ক-মতবাদ ও সিদ্ধান্তও আলোচিত হইয়াছে। এখন এই অধ্যায়ে সেই ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদ ও সিদ্ধান্তের মূলে নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্ম-সূত্রাবলম্বনে যেরূপ যুক্তি-বিচারের উপন্যাস করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মসূত্রের 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (১।১।১) সূত্রেই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্বন্ধে যদি আদৌ জ্ঞানলাভ করার সম্ভাবনা না থাকিত, অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সর্বতোভাবেই জ্ঞানের অবিষয় হইতেন, তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসারও উপপত্তি হইত না। জ্ঞানের বিষয়, 'ব্রহ্মসূত্র' শাস্ত্রের বিষয়, ও জিজ্ঞাসার বিষয় যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার "বেদান্ত-কৌস্তুভ" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিতেছেন—"বিষয়শ্চাস্য ব্রহ্মাদি-শব্দাভিধেয়ঃ, সর্বজ্ঞঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্ত-যাবদাত্মবৃত্তিগুণ-শক্ত্যাদ্যাশ্রয়ো ব্রহ্মারুদ্রেন্দ্র-প্রকৃতি পরমাণুকালকর্মস্বভাবাদিনিয়ন্তা দোষাস্পৃষ্টসীমা চিদচিৎ-স্বাভাবিকভেদাভেদাশ্রয়ো ভগবান্ বাসুদেবঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ"—("বেদান্তকৌস্তুভ'—-১।১।১) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ংও তাঁহার "বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এইরূপই বলিয়াছেন, যথা :—"অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণ-শক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্-বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া।"—(সূ. ১।১।১)।

নিম্বার্ক মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণময়, সর্বনিয়ন্তা, সুতরাং সগুণ ও সবিশেষ বলিয়া এখানে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-লক্ষণ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের মত

ব্রহ্মসূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রেও (১।১।২) ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপই উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রের 'বেদান্তপারিজাত সৌরভ' নামক শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে বলা হইয়াছে "অস্যাঽচিন্ত্যবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংখ্যেয়নামরূপাদি-বিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টি স্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মেশকালাদিনিয়ন্তুর্ভগবতো ভবন্তি তদেব পূর্বোক্তনির্বচনবিষয়ং ব্রহ্ম"—(১।১।২)। শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসের 'বেদান্তকৌস্তুভ'ভাষ্যেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা :—"যস্মাৎ সর্বেশ্বরাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ পরমকারণাৎ সর্বনিয়ন্তুর্ভগবতঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য ...সৃষ্টিস্থিতিলয়মোক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে তদ্ ব্রহ্ম, তদেব মুমুক্ষুভির্জিজ্ঞাস্যম্।"—(বেদান্ত কৌস্তুভ—১।১।২)। পূর্বের প্রথম সূত্রে যে ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মেরই লক্ষণ এই দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয়বল্লীতে উল্লিখিত ব্রহ্মবিষয়ক উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সূত্র রচিত হইয়াছে। সেখানে দেখা যায় যে, বরুণ তাঁহার পুত্র ভৃগুর নিকট ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতেছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।"

এই বিষয়ে নিম্বার্ক-ভাষ্য ও শ্রীনিবাস-ভাষ্যের ব্যাখ্যা

—এখানে স্পষ্টই ব্রহ্মকে জীব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে এইরূপভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয়-কর্ত্তারূপে বর্ণনা করিয়া পরে সেখানে ব্রহ্ম-

স্বরূপ সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১), "আনন্দো ব্রহ্ম"—ইত্যাদি।—(তৈত্তিরীয় উপঃ ৩।৬)।

এখন এই সূত্রে ও এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে এই বিচিত্র জগতের কারণ বলাতে ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা সূচিত হইতেছে। কারণ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভিন্ন কেহ এই বিচিত্র অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারে না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তম্"—ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রদর্শন করাতে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বও উপক্ষিপ্ত বা ভাবতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও জগৎ-কারণ ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্বাদিগুণ ও শক্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন

এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার ব্যাখ্যাত 'বেদান্তদর্শনে' বলিতেছেন—"এই সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের একমাত্র কারণ বলাতে তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—এই উভয় কারণ বলিয়া সূত্রের উপদেশ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মতেই জগৎ অন্তে লীনও হয় বলাতে ব্রহ্ম ভিন্ন যে জগতের অন্য উপাদান কারণ নাই—ইহা খুব স্পষ্টভাবেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং জগৎ বিলুপ্ত হইলেও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়সাধিনী-শক্তি ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান থাকে, তদ্দারা তিনি ইহার পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনাদি সাধন করেন। অতএব স্বরূপতঃই তাঁহার সর্বশক্তিমত্তাও আছে বলিয়া সূত্রে উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি, ও লয় কর্ত্তা, তিনি অবশ্য জগৎ হইতে অতীত, (এখানে 'অতীত' শব্দের অর্থ "অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান") জগৎকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন। অতএব ব্রহ্মের জগদতীতত্বও ইহার দ্বারা বলা হইল, বুঝিতে হইবে।[২৩৩]

এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীসন্তদাসজীর মত

---

[২৩৩] 'বেদান্ত দর্শন'—শ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ ব্রজবিদেহী।—তৃতীয় সংস্করণ,—পৃঃ ৬৪-৬৯।

শঙ্কর-ভাষ্যেও এই সূত্রের সারার্থ এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—যথা ঃ—অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়ত-দেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি-বাক্যশেষঃ”—

সুতরাং এই সূত্রের ফলিতার্থ শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথমসূত্রের জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম জগদতীত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হওয়াতে জগৎ তাঁহারই রূপ। যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত বলয়কুণ্ডলাদি সুবর্ণেরই রূপ, ইহারা সুবর্ণই, সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, জগৎও তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম অদ্বৈত, সর্বব্যাপী ও সদ্বস্তু। তিনি এই জগতের প্রকাশক হওয়ায় জগৎ হইতেও ব্যাপকবস্তু এবং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্। তিনি জগদ্রূপী এবং জগদতীতও বটেন।[২৩৪]

ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান

আর ব্রহ্ম যে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান ইহা “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়”—(ছান্দোগ্য ৬।২), “তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠা…” (শ্বেতাশ্বতর—১।৭), “যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপানি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ…”—(শ্বেতাশ্বতর ৫।২), “যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্…”, “একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ”—(কঠঃ ২।২।৯-১০), “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্”—(মুণ্ডক—১।১।৭), “যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্

---

[২৩৪] *Vide* :—বেদান্তদর্শন শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ ব্রজবিদেহী, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ—৬৯

বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।"—(মুণ্ডক ২।১।১), "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—(তৈত্তিরীয় উপঃ—২।৭) প্রভৃতি শ্রুতিতে এবং "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"—(ব্র, সূ, ১।৪।২৩), "অভিধ্যোপদেশাৎ"—(ব্র, সূ, ১ ৪।২৪)", "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" —(ব্র, সূ, ১।৪।২৬), "যোনিশ্চ হি গীয়তে"—(ব্র, সূ, ১।৪।২৭) প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।[২৩৫]

আর ব্রহ্মের যে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্বাদি ধর্ম স্বাভাবিকই ইহাও "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—(শ্বেতাশ্বতর উপঃ—৬।৮)—এই শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। আর, ব্রহ্মের এই সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিমত্ত্বাদি ধর্ম্ম স্বাভাবিক বলিয়া ব্রহ্ম সর্বাবস্থাতেই এইরূপ জ্ঞানশক্ত্যাদি ধর্ম্মযুক্ত থাকেন ইহাই সিদ্ধ হয়। আর, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মসূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) সূত্র হইতে ১।১।১২ সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে 'ঈক্ষিতা' বা দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, বা অনুভবকর্ত্তারূপে বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মের চিদ্রূপতার নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আবার ব্রহ্ম যে সর্ব্বদাই আনন্দময় ও আনন্দস্বরূপ—ইহাও "আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপঃ ৩।৬), "রসো বৈ সঃ"—(তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৭) ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের আনন্দময়াধিকরণে "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে।[২৩৬]

সুতরাং এই সকল শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র বলে শ্রীনিম্বার্ক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ও আনন্দময় এবং সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি অনন্তকল্যাণগুণ ও শক্তিযুক্ত এবং এই সমস্ত গুণ ও শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক। ব্রহ্মই জগতের একমাত্র

---

[২৩৫] এই সূত্রগুলির নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

[২৩৬] ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণের সূত্র ১।১ ১৩ হইতে ১।১।২০ সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

নিয়ন্তা, জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান। তিনি জগৎস্রষ্টা বলিয়া জগতের অতীতও বটেন।

সুতরাং একাধারে তিনি জগদ্‌রূপী ও জগদতীত—উভয়ই। ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ' বিষয়ক শ্রুতি এবং 'ব্রহ্মসূত্রের ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্র সম্যক্ বিচার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মের "ঈক্ষণ" বিষয়ক শ্রুতি, যথা :—

ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ' বিষয়ক শ্রুতিবাক্য ও ব্রহ্মসূত্রের বিচার

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত।···সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি।···তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবানীতি। সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"।—(ছান্দোগ্য, উপঃ ৬।২)

ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদেও এইরূপ বাক্য আছে, যথা :— "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত॥" "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিও এই মর্মের।

এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজীর মত

উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য সমূহ বিচার করিয়া শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য দার্শনিকপ্রবর শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার বেদান্ত-দর্শনে বলিয়াছেন—"সৃষ্টির অতীতাবস্থা, যাহা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উক্ত বাক্য সকল দ্বারা শ্রুতি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রুতি প্রথমে বলিলেন—জগৎ প্রকাশিত হইবার পূর্বে এক অদ্বিতীয়রূপে অবস্থিত সদ্‌বস্তু ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে কোন বস্তুরই স্ফুরণ ছিল না। চরাচর সমস্ত বিশ্ব তদবস্থায় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। শ্রুতি আবার বলিলেন—সেই সদ্ ব্রহ্ম তদবস্থায় সৃষ্টি-বিষয়ক-ঈক্ষণশক্তিযুক্ত, অর্থাৎ তিনি

সৃষ্টির প্রকাশ, রক্ষণ, ও সংহার করিবার উপযোগী জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন—সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। আবার শ্রুতি বলিলেন—তিনি জগদ্‌রূপে প্রকাশিত হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়োপযোগী জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন, তাহা নহে, তিনি সেই শক্তির পরিচালনও করিয়া থাকেন। তিনি জগৎকে বস্তুতঃ নিজ স্বরূপ হইতেই সৃষ্টি করেন, বস্তুতঃই পালন করেন এবং বস্তুতঃই সংহার করেন। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্"—এই শ্রুতিতেও ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার ব্রহ্মের নিত্যই আছে। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এই সমস্তই গ্রহণ করা আবশ্যক।

ব্রহ্মের যুগপৎ সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, তিনি জগদতীত ও নিত্য সদ্‌বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত জগৎই তদ্‌রূপে তৎসত্তায় একীভূত হইয়া প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি এক অদ্বৈত। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে, কারণ ব্রহ্মের গুণশক্ত্যাদির ব্যক্তভাবে প্রকাশ এই অবস্থায় থাকে না। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা। কিন্তু এই অবস্থায়ও ব্রহ্ম গুণ ও শক্তিবিরহিত থাকেন না, কারণ এই গুণশক্ত্যাদি ব্রহ্মের স্বাভাবিক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ,—এইরূপ নির্গুণ-মাত্র বলিলেই ব্রহ্মস্বরূপ সম্যক্ বর্ণিত হয় না। তিনি স্বরূপতঃই সর্বজ্ঞস্বভাব এবং সর্বশক্তিমান্। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ কার্য্যও তাঁহার আছে বলিয়া বহু শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই কার্য্য যে তিনি কখন করেন, কখন করেন না, এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, এইরূপ হইলে তিনি বিকারী ও কালাধীন হইয়া পড়েন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্যকারীরূপে ব্রহ্ম নিত্যই সগুণও বটেন। এইরূপে ব্রহ্মের নিত্য সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—উভয়ই প্রতি-

পাদিত হয়। জগতের প্রলয়াবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে নিঃশক্তিক বা নির্গুণ বলিয়া ধারণা করিতে হয়, কারণ তাহার গুণ-শক্ত্যাদি এই অবস্থায় তাঁহাতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, ক্রিয়াশীল অবস্থায় ব্যক্তভাবে প্রকাশ পায় না। জীবজগৎ প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মের গুণ বা শক্তিস্থানীয়। কারণ, ঈক্ষণ-শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই তাঁহার শক্তির দ্বারা তাঁহার স্বীয় স্বরূপগত চিদংশ ও আনন্দাংশকেই যথাক্রমে জীবরূপে ও জগদ্‌রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই স্বীয় শক্তির বিক্ষেপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব জীব-জগৎ 'শক্তি', ও ব্রহ্ম শক্তিমান্। শক্তিমান্ শক্তিকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন, শক্তি-মাত্রেই তিনি পর্য্যবসিত হইয়া যান না। যেমন, রামের বহুবিধ শক্তি আছে,—দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, ইত্যাদি। 'রাম' বলিলে আমরা যাহা বুঝি, রামের 'দর্শনশক্তি' বলিলে ঠিক তাহাই বুঝি না, কারণ তখনও রামের অন্যান্য শক্তিকে বুঝিতে বাকি থাকে। অতএব "শক্তিমান্" রাম তাহার শক্তি মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় না। শক্তিকে অতিক্রম করিয়াও তাহার সত্তা আছে। সেইরূপ ব্রহ্মেরও জীবজগদ্‌রূপ শক্তিকে অতিক্রম করিয়াও সত্তা রহিয়াছে। জাবজগতেই ব্রহ্ম পর্য্যবসিত হইয়া যায় না। ব্রহ্মের সেই জীবজগতের অতীতাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে 'নির্গুণ-নির্বিশেষ' বলিয়াছেন। আবার জগতের প্রকাশিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্রহ্মকে 'সগুণ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। জগতের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, 'গুণ' বা 'শক্তি' 'গুণী' বা 'শক্তিমান্‌কে' আশ্রয় করিয়াই থাকে। 'গুণ' বা 'শক্তির' কেবলমাত্র আশ্রয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে সেই আশ্রয়ীভূত 'গুণী' বা 'শক্তিমান্' পদার্থ যে 'গুণ' বা 'শক্তি' হইতে অতীত, 'গুণ' মাত্রেই যে 'গুণী' বস্তু পর্য্যবসিত হইয়া যায় না—তাহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব প্রত্যেক গুণী বস্তুই স্বরূপতঃ গুণাতীত, অর্থাৎ নির্গুণ, এবং যখন

গুণও তাহাতে যুক্ত আছে, তখন তাহাকে সগুণও অবশ্য বলিতে হইবে। তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্মের গুণমাত্র, তাঁহারই স্বরূপস্থ শক্তির পরিচায়ক ও প্রকাশভাব। ঐ শক্তিকেই মায়া বা প্রকৃতি নামে আখ্যাত করা হয়। ব্রহ্ম সেই 'গুণ' ও 'শক্তির' আশ্রয়। সুতরাং তিনি গুণবান্ ও শক্তিমান্। ব্রহ্মে নিত্যই সেই 'শক্তি' ও 'গুণ' আছে—ইহা বুঝাইতে তাহাকে 'সগুণ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আর ঐ 'গুণ' ও 'শক্তির' আশ্রয়রূপে যে তিনি বর্ত্তমান আছেন, যিনি সেই 'গুণ' ও 'শক্তির' অতীত, তাঁহার সেই আশ্রয় ভাবের প্রতি মাত্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'নির্গুণ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পরন্তু তাঁহার ঐ আশ্রয়ভাব কোন-না-কোন গুণকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, গুণকে ছাড়িয়া কখনও থাকে না।

সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপতঃ নির্গুণ, পরন্তু গুণও তাঁহারই হওয়ায় তিনি সগুণও বটেন"।

এইরূপে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—উভয়ই সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়।[২৩৭] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের অনেকে 'নির্গুণ' শব্দের ব্যাখ্যা "প্রাকৃতিক--হেয়গুণ-রহিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।—(পৃঃ ১০৮—১০৯, ১১৬—১১৯ দ্রষ্টব্য।)

আর, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর ব্রহ্মেরই শক্তি-স্থানীয় হওয়ায় ইহারা ব্রহ্মেরই তিন পাদ। সুতরাং জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও অক্ষর—ব্রহ্ম এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট। "উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম, তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরং চ",…"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের এই চতুষ্পাদত্ব' স্পষ্টরূপে বর্ণিত

---

[২৩৭] *Vide* :—'বেদান্তদর্শন'—শ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ (তৃতীয় সং)—পৃঃ ৮৩-৮৬; "ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ—শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ,—পৃঃ ৬৬।

আছে। এই বিষয়ে পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করা হইল না।—(পৃঃ ১১৫—১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মের 'স্বরূপলক্ষণ ও 'তটস্থ লক্ষণ'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অদ্বৈত-বেদান্তিগণের মতে—পূর্বোক্ত "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—(ব্র, সূঃ ১।১।২) সূত্রে ব্রহ্মের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা তাহার স্বরূপলক্ষণ নহে, কিন্তু তটস্থ লক্ষণ। তাহাদের মতে স্বরূপাভিন্ন লক্ষণই স্বরূপলক্ষণ, যেমন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ, আর "যাবল্লক্ষ্যমনবস্থিতত্বেসতি ব্যাবর্ত্তকং তটস্থলক্ষণম্"—অর্থাৎ লক্ষ্য পদার্থ যতকাল আছে ততকাল না থাকিয়া যাহা লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্ত্তক হয় তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মের জন্মাদিকারণত্ব জগতের প্রলয়দশায় লক্ষ্য ব্রহ্মে থাকে না। অথচ তাহা ব্রহ্মেতরের ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের মত।

অদ্বৈতবাদিসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মের 'স্বরূপলক্ষণ' ও 'তটস্থ লক্ষণের, খণ্ডন।

কিন্তু এই মত নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে বস্তুর অসাধারণ ধর্মই সর্ব্বাদিসম্মতরূপে বস্তুর লক্ষণ হইয়া থাকে, বস্তুর স্বরূপমাত্র বস্তুর লক্ষণ হয়না। যেমন ঘটস্বরূপ ঘটের লক্ষণ হয়না, কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বরূপ অসাধারণ ধর্মই ঘটের লক্ষণ হইয়া থাকে। লক্ষণ লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্ত্তক হয়। স্বরূপমাত্রই যদি লক্ষণ হয়, তাহা হইলে স্বরূপই ব্যাবর্ত্তক হইয়া পড়ে। আর স্বরূপের ব্যাবর্ত্তকত্ব দেখাও যায়না।[২৩৮]

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে, স্বরূপেই ধর্ম-ধর্মিভাব

---

[২৩৮] *Vide :* বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—(দিল্লী সং) পৃঃ ৩৭, সূ ১।১।১ ; *Also*—পরপক্ষ-গিরিবজ্র—(বৃন্দাবন সং) পৃঃ—১৮২—১৮৩।

কল্পনা করিয়া স্বরূপের লক্ষণত্ব করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। এই স্বরূপভূত সত্য, জ্ঞান ও অনন্তে সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব, ও অপরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম কল্পনা করিয়া ঐ সকলকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলে আর প্রদর্শিত দোষের অবসর থাকে না। এই জন্যই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্মাঃ অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে।" সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তিমতে ধর্মধর্মিভাব কল্পনাদ্বারা স্বরূপেরই লক্ষণত্ব সম্ভব হইতে পারে। ব্রহ্ম আনন্দাদিস্বরূপ হইলেও কল্পিত আনন্দত্বাদি ধর্ম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে আছে। সুতরাং সত্যত্বাদি ধর্ম কল্পনা করিয়াই সত্যাদি স্বরূপের লক্ষণত্বসিদ্ধ হইতে পারে।—অদ্বৈতবাদীর এই কথার উত্তরে নিম্বার্কীয় দার্শনিক আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও শ্রীমাধবমুকুন্দ বলিয়াছেন যে, কল্পিতধর্ম ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে না। যদি কল্পিত ধর্মেরও ব্যাবর্ত্তকত্ব অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন তাহা হইলে যূপে কল্পিত সূর্য্যত্বও সূর্য্যভিন্নের ব্যাবর্ত্তক হইতে পারে। কিন্তু তাহা তো হয়না। "আদিত্যো যূপঃ"—এইরূপ শ্রুতি আছে। তাহাতে যূপে আদিত্যত্ব কল্পিত হইয়াছে। কল্পিত ধর্মেরও ব্যাবর্ত্তকতা স্বীকার করিলে যূপে কল্পিত আদিত্যত্বও আদিত্যভিন্নের ব্যাবর্ত্তক হইবে। তাহা হইলে যূপও আদিত্যভিন্ন বলিয়া যূপে কল্পিত আদিত্যত্ব যূপেরও ব্যাবর্ত্তক হওয়ার আপত্তি হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব কোনপ্রকারেই স্বরূপের লক্ষণত্ব বা ব্যাবর্ত্তকত্ব সিদ্ধ হয় না।[২৩১]

স্বরূপ-লক্ষণ-খণ্ডন আরম্ভ

অদ্বৈতবাদিসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের খণ্ডন করিতে যাইয়া নিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীকেশবকাশ্মারী ভট্ট ও

---

[২৩১] *Vide :—* বেদান্তকৌস্তভপ্রভা—ঐ, পৃঃ ৩৮, সূঃ ১।১।২; পরপক্ষ গিরিবজ্র—ঐ, পৃঃ—১৮৩।

শ্রীমাধবমুকুন্দ যেরূপ যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা নিম্নে করা হইল ঃ—

অদ্বৈতবাদিগণ যে সত্যাদিকে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এই সত্যাদি শব্দ কি যৌগিক? অথবা রূঢ়? ইহার প্রথম পক্ষটি অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেননা। কারণ অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও নির্ধর্মক। সুতরাং যৌগিক শব্দ প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের যোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া সত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ হইলে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব ভঙ্গ হইয়া পড়ে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেননা। কারণ রূঢ় শব্দ গুণ, জাতি প্রভৃতি অনেক ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর বোধক হইয়া হইয়া থাকে। নির্ধর্মক নির্বিশেষ বস্তুর বোধক কোন রূঢ় শব্দই হইতে পারে না।[২৪০]

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ এরূপ বলিতে পারেন যে, সত্যাদি-রূঢ়পদ শক্তিদ্বারা সবিশেষ বস্তুর প্রতিপাদক হইলেও লক্ষণাদ্বারা নির্বিশেষ বস্তুর প্রতিপাদক হইতে পারিবে। অর্থাৎ সত্যাদিপদের শক্যার্থ সবিশেষ বস্তু, আর লক্ষ্যার্থ নির্বিশেষ বস্তু। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে লক্ষণা দ্বিবিধ,—জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা। যদি সত্যাদি পদের জহৎস্বার্থালক্ষণা স্বীকার করা হয় তবে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—এ স্থলে যেমন গঙ্গাপদ শক্যার্থত্যাগ করিয়া অগঙ্গারূপ তীরের প্রতিপাদক হইয়াছে, এইরূপ সত্যাদিপদও শক্যার্থত্যাগ করিয়া জহৎস্বার্থা লক্ষণা দ্বারা শক্যভিন্ন অশক্য অর্থের প্রতিপাদক হইবে। আর তাহাতে সত্যপদের লক্ষ্যার্থ অসত্য, জ্ঞানপদের লক্ষ্যার্থ জড় এবং 'অনন্ত' পদের লক্ষার্থ সান্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন—এইরূপ হইবে, আর তাহাতে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম'—এই

---

[২৪০] বেদান্তকৌস্তভপ্রভা—সূঃ ১।১।২, পৃঃ ৩৮, পরপক্ষ-গিরিবজ্র, পৃঃ ১৮৩।

লক্ষণ-বাক্যের অর্থ 'অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন'—এইরূপ হইয়া পড়িবে। আর যদি সত্যাদিপদের অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সত্যাদিপদ সত্যত্বাদি বিশিষ্ট অর্থের বোধক হইবে, এবং বিশিষ্টার্থকত্বের প্রসঙ্গ হওয়ায় উক্ত লক্ষণ-বাক্যের অখণ্ডার্থতার ভঙ্গ হইবে এবং ব্রহ্মও সবিশেষ হইয়া পড়িবেন। আর অদ্বৈতবাদিগণ যদি ভাগত্যাগ লক্ষণা স্বীকার করিয়া তদনুসারে সত্যাদিপদের বিশেষণাংশ সত্যত্বাদিধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশেষ্যাংশমাত্রের প্রতিপাদন করেন, তবে তাহা হইলেও সত্যাদি পদের অর্থ কি তাহা নিশ্চিত হইতে পারিবে না। কারণ সত্যত্বাদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া সত্যাদি পদ কাহার বোধক হইবে? সত্যত্বরহিত 'সত্য' পদের লক্ষ্যার্থটি যে কি তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়না। সর্বধর্মরহিত বস্তু অনির্দেশ্য, তাহা পদের শক্য বা লক্ষ্য কিছুই হইতে পারে না।[২৪১]

আর ভাগত্যাগ লক্ষণাবাদীর মতে শক্যবিশেষ্যাংশকেই লক্ষ্য বলা হয়। শক্যবিশেষণাংশ ত্যাগ করিয়া শক্যবিশেষ্যাংশমাত্রের প্রতীতির জন্যই ভাগত্যাগ লক্ষণা স্বীকার করা হয়। বিশেষ্যাংশও শক্যই বটে। বিশিষ্টবাচক পদের বিশেষণ ও বিশেষ্য-উভয়াংশই শক্য। যদি অদ্বৈতবাদিগণ ভাগত্যাগ লক্ষণাদ্বারা শক্য বিশেষ্যাংশকেই সত্যাদিপদের লক্ষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তবে কেবল বিশেষ্যাংশ সত্যাদিপদবাচ্য, এবং সত্যাদিপদ তাহার বাচক হইবে—ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ঘটাদিপদবাচ্য ঘটাদি বস্তুর মত সত্যাদিপদবাচ্য ব্রহ্মেরও সবিশেষত্বাপত্তিই হইবে, এবং অদ্বৈতবাদিমতে—সবিশেষ বস্তু মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বাপত্তি হইবে।[২৪২] এই দোষের পরিহারের জন্য অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন যে—সত্যাদিপদশক্য সত্যত্বাদি অনৃতাদিব্যা-

---

[২৪১] বে, কৌ, প্র,—পৃঃ ৩৪, সূ ১।১।২, পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ১৮৩।

[২৪২] *Vide* :—পরপক্ষ-গিরিবজ্র—ঐ, ঐ, বেঃ কৌ, প্র,—পৃঃ ঐ, ঐ।

বৃত্তিস্বরূপ, অর্থাৎ অনৃতব্যাবৃত্তিই সত্যত্ব। জড়ব্যাবৃত্তিই জ্ঞানত্ব, অথবা অস্বপ্রকাশব্যাবৃত্তিই জ্ঞানত্ব, এবং পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তিই অনন্তত্ব। সুতরাং সত্যাদি পদ অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিদ্বারা লক্ষ্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাচ্য না হইয়াও প্রদর্শিতরূপে ব্রহ্ম লক্ষিত হইতে পারিবেন।—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে অসত্যাদিব্যাবৃত্তিজ্ঞানের ধর্মী ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপেই অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবাদিগণ বলেন। ব্যাবৃত্তিজ্ঞান ধর্মিজ্ঞানসাধ্য। ধর্মিজ্ঞান না থাকিলে ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইতে পারে না। অসত্যাদিব্যাবৃত্তির অর্থ অসত্যাদির ভেদ। এই ভেদজ্ঞান ভেদের আশ্রয়ভূত ধর্মীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। সুতরাং ধ্যাবৃত্তিজ্ঞানের কারণ বলিয়া ধর্মিজ্ঞান পূর্ব্বেই অপেক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ যে ব্যাবৃত্তিজ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় না, বরং ইহার বিপরীতই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানসাধ্যই ব্যাবৃত্তিজ্ঞান হইবে, কারণ ব্যাবৃত্তিজ্ঞান ধর্মিজ্ঞানসাধ্য। তাহা ছাড়া, অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই অসত্যাদির ব্যাবৃত্তিকে সত্য বলিয়া তাহারা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ ব্যাবৃত্তিগুলি সত্য হইলে ব্যাবৃত্তির জ্ঞাপক ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মগুলিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর, যাহাতে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম নাই তাহাতে ব্যাবৃত্তিও সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মে অসত্যাদির ব্যাবৃত্তির জন্য ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মও স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বসিদ্ধ হইয়া নির্বিশেষত্বের হানি হইবে। আর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম পারমার্থিক না হইয়া ব্যবহারিক সত্য বলিয়া যদি স্বীকৃত হয়, তবে এই ব্যবহারিক ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মদ্বারা পারমার্থিক ব্যাবৃত্তিরও সিদ্ধ হইতে পারিবে না। সুতরাং তাহাতে ব্রহ্মও ব্যাবহারিক সত্যই হইয়া পড়িবেন। আবার, ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিলে ব্যাবৃত্তিরও মিথ্যাত্বই হইবে। আর, ব্রহ্মে অসত্যাদিব্যাবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্যাবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের

সদ্বিতীয়ত্বাপত্তি ও সবিশেষত্বাপত্তি—এই উভয় দোষ হইবে। আর, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই ব্রহ্মলক্ষণ বাক্যে ব্রহ্ম লক্ষ্য ও সত্যাদি লক্ষণ। এই লক্ষ্য ও লক্ষণ একই বস্তু হইলে বাক্যের অর্থবোধই হইতে পারিবে না। কারণ লক্ষ্যের অনুবাদ করিয়া লক্ষণের বিধান হইয়া থাকে। এজন্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষণ বিধেয়। সত্যাদিপদ যদি ব্রহ্মমাত্রের প্রতিপাদক হয়, তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ভেদ থাকে না। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ভেদ না থাকিলে সপ্রকারক বোধ হইতে পারে না। আর তাহাতে "যৎকিঞ্চিৎ" এইরূপ বোধ হইবে।

তটস্থ লক্ষণ খণ্ডন

সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ সর্ব্বথা অসিদ্ধ, এইরূপে তটস্থ লক্ষণও অসিদ্ধ। কারণ তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও নির্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ তটস্থ লক্ষণ সবিশেষ বস্তুতেই সমনুগত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বীকার করিলে তাঁহাতে অবশ্যই লক্ষ্যত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষ্যত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সবিশেষত্ব অপরিহার্য্য। সুতরাং ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তিই হইবে।[২৪৩]

এইরূপে নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মারী ভট্ট ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন।

এইরূপে অদ্বৈতবাদীর সম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্বও তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয়ে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্র, সূ, ১।১।১) সূত্রে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কথা বলা হইয়াছে তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে

---

[২৪৩] বেঃ, কৌ, প্র,—পৃঃ ৩৯—৪১, সূ ১।১।২ ; পরপক্ষগিরিবজ্র—পৃঃ ১৮৪—১৮৬ (বৃন্দাবন সং)

অদ্বৈতবাদি-সম্মত ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্বখণ্ডন

উপযোগী হইতে পারে না, কারণ অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত একান্ত নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারেন না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ নির্গুণ নির্বিশেষ শুদ্ধব্রহ্মের 'অবিষয়ত্ব'ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অবিষয় তখন তাহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে কিরূপে? তাঁহাদের সম্মত শুদ্ধ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয় হইলে তাহা সবিশেষ ও মিথ্যা হইয়া পড়িবে, এবং তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে, এবং তাহাতে এইরূপ অনুমানও হইতে পারিবে "শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা, জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ, অদ্বৈতবাদিমতে ঘটাদিবৎ"। দ্বিতীয়তঃ,—তাঁহাদের স্বীকৃত মায়োপহিত ব্রহ্মও জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে মায়োপহিত ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ মননাদির দ্বারা মায়োপহিত ব্রহ্মেরই জ্ঞান হইবে, শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারিবে না। আর শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিও হইবে না, সুতরাং মোক্ষও হইবে না। আর যদি মায়োপহিতব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় তবে শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বীকার মুক্তিতে অপ্রয়োজক বলিয়া ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। আর যদি উপহিতব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান মোক্ষজনক না হয় তবে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসারও ব্যর্থতাপত্তিই হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ,—তাঁহাদের সম্মত অবিদ্যা বা অজ্ঞানে অধ্যস্ত ঈশ্বরও জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারেন না, কারণ ঈশ্বরই যখন তাঁহাদের মতে অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে অধ্যস্ত, তখন সেই অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বরের জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের বা অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারিবে না, সুতরাং মোক্ষের অজনক হওয়ায় অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বরের জিজ্ঞাসাও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস, বা জীবগতের অধ্যাসই যে উপপন্ন হয় না ইহাও নিম্বার্কীয় আচার্য্য কেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও মাধবমুকুন্দ তাঁহাদের গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে

খণ্ডন করিয়াছেন।[২৪৪] এবং সেই বিষয়ে এই গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়েও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। এইরূপে শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও মাধবমুকুন্দ অদ্বৈতবাদীর সম্মত ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বও খণ্ডন করিয়াছেন।[২৪৫]

অদ্বৈতবাদি সম্মত ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন

আর শ্রুতিতে ও ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের যে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব বা জগৎ-কারণত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাও অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। এই বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত নিম্বার্কীয় দার্শনিক আচার্য্যগণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা এই মর্ম্মে যুক্তি দেখাইয়াছেন যে—'অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই যে জগৎ-কারণ বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে—(১) শুদ্ধ ব্রহ্মই কি জগতের কারণ, অথবা (২) উপহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ, অথবা (৩) অজ্ঞানাধ্যস্ত পরমেশ্বরই জগতের কারণ? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ একান্ত নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্রকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু তাহাদের স্বীকৃত সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণই উপপন্ন হয় না (ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে) এবং তাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয়, সুতরাং অলীক অবস্তু। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হন না, যেহেতু তাহা অতীন্দ্রিয়; তাহা অনুমানেরও গোচর নহে, কারণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্মরহিত বলিয়া তাহাতে অনুমানের হেতুস্বরূপ কোন প্রকার 'লিঙ্গ' নাই। আর নির্বিশেষ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণের বিষয় হইতে পারেন না, কারণ তাহা সকল প্রকার ধর্ম্মরহিত বলিয়া শব্দবৃত্তির বিষয় হইতে পারে না। সবিশেষ বস্তুই

---

[২৪৪] *Vide*: - বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা সূ: ১।১।১; পরপক্ষগিরিবজ্র—উপোদ্ঘাতগ্রন্থাধ্যায়।

[২৪৫] বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—পৃঃ—৯, সূ ১।১।১; পরপক্ষগিরিবজ্র পৃঃ—১৮০—১৮১

শব্দবৃত্তির বিষয় হইতে পারে,[২৪৬] ইহা পূর্ব্বেই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্ম সকল প্রমাণের অবিষয় হওয়ায় তুচ্ছ অলীক অবস্তু হইয়া পড়েন। সুতরাং তাহা জগতের কারণ হইবে কিরূপে? আর নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মরহিত বলিয়া তাঁহাতে শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণ, বহু-ভবন, প্রভৃতি সঙ্কল্পাদির এবং জগৎস্রষ্টৃত্ব, কর্ত্তৃত্বাদির অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। কারণ শ্রুতিতে জগৎকারণ ব্রহ্মের এই সমস্ত ধর্ম্ম থাকার কথাই বলা হইয়াছে। যথা "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়. (ছান্দোগ্য ৬২), "তত্তেজোঽসৃজত" (ছান্দোগ্য ৬।২), "নামরূপে ব্যাকরোৎ" (ছান্দোগ্য ৬।২), "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে"।—(মুণ্ডক—১।১।৯), "সর্ব্বাল্লোঁকানীশতে ঈশনীভিঃ"—(শ্বেতাশ্বতর—৩।১), "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে···"ইত্যাদি—(তৈত্তিরীয় উপঃ ৩।১।১)—ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণ ব্রহ্মের ঈক্ষিতৃত্ব, বহুভবনসংকল্পত্ব, স্রষ্টৃত্ব, নামরূপের ব্যাকর্ত্তৃত্ব, ঈশিতৃত্ব, প্রভৃতি ধর্ম্মের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদিসম্মত নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না।

আর অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। অবিদ্যোপহিত বিম্বরূপ ঈশ্বরচৈতন্যই অর্থাৎ উপহিত ব্রহ্মই জগতের কারণ—ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের দ্বিতীয় পক্ষ। কিন্তু তাহাদের এই মতও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, সাবয়ব রূপবৎ দ্রব্য দর্পণাদিতে সাবয়ব রূপবৎ দ্রব্য মুখাদির প্রতিবিম্ব যুক্তিসিদ্ধ হইলেও রূপরহিত নিরাকার অবিদ্যাতে অবয়ব ও রূপরহিত শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ প্রতিবিম্বস্থলে উপাধি ও বিম্বের

প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন

---

[২৪৬] *Vide* :—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—(কাশী সং), পৃঃ ৬১—৬২ বেঃ কৌঃ প্রভা—পৃঃ ৪১ (সূ ১।১।২) (দিল্লী সং)

সাবয়বত্ব, রূপবত্ব, প্রমাণবিষয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকা আবশ্যক। যদি বলা যায় যে, অরূপী ও নিরাকার দ্রব্যেরও প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যেমন জলে অরূপী ও নিরাকার আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তবে তদুত্তরে বক্তব্য যে, আকাশ পঞ্চীকৃত বলিয়া তাহাতেও অবয়ব ও রূপাদি থাকা সিদ্ধ হয়, তাহা একেবারে রূপাদিরহিত নহে। তাহা ছাড়া, সূর্য্যচন্দ্রাদিপ্রভামণ্ডলযুক্ত পরিচ্ছিন্ন আকাশেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কেবলমাত্র বিভু আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়না, অন্যথা অন্ধকারেও প্রতিবিম্বদর্শনের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, নির্গুণের প্রতিবিম্ব হইতে পারে, যেমন রূপের ও শব্দের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। (বৈশেষিক মতে রূপ ও শব্দও নির্গুণ) অদ্বৈতবেদান্তী এই যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, নির্গুণ কোন দ্রব্যের প্রতিবিম্বের কোন দৃষ্টান্ত নাই। আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, একই চৈতন্য উপাধিবশতঃ বিম্বত্বাক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরচৈতন্য, এবং প্রতিবিম্বত্বাক্রান্ত হইয়া জীবচৈতন্য নামে অভিহিত হয়, এই বিম্বপ্রতিবিম্বকল্পনায় উপাধি একজীববাদে অবিদ্যা এবং অনেকজীববাদে অন্তঃকরণসমূহ। অদ্বৈতবাদিগণের এই কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিম্বস্থানীয় গ্রীবাস্থ মুখ যেমন প্রতিবিম্বপ্রদেশ দর্পণাদিতে থাকে না, বিম্ব প্রতিবিম্ব প্রদেশকে যেমন ব্যাপন করে না, এইরূপে বিম্বচৈতন্য ঈশ্বরেরও প্রতিবিম্বরূপজীবপ্রদেশে ব্যাপ্তি সম্ভাবিত হইবে না। সুতরাং ঈশ্বর চৈতন্য জীবপ্রদেশ ব্যাপন করিতে না পারায় ঈশ্বরের শ্রুত্যুক্ত সর্বান্তর্য্যামিত্ব ["এষ তে আত্মা সর্বান্তরঃ"—(বৃহদারণ্যক ৩।৪) ; "এষ তে আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃত"—(বৃহদারণ্যক ৩।৭) ; "যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো……এষ তে আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭)] অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, উপাধিসম্বন্ধ জীবে স্বাভাবিক বা ঔপাধিক—কোনটিই হইতে পারে না। কারণ উপাধিসম্বন্ধ জীবে স্বাভাবিক হইলে তাহার অনির্মোক্ষের

প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর তাহা ঔপাধিকও হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে অনবস্থা ও অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসক্তি হইবে। উপাধিই স্বীয় সম্বন্ধের হেতু—এইরূপও বলা যায় না, কারণ তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। তৃতীয়তঃ, বিম্বের সমান-সত্তা-বিশিষ্ট উপাধিতেই প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত স্থলে অবিদ্যাদি উপাধির ব্রহ্মের সমান সত্তা না থাকায় প্রতিবিম্বের অনুপপত্তিই হইয়া পড়ে। অন্যথা মরীচিকাজলেও সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। চতুর্থতঃ—উপাধি বিম্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অন্য প্রদেশে স্থিত হইলেই প্রতিবিম্ব হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্থলে তাহা উপপন্ন হইবে না। কারণ প্রকৃত স্থলে উপাধি কি ব্রহ্মের একদেশ বৃত্তি হইবে, অথবা ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে? প্রথম পক্ষটি সঙ্গত হইবে না। কারণ তাহাতে ব্রহ্মের সদেশত্বাপত্তি ও নির্বিশেষত্বের হানি হইবে। আর দ্বিতীয় পক্ষটিও যুক্তিযুক্ত হইবে না, কারণ সমস্ত প্রদেশই উপাধিবিশিষ্ট হইলে প্রতিবিম্বই সিদ্ধ হইবে না এবং তাহাতে ব্রহ্মেরও শুদ্ধত্বহানি ঘটিবে। অন্যথা জলনিমগ্ন জলৌকাগণেরও প্রতিবিম্ব দেখা যাইত, কিন্তু তাহা কোথাও দেখা যায় না। এই জন্য বিভু পদার্থ দিক, কাল ও আকাশেরও প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। আকাশের যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তাহা পরিচ্ছিন্ন একদেশবর্ত্তী আকাশের। সর্বতোব্যাপ্ত বিভু আকাশের নহে। কিন্তু এই পরিচ্ছিন্ন আকাশের দৃষ্টান্তে বিভু ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে বিভু ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন হইয়া পড়িবেন। কারণ বিভু পদার্থের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হইলে কাল্পনিক অংশাংশী ভেদ স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু এই ভিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন অংশ আর যাহাই হউক, ব্রহ্ম হইতে পারেন না। সুতরাং অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত প্রতিবিম্ববাদ যুক্তি সঙ্গত নহে। অতএব উপহিত ব্রহ্মও জগৎ-কারণ

হইতে পারেন না।[২৪৭] আর 'অজ্ঞানাধ্যস্ত পরমেশ্বরই জগতের কারণ' এইরূপও বলা যায়না। কারণ ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাসই উপপন্ন হয়না, সুতরাং জীবজগতের অধ্যস্তত্বও সিদ্ধ হয়না, ইহা পূর্বোক্ত নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ যুক্তি দ্বারা নিপুণভাবে তাঁহাদের গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন।[২৪৮] এই গ্রন্থের পূর্বাধ্যায়ে অধ্যাসখণ্ডন প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

আর অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বও উপপন্ন হয়না।

অদ্বৈতবাদি-সম্মত ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব খণ্ডন

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"ভ্রমাধিষ্ঠানত্বই উপাদানত্ব'। কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ঘটাদিরউপাদান মৃত্তিকাদিতে ভ্রমাধিষ্ঠানত্বের ব্যবহার হয়না। যাহা কোন বস্তুর যথার্থ উপাদান, তাহা সেই বস্তুর ভ্রমাধিষ্ঠান নহে। এইরূপে রজতাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্ত্যাদিতে রজতাদির উপাদানত্বের ব্যবহার হয়না। অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ ভ্রমের অধিষ্ঠান, তাহা তাহার উপাদান নহে। রজতভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি রজতের উপাদান নহে।[২৪৯]

আর অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অসত্যরূপান্তরাপত্তি বিবর্ত্ত এবং সত্যরূপান্তরাপত্তি পরিণাম। এই বিবর্ত্ত ও পরিণামসাধারণ রূপান্তরাপত্তিমাত্রই উপাদানত্ব। রূপান্তর কোন স্থলে মিথ্যা বা কোন স্থলে সত্য হইলেও রূপান্তরাপত্তি উভয় স্থলেই আছে। এইরূপ উপাদানত্ব জগদ্‌বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান ব্রহ্মেও আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও অজ্ঞান উভয়ই প্রপঞ্চের উপাদান, ব্রহ্ম বিবর্ত্তোপাদান ও

---

[২৪৭] বেঃ কৌঃ প্রঃ—পৃঃ ১৮—২০, সূ ১।১।১, পরপক্ষগিরিবজ্র-পৃঃ ১৮৭।

[২৪৮] বেঃ কৌঃ প্রঃ-সূ ১।১।১; পরপক্ষগিরিবজ্র—উপোদ্ঘাত-গ্রন্থাধ্যায়।

[২৪৯] *Vide* :—পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ—১৮৭ (বৃন্দাবন সং); বে, কৌ, প্র—সূ ১।৪।২৩, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

অজ্ঞান পরিণামী উপাদান। মিথ্যা রজতাদিও শুক্তির বিবর্ত্ত বলিয়া শুক্ত্যুপাদানক ও শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের পরিণাম বলিয়া রজত অজ্ঞানোপাদানক। এইরূপে শুক্তিরজত যেমন উভয়-উপাদানক হইয়া থাকে, এইরূপ প্রপঞ্চও ব্রহ্ম ও অজ্ঞান—এই উভয়োপাদানক—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ মিথ্যাভূত বস্তুর উপাদানও মিথ্যাভূত হইয়া থাকে। এ কথা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। উপাদান সত্য হইলে উপাদেয় কার্য্যেরও সত্যত্বাপত্তি হইবে। কারণ, কার্য্য কারণ-স্বভাব হইয়া থাকে।

সুতরাং সত্যবস্তু অসত্যরূপাপন্ন হইতে পারে না। সত্য বস্তুই যদি অসত্যরূপাপন্ন হইতে পারিত তবে অসত্য কার্য্যের জন্য অসত্য উপাদান অন্বেষণ করিতে হইত না। আর সত্য বস্তুর অসত্যরূপতাপত্তি স্বীকার করিলে সত্য বস্তুর স্বভাবত্যাগের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর তাহা ছাড়া, সত্য ব্রহ্ম বস্তুর জগদ্‌বিবর্ত্তরূপ অসত্যরূপতাপত্তি স্বীকার করিলে অসত্যরূপতাপত্তি-যোগ্যতারূপ ধর্ম্মও ব্রহ্মে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্ব-বিশেষ-ধর্ম্মরহিত ও সর্ব্বসামর্থ্যশূন্য শুদ্ধ ব্রহ্মে তাদৃশ যোগ্যতারূপ ধর্ম্মও সম্ভাবিত নহে। তাদৃশ যোগ্যতারূপ ধর্ম্ম শুদ্ধ ব্রহ্মে স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের হানি হইবে। সর্ব্ববিশেষরহিত শুদ্ধ-ব্রহ্মের বহুভবনবিষয়ক ("তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—ইত্যাদি শ্রুতি) সঙ্কল্পাদিও অসম্ভব।

মায়ার জগদুপাদানত্ব খণ্ডন

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন—প্রপঞ্চের উপাদান মায়া, কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে। ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম অধিষ্ঠান, তাহা হইলেও তাহাদের এই মতও যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ প্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ অভিন্ন বস্তু—ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এবং সমস্ত বেদান্তিগণই ইহা স্বীকার করেন। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র দ্বারা প্রদর্শিত প্রকৃত্যধি-

করণে ব্রহ্মের প্রপঞ্চোপাদানত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণ মায়াকে উপাদান কারণ বলিলে তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে, আর ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত্যধিকরণের সহিতও বিরোধ ঘটিবে। সুতরাং মায়াই উপাদান, ব্রহ্ম উপাদান নহে—এরূপ কথাও অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন না।[২৫০]

অদ্বৈতবাদি সম্মত ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণত্ব খণ্ডন

আবার অদ্বৈতবাদিগণসম্মত ঈশ্বরও জগতের নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না। কারণ তাহাদের মতে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরও মায়াতে অধ্যস্ত। কিন্তু ঈশ্বর মায়াবিশিষ্ট বা মায়াধ্যস্ত হইলে ঈশ্বরেরও ভ্রান্তত্বাপত্তি হয়। কারণ মায়াবিশিষ্ট পুরুষ ভ্রান্ত হইয়া থাকে। আর পরমেশ্বর মায়াবিশিষ্ট, সুতরাং ভ্রান্তিযুক্ত হইলে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি ও সত্যকামত্বাদি প্রতিপাদক শ্রুতিরও বাধা হইবে। আর "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"—এই শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে "মায়ী" অর্থাৎ "মায়ার নিয়ন্তা"ই বলা হইয়াছে। মায়ার নিয়ন্তৃত্বই মায়িত্ব। এই মায়ার নিয়ন্ত্রিত্বরূপ মায়িত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য, অনন্ত, স্বাভাবিক শক্তির আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বরেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং পরমেশ্বর মায়াধ্যস্ত, সুতরাং ভ্রান্তিযুক্ত হইতে পারেন না। আর মায়াধ্যস্ত বা মায়াবিশিষ্ট সুতরাং ভ্রান্তিযুক্ত পরমেশ্বরের জগৎ কর্ত্তৃত্বও সম্ভাবিত হয় না। আর মায়াসম্বলিত ভ্রান্ত ঈশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ভ্রান্ত জীবের মত ভ্রান্ত ঈশ্বরেরও সংসারাদির আপত্তি হইবে। ভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিরও বিরোধ হইবে।[২৫১]

---

[২৫০] *Vide*: পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ১৮৭...(বৃন্দাবন সং); বেঃ কৌ, প্র—সূঃ ১।৪।২৩, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

[২৫১] *Vide*:—বে, কৌ, প্র—সূঃ ১।১।২, পৃঃ ৪১-৪২।

আর পরমেশ্বর ঈক্ষণপূর্ব্বক নামরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদৈক্ষত", "নামরূপে ব্যাকরোৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা। অদ্বৈতমতে এই সকল শ্রুতিরও বাধ হইয়া পড়িবে। কারণ অদ্বৈত-মতে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত বা অধ্যস্ত। কিন্তু চেতন বা অচেতন কেহই নিজেতে আরোপিত বস্তু সঙ্কল্পপূর্ব্বক করে না। শুক্তিতে আরোপিত রজত শুক্তি-সঙ্কল্প-প্রযুক্ত নহে এবং অদ্বৈতমতে জীবে আরোপিত মনুষ্য-শরীরাদি জীবসঙ্কল্পপ্রযুক্ত নহে।[২৫২]

অতএব কোনপ্রকারেই অদ্বৈতবাদি-সম্মত শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা মায়াসম্বলিত ঈশ্বর বা মায়া,—কাহারও জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জগদুপাদানত্ব উপপন্ন হয় না। এইরূপভাবে নিম্বার্কীয় দার্শনিক আচার্য্য শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্ট ও শ্রীমাধবমুকুন্দ অদ্বৈতবাদীর মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং নিম্বার্কমতে ইহাই সিদ্ধান্ত যে—যিনি সমস্ত প্রকার প্রাকৃত দোষ ও হেয়গুণরহিত, যিনি অপ্রাকৃত অনন্ত কল্যাণগুণযুক্ত, যিনি সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি ও গুণযুক্ত এবং এই সমস্ত গুণ ও শক্তি যাঁহার স্বাভাবিক ও নিত্য, যিনি মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য, মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যিনি অনন্ত, যাঁহার স্বরূপের ইয়ত্তা অবধারণ করা যায় না, সেই ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম মুকুন্দই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। তাঁহাতেই সমস্ত উপনিষদ্-বাক্যের সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।

এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত : —সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণযুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম মুকুন্দই জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান

আর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণ, সবিশেষ ব্রহ্মেই যে সমস্ত উপনিষদ্ বাক্যের এবং সমস্ত বেদেরও

---

[২৫২] গিরিবজ্র পৃঃ ১৮৮-১৮৯ ; বেঃ কৌঃ প্রঃ—সূ ১।৪।২৩। পৃঃ ১৭৪।

সামঞ্জস্য ও সমন্বয়প্রাপ্তি হয়, ইহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্র· সূ ১।১।৪) সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, যথা :—

সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মেই সমস্ত উপনিষদ্ বাক্যের ও ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয় হয়—এই বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও সমর্থন

"তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং ? সমন্বয়াৎ. সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।"

আর 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্র, সূ, ১।১।২) ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ভাষ্যের প্রারম্ভে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"প্রথমপাদে 'জন্মাদ্যস্য যত' ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতঃ জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। তস্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং, নিত্যত্বং, সর্ব্বজ্ঞত্বং, সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কো ধর্ম্ম উক্ত এব ভবতি"।—এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই স্বীকার করিলেন যে, বেদব্যাস ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রথমপাদে উপদেশ করিয়াছেন।

আবার, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের প্রথমভাগেই বেদব্যাস ব্রহ্মের সত্যসংকল্পাদিগুণও প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাহা তাঁহার ভাষ্যে স্পষ্টরূপে স্বীকারও করিয়াছেন, যথা :—ব্রহ্মসূত্রের "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" (ব্র, সূ, ১।২।২) সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্যসংকল্পপ্রভৃতয়ঃ তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্য-সঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতিসংহারৈরপ্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽবকল্প্যতে। পরমাত্মগুণত্বেন চ, "য আত্মা অপহতপাপ্মা"—ইত্যত্র 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ' ইতি শ্রুতম্।"—এখানে পরব্রহ্মেরই সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ থাকার কথা শঙ্করাচার্য্য

স্বীকার করিলেন। আর এই সমস্তগুণ যে শারীর জীবাত্মার পক্ষে থাকা উপপন্ন হয় না ইহাও পরবর্ত্তী "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" (ব্র, সূ ১।২।৩) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য স্বীকার করিয়াছেন,—যথা :—"পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা, অনেন শারীরে তেষামনুপপত্তিরুচ্যতে……"যৎ কারণং"… 'সত্যসঙ্কল্প',……"আকাশাত্মা,"……"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা"…ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা গুণা ন শারীরে আঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে।" এখানেও জগৎকারণত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব, বা বিভুত্ব প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্মগুলি যে ব্রহ্মেরই আছে, ইহাই শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহারও পরবর্ত্তী "কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ"—(ব্র, সূ ১।২।৪) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পরমাত্মার কর্ম্মত্ব, উপাস্যত্ব, প্রাপ্যত্ব, প্রভৃতি ধর্ম্মের কথাও স্বীকার করিয়াছেন যথা : "এতমিতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাঽস্মি" ইতি শারীরস্য কর্ত্তৃত্বেনোপাসকত্বেন ব্যপদেশাৎ, পরমাত্মনঃ কর্ম্মত্বেনোপাস্যত্বেন প্রাপ্যত্বেন চ ব্যপদেশাৎ।"

সুতরাং ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বেদব্যাসের ও শ্রুতির যে অভিপ্রেত নয়, এবং ইহা শঙ্করাচার্য্যের উপরি-উক্ত নিজের কথারও যে বিরোধী হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

অদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি ও তাহার নিরসন

অদ্বৈতবাদিগণ এখানে বলিতে পারেন যে উল্লিখিত বিশেষগুণ ও ধর্ম্মগুলি মায়োপহিত অজ্ঞানাধ্যস্তকল্পিত ঈশ্বরের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু ইহা ব্রহ্মের স্বরূপের প্রতিপাদক নহে—এই কথা শঙ্করাচার্য্যই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা :—"সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্",—সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু" অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে।" —ব্র, সূ, ৩।২।১১,—শাঙ্করভাষ্য।—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে

—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিপাদক, এবং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি সবিশেষব্রহ্মপরশ্রুতিবাক্যসমূহ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক নহে বলিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে বলিলেন—এই কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতি বা ব্রহ্মসূত্র কোনস্থলেই এইরূপ কোন কথা বলেন নাই। বরং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উত্তরে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব সবিশেষত্বের দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন। আর, শ্রুতিসমূহ সমস্তই তুল্যবল বলিয়া কোন শ্রুতিকে অপ্রধান, আর কোনটিকে বা প্রধান বলিয়া গৌণমুখ্যন্যায় প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। কারণ প্রমাণত্ববিষয়ে সকল শ্রুতিবাক্যই তুল্যবল। এইরূপ কথা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন, যথা:—"নহি বেদবাক্যানাং কস্যচিদনর্থবত্ত্বং কস্যচিদর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং, প্রমাণত্বাবিশেষাৎ" —ব্র, সূ, ৩।২।১৫, সূত্রের ভাষ্য। আর শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বয়ংও তাঁহার ভাষ্যে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্র, সূ, ১।১।২) প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় "ইহা যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে"—এইরূপ কোন কথা বলেন নাই। আর সেই সমস্ত স্থলে তিনি ব্রহ্মের সবিশেষত্বই স্বীকার করিয়াছেন। আর পূর্ব্বে উদ্ধৃত "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ"—(ব্র, সূ, ১।২।২) সূত্রের ভাষ্যে তো শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই ব্রহ্মের গুণবত্ব বা সবিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পুনরায় ব্রহ্মকে একান্ত নির্বিশেষ বলায় তাহার স্ববচনবিরোধ বা বাক্য-বিরোধরূপ দোষ হইতেছে।

অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত ঈশ্বরের মায়োপহিতত্ব ও অবিদ্যাধ্যস্তত্বের খণ্ডন

আর "মায়োপহিত অবিদ্যাধ্যস্ত কল্পিত ঈশ্বরই সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্ম" এইরূপ কথাও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্বকল্পিত। শ্রুতিতে বা ব্রহ্মসূত্রে কোথায়ও ঈশ্বরকে অবিদ্যাধ্যস্ত সুতরাং কল্পিত বলেন নাই। যদি বলা যায় "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"

—এই শ্রুতিতে ঈশ্বরকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে, সুতরাং ঈশ্বর যে মায়োপহিত, তাহা ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তবে এই কথাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, এখানে 'মায়ী' কথার অর্থ মায়ার নিয়ন্তা, মায়া-নিয়ন্তৃত্বই মায়িত্ব, নতুবা ঈশ্বর মায়ার অধীন হইলে তাহার 'মহেশ্বরত্ব' কথাটিই (যাহা এখানে উক্ত হইয়াছে) ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং 'মায়োপহিত' বা মায়ায় অধ্যস্ত কল্পিত ঈশ্বরের কথা এখানে আদৌ বলা হয় নাই। বস্তুতঃ, ঈশ্বর যে অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত এই বিষয়ে কোন শ্রুতি প্রমাণই নাই। আর শ্রুতিতে পরব্রহ্মের শক্তি ও জ্ঞান-বলাদিকে "স্বাভাবিক" বলা হইয়াছে, যথা :—"পরাস্য-শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।" কিন্তু মায়োপহিত কল্পিত ঈশ্বরের গুণ, বল, ক্রিয়া, জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি স্বাভাবিক, অতএব নিত্য হইতে পারে না। কারণ যাহা মায়ার উপাধি হইতে উৎপন্ন তাহা হইবে আগন্তুক, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত শ্রুতি অদ্বৈতবাদিসম্মত মায়োপহিত কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে অদ্বৈতবাদিসম্মত মায়োপহিত কল্পিত ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ নহে। আর সমস্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের শক্তিকেই মায়া বলা হইয়াছে, এবং কোথায়ও সেই মায়াকে মিথ্যা বা অলীক বলা হয় নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদি-সম্মত 'মায়া' বা 'অবিদ্যা'ও শ্রুতিসিদ্ধ নহে। এই সমস্ত তাঁহাদেরই সম্প্রদায়কল্পিত। নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদিসম্মত মায়া বা অজ্ঞানকে যে স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন—এই বিষয়ে পূর্ব্বেই অজ্ঞান-লক্ষণ-নিরসন-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে যে একটি মিথ্যা, অপরটি সত্য—এই রূপ কোন কথা শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই। শ্রুতিসমূহ তুল্যবল বলিয়া উভয়কেই সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের শঙ্করসম্মত ব্যাখ্যার খণ্ডন

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মের সগুণত্ব নির্গুণত্ব—এই দ্বিরূপতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন যে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়ভেদে এইরূপ দ্বিরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ, বিদ্যাবানের নিকট তিনি একান্ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর ও একরূপী, অবিদ্যাবানের নিকটই তিনি সগুণ ও বহু,—এই সিদ্ধান্তই শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বকৃত ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—তিনি ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১১ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"...দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতং চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জিতম্"। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি,... ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দর্শয়ন্তি বাক্যানি"—ব্র. সূ. শঙ্করভাষ্য ১।১।১১।

এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের বিচার

কিন্তু এইটি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিজের সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার বেদান্তদর্শনের ব্যাখায় বলিতেছেন—"কোন শ্রুতি কোন স্থলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কথিত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়ভেদে ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণরূপ-ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা—এইরূপ উপদেশ করেন নাই। "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি বহুত্বঘোষণাকারী শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশের প্রতিজ্ঞাস্থলেই উক্ত হইয়াছে, অবিদ্যা বিদূরিত করাই এই সকল শ্রুতির অভিপ্রায়। অবিদ্বান্ লোক এইরূপ দেখে, কিন্তু তাহা সত্য নহে, ইহা উপদেশের সার নহে। ব্রহ্ম হইতে ইহারা ভিন্নরূপে অস্তিত্বশীল বলিয়া যে বোধ, তাহাই অবিদ্যা। শ্বেতকেতুর সেই অবিদ্যা দূর করিবার জন্য, দৃষ্টতঃ বিভিন্নতার মধ্যেও যে একত্ব থাকিতে পারে, তাহা মৃত্তিকা ও তন্নির্মিত ঘটশরাবাদির, এবং সুবর্ণ ও তন্নির্মিত বলয়কুণ্ডলাদির দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া এই বিচিত্ররূপী জগৎ যে একই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত তাহা তাঁহার পিতা

উপদেশ করিতে গিয়া ঐ সকল শ্রুতিবাক্য বলিয়াছিলেন, ইহাই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্যস্থলেও শ্রুতি এইরূপ অবিদ্যাদূর করিবার জন্য উক্ত প্রকার উপদেশ অসংখ্য প্রণালীতে অসংখ্যস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, এবঞ্চ ব্রহ্মবিৎ হইলে যে দৃষ্টতঃ জাগতিক অনন্তপদার্থকে একই ব্রহ্মের বিভিন্নরূপ বলিয়া দর্শন হয়, তাহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বহুস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :— বৃহদারণ্যকের ১ম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম··· সর্বমভবৎ। তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ। তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্। তদ্‌বৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি।"·········এইরূপ নিজেকে এবং সমস্ত জাগতিক পদার্থকে যে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের হয়, তাহা বহুস্থানে শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এক ব্রহ্মেরই বহুরূপে দর্শনকে অবিদ্যা বলে না, ইহাকে 'বিদ্যা' ('ব্রহ্মজ্ঞান') বলে। বহুরূপে প্রতিভাত হইবার যোগ্যতা ব্রহ্মস্বরূপের আছে। সুতরাং অনন্তজগৎরূপে তিনি দৃষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু তৎসমস্তরূপকে তাঁহারই রূপ বলিয়া যখন জ্ঞান না হয়,—পৃথক্ সত্তাশীল বস্তু বলিয়া যখন জ্ঞান হয়, তখন তাহাকেই অবিদ্যা বলে। যে স্থলে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ না জন্মে, ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয়, সেই স্থলে তাহার নাম অবিদ্যা নহে, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান)।······দৃষ্টপদার্থগুলিকে একান্ত মিথ্যা বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করেন নাই, তৎ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্গত—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। ইহা স্পষ্টরূপে পূর্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞ হইলে নিজকে এবং জাগতিকরূপ সমস্তকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া দর্শন হয়। এই সকল রূপ যদি ব্রহ্মজ্ঞের দর্শনই না হইত, তবে ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত সূর্য্য, মনু প্রভৃতিকে উল্লেখ

করিয়া বলিবেন যে এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম ? যে বুদ্ধিতে "এতৎসমস্ত" একদা নাই, অনস্তিত্বশীল, সেই বুদ্ধিতে উহাদের ব্রহ্মত্বাবধারণ কথা অর্থশূন্য হয়। অতএব ব্রহ্মের সগুণত্বের বর্ণনা যাহা শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা অবিদ্যা কল্পিত নহে, তাঁহার উভয়রূপতাই (সগুণত্ব ওনির্গুণত্ব-উভয়ই) সত্য ; এবং ব্রহ্মের এবংবিধ দ্বিরূপতার উপদেশ যে শ্রুতি করিয়াছেন, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে করা হইয়াছে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত, তাহা সৎসিদ্ধান্ত নহে।" —বেদান্ত দর্শন—দ্বৈতাদৈত সিদ্ধান্ত —স্বামী সন্তদাসজী কৃত, ভূমিকা—পৃঃ ১৬—১৮ (তৃতীয় সংস্করণ)। অতএব ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—উভয়ই সমান সত্য—ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।

আর ব্রহ্ম যে আনন্দময় ও আনন্দস্বরূপ—ইহাও শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত, এবং শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। ব্রহ্মসূত্রে শ্রীব্যাসদেব আনন্দময়াধিকরণেও ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নিম্বার্কীয় মতে
ব্রহ্ম আনন্দময়

কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১৩ সূত্র [আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—(ব্র, সূ ১।১।১৩] হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শ সূত্র (অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি") পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে আনন্দময়রূপে প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়া পরে নানা যুক্তির দ্বারা এই মতের খণ্ডন করিয়া "আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারেন না, কিন্তু আনন্দময় জীবাত্মা' —ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, এবং শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই সিদ্ধান্ত অতি বিস্তৃত ভাবে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া আনন্দময় যে ব্রহ্মই, জীব নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[২৫৩] এই বিষয়ে তাঁহারা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রত্যেকটি যুক্তিরই খণ্ডন করিয়াছেন।

---

[২৫৩] *Vide* :—বেদান্তকৌস্তভ প্রভা—সূ ১।১।২০ এবং "বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত"—শ্রীস্বামী সন্দদাসজী মহারাজ কৃত, পৃঃ ১০৭—১২৭, তৃতীয় সংস্করণ।

অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি সমুহের মধ্যে কতিপয় যুক্তি এখানে আলোচিত হইল ঃ—

আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু জীব এই শঙ্কর মত খণ্ডন

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম আনন্দময় হইতে পারেন না। কারণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া “আনন্দময়’ পদের প্রয়োগ শ্রুতিতে করা হয় নাই। পরন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ব্রহ্মসম্বন্ধে “আনন্দ” শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উক্তি করা হইয়াছে যথা ঃ—“রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি”, “কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ”, “এষ হ্যেবানন্দয়াতি” “সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,” “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” ইত্যাদি। ইহার উত্তরে শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতিতে যে ‘আনন্দ’ পদের ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই ‘আনন্দ’ পদের দ্বারাই “আনন্দময়”কেই বুঝাইতেছে। যেমন “বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত”—এই শ্রুতিতে যেরূপ—‘জ্যোতিঃ’ শব্দ দ্বারা ‘জ্যোতিষ্টোম’ যজ্ঞকে বুঝায়, সেইরূপ উক্ত শ্রুতির “আনন্দ” শব্দের দ্বারা “আনন্দময়”কেই বুঝায়। কারণ ‘আনন্দময়’ গুণী, ‘আনন্দ’ তাহার গুণ। গুণীকে বাদ দিয়া গুণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। “আনন্দময়”-কেই বুঝাইতেছে। যেমন “বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজ্ঞে”—এই শ্রুতিতে যেরূপ—‘জ্যোতিঃ’ শব্দ দ্বারা ‘জ্যোতিষ্টোম’ যজ্ঞকে বুঝায়, সেইরূপ উক্ত শ্রুতির “আনন্দ” শব্দের দ্বারা “আনন্দময়’কেই বুঝায়। কারণ ‘আনন্দময়’ গুণী, ‘আনন্দ’ তাহার গুণ। গুণীকে বাদ দিয়া গুণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব ‘আনন্দ’ শব্দের দ্বারাই “আনন্দময়” ব্রহ্মই লক্ষ্যীকৃত হইয়াছে।[২৫৪] আর, ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ ‘প্রচুর বা অপরিসীম আনন্দ’। তাহা হইলে ‘আনন্দ’

---

[২৫৪] বেদান্ত কৌস্তুভ-প্রভা—সূঃ ১।১।২০

শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তির দ্বারাই কি 'আনন্দময়ের'ও উক্তি হয় নাই? 'আনন্দময়' তো 'আনন্দ' ভিন্ন কিছুই নহে। বস্তুতঃ 'আনন্দময়' শব্দের উক্তিও যে নাই, তাহাও নহে। "এতদানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"—এই শ্রুতিতে তো স্পষ্ট ভাবেই 'আনন্দময়' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং "আনন্দময় আত্মাকেই" জ্ঞানী পুরুষের শেষ গন্তব্য বা প্রাপ্যও বলা হইয়াছে। সুতরাং এই 'আনন্দময়' ব্রহ্মই, নতুবা জ্ঞানীর মোক্ষপ্রাপ্তির অপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

এতদুত্তরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার 'পুচ্ছ' বা প্রতিষ্ঠা স্বরূপ ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, কেবল আনন্দময়ের প্রাপ্তি ঐ শ্রুতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব 'আনন্দময়' ব্রহ্ম নহে। শ্রীশঙ্করাচার্যের এই আপত্তির উত্তরে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এইরূপ কথা অতিশয় অযৌক্তিক। কারণ তাঁহার মতে 'আনন্দময়' বিকারী জীব, সুতরাং 'সগুণ সবিশেষ'। কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহার মতে একান্ত নির্গুণ—নির্বিশেষ, ও তাঁহাতে কোন বিকার নাই। অতএব কিরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সগুণ, সবিশেষ, সবিকার, সাবয়ব, 'আনন্দময় জীব'কে প্রাপ্ত হইলেই, নির্বিকার, নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহা তো সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ এবং তদনুকূলে শ্রুতি প্রমাণও তো কিছু নাই, এবং শাঙ্কর ভাষ্যেও এরূপ কোন প্রমাণ লিখিত হয় নাই। অতএব আনন্দময়কে (জীবকে) লাভ করিলেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ যুক্তি নিতান্তই অসার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত শ্রুতি যখন আনন্দময়ের প্রাপ্তিই জ্ঞানীর শেষ ফল "মোক্ষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ আনন্দময় ব্রহ্মই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।[২৫৫]

---

[২৫৫] 'বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত'—শ্রীস্বামী সন্তদাসজীকৃত পৃঃ ১২০—২১, ৩য় সংস্করণ।

দ্বিতীয়তঃ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার বর্ণনা করিয়া তৎপর সর্ব্বশেষে "আনন্দময়" আত্মার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্রুতির অন্নময়াদিস্থলে 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিকারার্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং একই বিকারার্থ প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া 'আনন্দময়' পদেও বিকারার্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব, আনন্দময় 'বিকারী' বলিয়া তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই আপত্তির উত্তরে শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিতে 'অন্নময়' শব্দে 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিকারার্থ হইলেও 'প্রাণময়' প্রভৃতিতে বিকারার্থ হওয়া সম্ভব নহে। আর জীবাত্মা যে বিকারী নহে, তাহা তো "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীশঙ্করোক্ত 'বিকারার্থপ্রবাহ'ই এখানে নাই; কিন্তু প্রাচুর্য্যার্থে বা স্বার্থে 'ময়ট' প্রত্যয়ই এখানে হইয়াছে, বিকারার্থে নহে।[২৫৬]

তৃতীয়তঃ—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'আনন্দময়' শব্দে 'ময়টের' প্রচুরার্থ করিলেও তাহা ব্রহ্মকে বুঝাইবে না। কারণ 'প্রচুর' শব্দে 'অধিক' বুঝায়। 'অধিক আনন্দ' বা প্রচুর আনন্দ বলিলে কিঞ্চিৎ দুঃখও আছে বলিতে হইবে। কিন্তু পরমাত্মার দুঃখ আদৌ নাই। অতএব আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারে না। শ্রীশঙ্করের এই আপত্তির উত্তরে শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট বলিয়াছেন যে "প্রাচুর্য্য" কথাটি প্রতিযোগীর অল্পত্বকে অপেক্ষা করিলেও নিজের মধ্যেই, অর্থাৎ একই বস্তুর মধ্যেই যে তাহা থাকিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। ভিন্ন আধারে অবস্থিত অল্পত্বকে অপেক্ষা করিয়াও প্রচুরত্বের উল্লেখ হইতে পারে, যেমন চন্দ্রগত অল্পপ্রকাশতাকে অপেক্ষা করিয়া 'প্রচুর-

---

[২৫৬] বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা—সূঃ ১।১।২০

প্রকাশঃ সূর্য্য"—এইরূপ সূর্য্যপ্রকাশত্বের প্রাচুর্য্যের উল্লেখ হইয়া থাকে। সেইরূপ এখানেও বৈষয়িক আনন্দের অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ যে 'প্রচুর' ইহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করকথিত দুঃখাল্পতার প্রসঙ্গই এখানে হয় না।[২৫৭]

এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজও বলিয়াছেন—"পরন্তু, 'আনন্দপ্রচুর' বলিলে বাস্তবিক দুঃখাভাবই বুঝায়, 'প্রচুর' অর্থাৎ যত আনন্দ চাও, ততই আছে,—অভাব নাই, যেমন 'অন্নময় যজ্ঞ' বলিলে যত অন্ন চাও, ততই ঐ যজ্ঞে আছে,—অন্নের কোন অভাব নাই বুঝা যায়,—তদ্রূপ "আনন্দময়" স্থলেও যত আনন্দ চাই, ততই তাহাতে আছে—আনন্দের অভাব নাই, ইহাই বোধগম্য হয়। ছান্দোগ্যে 'ভূমা' শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"—যাহা ভূমা, সর্বাপেক্ষা মহৎ অনন্ত, তাহাই সুখ,– আনন্দ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং অল্প, তাহাতে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত হওয়ায় তাঁহার আনন্দও অনন্ত না হইলে ঐ আনন্দকে 'প্রচুর' বলা যাইতে পারে না। আনন্দ যতই অধিক হউক, অনন্তের সহিত তুলনায় তাহা সমুদ্রে বিন্দুবৎ—সুতরাং অল্প, প্রচুর নহে। 'ভূমা' (বৃহৎ) ও 'প্রচুর' শব্দ একার্থবাচীই বলিতে হইবে। অতএব ভূমাতে যেমন ক্ষুদ্রত্বের অস্তিত্বের আশঙ্কা নাই, তদ্রূপ এই স্থলে 'প্রচুরে'ও অল্পত্বের আশঙ্কা নাই। অতএব শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।"[২৫৮]

চতুর্থতঃ—শঙ্করাচার্য্য বলেন যে আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি। ইহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, উক্ত শ্রুতির বর্ণিত আনন্দময়

---

[২৫৭] বেদান্তকৌস্তভ প্রভা—সূঃ ১।১।২০

[২৫৮] 'বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'—শ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজকৃত, পৃঃ ১২১ (৩য় সংস্করণ)

আত্মা সাবয়ব, সগুণ, সবিশেষ সুতরাং বিকারী। কারণ তাঁহার সম্বন্ধে 'শিরঃ' প্রভৃতি অবয়বের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ শ্রুতিই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন "ইত্যাদি। ইহার দ্বারা উক্ত শ্রুতির কথিত ব্রহ্ম যে সগুণ নহেন, নির্গুণ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অপরাপর বহু শ্রুতিও ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিরবয়ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্যের এই কথার উত্তরে কেশবকাশ্মীরীভট্ট বলিয়াছেন যে, প্রিয়, মোদ, প্রভৃতি শব্দবাচ্য সুখসমূহ ব্রহ্মের আনন্দেরই অংশ,—'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রিয়-মোদাদিকে আনন্দময় ব্রহ্মের অংশ বা অবয়ব বলা অসঙ্গত হয় নাই। বাস্তবিকপক্ষে, প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, প্রভৃতি শ্রুত্যুক্ত শব্দ আনন্দেরই পর্য্যায়বাচক, বা আনন্দের সহিত একার্থপর। সুতরাং এই সমস্তকে আনন্দময়ের অবয়ব বলিলে কোন বিরোধ হয় না। কারণ অংশ ও অংশী, বা বিভূতি ও বিভূতিমান এই উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ আছেই।[২৫৯]

(অংশ ও অংশীর মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই অবিরোধে বর্ত্তমান থাকে ইহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।) এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'বস্তুতঃ আনন্দময়ের শরীরাবয়বরূপে যে প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তৎ সমস্ত কোন প্রকার দর্শনযোগ্য আকৃতির পরিচায়ক নহে, এই সমস্ত শব্দই এক আনন্দের পর্য্যায়বাচী, ব্রহ্মস্বরূপ যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়, তাহাই ইহার দ্বারা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে, যত প্রকারের উৎকৃষ্টতম আনন্দ হইতে পারে, তৎসমস্তই তাঁহার

---

[২৫৯] বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টকৃত, সূ ১।১।২০

স্বরূপে বর্ত্তমান আছে, তাঁহার স্বরূপের সর্বাংশই আনন্দ, আনন্দই তাঁহার আত্মা, তিনি আনন্দময়। যাহা হউক, আনন্দ যদি ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত হয়, তবে এই আনন্দকে তাঁহার শরীরস্থানীয় বলিয়া অন্নময়াদিবাক্যের প্রবাহে বর্ণনা করিয়া নানা নামে ঐ আনন্দকেই ঐ কল্পিত শরীরের অবয়বরূপে বর্ণনা করাতে ঐ স্বরূপে কোন প্রকার পরিচ্ছিন্নত্ব ও ইন্দ্রিয়গম্যত্ব দোষেরই আশঙ্কা হইতে পারে না। প্রিয়শিরস্ত্বাদি বর্ণনা যে কাল্পনিক, এবং কেবল ধ্যানের সুবিধার নিমিত্ত ব্রহ্মের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মসূত্রের ৩৷৩৷১৪—১৭ সূত্র প্রভৃতিতেও সূত্রকার স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আপত্তি একান্ত অমূলক।"—বেদান্তদর্শন—স্বামী সন্তদাসজী, পৃঃ ১২৪—২৫। (তৃতীয় সংস্করণ)

আর প্রিয়শিরস্ত্বাদি বর্ণনার দ্বারা ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ ইষ্টাপত্তিরূপে স্বীকারই করিয়াছেন। কারণ নিম্বার্কীয়গণের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষই।……

এই বিষয়ে পুর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়্যছে। আর শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন—"নির্বিশেষস্তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রুয়তে বাঙ্মনসয়োরগোচরত্বাভিধানাৎ, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—ইতি।"—ইহার উত্তরেও শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট বলিয়াছেন যে—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব আদৌ প্রতিপাদিত হয় নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা অন্য বৈষয়িক আনন্দের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের পরিচ্ছেদ বা ইয়ত্তা নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা ব্রহ্মের রাগাদি-দোষদূষিত বাক্য ও মনের অগোচরত্ব বিধান করা হইয়াছে অন্যথা ঐ শ্রুতিরই উত্তরার্দ্ধে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ এই অংশে 'ব্রহ্মণ' শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ, এবং 'বিদ্বান্' পদের দ্বারা বেদনক্রিয়ার বিষয়ত্বের নির্দ্দেশও বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহা

ছাড়া, এখানে "আনন্দং ব্রহ্মণঃ" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম যে গুণী এবং আনন্দ যে তাঁহার 'গুণ' বা ধর্ম—এইরূপ ব্রহ্ম ও তাঁহার আনন্দের গুণগুণিভাব পৃথক্‌ভাবে সুস্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশ করিয়া ইহার দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ঐরূপ উক্তি একান্তই অসঙ্গত।[২৬০]

পঞ্চমতঃ,— শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময় আত্মার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ আনন্দময়ের "আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"—আনন্দ ইহার আত্মা, ব্রহ্ম ইহার পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। 'পুচ্ছ' শব্দের দ্বারা এখানে 'আশ্রয়স্থান' বুঝাইতেছে। যেমন পক্ষী পুচ্ছের উপর অবস্থান করে সেইরূপ ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ের উপর আনন্দময় কোষ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মই আনন্দময় আত্মার আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। অতএব ব্রহ্ম আনন্দময় হইতে অতীত তাহা হইতে ভিন্ন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ কথার উত্তরেও শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ বলিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ যুক্তি ও সিদ্ধান্ত একান্তই অমূলক। কারণ "আনন্দময়" প্রকরণে যেমন 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' বাক্য আছে, সেইরূপ অন্নময়াদি বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই অবয়ববর্ণনা স্থলে "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" শব্দ সকল আছে।—পক্ষিদেহ পুচ্ছের (মনুষ্য দেহও পদরূপ বা নিতম্বরূপ পুচ্ছের) উপরেই অবস্থান করে করে। এইজন্যই পুচ্ছই দেহের প্রতিষ্ঠাস্থান বলিয়া প্রতিষ্ঠা শব্দের দ্বারা ইহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ পুচ্ছ দেহের অন্তর্গতই, তদতীত নহে। অন্নময় প্রাণময়াদি স্থলে সর্ব্বত্রই 'পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' বাক্যের এইরূপই তাৎপর্য্য। এই বাক্য প্রবাহে আনন্দময়েরও শরীর কল্পনা করিয়া তাঁহারও সম্বন্ধে "পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা ঐ

---

[২৬০] বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা—সূঃ ১।১।২০

পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা স্থানীয় ব্রহ্ম আনন্দময়াতীত পদার্থ হয়েন না। আর প্রতিষ্ঠা শব্দের দ্বারাও সগুণ পদার্থই বুঝায়।

যাহাতে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই বস্তুর আধেয় বস্তুকে ধারণ করিবার সামর্থ্য অবশ্য আছে। আধেয় বস্তুর আধাররূপে স্থিত হইবার যোগ্যতা ঐ আধারের না থাকিলে, কিরূপে তাহা আধেয়কে ধারণ করিতে পারিবে? অতএব 'প্রতিষ্ঠা' শব্দের দ্বারাও ব্রহ্মের একান্তনির্গুণতা বা নির্বিশেষতা প্রতিপন্ন হয় না।"[২৬১]

এইরূপ ভাবে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ববিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কৃত আপত্তি সকলের খণ্ডন করিয়া নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহাদের স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর, শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার কৃত বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণের শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যার ও সিদ্ধান্তের কষ্টকল্পনা ও অসঙ্গতিও বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন।[২৬২] বাহুল্যবোধে এখানে আর তাহার আলোচনা করা হইল না।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণনা করা হইল। এখন ব্রহ্মের রূপ ও মূর্ত্তি আছে কিনা সেই সম্বন্ধে নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত নীচে আলোচনা করা যাইতেছে ঃ—

ব্রহ্মের রূপ ও মূর্ত্তি থাকা বিষয়ে নিম্বার্কীয় মতবাদ

ব্রহ্ম যে জ্যোতির্ময় ও জ্যোতিঃস্বরূপ ইহা শ্রুতি সমূহে স্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ (মুণ্ডক ২।২।৯); "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—

---

[২৬১] বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত—শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ পৃঃ ১২৫-২৬, ৩য় সংস্করণ।

[২৬২] বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত- শ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ—পৃঃ ১০৭-২৭—তৃতীয় সংস্করণ, দ্রষ্টব্য।

(কঠঃ ২।২।১৫)। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে—"সুবর্ণজ্যোতিঃ" (৩।১০।৬); ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ভারূপঃ"—(৩।১৪।২) ইত্যাদি। আবার, ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মের এই জ্যোতির্ম্ময়ত্বের কথা সূত্রিত হইয়াছে, যথা :—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" (ব্র, সূ, ১।১।২৫), "জ্যোতিষিভাবাচ্চ" (ব্র, সূ, ১।৩।৩২), "জ্যোতিদর্শনাৎ" (ব্র, সূ, ১।৩।৪৫) ইত্যাদি।—এই সমস্ত শ্রুতিতে ও ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের যে জ্যোতির্ময় রূপ আছে, এবং তিনি যে জ্যোতিঃস্বরূপ—ইহা স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মের যে জ্যোতির্ময় পুরুষাকার রূপ বা মূর্ত্তিও আছে, ইহাও শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"—(মুণ্ডক ৩।১।৩), "বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—(শ্বেতাশ্বতর ৩ ৮) ইত্যাদি[২৬৩]—এই সমস্ত শ্রুতিতে "রুক্মবর্ণং পুরুষম্", 'আদিত্যবর্ণং মহান্তং পুরুষম্' প্রভৃতি পদসমূহের দ্বারা ব্রহ্মের যে পুরুষাকার জ্যোতির্ময়রূপ আছে তাহা উক্ত হইল। আবার এই জ্যোতির্ময় পুরুষাকার রূপের বিশদ্ভাবে বর্ণনাও শ্রুতিতে দেখা যায়, যথা : —"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুঃ, হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ"—ছান্দোগ্য—১।৬।৬, "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো, যথা পাণ্ড্বাবিকং, যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকং, যথা সকৃদ্-বিদ্যুত্তং, সকৃদ্‌বিদুত্ত্বে হ বাস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ"—বৃহদারণ্যক ২।৩।৬ ॥

এই সমস্ত শ্রুতিতে পরব্রহ্মের পুরুষাকার মূর্ত্ত রূপ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনাই দেওয়া হইয়াছে।[২৬৪]

---

[২৬৩] এই সমস্ত শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের উপর নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের টীকা "উপনিষৎ-প্রকাশিকা" এবং ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

[২৬৪] এই সমস্ত শ্রুতির উপর নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের "উপনিষৎ প্রকাশিকা" টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহা ভিন্ন পরব্রহ্মের 'অমূর্ত্ত' স্বরূপও রহিয়াছে। শ্রুতি পরব্রহ্মের 'অমূর্ত্তত্বের' কথাও বলিয়াছেন, যথা ঃ—"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" ইত্যাদি—বৃহদারণ্যক-৩.৮.৮; 'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি।—মুণ্ডক ২।১।২; "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্" ইত্যাদি।—মুণ্ডক ১।১।৬; "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি।—কঠোপনিষৎ ১।৩.১৫;—ইত্যাদি॥—

ব্রহ্ম মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত
—উভয়ই

সুতরাং শ্রুতিবলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ব্রহ্মের যুগপৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দ্বিবিধ রূপই রহিয়াছে। এই কথাই বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে—

"আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেবচ॥"—বি, পু, ৭।৪৭

অর্থাৎ, হে নৃপ! মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম; ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধ রূপ আছে, একদিকে অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত, অপরদিকে 'পর' ও 'অপর'। অর্থাৎ অমূর্ত্তরূপ দুই প্রকার 'পর অমূর্ত্ত' ও 'অপর অমূর্ত্ত' এবং মূর্ত্তরূপও দুই প্রকার 'পরমূর্ত্ত' ও 'অপর মূর্ত্ত।'

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ অমূর্ত্তংতদ্রহিতম্। তৎপুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপরঞ্চেতি দ্বিধা, তত্র পরমমূর্ত্তং নির্গুণং ব্রহ্ম অপরঞ্চামূর্ত্তং ষড়্‌গুণেশ্বররূপম্॥" ইত্যাদি।

নিম্বার্কমতে ব্রহ্মের
এই দ্বিরূপতা
স্বাভাবিক

এখানে লক্ষণীয় যে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই দ্বিরূপ,—ইহাই এখানে বলা হইল। 'স্বভাবতঃ' বলায় এই দ্বিরূপতার যে কখনও অভাব হয়না—ইহাও উক্ত হইল। কারণ স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়না।

ব্রহ্মের এই দ্বিবিধরূপের কথা বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্রও অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ—

"অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তশক্তয়শ্চৈতাঃ নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"—
—বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৯

"তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ঃ॥"—
—"ঐ"—৭০ শ্লোক।

ব্রহ্মের "পর-অমূর্ত্ত" রূপ

এখানে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের যে অমূর্ত্তরূপ তাহাই 'সৎ' শব্দের দ্বারা কথিত হয়। সর্ব্ব প্রকার শক্তিই এই সদ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং ব্রহ্মের নির্গুণ নির্বিশেষ সৎস্বরূপ অক্ষররূপই ব্রহ্মের "পর অমূর্ত্ত" রূপ। এই 'অক্ষররূপ' সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি আছেন ('সৎ')। পরন্তু ঐ 'সৎ' চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট, যাহা সর্বশক্তির আধার, অতএব ঐ 'সৎ' সর্বশক্তিমান্, এবং এই শক্তিও তাঁহার স্বভাবগত ও নিত্য। এই সর্ব্বশক্তিময়রূপে তিনি ঈশ্বরপদবাচ্য। অতএব এই সচ্চিদানন্দরূপী ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমত্ত্বাদিগুণযুক্ত হইলেও তিনি সর্ব্ববিধবিশেষরূপবর্জ্জিত। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সবিশেষ হইলেও সাবয়ব নহেন, নিরাকার। তিনি জগদতীত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করেন। এই অরূপী সর্ব্বশক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই দ্বিতীয় প্রকার 'অপর অমূর্ত্ত' রূপ।

ব্রহ্মের "অপর-অমূর্ত্ত" রূপ

আর বিশ্বরূপাধিষ্ঠিত যে 'চিৎ' যাহাকে মহাবিরাটরূপে বর্ণনা করা হয়, তিনিই ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশিত অবস্থা। তিনি প্রকাশিতরূপবিশিষ্ট ঈশ্বর। তিনি এই অবস্থায় হিরণ্যগর্ভনামে শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছেন। এই হিরণ্যগর্ভরূপী মহাবিরাটপুরুষ ঈশ্বরই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশিত পরমূর্ত্তরূপ। এই হিরণ্যগর্ভ অনন্তদেবরূপে পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহারই বিরাট দেহের অন্তর্গত সর্ব্ববিধরূপ। ইনি বিশ্বরূপী।

ব্রহ্মের 'পরমূর্ত্তরূপ'

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিরাট পুরুষরূপী ঈশ্বরের বর্ণনা বিশেষভাবে করা হইয়াছে। সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে "যস্যা-

বয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥"—ভাগ ঃ—১।৩।৩

> "এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
> যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥"
>
> —ভাগ ঃ—১।৩।৫

—তাঁহার অবয়বসংস্থান দ্বারা এই ভূর্লোকাদিজগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে। বিশুদ্ধসত্ত্বময় তাঁহার রূপ। ঐ বিরাট মূর্ত্তিই অন্যান্য সমস্ত অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ। ইনি সকল অবতারের নিদান। ইহারই অংশদ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদিরূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুতরাং এই বিরাটপুরুষ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশিত পরমূর্ত্তরূপ।"

ইহা ভিন্ন ব্রহ্মের অপর প্রকার "পরমূর্ত্তরূপ"ও আছে। এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ বলিতেছেন—"অমূর্ত্ত ব্রহ্ম ধ্যানোপযোগী হইয়া বিশেষ মূর্ত্তিমান্ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছেন। কৃষ্ণ ও বাসুদেব—উভয় শব্দই দ্ব্যর্থবিশিষ্ট। এক অর্থ পরব্রহ্ম, দ্বিতীয় গোলোকাধিপতি। অনন্তবিশ্বস্থিত সমস্তবিশেষরূপই তাঁহার হইলেও এই গোলোকাধিপতি কৃষ্ণরূপ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকটিত রূপ। এই গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণরূপই বিশেষরূপে ব্রহ্মের দ্বিতীয় প্রকার "পর-মূর্ত্তরূপ।" এই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার বৈকুণ্ঠ নামক ধামে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়া 'নারায়ণ' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই কৈলাসাখ্যধামে 'মহাদেব' রূপ ধারণ করিয়া কৈলাসাধিপতি 'মহেশ্বর' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এতৎ সমস্তই ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তরূপ, অধিকারিভেদে বিশেষরূপে উপাসনার নিমিত্ত ধ্যেয়।"[২৬৫]

---

[২৬৫] *Vide* : গুরুশিষ্যসংবাদ—শ্রীসুধীর গোপাল মুখোপাধ্যায়,—
(১ম সংস্করণ), পৃঃ ৮০—৮১

আর চিচ্ছক্তিযুক্ত অনন্তব্যষ্টিরূপী সমুদয় জীবজগৎই (যাহা পূর্বোক্ত বিরাট পুরুষের দেহের অন্তর্ভুর্ক্ত) ব্রহ্মের 'অপর মূর্ত্তরূপ'। বিষ্ণুপুরাণেও এই কথা বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মের 'অপর মূর্ত্ত' রূপ

—এতৎ সর্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্।"
—(বিঃ পুঃ ৬।৭।৬০)

"এতান্যশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ॥"
—(বিঃ পুঃ ৬।৭ ৬৭)

"যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে ॥"
—(বিঃ পুঃ ৬।৭।৬৮)

সুতরাং এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে, এই জীব জগৎ সমস্ত রূপ সেই অনন্তরূপী বিষ্ণুরই রূপ। ব্যষ্টিজীবজগৎ যে ব্রহ্মের অন্যতম মূর্ত্তরূপ তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বর্ণিত আছে, যথা :—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ, যচ্চ, সচ্চ, ত্যচ্চ।"—(বৃহঃ উঃ ২।৩।১)

—ব্রহ্মস্বরূপের এই বর্ণনা যে তাঁহার জগদ্রূপের বর্ণনা, তাহা ইহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় হইতে পঞ্চমবাক্যে আরও স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে—যাহা বায়ু ও আকাশ হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ) তাহা পূর্বোক্ত…'মূর্ত্তরূপ'; ইহাদিগকেই 'মর্ত্ত্য', 'স্থিত', ও 'সৎ' বলিয়াও বর্ণনা করা যায়।"[২৬৬]

তৃতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে যে "বায়ু ও অন্তরীক্ষ (আকাশই)

---

[২৬৬] "তদেতৎ মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চ—এতন্মর্ত্ত্যমেতৎস্থিতম্ এতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্য, এতস্য মর্ত্ত্যস্য এতস্য স্থিতস্য এতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি, সতো হ্যেষ রস :—বৃহদারণ্যক—২।৩।২।

পূর্বোক্ত 'অমূর্ত্ত' রূপ,* ইহাদিগকেই 'অমৃত', যৎ' ও 'ত্যৎ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই 'অমূর্ত্ত', 'অমৃত', 'যৎ' ও 'ত্যৎ' বস্তুর রস (অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইহাদের পুষ্টি হয়,—সার) হইতেছেন সূর্য্যমণ্ডল-স্থিত পুরুষ। এই অধিদৈবত বলা হইল।[২৬১] —ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পর চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে এইগুলির অধ্যাত্মরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে।……সুতরাং এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই প্রকাশিত ব্যষ্টিজীবজগৎ ব্রহ্মের "অপর মূর্ত্ত" রূপ। এই সমস্ত আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম যুগপৎ নিরাকার ও সাকার, 'মূর্ত্ত' ও অমূর্ত্ত'—উভয়ই। এই উভয়রূপতাই ব্রহ্মের স্বাভাবিক ও নিত্য। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণাদি ব্রহ্মের 'পর মূর্ত্ত' রূপ, ইহা উপরে বর্ণিত হইল।

চতুর্ব্যূহ

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন যে, এক ঈশ্বরই লীলাবশতঃ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রত্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ এই চারিরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বিরাজিত। এই রূপ চতুষ্টয়ও ব্রহ্মের "পরমূর্ত্তরূপ"। এই বাসুদেবাদি রূপচতুষ্টয়কে 'চতুর্ব্যূহ' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণই বাসুদেব। সঙ্কর্ষণ সেই বাসুদেবেরই অংশ, প্রত্যুম্ন সঙ্কর্ষণের অংশ, এবং অনিরুদ্ধ প্রত্যুম্নের অংশ। এই চতুর্ব্যূহের অঙ্গী বা প্রধান হইতেছেন 'বাসুদেব' বা শ্রীকৃষ্ণ, আর সঙ্কর্ষণাদি সেই বাসুদেবেরই অঙ্গস্বরূপ। এই জন্যই শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার দশশ্লোকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনার সময় তাঁহাকে "ব্যূহাঙ্গিনম্" বলিয়া বর্ণনা

---

* বায়ু ও অন্তরীক্ষ ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া ও নিরবয়ব বলিয়া তাহাদিগকে এখানে "অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে।

[২৬১] অথ মূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষশ্চৈতদমৃতমেতদ্ যৎ, এতদ্ ত্যম্ তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্য, এতস্যামৃতস্য এতস্য যত এতস্য ত্যস্য এষ রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, তস্য হ্যেষ রসঃ ইতি অধিদৈবতম্। —"ঐ, ২ ৩।৩"

করিয়াছেন।[২৬৮] পঞ্চরাত্রে ও পুরাণসমূহে এই চতুর্ব্যূহের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তি পর্বের ৩৩৯ অধ্যায়েও এই চতুর্ব্যূহের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়, যথা :—

> “যং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ।
> স বাসুদেবো বিজ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ২৫
> “যো বাসুদেবো ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ।
> জ্ঞেয়ঃ স এব রাজেন্দ্র জীবঃ সংকর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ ৪০
> প্রত্যুম্নাদ্ যোঽনিরুদ্ধস্তু সোঽহংকারঃ স ইশ্বরঃ ॥” ৪১
> …ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের “উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ” (২।২।৪২) প্রভৃতি সূত্রের ব্যাখ্যায় এই চতুর্ব্যূহ-মতবাদ (যাহাকে তিনি পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমত বলিয়াছেন) খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ শঙ্করের সেই মত স্বীকার করেন নাই। শ্রীরামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে ঐ সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়া এই চতুর্ব্যূহ মতবাদই স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই সকল সূত্র “শক্তিবাদ” খণ্ডনপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক এই স্থলে চতুর্ব্যূহবাদের কথা বা শঙ্করকর্তৃক তাহার খণ্ডনের কথার কোনরূপ উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু নিম্বার্কের বহু পরবর্ত্তী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্যতম বিখ্যাত আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট তাহার “বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা” গ্রন্থে শঙ্করের উক্ত চতুর্ব্যূহবাদের খণ্ডনের সমালোচনা করিয়া ও তাহার নিরসন করিয়া পাঞ্চরাত্রমতের প্রতিষ্ঠা

---

[২৬৮] “ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্মপরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্” ॥
দশশ্লোকী—শ্লোক—৪।

করিয়াছেন। পরে অবশ্য তিনি ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্বার্ককে অনুসরণ করিয়া শক্তিবাদ-খণ্ডনপররূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। [২৬৯]

ব্রহ্ম বিষয়ে নিম্বার্ক ও রামানুজ

উপরে ব্রহ্মবিষয়ে নিম্বার্কীয় মতবাদ আলোচিত হইল। শ্রীরামানুজও ব্রহ্ম বিষয়ে নিম্বার্কেরই অনুরূপ মত পোষণ করেন। শ্রীরামানুজের মতেও ব্রহ্ম, সগুণ ও সবিশেষ, অনন্তকল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্বাদি গুণযুক্ত, এবং স্বভাবতঃ সর্ববিধ প্রাকৃতদোষ ও প্রাকৃত হেয় গুণরহিত ইত্যাদি [২৭০]। নিম্বার্ক মত হইতে রামানুজের এইটুকুই পার্থক্য যে, নিম্বার্ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, কিন্তু রামানুজ বিষ্ণু বা বাসুদেবকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন।[২৭১] রামানুজ তাঁহার কোন গ্রন্থে কৃষ্ণ বা রাধার নাম করেন নাই। কিন্তু যেহেতু বাসুদেব বা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ একই, সুতরাং এই পার্থক্যকে আদৌ পার্থক্য বলিয়া মনে না করিয়া ব্রহ্ম বিষয়ে রামানুজমত ও নিম্বার্ক-মত একই প্রকার—এইরূপই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

---

[২৬৯] বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা সূ ২।২।৪২-৪৫ দ্রষ্টব্য।

[২৭০] ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণ-গণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে।"...ইত্যাদি।—(শ্রীভাষ্য সূ-১।১।১); "পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারান্তঃপ্রবেশনিয়মনাদিলীলম্"...ইত্যাদি—(শ্রীভাষ্য-সূঃ ১।১।১); "শ্রুতয়ঃ জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি সমস্তহেয়গুণরহিততাং চ"। ইত্যাদি (শ্রীভাষ্য-সূ ১।১।১)

[২৭১] অস্মিঞ্ছাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া" ইত্যাদি।—শ্রীভাষ্য সূ ১।১।১ পৃঃ ১০৮, আর. ডি. কর্ম্মকার সম্পাদিত পুণা সংস্করণ

"পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য" ইত্যাদি—ঐ, ঐ, পৃঃ ১০৬; "পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয় ইত্যুক্তম্"—শ্রীভাষ্য সূঃ ১।১।১, পৃঃ ১০৮, ঐ, পুণা সংস্করণ।

অবশ্য জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় বিষয়েই নিম্বার্কমতের সহিত রামানুজমতের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, ইহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাইবে।

নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য্য

নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্করাচার্য্যও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কিন্তু নিম্বার্কের মত হইতে ভাস্করের মতের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্করও ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ —অর্থাৎ সবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিলেও ভাস্কর ব্রহ্মকে শরীর-বিশিষ্ট পুরুষোত্তমরূপে বা শ্রীকৃষ্ণরূপে কোথায়ও বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু ভাস্কর সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম' বা ঈশ্বর এইরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কোথায়ও রাধার নামও করেন নাই।[২৭২] চতুর্ব্যূহমতবাদ নিম্বার্ক স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভাস্কর স্বীকার করেন নাই।[২৭৩] আবার নিম্বার্ক যেরূপ ব্রহ্মের ভক্ত বাৎসল্য প্রভৃতি অনন্তকল্যাণ-গুণের কথা বলিয়াছেন, ভাস্কর সেইরূপ কোন কথা বলেন নাই, যদিও তিনি ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি থাকা স্বীকার করিয়াছেন। ভাস্কর ব্রহ্মকে সর্ব্বত্রই 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্বশক্তি', 'অনন্তঅচিন্ত্যশক্তি', ইত্যাদি বলিয়াই বিশেষিত করিয়াছেন।[২৭৪]

---

[২৭২] "ব্রহ্মশব্দেন ঈশ্বরো গৃহ্যতে"—ভাস্কর ভাষ্য সূ।১।১।১ ; পৃঃ ৬—৭, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ।

Also :—ভাস্করভাষ্য সূঃ ১।১।২ ; পৃঃ ৮, ১।১।১২, পৃঃ ২৪, ১।২।৬ পৃঃ ৩৯···ইত্যাদি—(কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

[২৭৩] ভাস্কর ভাষ্য, সূ ২।২।৪১—৪৪পৃঃ ১২৮—১২৯, (কাশী,—চৌঃ সং)

[২৭৪] "অনন্তা হি তস্য শক্তয়োঽচিন্ত্যাশ্চ"···ইত্যাদি। —ভাস্করভাষ্য, —সূ ১।৪।২৫। পৃঃ ৮৫···কিমুত চেতনস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেঃ স্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রৈকসমধিগম্যস্য জগৎকারণস্য পরিণামো ব্যবস্থাপ্যেত···শ্বেতাশ্বতরা অপীশ্বরমচিন্ত্যশক্তিমামনন্তি"···ইত্যাদি।—ভাস্কর ভাষ্য সূ ২।১।১৪ পৃঃ—৯৭, —(কাশী চৌখাম্বা সং)

Also :—ভাস্কর ভাষ্য সূঃ ১।১।২ পৃঃ ৮, ১।১।১১ পৃঃ ২৪, ১।২।৬ পৃঃ ৩৯ ইত্যাদি।

ভাস্কর ব্রহ্মের দুইরূপ স্বীকার করিয়াছেন (i) কারণরূপ ও (ii) কার্য্যরূপ। [২৭৫] "কারণ'রূপে ব্রহ্ম এক, কিন্তু 'কার্যরূপে বহু, যেমন স্বর্ণ রূপে স্বর্ণ একই প্রকার, কিন্তু কুণ্ডলাদিরূপে বহু প্রকার। [২৭৬] সুতরাং ব্রহ্ম 'ভিন্নাভিন্নরূপ'। [২৭৭] ভাস্করমতে ব্রহ্মের এই "অভিন্ন" বা কারণরূপই নিত্য, সত্য ও স্বাভাবিক, কিন্তু ব্রহ্মের 'কার্য্যরূপ' (ভিন্নরূপ) উপাধিবশতঃ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা 'আগন্তুক', কিন্তু ইহা সত্য। [২৭৮] স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ভেদরহিত, নিরাকার, নির্বিশেষ, এক ও অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও কারণস্বরূপ। পরে তিনি বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করিলেন। তখন তিনি উপাধিবশতঃ সগুণ, সবিশেষ, সাবয়ব বা 'মূর্ত্ত' হইলেন এবং জীবজগতের সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ উপাধিশতঃই ব্রহ্মের বহুত্ব বা দ্বৈতত্ব। [২৭৯] সুতরাং ভাস্করের মতে ব্রহ্মের এই জগদতীত কারণরূপ অবস্থা ও জগদরূপী 'কার্য্যরূপ' অবস্থা—এই দ্বিবিধ রূপ রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে পার্থক্যও আছে।

---

[২৭৫] "ব্রহ্মৈব হি কারণাত্মনা কার্য্যাত্মনা বাবস্থিতম্"…"কার্য্যরূপেণ নানাত্বম্ অভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥" — ভাস্করভাষ্য সূঃ ১।১।৪, পৃঃ ১৮, ১৯।

"তৎ কারণাত্মনা কার্য্যাত্মনা দ্বিরূপেণ অবস্থিতম্"—ঐ,—সূ ১।১।১১, পৃঃ ২৪।

[২৭৬] ভাস্করভাষ্যে—সূঃ ১।১।৪, পৃঃ ১৮,

[২৭৭] ঐ, ঐ—"অতো ভিন্নাভিন্নরূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্"—(ভাস্কর ভাষ্য সূঃ ১।১।৪, পৃঃ ১৮)

[২৭৮] "স চ ভিন্নাভিন্নস্বরূপোঽভিন্নরূপং স্বাভাবিকম্ ঔপাধিকন্তু ভিন্নরূপম্"…ঐ, সূঃ ২।৩।৪৩, পৃঃ ১৪১ (কাশী চৌখাম্বা সং)……" উপাধ্যবচ্ছিন্নস্যানন্যভূতস্য বাচকোঽয়মংশশব্দঃ প্রযুক্তো যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গস্য" —ঐ, সূঃ ২।৩।৪৩, পৃঃ ১৪০॥

[২৭৯] ঐ, ঐ, *Also*—"স্বতশ্চ কারণং কূটস্থং নিত্যমেকমেবাদ্বিতীয়ং পশ্চাত্তু কার্য্যং কাদাচিৎকং প্রবর্ত্ততে।… স্বতোঽভিন্নত্বাৎ আগন্তুকত্বাচ্চ পৃথিব্যাদিস্থানকৃতস্য রূপস্য।…ন পুনঃ প্রপঞ্চরূপস্যাভাবঃ প্রতিপদ্যতে।" ঐ সূঃ ৩;২।১১,—পৃঃ—১৬৫।

ব্রহ্মের কারণরূপ-অবস্থা 'নিরাকার', নির্বিশেষ, সর্ব্ববিধভেদ-রহিত, সৎস্বরূপ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু কার্য্যরূপ-অবস্থা "সাকার—সবিশেষ।" কিন্তু এই কার্য্যরূপে সাকারত্ব সবিশেষত্বাদি গুণ বা ধর্ম উপাধিবশতঃ বলিয়া "আগন্তুক", কিন্তু ইহা মিথ্যা নহে।[২৮০]

(সুতরাং এখানে অনুধাবনযোগ্য যে, ভাস্করাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য যে অর্থে 'উপাধি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই অর্থে উহা প্রয়োগ করেন নাই।) কিন্তু নিম্বার্ক মতে ব্রহ্মের এই নির্বিশেষ কারণরূপ স্বীকৃত হইলেও এই কথাই বলা হইয়াছে যে, এই কারণরূপেও ব্রহ্ম একেবারে নির্বিশেষ বা গুণশক্তিবর্জিত থাকেন না। এই কারণ-রূপে তাঁহার শক্তি তাঁহাতে সুপ্ত বা নিক্রিয় অবস্থায় থাকে মাত্র, এবং ব্রহ্মের এই কারণরূপেও তাঁহাতে "স্বগতভেদ" থাকিয়াই যায়। কারণ জীবজগৎ মুক্ত অবস্থায় বা প্রলয়াবস্থায় এই কারণরূপে লীন হইয়া থাকিলেও তখনও ব্রহ্ম হইতে এই জীব জগতের ভেদ বা ভিন্নত্ব থাকিয়াই যায়। কারণ জীবজগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ। সুতরাং অংশীর সহিত অংশের সম্পূর্ণ ঐক্য কখনও হইতে পারে না, ভেদ থাকিয়াই যায়। ইহাই নিম্বার্ক স্বীকার করেন। কিন্তু ভাস্কর বলেন যে, জীবজগৎরূপ ব্রহ্মের শক্তি কারণাবস্থায় ব্রহ্মেতে একেবারে লীন হইয়া একেবারে অভিন্নভাবে থাকে, কোন প্রকার ভেদই (স্বগতঃ ভেদও) ব্রহ্মের তখন থাকে না। অবশ্য নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্কর স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের ধর্মধর্মিবিভেদের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের ভেদ হয় না।[২৮১] ভাস্কর জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের

---

[২৮০] ঐ, সূঃ ৩।২।১১, পৃঃ ১৬৫, *Also*—সূঃ ৩।২।২৩, (ভাস্করভাষ্য) পৃঃ ১৬৮—৬৯, কাশী চৌখাম্বা সস্করণ।

[২৮১] "ন ধর্মধর্মিভেদেন স্বরূপভেদঃ"—ভাস্কর ভাষ্য সূঃ ৩।২।২৩, পৃঃ ১৬৯, (কাশী চৌখাম্বা সং)

ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ভেদ উপাধিজন্য বলিয়া তাঁহার স্বীকৃত ঐ সম্বন্ধকে ‘ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ’ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু নিম্বার্কের মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক, কোন উপাধিজন্য নহে। সুতরাং নিম্বার্কের মতবাদকে বলা হয় স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

ব্রহ্ম বিষয়ে নিম্বার্ক ও বলদেব

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ন্যায় বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ভেদাভেদবাদী। বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে যে মত প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্ম বিষয়ে নিম্বার্ক ও বলদেব প্রায় সর্ব্বাংশেই একমত। নিম্বার্কের ন্যায় বলদেবও ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার উপাসনা উভয়েরই স্বীকৃত। বলদেবও নিম্বার্কের ন্যায় ব্রহ্মকে সগুণ সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণরাশি, প্রাকৃত হেয়গুণ দোষাদিরহিত, জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান, ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।[২৮২] নিম্বার্কের ন্যায় বলদেবও চতুর্ব্যূহবাদ স্বীকার করিয়াছেন।[২৮৩]

কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে নিম্বার্ক-মতের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্য এই যে, বলদেব শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মের গুণ, আকৃতি বা বিগ্রহ এবং

---

[২৮২] “পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্যসর্ব্বকর্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞ্যাপুমর্থত্বাদিধর্ম্মকবিজ্ঞানস্বরূপত্বং নিরূপ্যতে।”...“তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্” ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্র—গোবিন্দভাষ্য” সূ ১।১।১। অবিচিন্ত্যশক্তিকাৎ স্বয়ং-কর্ত্তাদিরূপাৎ উপাদানরূপাচ্চযস্মাৎ পরাৎ ব্রহ্মণো বিশ্বস্য জন্মাদি ভবতি”...“ব্রহ্মশব্দস্তু নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ তত্রৈব বর্ত্ততে” ইত্যাদি।—ঐ, গোবিন্দভাষ্য, সূ ১।১।২

Aleo Vide :—ব্রহ্মসূত্র—গোবিন্দভাষ্য, সূঃ ২।১।৩৭, ১।৩।১৩-১৪, ৩।২।১৩-১৭, ৩।৩।২৮, ৩।৩।৩৯, ১।৩।৯, ১।১।১১, ১।১।৩ ইত্যাদি।

[২৮৩] গোবিন্দভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র—৩।৩।১৫

ধামসমূহকে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং বলদেবের মতে ব্রহ্মের গুণ ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন, ব্রহ্মের আকৃতি বা বিগ্রহও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের ধামও সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন।—এই কথাই শ্রীবলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা ঃ—"গুণগুণিভেদনিষেধাৎ স্বরূপাৎ গুণা ন ভিদ্যন্তে। অতএব জ্ঞানাদীনাং ধর্ম্মানাং ভগবচ্ছব্দবাচ্যতা স্মর্য্যতে—"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ" ইতি। তথা চৈকস্যৈব দ্বেধাভণিতিরম্বুবীচিবদ্ বিশেষাদ্‌ভবতি।"—(গোবিন্দ ভাষ্য, সূঃ ৩.২.৩১)। বলদেব আরও বলিয়াছেন যে, সর্প ও সর্পের কুণ্ডলী যেরূপ সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু তথাপি সর্পের কুণ্ডলীকে যেরূপ সর্পের গুণ বা ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্ম সচ্চিদানস্বরূপ হইলেও চিৎ ও আনন্দকে তাহার ধর্ম্ম বা গুণও বলা যাইতে পারে। আবার সূর্য্য স্বরূপতঃ আলোক স্বরূপ হইয়াও যেমন আলোকের আশ্রয় বা আধার হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মও জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় বা আধার হইয়া থাকেন। আবার, 'কাল' যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ব্যাপক বস্তু, তাহার যেরূপ পূর্ব্বাপর বিভাগ বা ভেদ কিছুই নাই, সেইরূপ ব্রহ্মও জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা,—আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়, গুণস্বরূপ আবার গুণের আশ্রয়—উভয়ই।[২৮৪]

সুতরাং বলদেবের মতে ব্রহ্ম 'গুণাত্মা' কিন্তু 'গুণবান্' নহেন, 'ভগাত্মা' কিন্তু 'ভগবান্' নহেন। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে 'গুণবান্' বা 'ভগবান্'—এইরূপ গুণ বা ঐশ্বর্য্য সমূহকে যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করা হয়, তাহা শুধু উপাসনার সুবিধার জন্য ঔপচারিক প্রয়োগ। ইহা ভাষার একটি ভঙ্গী মাত্র।

---

[২৮৪] গোবিন্দভাষ্য সূঃ ৩।২।২৮-৩০ (মথুরা হইতে কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ)

নিম্বার্কাচার্য্য কিন্তু গুণ বা ধর্ম্ম সমূহকে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন বলেন নাই। তিনি গুণ ও গুণীর মধ্যে 'স্বগতভেদ' স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বলদেব ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণাদির মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ থাকা স্বীকার করেন নাই। এই বিষয়ে বলদেব 'স্বগতভেদ'ও স্বীকার করেন নাই। [২৮৫]

বলদেব ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বলদেব বলিয়াছেন—ব্রহ্মে যে যুগপৎ বিরুদ্ধগুণ ও ধর্ম ("অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্", "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি", "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা", ইত্যাদি, ইত্যাদি) থাকার কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাঁহার অচিন্ত্যপ্রভাব ও শক্তি-বশতঃই সম্ভবপর হয়। আমাদের নিকট যুক্তির দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও এবং চিন্তারও অতীত হইলেও, ব্রহ্মের 'অচিন্ত্য শক্তি' বশতঃই ব্রহ্মে তাহা সম্ভব। কারণ শ্রুতি নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব শ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। [২৮৬]

এইরূপে শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদেশ করা হইয়াছে সেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই পরস্পর-

---

[২৮৫] "ন বা স্বগতভেদবদিতি"—ঐ, ৩।২।২৮ সূঃ, গোবিন্দভাষ্য।
"স্বগতভেদস্যাপি প্রত্যাখ্যানাৎ"—৩।৩।১৩—গোবিন্দভাষ্য।

[২৮৬] ব্রহ্মসূত্র—গোবিন্দভাষ্য—১।২।৭ "বিভূত্বে সতি অণুত্বাদিকম অচিন্ত্য-শক্তিযোগাৎ" ; *Also*—"বিভোরপি তস্য যৎ প্রদেশমাত্রত্বং তৎকিল সম্পত্তের-বিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব, নতু ঔপাধিকমিতি।…শ্রুতিস্তথাহবিচিন্ত্যশক্তিক-ত্বেনেশে বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমাবেশং বোধয়তীত্যর্থঃ।"—গোবিন্দভাষ্য ১।২।৩২ সূঃ।

গোবিন্দভাষ্য ২।১।২৭ ও ২।১।২৮ সূত্রও দ্রষ্টব্য।—(কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মথুরা হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

বিরুদ্ধ হইলেও এবং উভয়ের একত্র সমাবেশ আমাদের যুক্তিতর্কনিষ্ঠ বুদ্ধির ধারণার অতীত হইলেও ব্রহ্মে উভয়েরই যুগপৎ একত্র অবস্থিতি শ্রুতিপ্রমাণ বলেই আমাদের স্বীকার করিতে হয়।

সুতরাং এই ভেদাভেদকে বলদেব "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ" বলিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্ক ব্রহ্ম ও জীবজগতের অংশাংশী বা গুণ-গুণিভাব স্বীকার করায় এবং স্বগতভেদ স্বীকার করায় নিম্বার্ক এই ভেদাভেদকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন ও যুক্তি-সঙ্গতও বলিয়াছেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্যান্য সকল বিষয়েই বলদেব নিম্বার্কের মতের অনুরূপ মতই পোষণ করেন, কোথাও পার্থক্য নাই। অতএব এই বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না।

চতুর্থ অধ্যায়

নিম্বার্ক দর্শনে 'জীব'

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে ব্রহ্ম বিষয়ে নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিচার করা হইল। এখন এই অধ্যায়ে 'জীব' বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে জীব-বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কসম্মত মতবাদ ও সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই অধ্যায়ে জীব-বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয়-দার্শনিকগণ শ্রুতি-স্মৃতি-বলে যেরূপ বিচার-যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন তৎ সমস্ত আলোচিত হইতেছে।

জীব ব্রহ্মেরই অন্যতম প্রকাশ

নিম্বার্ক মতে জীবজগৎ ব্রহ্মের শক্তি, এবং ব্রহ্ম শক্তিমান্। জীবজগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম। (এই বিষয়ে পূর্বে এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়েও জগৎ স্বরূপের বিচারাবসরে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হইবে।) ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ এই জীবগতের মধ্যেই ব্রহ্ম সীমিত বা পর্য্যবসিত হইয়া যান নাই। ইহার অতীত রূপেও তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মই যে জীবজগৎ হইয়াছেন তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে, যথা :—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স……ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—"তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।" ইত্যাদি। এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে, ব্রহ্ম নিজকে বহুভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে নিজকে প্রকাশিত করিলেন।

ব্রহ্মের এই প্রবেশ যে জীবরূপে তাহাও ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যথা :—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত…… তদপোঽসৃজত……তা অন্নমসৃজন্ত……সেয়ং দেবতৈমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"।— এখানে ইহাই বলা হইল যে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও তিনি নিজকে বহুরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজেই এই অনন্তজগৎরূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং এই অনন্ত জগতে তিনি জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অতএব জীব ও জগৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নহে—ইহাই উপদিষ্ট হইল। বস্তুতঃ এই জীবজগৎ যে ব্রহ্মেরই অংশ তাহা "পাদোঽস্যবিশ্বাভূতানি"…এই শ্রুতিবাক্যে, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", এবং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ" এই গীতাবাক্যে এবং "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে" (২।৩।৪২) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। আর এই অংশ যে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ তাহাও শ্রীনিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার 'বেদান্তকৌস্তভ' ভাষ্যে শ্রুতি প্রমাণদ্বারা প্রদিপাদন করিয়াছেন, যথা :—"জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ, "অংশো হ্যেষ পরস্যে"তিশ্রুতেঃ। অংশো হি শক্তিরূপো গ্রাহ্যঃ, "এষ পরস্য শক্তিঃ, জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রঃ"—ইতিশ্রুতেঃ"।— ইত্যাদি (ব্র, সূ ২।৩ ৪২)। সুতরাং নিম্বার্ক-মতে জীবজগৎ যে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ইহাই সিদ্ধ হইল।

জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অদ্বৈতবেদান্তিগণের কেহ কেহ অবিদ্যা বা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই জীব বলেন। এই অবচ্ছেদবাদে 'অবিদ্যা' বা 'অন্তঃকরণই' উপাধি। মহাকাশ যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন হইয়া 'ঘটাকাশ' সংজ্ঞালাভ করে, সেইরূপই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন

হইয়া 'জীব' সংজ্ঞালাভ করে। ঘটনাশে যেরূপ ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিনাশে জীবেরও লয় হইয়া যায়। এই মতকে অবচ্ছেদবাদ বা উপাধিবাদ বলা হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম-চৈতন্যকেই জীব বলেন। এই মতকে প্রতিবিম্ববাদ বলা হয়।

অদ্বৈতবাদি সম্মত অবচ্ছেদবাদ খণ্ডন

কিন্তু এই উভয় মতই যুক্তিসহ নহে। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট, শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ প্রভৃতি নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ এই উভয়-মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, অবচ্ছেদবাদে স্বীকৃত "উপাধি" অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ, যাহাই হউক না কেন, প্রশ্ন হইতে পারে যে, সেই উপাধি কি কুঠার যেমন কাষ্ঠকে ছেদন করিয়া খণ্ডিত করে, সেইরূপ ব্রহ্মকে খণ্ডিত করে, অথবা তাহা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের কোন একটা অংশকে সীমাবদ্ধ করে। ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতবাদিসম্মত সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মের অংশ না থাকায় তাহাকে কুঠারের দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় খণ্ড করা উপপন্ন হয় না। আর তাহা স্বীকার করিলেও ব্রহ্ম আর 'নিত্য' 'ও' 'অজ' থাকিতেও পারেন না। কারণ ব্রহ্মের সেই খণ্ডাংশ উপাধিজন্য হওয়ায় তাহা অনিত্য হইয়া পড়িবে। কারণ উৎপন্ন বস্তু মাত্রই অনিত্য। আর সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপাধি দ্বারা পরিচ্ছেদও সম্ভব নয়। পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটিও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। আর এখানেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাধি কি সর্ব্বগত বিভু, অথবা অণু? উপাধি সর্ব্বগত বিভু হইতে পারে না, কারণ উপাধি বিভু ও সর্ব্বগত হইলে জীবাত্মার বন্ধ ও, মোক্ষ, উৎক্রান্তি, ও গত্যাগতি কিছুই উপপন্ন হইবে না। আর উপাধি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বগত ও বিভু হইলে সমস্ত কিছুই উপাধি দ্বারা আবৃত হওয়ায় জগৎপ্রকাশেরও উপপত্তি হইবে না, এবং শুদ্ধ ব্রহ্মের

শুদ্ধত্বেরও হানি হইবে। আর উপাধি অণুও হইতে পারে না, কারণ অদ্বিতীয় চিন্মাত্র ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলিয়া উপাধির অণুত্বপক্ষে উপাধির গমনকালে সর্ব্বগত ব্রহ্মের গমনাভাব হওয়ায় পদে পদে আকস্মিক বন্ধ ও মোক্ষের আপত্তি হইবে। আর, উপাধি মধ্যমপরিমাণ বা দেহাদি-পরিমাণও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে "উপাধির অণুত্ব বশতঃ জীবেরও অণুত্ব হইয়া থাকে,"—এই অদ্বৈতমতের ভঙ্গ হইবে। আর তাহা ছাড়া, উপাধি সত্য বা মিথ্যা কিছুই হইতে পারে না, কারণ সত্য হইলে অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইবে, কারণ অদ্বৈতবাদের মতে এক নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অপর কিছুই সত্য নহে। আর উপাধি সত্য হইলে উপাধির নাশ কখনই হইবে না, সুতরাং মোক্ষও হইবে না। আর উপাধি মিথ্যা হইলে "মিথ্যাভূত উপাধি সত্য জীবাত্মাকে বন্ধন করে" এইরূপ উক্তি "স্বপ্নগত শৃঙ্খল জাগরিত ব্যক্তিকে বন্ধন করে"—এইরূপ উক্তির মতনই অলীক ও হাস্যকর বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধ্যবচ্ছিন্ন শুদ্ধ-চৈতন্যই জীব, এইরূপ মতবাদ যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত।[২৮৭]

প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন

এইরূপ প্রতিবিম্ববাদও যুক্তিসহ হয়না। কারণ সাবয়ব ও রূপবৎ দ্রব্যেরই অন্য সাবয়ব ও রূপবৎ দ্রব্যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। অর্থাৎ বিম্ব ও উপাধি—উভয়ই রূপবৎ ও সাবয়ব হইলেই প্রতিবিম্ব-পাত সম্ভব হয়, নিরবয়ব ও নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব কখনও দেখা যায় না। প্রকৃত-স্থলে বিম্বভূত ব্রহ্ম ও উপাধিভূত 'অবিদ্যা' বা 'বুদ্ধি', উভয়ই নিরাকার ও নীরূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিবিম্বপাতই অসম্ভব ও অনুপপন্ন হয়। যদি বলা যায় নীরূপ ও নিরবয়ব আকাশেরও জলাদিতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তবে তাহাও সঙ্গত হয়না, কারণ, পঞ্চীকরণ

---

[২৮৭] বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা—পৃঃ ৬—৭ (কাশী সং); 'বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা' —সূ ১।২।৬।

প্রক্রিয়ানুসারে আকাশেও অন্যান্য মহাভূতের অংশ থাকায় আকাশও সাবয়ব ও রূপবান্। সুতরাং সাবয়ব ও রূপবান্ আকাশের প্রতিবিম্ব সাবয়ব ও রূপবান্ জলে পতিত হইতে পারে, ইহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। তাহা ছাড়া, জীব ও উপাধির সঙ্গে সংযোগ স্বাভাবিক হইতে পারেনা, কারণ তাহা হইলে মোক্ষের অনুপপত্তি হইবে, আবার এই সংযোগ ঔপাধিক বা উপাধি-জন্যও হইতে পারেনা, কারণ তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবে। আর, প্রতিবিম্ব হইতে গেলে বিম্ব ও উপাধি উভয়কেই সমান সত্তাবিশিষ্ট হইতে হইবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বিম্বস্থানীয় 'সূর্য্য' এবং উপাধিস্থানীয় "জল"—উভয়ই সমানসত্তাবিশিষ্ট (উভয়ই সত্য) বলিয়া জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিমতে প্রকৃত স্থলে বিম্বভূত ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য এবং উপাধিস্থানীয় অবিদ্যা পারমার্থিক সত্য নহে, সুতরাং প্রকৃত স্থলে অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাত উপপন্ন হইতে পারেনা। অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে গেলে অবিদ্যাকেও ব্রহ্মেরই মত সত্য হইতে হইবে এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। আর অবিদ্যাকে ব্রহ্মের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অবিদ্যার কখনও নিবৃত্তি না হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষও হইতে পারিবে না। আর, বিম্ব ও উপাধির মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে অর্থাৎ উভয়ে ভিন্নস্থানবর্ত্তী না হইলে প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হয়না। কিন্তু প্রকৃত স্থলে বিম্বভূত ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় এবং অদ্বৈতবাদিমতে উপাধিভূত অবিদ্যাও ব্রহ্মেই আশ্রিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

অতএব প্রতিবিম্ববাদ কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। আর এই উপাধিভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিষয়, প্রযোজক বা কল্পক কোনটিই যে উপপন্ন হয়না, ইহা পূর্ব্বেই এই গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং অবিদ্যাই যখন

উপপন্ন হয়না তখন অবিদ্যারূপ উপাধির অভাবে প্রতিবিম্বপাতও উপপন্ন হইবে না।[২৮৮]

প্রতিবিম্ববাদখণ্ডন বিষয়ে আরও অন্যান্যযুক্তিও দেখান যাইতে পারে যে, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদিমতে ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ অভিন্ন ও এক বলিয়া যে সিদ্ধান্ত তাহা ইহাতে উপপন্ন হইবেনা। আর, প্রতিবিম্ব সর্ব্বদাই অচেতনই হয়। চেতন পুরুষের প্রতিবিম্বও অচেতনই হয়। সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবও অচেতনই হইবে। কিন্তু জীবের অচেতনত্ব অদ্বৈতবাদিরাও স্বীকার করেন না, এবং ইহা শ্রুতি, স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধও বটে। অতএব অদ্বৈতবাদিসম্মত অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ কোনটাই উপপন্ন হয়না।

অতএব নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ জীবকে যে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলেন—ইহা নির্বিবাদেই সিদ্ধ হয়।

এই জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীনিম্বার্ক বলিয়াছেন যে, জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাশ্রয়, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব—জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মযুক্ত, সর্বতোভাবে সর্ববিষয়ে পরব্রহ্ম শ্রীহরির অধীন, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত ও প্রতিদেহে ভিন্ন, এবং ভোগসাধন ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীরের সহিত ইহার সংযোগ ও বিয়োগ হইতে পারে, অর্থাৎ এই জীব ভোগের জন্য শরীর ধারণ, এবং মোক্ষপ্রাপ্তিরও যোগ্য।[২৮৯]

নিম্বার্ক—মতে জীব-স্বরূপ।

জীবাত্মা যে জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ তাহা "অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নপ্রজ্ঞানঘন এব" (বৃহঃ উপঃ ৪।৫।১৩), "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি"—ইত্যাদি

---

[২৮৮] *Vide* :—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—পৃঃ ৫—৬, কাশী সং। 'বেদান্তকৌস্তভপ্রভা'—সূঃ ১।১।১।

[২৮৯] *Vide* :—দশশ্লোকী—"জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যমণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ" ॥—১ শ্লোক—দশশ্লোকী।

শ্রুতিতে এবং "জ্ঞোঽত এব" (সূঃ ২।৩।১৮) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। আর জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্মের কথাও "জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ", "এষ এব হি দ্রষ্টা শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "জ্ঞোঽত এব" (২।৩।১৮) ও "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (২।৩।৩২) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা-উভয়ই।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, একই বস্তুর কোথাও আধারাধেয়ভাব দেখা যায় না। দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই আধারাধেয়ভাব দেখা যায়। সুতরাং একই জীবাত্মার একাধারে যুগপৎ জ্ঞানস্বরূপত্ব ও জ্ঞানাশ্রয়ত্ব বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, যেমন জলে নিক্ষিপ্ত জলান্তরের আধারাধেয়ভাব বিরুদ্ধ, এবং তাহা কোথায়ও দেখা যায়না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে "জ্ঞানস্বরূপ" জীব এবং তাহার ধর্ম "জ্ঞানের" মধ্যে জ্ঞানত্বের দিক হইতে সাম্য থাকিলেও ধর্মধর্মিত্বাবচ্ছেদে আধারাধেয়ভাব উপপন্ন হয়, কারণ 'ধর্মিত্ব' ও ধর্মত্বরূপে একই জ্ঞান পৃথকরূপে দুইটি বিভিন্নবস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ধর্মী এবং জ্ঞান তাঁহার ধর্ম। লোকেও দেখা যায় যে, 'সূর্য্য' ও তাহার "প্রভা'র মধ্যে 'সূর্য্যত্ব' রূপে এবং 'প্রভাত্ব' রূপে ধর্মধর্মিভাব সর্বানুভবসিদ্ধ।[২৯০]

আর পূর্ব্বপক্ষী যে জলে নিক্ষিপ্ত জলান্তরের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও বিষম দৃষ্টান্ত। কারণ জল সাবয়ব দ্রব্য বলিয়া দুইটি জলের মধ্যে ভেদ থাকিয়াই যায়, কিন্তু অত্যন্ত সাজাত্যের জন্য সেই ভেদের উপলব্ধি হয় না, অন্যথা জলের সহিত জলান্তরের সংযোগ বা বিয়োগের ফলে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস উপপন্ন হইত না। সুতরাং

---

[২৯০] 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা' সূঃ ২।৩।১৮ ; 'বেদান্ত-রত্ন-মঞ্জুষা'—১ শ্লোক।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্ব বা জ্ঞাতৃত্বকর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবত্ব অনুপপন্ন হয় না।[২৯১]

অদ্বৈতবাদিসম্মত কর্ত্তৃত্বাধ্যাস খণ্ডন

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্ম থাকা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যেরূপ জবাকুসুমের লৌহিত্য বা রক্তিমা স্ফটিকে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়। সুতরাং আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি দেখা যায়, তাহা অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। আত্মার কর্ত্তৃত্ব আরোপিত, তাহা সত্য নহে—ইত্যাদি।

অদ্বৈতবাদীর এইরূপ মত নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই, বরং খণ্ডনই করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশব-কাশ্মীরী ভট্ট ও মাধব মুকুন্দ অদ্বৈতবাদীর এই মতের খণ্ডন করিতে গিয়া এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন:—

অদ্বৈতবাদিগণ যে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস হয় বলেন তাহাতে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এই অধ্যাস কি নিরুপাধিক, অথবা সোপাধিক? এই কর্ত্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিতে যে "ইদং রজতম্" এইরূপ নিরুপাধিক অধ্যাস হইয়া থাকে, সেই নিরুপাধিক রজত-ভ্রমস্থলে "নেদং রজতম্, কিন্তু শুক্তিঃ"—এইরূপ একবার মাত্র বাধকজ্ঞানের দ্বারা যেরূপ সেই নিরুপাধিক রজতভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মাতেও "অয়ং কর্ত্তা" এইরূপ নিরুপাধিক অধ্যাস স্বীকৃত হইলে সেই ক্ষেত্রেও সেই নিরুপাধিক কর্ত্তৃত্বভ্রম "নায়ং কর্ত্তা"—এইরূপে একবার মাত্র আত্মার অকর্ত্তৃত্বরূপ যাথাত্ম্য-জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইত, অথচ তাহা হইতে দেখা যায় না।

---

[২৯১] —ঐ, ঐ।

অতএব আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক অধ্যাস বলা যাইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে, অদ্বৈতবাদিগণ আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিকই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিকও হইতে পারে না। কারণ সোপাধিক অধ্যাসে কখনও বা "রক্তং স্ফটিকম্' এইরূপ ভ্রম প্রতীতি হয়, আবার কখনও বা 'রক্তং কুসুমম্" এইরূপ 'প্রমা' প্রতীতিও হয়। আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে সেইরূপ কখনও "চৈতন্যং কর্তৃ" এইরূপ ভ্রম প্রতীতি হইবে, আবার কখনও বা "মনঃ কর্তৃ"—এইরূপ প্রমা প্রতীতি হইবে। কিন্তু তাহা তো হয় না। কর্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে অবশ্যই এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন কর্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিকও বলা যায় না।

যদি ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এইরূপ সোপাধিক অধ্যাসস্থলে অধ্যস্যমান "রক্তত্ব' হইতে অতিরিক্ত অনারোপিত রক্তত্বের আশ্রয় জবাকুসুম প্রভৃতি ভিন্নবস্তু থাকে। স্ফটিকে রক্তত্বাশ্রয় ধর্মী কুসুমের আরোপ হয় না, কেবল কুসুমগত রক্তত্বধর্মই স্ফটিকে আরোপিত হয়। এই অধ্যস্যমান রক্তত্ব কুসুমগত রক্তত্ব হইতে ভিন্ন ও তৎকালোৎপন্ন। সুতরাং এ স্থলে ধর্মীর আরোপ না হইয়া কেবল ধর্মমাত্রের আরোপ হওয়ায় "রক্তঃ স্ফটিকঃ" এবং "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ ভ্রম ও প্রমারূপ প্রতীতিদ্বয় হইতে পারে। কিন্তু আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাসস্থলে কর্তৃত্বাদিধর্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই চিদাত্মাতে আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যস্যমান কর্তৃত্বের অতিরিক্ত অন্য কর্তৃত্বের আশ্রয় অন্তঃকরণান্তর থাকে না বলিয়া "চৈতন্যং কর্তৃ" এবং "মনঃ কর্তৃ"—এইরূপ দ্বিবিধ ভ্রম ও প্রমারূপ কর্তৃত্বপ্রতীতি হইতে পারে না।

—অদ্বৈতবাদীর এই কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে তাহাদের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত হইবে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃত্বা-

ধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাসই বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাহারা যদি কর্ত্তৃত্বাদিধর্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই চিদাত্মাতে আরোপ হওয়ার কথা বলেন তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানরূপে অনধ্যস্ত জবাকুসুমস্থানীয় উপাধি আর থাকে না, এবং উপাধি ব্যতীত কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্বই সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই অধ্যাস নিরুপাধিক হইয়া পড়িবে। এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। কারণ সোপাধিকভ্রমে উপাধিরূপ ধর্মীর অধ্যাস হয় না, কিন্তু সেই উপাধিগত ধর্মেরই অধ্যাস হইয়া থাকে, আর নিরুপাধিক ভ্রমে ধর্মীরই অধ্যাস হয়, কেবলমাত্র ধর্মের নহে—ইহাই নিয়ম।

সুতরাং অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্বাদিধর্মই আত্মাতে আরোপিত হয় অদ্বৈতবাদীর এই কথা সঙ্গত হয় না।

অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব-নিরসন, ও আত্মার কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন।

আর অন্তঃকরণ, বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বলিয়া তাহাদের কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম থাকাও উপপন্ন হয় না, কারণ চেতনেরই কর্ত্তৃত্বাদি থাকা দেখা যায়। আর বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার বন্ধ ও মোক্ষেরও অনুপপত্তি হইবে। কারণ যাহার কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিমত্ব থাকে, সেই 'কৃতির' ফলও সেই ভোগ করে। আবার যাহার 'বন্ধ' তাহারই বন্ধনিবৃত্তির জনক 'কৃতি' হইয়া থাকে, অন্যের হয় না। এইরূপ যাহার বন্ধ, তাহারই সেই বন্ধধ্বংসরূপ মোক্ষ হইতে পারে, অন্যের হয় না, কিন্তু শাস্ত্রে আত্মারই বন্ধের এবং আত্মারই মোক্ষের কথা উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে 'কৃতি'ও বুদ্ধিরই হইবে এবং ফল-ভোক্তৃত্বও বুদ্ধিরই হইবে। বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব ও আত্মার ফল-ভোক্তৃত্ব হইতে পারে না। অতএব আত্মার মোক্ষ স্বীকার করিলে কর্ত্তৃত্বও তাঁহারই স্বীকার করিতে হইবে। মোক্ষসাধক কৃতিমত্ত্ব বা কৃতি বুদ্ধিতে থাকিবে, আর বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মার হইবে,

ইহা হইতেই পারে না। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অনর্থরূপ বন্ধ যদি বুদ্ধিরই হয়, তবে অনর্থনিবৃত্তিরূপ মোক্ষও বুদ্ধিরই হইবে। কারণ যাহার বন্ধ তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আত্মারই বন্ধ ও আত্মারই মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে। অতএব আত্মারই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি আত্মা কর্ত্তা না হইত তবে ভোগও মোক্ষের সাধনোপদেশও আত্মাকে করা যাইত না। কারণ যে কর্ত্তা নহে তাহাকে সাধনানুষ্ঠানের উপদেশও করা যায় না।

আর শ্রুতিও যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের কথা বলিয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে প্রদর্শিত শ্রুতি লৌকিকানুভবসিদ্ধ কর্ত্তৃত্বের অনুবাদ মাত্র, তাহার দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে লৌকিক অনুভব দ্বারা অহমর্থেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। "অহংকর্ত্তা" আমি করি এইরূপই লোকের অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু অহমর্থভিন্ন আত্মার কর্ত্তৃত্বের অনুভব লোকের হয় না। অথচ প্রদর্শিত শ্রুতিতে অহমর্থভিন্ন আত্মারই কর্ত্তৃত্ব দেখান হইয়াছে, এবং 'নামরূপে ব্যাকরোৎ', 'স হি সর্বস্য কর্ত্তা' (বৃহঃ ৪।৪।১৩) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরেরও কর্ত্তৃত্ব দেখান হইয়াছে। কিন্তু অহমর্থভিন্ন আত্মার ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য নহে বলিয়া উক্ত কর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি লৌকিক অনুভবের অনুবাদিনী হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তই নহে। অতএব আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন যে যদি আত্মারই কর্ত্তৃত্ব থাকা সিদ্ধ হয় তবে তাহা সর্বাবস্থাতেই থাকিবে, কিন্তু সুষুপ্তিতে তো আত্মার কর্ত্তৃত্ব অনুভব হয় না। অথচ সুষুপ্তিতেও তো আত্মা থাকে। সুষুপ্তিতে মন থাকে না, কর্ত্তৃত্বাদিও থাকে না। সুতরাং মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অভাব কর্ত্তৃত্বাদি যে মনের ইহাই জ্ঞাপন করে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার নহে, কিন্তু মনের। ইহার

উত্তরে বক্তব্য যে সুষুপ্তিতেও আত্মার শ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন মন থাকে না বলিয়া ঐ শ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব মনের—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন "সুপ্তো' ভূর্ভূ'রিত্যেব প্রশ্বসিতি" অর্থাৎ আত্মা সুপ্ত হইয়া ভূর ভূর এইরূপেই শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে। এই শ্রুতি হইতেই সুষুপ্তিতেও আত্মার শ্বাস প্রশ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব আছে জানা যায়।

আর সুষুপ্তিতে মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন যদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও সেই কর্ত্তৃত্ব যে মনেরই ইহা উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ সুষুপ্তিতে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন মনোরূপ নিমিত্তের অভাব নিবন্ধনই উপপন্ন হইতে পারে। নিমিত্ত কারণের অভাবেও কার্য্যের অদর্শন হইতে পারে, যেমন দণ্ডরূপ নির্মিত্ত-কারণের অভাবেও ঘটরূপ কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ দণ্ডাভাবে ঘটের অদর্শন দণ্ডের কর্ত্তৃত্ব বুঝায় না। সুতরাং সুষুপ্তিতে যে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় তাহা নিমিত্তরূপ মনের অভাব নিবন্ধনই হইতে পারে। তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি মনের বলিয়া সিদ্ধ হয় না এবং কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার নহে ইহাও সিদ্ধ হয় না।

আর, মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়া যদি কর্ত্তৃত্বাদি মনেরই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দেহের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়া দেহেরও কর্ত্তৃত্বাদির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আত্মারই কর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয়, মনের নহে। অতএব প্রদর্শিতরূপে মনের করণত্বই সিদ্ধ হয়, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাদি নহে। আর "কামঃ সংকল্প ঃ—" (বৃহ ১।৫ ৩) ইত্যাদি শ্রুতিও কামাদি-বিষয়ে মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে, কিন্তু কামাদির মনোধর্ম্মত্বকে বুঝায় নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ পরেই অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "মনসৈবাগ্রে সংকল্পয়তি।" এই শ্রুতিতে স্পষ্ট কণ্ঠরবেই মনকে সঙ্কল্পাদির করণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং "কামঃ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিও

মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে। আর "আত্মেন্দ্রিয়মনো-যুক্তো ভোক্তা ইত্যাহুর্মনীষিণঃ" (কঠ—৩।৪) এই শ্রুতি আত্মার ভোক্তৃত্বে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে যেরূপ সহকারী বলিয়াছেন, সেইরূপ মনকেও সহকারীই বলিয়াছেন এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ—সহকারে আত্মারই ভোক্তৃত্ব বলিয়াছেন, কিন্তু মনের ভোক্তৃত্ব বলেন নাই। এখানে মনের ভোক্তৃত্ব বলা হইয়াছে বলিলে দেহ ও ইন্দ্রিয়েরও ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে।

আর বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে বিজ্ঞানাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "ধ্যায়তীব লেলায়তীব (বৃহ ৪.৩.৭) অর্থাৎ তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন, এই শ্রুতিতে "ইব" শব্দপ্রয়োগ করায় আত্মার অকর্ত্তৃত্বই বলা হইয়াছে—এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ উক্ত শ্রুতির "ইব" শব্দ জীবের কর্ত্তৃত্বের "পারতন্ত্র্য" অর্থাৎ ঈশ্বরাধীনত্ব প্রদর্শনপর। জীবকর্ত্তৃত্ব যে ঈশ্বরাধীন, ইহাই শ্রুতি "ইব" শব্দ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু "ইব" শব্দ দ্বারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই। যেমন পরাধীন প্রভুতে "প্রভুরিব" এইরূপ বলিয়া "ইব" শব্দ দ্বারা তাহার প্রভুত্বের পরাধীনত্ব প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু তাহার অপ্রভুত্ব প্রদর্শন করা হয় না, সেইরূপ শ্রুতি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এইরূপ বলিয়া "ইব" শব্দ দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জীবের অকর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই।

এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে"—(গীতা ৩।২৭) এই শ্লোকেও জীবের "স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বই নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু জীবের অকর্ত্তৃত্বের প্রতিপাদন করা হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায়েও ইহা আরও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে,—"তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ"

জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু ঈশ্বরাধীন

—(গীতা ১৮।১৬)—এই শ্লোকে "কেবল" শব্দ দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু জীবের পরতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা হয় নাই। অন্যথা "কেবল' কথাটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার "এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে" এই শ্রুতির দ্বারাও জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই—ইহাই জানা যায়। জীব কর্ত্তা, ঈশ্বর কারয়িতা—ইহাই শ্রুতির তৎপর্য্য। সুতরাং এই সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপে জীবের ভোক্তৃত্বাদিও স্বাভাবিক ধর্ম। এমন কি সুষুপ্তি অবস্থায়ও জীবের ভোক্তৃত্বের নাশ হয় না। কারণ সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুখমহমস্বাপ্সম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। এই স্মরণ দ্বারা সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখ-ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ "যোঽহং জাগর্মি স এবাহং সুখী সুপ্তঃ" —এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ মোক্ষাবস্থায়ও আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব যে থাকে তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ"—(ছাঃ ৮।১২।৩); "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি (ছাঃ ৮।২।১)—ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে মুক্ত জীবের ভোজন, ক্রীড়া, রতি প্রভৃতি…প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং মুক্ত জীবের সঙ্কল্প-সিদ্ধির কথাও বলা হইয়াছে। এইরূপ "বিহারোপদেশাৎ" (ব্র সূঃ ২।৩।৩৩), "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ (ব্র, সূ ৪।৪।৮) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেও মুক্ত জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম যে স্বাভাবিক ও নিত্য—ইহাই সিদ্ধ হইল।'[২১২]

এইরূপে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট ও শ্রীমাধব-

---

Vide :—বেদান্তকৌস্তভপ্রভা—সূঃ ২।৩।৩২, পরপক্ষগিরিবজ্র—পৃঃ ৩৬৯-৩৭০ (কলিকাতা সংস্করণ)

মুকুন্দ অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির সমর্থন করিয়াছেন। উপরে সংক্ষেপে তাহাদের যুক্তির আলোচনা করা হইল।

জীব সর্ব্ববস্থায় পরব্রহ্মের অধীন

আর এই জীব যে স্বভাবতঃই পরব্রহ্মের অধীন তাহা 'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্, "য আত্মানমন্তরো যময়তি", 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"; "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্র, সূ, ২।৩।৪০) ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। আর এই জীব যে ব্রহ্মের অংশ ও একপাদমাত্র তাহাও "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি", "তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"…(ব্র, সূ, ২।৩।৪২),—ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারাও জীব যে পরব্রহ্মের অধীন ইহা সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে সকল ভাষ্যকারই একমত বলিয়া এই সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না।

জীব যে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি অনন্ত বলিয়া সেই চিচ্ছক্তির অংশভূত জীবও সুতরাং অনন্ত, কিন্তু এক নহে, ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। শ্রুতিতেও জীবের অনন্তত্বের কথাই বলা হইয়াছে,—যথা:—"স চ আনন্ত্যায় কল্পতে" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯) "যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃহঃ ১।৪) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠ ২।২।১৩) …ইত্যাদি।

একজীববাদ খণ্ডন ও জীবের বহুত্ব স্থাপন

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে 'আনন্ত্যায়', 'দেবানাম্', 'ঋষীণাম্', 'মনুষ্যাণাম্', 'নিত্যানাম্, 'চেতনানাম্', প্রভৃতি পদ দ্বারা জীবাত্মার সংখ্যাগত বহুত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীবাত্মা সংখ্যায় বহু না হইলে ঐ সমস্ত পদে বহুবচন প্রয়োগ

ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জীবের একত্ব বিষয়ে কোন শ্রুতি প্রমাণই নাই, বা অন্য কোন প্রমাণও নাই। যদি বলা যায় যে এক ব্রহ্মই বুদ্ধি ও অন্তঃকরণাদি উপাধিভেদে বহু জীব হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্ম এক বলিয়া জীবও একই, কিন্তু উপাধিভেদে জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হয়, তবে এই কথাও যুক্তি সঙ্গত হইবে না। কারণ জীববিষয়ে উপাধিবাদ বা অবচ্ছেদবাদ পূর্বেই যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং উপাধিবাদ বা অবচ্ছেদবাদ যুক্তিসহ নহে। আর, একজীববাদ যুক্তিসহও হইতে পারে না। কারণ জীব এক হইলে একজন নিদ্রিত হইলে, মূর্চ্ছিত হইলে, বা মৃত হইলে বা মুক্ত হইলে সকল জীবেরই যুগপৎ নিদ্রা, মূর্চ্ছা, মৃত্যুর বা মোক্ষের আপত্তি হইয়া পড়িবে, এবং একজনের কৃত কর্ম্মফল বা অনুভূতি অপরে ভোগ বা অনুভব করিবে। জীবসমূহের মধ্যে পরস্পরের ভেদ অন্তঃকরণাদি উপাধিজন্য বলিলেও প্রদর্শিত দোষের পরিহার হইবে না, কারণ ইহা দেখা যায় যে হস্তপদ প্রভৃতির পার্থক্য (যাহা উপাধিজন্য) থাকিলেও, হস্ত, পদ প্রভৃতির অনুভূতি এক জীবাত্মাই সমানভাবেই অনুভব করেন। আর ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ যে যোগিগণের কায়ব্যূহে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির নানাত্ব থাকিলেও সেই সমস্ত বিভিন্ন দেহে একই "আমি'র অনুভব বা "অহং" বোধ হইয়া থাকে, এযং সেই সমস্ত বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন সুখ-দুঃখাদির অনুভূতিও সেই একই আত্মার হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণাদি উপাধি স্বীকারের দ্বারা জীবাত্মার ভেদ উপপন্ন হইবে না। আর জীব এক হইলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধেরও উপপত্তি হইবে না, সুতরাং শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশরূপ শাস্ত্রারম্ভও ব্যর্থ ও অনর্থক হইয়া পড়িবে। কারণ, গুরু যদি সর্ব প্রকার ভেদ বর্জ্জিত এক অদ্বৈত-জ্ঞানের অধিকারী হন তবে তাঁহা হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত শিষ্যের অনুভবই তাহার থাকিবে না, সুতরাং শিষ্যের প্রতি তাহার উপদেশ করাও উপপন্ন হইবে না। আর গুরু যদি ঐরূপ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অজ্ঞ গুরুকর্ত্তৃক জ্ঞানের উপদেশ করা

প্রতারণা ভিন্ন অন্ন কিছু নহে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব একজীববাদ সর্ব প্রকারেই অনুপপন্ন হয়। সুতরাং জীব সংখ্যায় অনন্ত, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। [২১৩]

জীবের অণুত্ব স্থাপন

নিম্বার্ক মতে জীব পরিমাণে অণু, বিভু নহে। শ্রুতি-স্মৃতিতেও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে যথা :—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ..." (মুণ্ডক ৩।১।৯) "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা-কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে"॥ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)", "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৮), "অণুপ্রমাণাৎ"—(কঠ ১।২।৮), "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" গীতা—১৫।৪), সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ"—(ভাগঃ ১১।১৬।১১) ...ইত্যাদি। এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে জীবের 'অণুত্ব' এবং 'ব্রহ্মাংশত্ব' স্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও "উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্" (২।৩।১৯) সূত্র হইতে ২।৩ ৩১ সূত্র পর্য্যন্ত কয়েকটি সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব জীবের অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন, এবং বিরুদ্ধপক্ষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিভুত্বের খণ্ডন করিয়াছেন। [২১৪]

অণুপরিমাণ জীবাত্মা শরীরের এক প্রদেশে হৃদয়ে অবস্থান করেন এই কথাই "হৃদি হ্যেষ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং হৃদয়প্রদেশে অবস্থিত অণুপরিমাণ জীবাত্মার দ্বারা সমস্ত শরীরব্যাপী চৈতন্যের ও সুখদুঃখাদির অনুভূতি কিরূপে হইতে পারে ?—এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রের "অবিরোধশ্চন্দনবৎ" (২।৩।২৩ সূত্র) সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া

---

[২১৩] vide :—বেদান্ত-কৌস্তুভ প্রভা—সূ ১।১।১, বেদান্তরত্নমঞ্জুষা পৃঃ ১৯ (কাশী সং), শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, পৃঃ ৬৮ (কাশী সং)।

[২১৪] এই সমস্ত সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২।৩।২৬ সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে বলিয়াছেন যে একবিন্দু চন্দন যেরূপ শরীরের একস্থানে অবস্থিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পুলকিত ও সুগন্ধযুক্ত করে, অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্রদীপ স্বীয় প্রভার দ্বারা বৃহৎ গৃহকেও ব্যাপ্ত ও আলোকিত করে, অথবা পুষ্পের গুণ গন্ধ যেমন পুষ্প হইতে দূরবর্ত্তী স্থানেও পরিব্যাপ্ত হইতে পারে, সেইরূপ জীব পরিমাণে অণু হইলেও এবং শরীরের হৃদয় প্রদেশে মাত্র অবস্থিত হইলেও স্বীয় জ্ঞানরূপ গুণের দ্বারা সমস্ত দেহেই ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতিরূপ ব্যাপার প্রকাশিত করেন। অর্থাৎ জীবাত্মা পরিমাণে 'অণু' হইলেও গুণে 'বিভু'। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যে ঐ একই প্রকার যুক্তির দ্বারা জীবের অণুত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শেষে তিনি "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" (সূ ২।৩।২৮) সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক ঐ সকল সূত্র পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। অর্থাৎ 'জীব অণু' ইহা পূর্ব্বপক্ষের মত, কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে। সিদ্ধান্ত এই যে 'জীব বিভু, অণু নহে'। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব বিভু ও সর্ব্বগত, অণু নহে।

জীবের বিভুত্ববাদ খণ্ডন।

কিন্তু জীবের এই বিভুত্ববাদ নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ বা রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সকলেই জীবের এই 'বিভুত্ববাদ' খণ্ডনই করিয়াছেন। জীবের বিভুত্ববাদ স্বীকার করিলে জীবের পরলোক গমনাগমন অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ জীব যদি সর্ব্বগতই হয় তবে জীব তো সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বস্থানেই রহিয়াছে, তাঁহার আর একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন, বা এক লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন হইবে কিরূপে? সুতরাং মৃত্যুর সময় তাহার দেহ হইতে উৎক্রান্তিও এই মতবাদানুসারে উপপন্ন হইবেনা।

অথচ শ্রুতিস্মৃতিতে জীবাত্মার দেহ হইতে উৎক্রান্তি ও পরলোক গমনাগমন প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [২১৫]

ব্রহ্মসূত্রেও "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" (সূ ২।৩।১৯) প্রভৃতি সূত্রে এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াই জীবের অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু "তদ্‌গুণসারত্বাৎ (ব্র, সূ ২।৩।২৮) ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" সূত্রে যে উৎক্রমণের কথা বলা হইয়াছে. তাহা জীবাত্মার উৎক্রমণ নহে, সেখানে বুদ্ধির উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে। অথচ শ্রুতি স্মৃতিতে কোথায়ও বুদ্ধির উৎক্রমণের কথা বলা হয় নাই, জীবাত্মার উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ 'সূত্রের ঠিক পরবর্ত্তী "স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" (সূ ২।৩।২০) সূত্রেও জীবাত্মারই যে উৎক্রমণ হয়, অন্য কাহারও নহে, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। আর বুদ্ধির উৎক্রমণ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন সেই নিজের উক্তির সমর্থনে তিনি একটি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সুতরাং 'বুদ্ধির উৎক্রমণ' শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্বকল্পিত মতবাদমাত্র, এই বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণই নাই। আর জীবের বিভুত্ববাদ কোন প্রকার যুক্তি দ্বারাও উপপন্ন হয়না। কারণ জীবের বিভুত্ববাদীর মতে সমুদয় পদার্থের সঙ্গে ও সমুদয় অন্তঃকরণ বা মনের সঙ্গেই বিভু ও সর্ব্বগত জীবের নিত্য সংযোগ থাকায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা বা অনুভূতিসমূহ জানিতে পারিবে, এবং সেই সমুদয় অনুভূতি নিজের বলিয়াই মনে করিবে, আর তাহা হইলে 'আমি',

---

[২১৫] *Vide* :—'তেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্না বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ'—বৃহঃ উঃ ৪।৪।

"তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্য অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে"—বৃহঃ উঃ ৪।৪।৬

……ইত্যাদি।

'তুমি', 'সে',—এইরূপে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানের পার্থক্য আর উপপন্ন হইবেনা। আর তাহাতে বিভুজীবের ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে।[২৯৬]

আবার, সর্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই বিভু ও সর্ব্বব্যাপী জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধ থাকায় কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃকরণ সুখী, বা কোন অন্তঃকরণ দুঃখী হওয়াতে জীবাত্মারও নিত্যই সুখত্ব-দুঃখিত্ব, অল্পদর্শিত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মার বদ্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে করিতে পারা যাইবেনা।

আর জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে ভেদ থাকার কথা "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ"—ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (ব্র, সূ, ২।১।২১) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে, জীবের বিভুত্ববাদে তাহাও উপপন্ন হইবেনা। সর্বজ্ঞত্ব ও বিভুত্ব এবং অসর্বজ্ঞত্ব ও অবিভুত্ব-ইহার দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ। কিন্তু জীব বিভুস্বভাব হইলে, কোন প্রকার ভেদবিবক্ষাই আর হইতে পারিবেনা। সুতরাং সূত্রকারোক্ত ভেদসম্বন্ধ অসিদ্ধ হইবে এবং বন্ধ ও মোক্ষের উপদেশও অনুপপন্ন ও ব্যর্থ হইবে, "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক গীতাবাক্যও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। অতএব জীব পরিমাণে বিভু হইতে পারেনা, জীব পরিমাণে অণু—ইহাই সিদ্ধান্ত।

জীব ব্রহ্মের অংশ

আর জীব যে ব্রহ্মের 'অংশ' বলিয়া শ্রুতিস্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহার দ্বারাও জীবের অণুত্ব ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ জীব ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ 'ভিন্নও' নহে, আবার ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ 'অভিন্নও' নহে,—কিন্তু জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ 'ভিন্নাভিন্ন'। ইহাই নিম্বার্কীয় মত। জীব যে ব্রহ্মের অংশ, ইহা ব্রহ্মসূত্রের 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ……(সূ ২।৩ ৪২) ইত্যাদি সূত্রে এবং "পাদোঽস্য বিশ্বা-

---

[২৯৬] *Vide* :—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—পৃঃ ১৬—১৭ (কাশী সং)

ভূতানি", 'অংশো হ্যেষ পরস্য", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", 'ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

আর জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধকে অংশাংশী বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বোক্ত 'অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে"—(সূ ২।৩।৪২) সূত্রে ব্রহ্মের সহিত জীবের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধই উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্যে বলা হইয়াছে :—

জীবও ব্রহ্মের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ-স্থাপন

"অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবিত্যাদি ভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"ত্যাত্মভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চাথর্বনিকাঃ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মকিতবা" ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।"—নিম্বার্কভাষ্য—(ব্র, সূঃ ২।৩।৪২)

এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে জীব পরমাত্মার অংশ। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ"—(ঈশ্বর 'জ্ঞ' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ অর্থাৎ অল্পজ্ঞ ; জীব ও ঈশ্বর উভয়ই অজ ও নিত্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি উভয়ই তুল্যবল। কোন শ্রুতিই উপেক্ষণীয় নহে। অতএব ইহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সিদ্ধ হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই সিদ্ধ হইল।

আর জীব যে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ইহাও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা :— 'জীবঃ

পরমাত্মনোঽংশঃ ; 'অংশো হ্যেষ পরস্য' ইতি শ্রুতেঃ। অংশো হি শক্তিরূপো গ্রাহ্যঃ, 'এষঃ পরস্য শক্তিঃ, "জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রঃ" ইতি শ্রুতেঃ— ইত্যাদি। বেদান্ত-কৌস্তুভ-সূঃ— ২।৩.৪২।

জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও জীবকে পরব্রহ্মের শক্তিই বলা হইয়াছে এবং সমস্ত চরাচর বিশ্বকেও পরব্রহ্ম বিষ্ণুর শক্তিই বলা হইয়াছে, যথা :—

"এতৎ সর্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্॥"

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।"··· ইত্যাদি।
—বিষ্ণুপুরাণ,—৬।৭।৬০—৬১

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"—গীতা ৭।৫

আর, জীব যে 'পরব্রহ্মের অংশ এই বিষয়ে পূর্বেই শ্রুতিস্মৃতি হইতে প্রমাণ বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ইহাই সিদ্ধ হইল।

সুতরাং জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলিয়াই ঘটপটাদির অংশের ন্যায় খণ্ডরূপ অংশ এখানে বিবক্ষিত নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল।

শ্রীনিবাসাচার্য্যও এই কথা তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা :— "খণ্ডরূপো ধনাদিবদংশো নেহ গৃহ্যতে"—(ব্র, সূঃ বেদান্তকৌস্তুভ ভাষ্য ২।৩।৪২)। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ থাকা বিষয়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন :— "চিদচিৎস্বাভাবিকভেদাভেদাশ্রয়ো ভগবান্ বাসুদেবঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ —(বেদান্তকৌস্তুভ—সূ ১।১।১);—"য আত্মানমন্তরো যময়তি", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্;" "আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণঃ

অংশ ও অংশীর মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ

"জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ;" "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ",——ইত্যাদি ভেদাভেদব্যপদেশঃ। "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি",—ইত্যাদ্যভেদ—ব্যপদেশঃ।" "উভয়বিধবাক্যানাং তুল্যবলত্বাৎ জীবপরমাত্মনোঃ স্বাভাবিকৌ ভেদাভেদৌ ভবত ইত্যর্থঃ।" —বেদান্তকৌস্তুভ ভাষ্য—সূঃ ২।২।৪২॥ শ্রীনিম্বার্কও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন—"সর্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়ঃ"—(ব্র, সূ, নিম্বার্কভাষ্য ১।১।৪); "ব্রহ্মভিন্নাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপেণ ভিন্ন এব" (ব্র, সূ· নিম্বার্কভাষ্য-২।১।২২); "অবিভাগেঽপি সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ"—(ঐ, সূঃ ২।১।১৩); "মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনাবিভাগেণ অনুভবতি"—(ঐ, সূঃ ৪।৪.৪); ইত্যাদি॥ —এই সকল সূত্রভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক সুস্পষ্টভাবেই জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে যুক্তির দ্বারাও বুঝা যায় যে অংশ ও অংশীর মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাহাকে ভেদাভেদই বলিতে হয়, এবং অংশ ও অংশীর মধ্যে এই ভেদাভেদ স্বাভাবিকই। অংশ সম্পূর্ণরূপে অংশীরই অন্তর্গত, অংশীকে অতিক্রম করিয়া অংশের স্থিতি থাকিতেই পারে না। অতএব অংশ অংশী হইতে অভিন্ন। আবার, অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান থাকে, অংশমাত্রেই অংশীর সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে। অতএব অংশী অংশ হইতে ভিন্নও বটে। অতএব অংশরূপ জীব ও জগতের মধ্যে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ তাহাকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়াই নির্দেশ করিতে হয়। সূর্য্য ও তাহার প্রভার ন্যায় অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদির ন্যায়, শক্তিমান্ ও তাহার শক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে এই অংশাংশী বা ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত। জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ। ব্রহ্ম এক অখণ্ড হইলেও জীব ও জগদ্‌রূপ

অনন্তশক্তির আধার। জীব ও জগদ্রূপ পৃথক্ পৃথক্ শক্তি ঐ অনন্তশক্তিমান্ ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহাদের পৃথক সত্তা না থাকায় অভিন্ন, আবার ঐ অংশরূপী পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জগৎ-মাত্রে অংশিরূপী ব্রহ্ম পর্য্যাপ্ত নহেন্, তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং জীব ও জগৎ হইতে ব্রহ্ম ভিন্নও বটেন। অতএব জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। ইহাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রবর্ত্তিত ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্তাভেদবাদ যুক্তিসহ নহে। কারণ অত্যন্তাভেদবাদিমতে পূর্ব্বোক্ত ভেদবিষয়ক শ্রুতিস্মৃতি সমুহের নির্বিষয়ত্বাপত্তি হইয়া বাধের প্রসঙ্গ হইবে। আবার অত্যন্তভেদবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহাতেও শ্রুত্যুক্ত অভেদ বাক্যসমুহের বাধ ও নির্বিষয়ত্বাপত্তি হইবে। পরন্তু শ্রুতিসমুহ তুল্যবল বলিয়া ভেদবিষয়ক ও অভেদ-বিষয়ক শ্রুতিসমুহের পরস্পর বাধ্যবাধক ভাবও বলা উচিত নহে। অতএব ভেদবিষয়ক ও অভেদবিষয়ক শ্রুতি উভয়েরই সমান প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাতে ভেদাভেদবাদই সুসমঞ্জস, যুক্তিসঙ্গত ও শ্রুতি-স্মৃতিসমর্থিত মতবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ নিম্বার্কীয় মতে ভেদবিষয়ক শ্রুতি পরতন্ত্রসত্তাবিষয়ক এবং অভেদবিষয়ক শ্রুতি স্বতন্ত্রসত্তাবিষয়ক। এইরূপেই উভয়বিধ বাক্যের নৈরাকাঙ্ক্ষ্য সিদ্ধ হয়।[২৯৭]

এই বিষয়ে পূর্ব্বে দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য (২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

---

[২৯৭] *Vide* :— "তত্র ভেদবাক্যানাং পরতন্ত্রসত্তাবিষয়কত্বেন স্বার্থাভি-ধায়িত্বং, তস্ত বহুত্বাৎ। স্বতন্ত্রসত্ত্ববিষয়িকা চাভেদবাক্যপ্রবৃত্তিঃ, তস্তৈকত্বাৎ তয়ৈব তেষাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যম্"।—বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, সূঃ ২।৩।৪২।

শঙ্করাচার্য্য ভেদাভেদ বাদ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিলেও তাঁহার ভাষ্যে বহুস্থানে তিনিই আবার স্পষ্টতঃই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন, যথা :— ব্রহ্মসূত্রের "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে"—(সূ, ২।৩।৪৩) সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য নানা কথার পর শেষে লিখিয়াছেন—··· "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ······ ইতি চৈবঞ্জাতীয়কো ভেদনির্দেশো নাসতি ভেদে যুজ্যতে।···অন্যথা চাপি ব্যপদেশো ভবত্যনানাত্বস্য প্রতিপাদকঃ।··· চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ।"···—শঙ্করভাষ্য ২।৩।৪৩।

শঙ্করাচার্য্যও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই জীবেশ্বরের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিয়া ভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন, এবং জীব যে ব্রহ্মের অংশ তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিতে গিয়া "অংশ ইবাংশঃ" বলিয়াছেন। কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব, সুতরাং তাঁহার মুখ্য অংশ সম্ভব হয়না ("ন হি নিরবয়বস্য মুখ্যোঽংশঃ সম্ভবতি") এইরূপ বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেখানে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে ঈশ্বর যখন নিরবয়ব তখন জীব ঈশ্বরই কেন হননা? অর্থাৎ জীবকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়াই কেন বলা হইবে না? ("কস্মাৎ পুনর্নিরবয়বত্বাৎ স এব ন ভবতি "?) এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেখানে উত্তর করিয়াছেন —না, তাহা বলা যাইতে পারেনা, (অর্থাৎ জীবকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে না) কারণ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ থাকা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন—"নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি। এইরূপে এখানে

শ্রীশঙ্করাচার্য্য "জীব যে পূর্ণ ব্রহ্ম নহে, কিন্তু ব্রহ্মের অংশ, এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে ভেদ আছেই তাহা স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইহার পরবর্তী "মন্ত্রবর্ণাচ্চ"—(সুঃ ২।৩।৪৪) এবং "অপি চ স্মর্য্যতে" (২।৩।৪৫), এই দুই সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'পাদোঽস্য সর্বভূতানি" এই শ্রুতিবাক্য এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই গীতোক্ত ভগবদ্‌বাক্যের দ্বারা "জীব যে ব্রহ্মের অংশ"—এই মতেরই দৃঢ়তা স্থাপন করিয়াছেন। (ঈশ্বরগীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ইতি। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ"।······শঙ্করভাষ্য ২।২।৪৫ ব্র, সূঃ)। আবার, ব্রহ্মসূত্রের "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (২।১।২২) সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতিপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া পরিশেষে "জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি"—এই বাক্যে ব্রহ্ম যে জীব হইতে অধিক (সুতরাং ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে যে ভেদ আছেই) ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা বলেন যে শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নাই, জীব পূর্ণ ব্রহ্মই, তাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্যের এই সমস্ত ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি।

শঙ্করাচার্য্যও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

আবার, উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ "(ব্র, সূ, ৩।২।২৭) সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিতেছেন—

"······ক্বচিজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যত্বেন, "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি গন্তৃগন্তব্যত্বেন, "যঃ সর্বানি ভূতান্যন্তরো যময়তি" ইতি নিয়ন্তৃনিয়ন্তব্যত্বেন চ।"······

"ক্বচিত্তু তয়োরেবাভেদো ব্যপদিশ্যতে—"তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি"······ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ

এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ। তত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথাহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদিনী চ ভেদঃ, এবমিহাপীতি।"—

এখানেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য সুস্পষ্টভাবেই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন।

আবার, ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।১৭ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"নিত্যত্বং হ্যস্য শ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে তথাজত্বমবিকারিত্বমবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবাত্মনাবস্থানং ব্রহ্মাত্মতাচেতি।"—

—এখানেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই বলিলেন যে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই জীবরূপে ও ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। আবার, ২।৩।৪৫ সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীশঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অংশাংশিভাবই (সুতরাং ভেদাভেদ সম্বন্ধই) যে সিদ্ধ তাহা "শাস্ত্রাত্তু অংশাংশিত্বমীশিত্রীশিতব্যভাবশ্চ নিশ্চীয়তে" এই বাক্যে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুতরাং শঙ্করাচার্য্যও যে ভেদের সত্যতা ও ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন তাহা উল্লিখিত ভাষ্য আলোচনা করিলেই নিঃসন্দিগ্ধভাবেই সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবাদিগণ এখানে বলিতে পারেন যে শঙ্করাচার্য্য যে জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন সেই ভেদ পারমার্থিক সত্য নহে, কিন্তু ব্যবহারিক। সুতরাং ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি ব্যবহারিক ভেদ প্রতিপাদন করিয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারিবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে অদ্বৈতবাদিমতে ব্যবহারিক ভেদমাত্রই ব্রহ্মজ্ঞান বাধ্য বলিয়া সেই বাধ্য ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতিও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। কারণ অবাধিত অর্থবিষয়ক প্রতীতির জনককেই প্রমাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতির অপ্রামাণ্য অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেননা। আবার, এই ভেদকে অদ্বৈতবাদিগণ কল্পিতও

ভেদের ব্যবহারিকত্ব-খণ্ডন ও পারমার্থিকত্ব স্থাপন।

বলিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলেও কল্পিত বস্তু মিথ্যা বলিয়া কল্পিত ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতিও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে।[২৯৮]

অদ্বৈতবাদিগণ আরও বলিয়া থাকেন যে ভেদপ্রতিপাদক-শ্রুতি যথার্থ ভেদের প্রতিপাদক নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদেরই অনুবাদপর মাত্র। কিন্তু তাহাদের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত হয় না। কারণ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান-মাত্র গ্রাহী হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-দ্বারা ত্রৈকালিক ভেদ গৃহীত হইতে পারে না। অথচ ত্রৈকালিক ভেদের প্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতিও রহিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায় "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্‌।"—(গীতা ২।১২) ইত্যাদি বাক্যে "অহং," "ত্বং," "ইমে জনাধিপাঃ" ইত্যাদি পদদ্বারা আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ভেদ ব্যতীত 'বহুত্ব' সম্ভব হয় না বলিয়া এই বহুত্বের দ্বারা ভেদও প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার, এই বাক্যেই 'আসম্‌, ভবিষ্যামঃ, ইত্যাদি পদদ্বারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত সেই 'বহুত্ব' ও 'ভেদের' সম্বন্ধও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং এই গীতাবাক্যে উক্ত 'ভেদ' ত্রৈকালিক ভেদ, এবং এই ত্রৈকালিক ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে।[২৯৯]

আবার, জীবের মোক্ষাবস্থায়ও ভেদের অস্তিত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা :—ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে মোক্ষাবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে "স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জীবের আত্মস্বরূপের আবির্ভাব বা প্রাপ্তির কথা বলিয়া "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমানঃ"—ইত্যাদি বাক্যে সেই মুক্ত জীবাত্মার ভোগের কথা উক্ত হইয়াছে।

আবার সেই উপনিষদেরই সপ্তম অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়িনী

---

[২৯৮] গিরিবজ্র (বৃন্দাবন সং) পৃঃ—২৭৫,

[২৯৯] গিরিবজ্র—পৃঃ—২৭৪

মোক্ষাবস্থাতেও ভেদ বর্ত্তমান থাকে ইহা স্থাপন

ভূমাবিদ্যার ফল বর্ণনা প্রসঙ্গেও শ্রুতি "স সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি", "পঞ্চধা সপ্তধা ভবতি", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভেদই বলিয়াছেন। আবার, তৈত্তিরীয় উপনিষদেও "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্ববিধ কামের প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে সুতরাং এখানেও ভেদের অস্তিত্বই প্রতিপাদিত হইল। আবার, অদ্বৈতবাদিগণের মতেও ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ", "সঙ্কল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ," "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" ইত্যাদি সূত্রে শুদ্ধব্রহ্ম বিদ্যারই ফল বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল সূত্রে এই মোক্ষাবস্থায়ও মুক্ত জীবের ভোগাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ভেদ পারমার্থিকই হইবে।[৩০০]

অতএব মুক্তিদশাতেও ভেদ বিদ্যমানই থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইল। সুতরাং ভেদ যে কালত্রয়েই সর্ব্বাবস্থায়ই বিদ্যমান—ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু মুক্তিদশায় বিদ্যমান ভেদ সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এবং অতীত ও ভবিষ্যৎকালীন ভেদও প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। প্রত্যক্ষদ্বারা ত্রৈকালিক ভেদ গৃহীত হইতে পারেনা, কিন্তু বর্ত্তমানকালীয় ভেদমাত্রই গৃহীত হইয়া থাকে।

অতএব "ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের অনুবাদপর" —এইরূপ কথা, যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা কোন প্রকারেই সঙ্গত হয়না। এতদ্ব্যতীত, অদ্বৈতবাদিগণের মতে ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের অনুবাদিনী শ্রুতি

---

[৩০০] গিরিব্রজ, পৃঃ ২৭৫-৭৬ (বৃন্দাবন সংস্করণ)

হইলেও, ভেদের অসিদ্ধি হইবার কোন কারণ নাই। কারণ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই ভেদ সিদ্ধ হইবে। শ্রুতিই বরং প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধভেদের অনুবাদিনী হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? শ্রুতি অনুবাদিনী হইলেও ভেদের সিদ্ধি প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারাই হইবে। আর, অদ্বৈতবাদিগণ যদি ভেদ-গ্রাহী প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যই স্বীকার না করেন, তবে ভেদ আর প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায় ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির অননুবাদকত্বই সিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে ভেদ শ্রুতি-প্রমিতই হইয়া পড়িবে। অতএব কোন প্রকারেই অদ্বৈতবাদিগণের উক্ত মত যুক্তিসহ হয় না।[৩০১]

আবার, মুক্তিদশাতেও ভেদ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ভেদ পারমার্থিক সত্যই হইবে, কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্য নহে। অতএব "ব্যবহারিক ভেদকে আশ্রয় করিয়াই ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি উক্ত হইয়াছে"—এইরূপ কথাও, যাহা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন তাহাও উপপন্ন হয়না।

সুতরাং স্বাভাবিক ভেদাভেদই নিম্বার্কসম্মত সিদ্ধান্ত ইহাই সিদ্ধ হইল। আর এইরূপ স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই যে শ্রুতিস্মৃতিতে এবং ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভেদাভেদবাদের শ্রৌতত্ব স্থাপনের দৃঢ়তার জন্য এই বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করা যাইতেছে:—

স্বাভাবিক ভেদা-ভেদবাদের শ্রৌতত্ব স্থাপন

ব্রহ্মসূত্রের "উভয়ব্যপদেশাত্ত্ব অহিকুণ্ডলবৎ" (ব্র, সূ ৩।২।২৭) সূত্র দ্বারা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক অচেতনবর্গের ভেদাভেদ-ব্যপদেশ শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া বলা হইয়াছে। ভেদ ও অভেদ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া একই বস্তুতে উভয়ের অবস্থিতি কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে?—সূত্রকার এইরূপ আপত্তির সমাধান উক্ত "উভয়-

---

[৩০১] গিরিবজ্র পৃঃ ২৭৪ (বৃঃ সং)

ব্যপদেশাৎ…” ইত্যাদি সূত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্রকার বলিয়াছেন—অহিকুণ্ডলের মত ভেদ ও অভেদ অবিরুদ্ধ। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট বলিয়াছেন—অহিত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে অহিকুণ্ডলের ভেদ, এবং সর্পাদ্যাত্মকরূপে কুণ্ডলের অভেদ। সুতরাং কুণ্ডলাবস্থাপন্ন সর্পে কুণ্ডলরূপ ব্যক্ত বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। সুতরাং সর্পের সহিত তাহার কুণ্ডলের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ভেদ স্বাভাবিক। আর সর্পাত্মকত্ব, সর্পাধেয়ত্ব, সর্পব্যাপ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা সর্পের সহিত 'অপৃথক্-সিদ্ধ' কুণ্ডলের অভেদও স্বাভাবিক। সুতরাং 'অহি' ও তাহার কুণ্ডলের স্বাভাবিক ভেদাভেদই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ব্রহ্ম ও জড়বর্গের মধ্যেও স্বাভাবিক ভেদাভেদই রহিয়াছে। ব্রহ্ম জগতের কারণ। জড়জগৎ সেই কারণাধীন পরতন্ত্রসত্ত্বরূপে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট কারণ হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, আবার তাহাই কারণাত্মকত্ব, কারণাধেয়ত্ব, কারণায়ত্তসত্তাকত্বাদি ধর্মরূপে কারণ হইতে অপৃথক্-সিদ্ধ বলিয়া কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও বটে। অতএব জগৎ ও ব্রহ্মের সহিতও স্বাভাবিক ভেদাভেদসম্বন্ধই সিদ্ধ হয়।[৩০২]

এই কথাই শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন—“মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি, ভেদাভেদব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ।” (-ব্র, সূ,—নিম্বার্কভাষ্য ৩৷২৷২৭,) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্যও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ থাকা বিষয়ক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথাঃ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”,…“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্,” “যস্য পৃথিবী শরীরং”, “যং পৃথিবী ন বেদ,”……ইত্যাদি ভেদব্যপদেশাৎ,—“সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”, “এতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”—ইত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ” ইত্যাদি।

---

[৩০২] বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা—সূঃ ৩৷২৷২৭।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্র, সূ, ২।১।১৪) সূত্রেও এই জগদ্‌রূপ কার্য্যবস্তু যে ব্রহ্মরূপ কারণবস্তু হইতে অভিন্ন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, কারণস্থানীয় ব্রহ্ম যে কার্য্যস্থানীয় জগতের অতীত, সুতরাং ভিন্ন, তাহাও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র, সূ, ১।১।২) সূত্রে এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "স ইদং সর্বমসৃজত", ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হওয়ায়ও ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নত্ব বা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, এবং নিমিত্ত কারণ হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদও অর্থাৎ ব্রহ্মের জগদতিরিক্তত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতেরও ভেদাভেদসম্বন্ধই স্থাপিত হয়। আর, জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধই বর্ত্তমান থাকায় জগৎও ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় "বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ" এই বাক্যের দ্বারা এবং "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্র দ্বারাও জগতের ব্রহ্মাংশত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে।

আবার, চেতন জীববর্গেরও ব্রহ্মাভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্রহ্ম-সূত্রকার বলিয়াছেন—"প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ" (সূঃ ৩।২।২৮)। এই সূত্রে ব্রহ্মের সহিত জীবেরও যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যাদির প্রকাশ "প্রভারূপ" স্বাশ্রয় সূর্য্যাদি হইতে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে, প্রভার সহিত সূর্য্যের স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিয়া ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ আবার সূর্য্যাধেয়ত্ব, সূর্য্যাত্মকত্বরূপ হেতুদ্বারা সূর্য্যের সহিত প্রভার "অবিনাভাব" সিদ্ধ হয় বলিয়া সূর্য্যের সহিত প্রভার অভেদও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য প্রভার সহিত সূর্য্যের অভেদও স্বাভাবিক। সূর্য্যের সহিত প্রভার যেমন স্বাভাবিক ভেদাভেদ, এইরূপ ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মা জীব সমূহেরও স্বাভাবিক ভেদাভেদ

রহিয়াছে। জীব ব্রহ্মের আত্মীয়স্বরূপ, এবং পরতন্ত্রসত্তাযুক্ত, 'অণু'পরিমাণ, ও অল্পজ্ঞত্বাদি হেতুদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভেদ রহিয়াছে। আবার ব্রহ্মাত্মকত্ব, ব্রহ্মাধেয়ত্ব, ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব প্রভৃতি হেতুদ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের অবিনাভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভেদও সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভেদাভেদই সিদ্ধ হয়। ইহাই এই সূত্রের ফলিতার্থ।[৩০৩]

শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ই উক্ত হইয়াছে। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—এই শ্রুতিতে ধ্যাতৃধ্যেয়ভাবে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং", "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্" এই দুই শ্রুতিতে প্রাপ্তৃ-প্রাপ্য ভাবে উক্তরূপ ভেদের ব্যপদেশ করা হইয়াছে। "য আত্মানমন্তরো যময়তি" এই শ্রুতিতে নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যভাবে ভেদের নির্দেশ করা হইয়াছে। আর মোক্ষাবস্থাতেও যে জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ থাকে তাহা পূর্বে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। (৩৭৩-৩৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আবার, 'তত্ত্বমসি', "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহমস্মি", "অয়মাত্মা-ব্রহ্ম", 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্', ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বাভাবিক অভেদেরও ব্যপদেশ করা হইয়াছে। অতএব শ্রুতির উভয়বিধ ব্যপদেশ অনুসারে জীবব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদই সিদ্ধ হয়। "একঃ সন্ বহুধা বিচচার", "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ", "ত্বমেকোঽসি বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ", ইত্যাদি শ্রুতি এবং "একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকতা"—(মনু), "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্"—(গীতা) ইত্যাদি স্মৃতিও ভেদাভেদই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব ভেদাভেদবাদের শ্রৌতত্ব ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ভেদাভেদবাদ-ব্যাখ্যাবসরে পূর্বেও বহু শ্রুতি-সূত্রাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে বাহুল্য

---

[৩০৩] বে, কৌঃ প্র,-সূঃ-৩।২।২৮ ; Also—নিম্বার্কভাষ্য-৩।২।২৮, দ্রষ্টব্য।

বোধে আরও অধিক শ্রুতিস্মৃতি উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি ও তাহার নিরসন

এই ভেদাভেদবাদে আপত্তি হইতে পারে যে জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই সিদ্ধান্তী ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ হইলে ব্রহ্ম 'সাংশ' হইবেন। তাহাতে ব্রহ্মের ঘটাদির ন্যায় অবয়বারব্ধত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষের প্রসঙ্গ হইবে। আর "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের নিরংশত্বেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম 'সাংশ' হইতে পারেন না, এবং জীবজগৎও ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য যে, নিম্বার্ক-সিদ্ধান্তে জীব-জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলিয়াই স্বীকৃত, ঘটপটাদির পরিচ্ছিন্নখণ্ডাংশের ন্যায় জীবজগৎ ব্রহ্মের খণ্ডিত অংশ নহে। জীবজগৎ যে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ এই বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণও রহিয়াছে, যথা :—"এষঃ পরস্যশক্তিঃ, জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রঃ", "এতৎ সর্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্॥" "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে"।—(বিঃ পুঃ—৬।৭।৬০-৬১।) ইত্যাদি। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পুর্বেই করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য, (৩৬৬—৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং জীবজগৎ ঘটপটাদির অংশের ন্যায় ব্রহ্মের খণ্ডিত অংশ নহে বলিয়া পূর্বপক্ষীর আপত্তিরও নিরসন হইল। কারণ জীবজগৎ ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি শক্তিমানেরই অঙ্গীভূত অংশ বলিয়াই বোদ্ধব্য। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয়ই রহিয়াছে। অথচ এই শক্তিরূপ অংশদ্বারা শক্তিমান্ খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হননা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যের কিরণ বা প্রভার দ্বারা সূর্য্য খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হননা, অথচ সূর্য্যের প্রভা বা কিরণ সূর্য্যেরই অঙ্গীভূত অংশ মাত্র, এবং উভয়ের মধ্যে

ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই সমস্ত কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা "ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া একই স্থানে থাকিতে পারেনা" এইরূপ যে আপত্তি অদ্বৈতবাদিগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহারও নিরসন হইল বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ংই "উভয়-ব্যপদেশাত্বহিকুণ্ডলবৎ" (ব্র, সূ, ৩।২।২৭) সূত্রে এই আপত্তির নিরসন করিরাছেন। ইহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে জীব স্বভাবতঃই নিত্যই ব্রহ্মের অভিন্ন অংশ বলিয়া জীবগত সুখ-দুঃখাদি ও দোষাদি সমস্ত ব্রহ্মেরও হইবে। কারণ দেবমনুষ্যপশ্বাদি সমুদয় জীবের সহিতই ব্রহ্মের স্বাভাবিক অভেদ আছে। যেমন এক মৃৎপিণ্ড হইতে আরব্ধ ঘটশরাবাদির জলাহরণাদি সমস্ত কার্য্য ঘটশরাবাদির সহিত অভিন্ন মৃৎপিণ্ডেরই হইয়া থাকে, এইরূপ জীবগত সুখদুঃখাদি ঈশ্বরেরও হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে জীব পরমাত্মার স্বাভাবিক অভিন্ন অংশ হইলেও পরমাত্মা জীবকৃত কর্মফল, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির ভোক্তা নহেন। কারণ সিদ্ধান্তে জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপভেদও স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া ঐরূপ প্রদর্শিত দোষের অবকাশ নাই। যদি জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ কেবল অভেদবাদ অঙ্গীকৃত হইত, তবেই প্রদর্শিত দোষের আপত্তি হইতে পারিত। কিন্তু নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের সহিত জীবের স্বরূপতঃ কেবল অভেদবাদ স্বীকার করা হয় না। আর, যেরূপ সূর্য্যাদি প্রকাশক বস্তুর অংশভূত কিরণ বা প্রভাই মেঘ প্রভৃতির দ্বারা উপরুদ্ধ হয়, এবং মলমূত্রাদি অশুদ্ধবস্তুর দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়, কিন্তু অংশী সূর্য্য সেইরূপ হয় না, অথবা যেরূপ অগ্নির দাহকত্বরূপ শক্ত্যংশই মণিমন্ত্রাদির দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, অগ্নি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের অংশভূত জীবেরই অনাদি কর্মাত্মিকা অবিদ্যার সহিত যোগবশতঃই সুখদুঃখাদির অনুভব হয়, কিন্তু পরমেশ্বরের হয় না। এই কথাই ব্রহ্মসূত্রের "প্রকাশাদিবৎ তু-

নৈবং পরঃ" (ব্র, সূঃ ২।৩।৪৫) সূত্রে উক্ত হইয়াছে।[৩০৪] এই বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতিও দৃষ্ট হয়, যথা :—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"। "তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।" "ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।। কর্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে॥"

ব্রহ্মসূত্রের "স্মরন্তি চ" (সূ ২ ৩ ৪৬) সূত্রেও এই কথা বলা হইয়াছে।[৩০৫]

সুতরাং স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত আপত্তিগুলি নিরস্ত হইল।

শ্রীনিম্বার্কসম্মত জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ উপরে ব্যাখ্যাত হইল। এই ভেদাভেদবাদকে আশ্রয় করিয়াই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ করিয়াছেন। নিম্বার্কীয়গণ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই, বরং তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন। এই স্থলে সেই বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে :—

অদ্বৈতবাদি সম্মত 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ব্যাখ্যার খণ্ডন।

অদ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে "তত্ত্বমসি" বাক্যের 'তৎ' পদ শক্তির দ্বারা সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যকে বুঝায়, এবং 'ত্বং' পদ শক্তির দ্বারা অসর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট জীবচৈতন্যকে বুঝায়। কিন্তু সর্বজ্ঞত্বাদিধর্ম ও অসর্বজ্ঞত্বাদিধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া সেই সেই ধর্মযুক্ত ধর্মিদ্বয়ের ঐক্য সম্ভবপর হয় না। অতএব তাঁহাদের ঐক্যবোধনের জন্য তাঁহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মগুলি অর্থাৎ তাঁহাদের বিশেষণাংশগুলি বর্জন করিয়া কেবলমাত্র

---

[৩০৪] *Vide* :— ব্র. সূ. ২।৩।৪৫,—নিম্বার্কভাষ্য, শ্রীনিবাসভাষ্য ও বেদান্তকৌস্তভপ্রভা-বৃত্তি।

[৩০৫] এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বিশেষ্যাংশ শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণ "ভাগত্যাগ-লক্ষণাকে" আশ্রয় করিয়া থাকেন। 'ভাগলক্ষণার' সহায়তায় তাহারা "তৎ" পদবাচ্য ধর্মী সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের বিশেষণাংশ সর্বজ্ঞত্বাদিধর্মকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র শুদ্ধচৈতন্যকেই বুঝাইয়া থাকেন। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্যই 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ। এইরূপে 'ত্বং' পদবাচ্য ধর্মী অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্মকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র চৈতন্যকেই বুঝান হয়। সুতরাং এখানে কেবলমাত্র শুদ্ধচৈতন্যই 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ হইল। অতঃপর তাঁহারা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা সেই শুদ্ধ চৈতন্যদ্বয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ ভাগত্যাগলক্ষণার সহায়তায় "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই। অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ প্রক্রিয়া যে যুক্তিসহ নহে, তাহা নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ বিস্তৃতভাবে যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করা হইল :—

অদ্বৈতবাদিগণ যে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, গুণ-ক্রিয়াদিধর্মযুক্ত বস্তুই শব্দের বাচ্য ও লক্ষ্য হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিসম্মত ব্রহ্ম নির্গুণ-নির্বিশেষ, নির্ধর্মক, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপমাত্র। সুতরাং তাহা শব্দের বাচ্য বা লক্ষ্য, কিছুই হইতে পারিবেনা, অন্যথা ব্রহ্মের সবিশেষত্বাপত্তি হইয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে। অদ্বৈতবাদিসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য, সুতরাং তাহাতে লক্ষণার প্রয়োগ হইতেই পারে না। অতএব 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যবোধের জন্য ভাগলক্ষণা স্বীকার করা সর্বথা অসঙ্গত।

ভাগলক্ষণা স্বীকারের অসঙ্গতি বিষয়ে অন্য একটি যুক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে ভাগলক্ষণায় মুখ্যার্থের 'অবিনাভূত' বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়। যাহা না থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না তাহাই "অবিনাভুত" বস্তু। যেমন "গঙ্গাতীর' হইতেছে 'গঙ্গার' অবিনাভূত বস্তু, কেননা গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীর থাকিতে পারে না। গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকিলে গঙ্গা হইতে শতক্রোশ দূরে অবস্থিত কোন স্থানকে গ্রহণ করা যায় না, কেননা শতক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান গঙ্গা না থাকিলেও থাকিতে পারে, সুতরাং তাহা গঙ্গার 'অবিনাভূত' বস্তু নহে। কিন্তু ভাগলক্ষণায় 'তৎ' পদের মুখ্যার্থ হইতেছে সর্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত সবিশেষ ব্রহ্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কিন্তু ভাগলক্ষণায় 'তৎ' শব্দের মুখ্যার্থের "অবিনাভুত" বস্তুরূপে "শুদ্ধচৈতন্য" গ্রহণ করিয়াছেন। 'শুদ্ধচৈতন্য বলিতে অদ্বৈতবাদীর মতে নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝায়। অর্থাৎ শঙ্করের মতে "তৎ" শব্দের মুখ্যার্থ সগুণ-সবিশেষ ব্রহ্মের "অবিনাভূত" বস্তু হইয়া পড়িল 'নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অর্থাৎ 'সগুণ' ব্রহ্ম না থাকিলে 'নির্গুণ' ব্রহ্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা এক অদ্ভুত কল্পনা। শ্রীশঙ্করের মতে 'নির্গুণ' ব্রহ্মই সগুণ হয়েন, সুতরাং 'সগুণ' ব্রহ্মই 'নির্গুণ" ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন। কিন্তু "নির্গুণ' ব্রহ্ম যদি 'সগুণ ব্রহ্মের' অবিনাভূত বস্তু হয়, তাহা হইলে 'নির্গুণ' ব্রহ্ম যে সগুণ ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা নির্গুণবাদী শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করেন না। 'নির্গুণ' ব্রহ্ম যদি কাহারও অপেক্ষাই রাখেন তাহা হইলে তাহাকে 'নির্গুণ' বা সর্বতোভাবে 'নির্বিশেষ' বলা যায় না এবং ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গই হয়।[৩০৬]

আর 'তত্ত্বমস্যাদি' 'মহাবাক্য লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্যরূপ ধর্মীর

---

[৩০৬] *Vide* :—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, প্রথম খণ্ড পৃঃ—ভূঃ ৯২,—শ্রীরাধা-গোবিন্দনাথ।

বোধক হইয়া থাকে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন তাহা নিম্ন-লিখিত কারণেও সঙ্গত হয় না, যথাঃ—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ'পদ বা 'ত্বং' পদও লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্যরূপ ধর্ম্মীরই বোধক হইয়া থাকে। এইরূপে "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদি অবান্তরবাক্যও লক্ষণাদ্বারা কেবল চৈতন্যমাত্র ধর্ম্মীরই বোধক হইয়া থাকে, এবং প্রত্যক্ষদ্বারাও চৈতন্যমাত্রধর্ম্মী সিদ্ধ আছে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে মহাবাক্যের উপদেশ ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। কারণ যাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অথবা যাহা বাক্যের ঘটক যে কোনও একটি পদদ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার বোধের জন্য মহাবাক্যরূপ উপদেশ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়াই পড়ে।[৩০৭] আর অদ্বৈতবেদান্তিগণ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যকে 'অখণ্ডার্থক' বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে যে বাক্য অসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হয় তাহাকে অখণ্ডার্থক বাক্য বলে। অখণ্ডার্থের লক্ষণ এই "অপর্য্যায়শব্দানাং পদবৃত্তিস্মারিতাতিরিক্ত-সংসর্গাগোচরপ্রমাজনকত্বম্", অথবা "অপর্য্যায়শব্দানাম্ একপ্রাতি-পদিকার্থমাত্রপর্য্যবসায়িত্বম্"। এই কথাই চিৎসুখাচার্য্য কারিকামুখে বলিয়াছেন—

অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত অখণ্ডার্থত্বের খণ্ডন

"সংসর্গাসঙ্গি সম্যগ্ধীহেতুতা যা গিরামিয়ম্।
উক্তাখণ্ডার্থতা, যদ্বা তৎপ্রাতিপদিকার্থতা।"—

তত্ত্বপ্রদীপিকা—চিৎসুখাচার্য্যকৃত। এই অখণ্ডার্থের লক্ষণের বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই এই গ্রন্থের ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিসম্মত এই অখণ্ডার্থত্বকে স্বীকার করেন নাই, বরং তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তী যে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যকেও অখণ্ডার্থক বলিয়া থাকেন,

---

[৩০৭] পরপক্ষগিরিবজ্র (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ২৬৪—"ধর্ম্মিমাত্রস্যাবান্তরেণ পদেন প্রত্যক্ষেন চ সিদ্ধত্বাৎ উপদেশবৈয়র্থ্যাৎ"।

তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের মতে সমস্ত বাক্যই সখণ্ডার্থক ও সমস্ত জ্ঞানই সবিকল্পক। অখণ্ডার্থ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, বা নির্বিকল্পক জ্ঞান নিম্বার্কীয়গণ স্বীকার করেন না। কারণ, বাক্যমাত্রই পদার্থের সংসর্গের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিবিশিষ্ট পদসমুদায়কেই বাক্য বলে। যাহাতে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি নাই, তাহা বাক্য হইতেই পারে না। যাহা সংসৃষ্টার্থের প্রতিপাদক নহে, তাদৃশ পদসমুদায়ে আকাঙ্ক্ষাদিও থাকিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত পদসমুদায়রূপ বাক্য সর্বত্রই সংসৃষ্ট পদার্থের বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যও সখণ্ডার্থকই হইবে, অখণ্ডার্থক হইতে পারে না।[৩০৮] আর "বেদান্তবাক্যজন্যপ্রমা সপ্রকারিকা, বিচারজন্যজ্ঞানত্বাৎ সংশয়াদিনিবর্ত্তকত্বাচ্চ, কর্মকাণ্ডজন্যজ্ঞানবৎ"—এইরূপ অনুমানদ্বারাও বেদান্তবাক্যের সখণ্ডার্থকত্বই সিদ্ধ হয়।[৩০৯]

আর "প্রাতিপদিকার্থমাত্রপর্য্যবসায়ী বাক্যই অখণ্ডার্থক" এইরূপ বলিলেও ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের অখণ্ডার্থত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ 'ব্রহ্ম' পদ যৌগিক বলিয়া 'ব্রহ্ম' প্রাতিপদিকের অর্থও 'সখণ্ড', কিন্তু 'অখণ্ড' নহে। বৃদ্ধ্যর্থক 'বৃহ্' বা 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্মপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব প্রকৃত্যর্থবিশিষ্টপ্রত্যয়ার্থই ব্রহ্মপদের অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' প্রাতিপদিকের অর্থ। অতএব এই প্রাতিপদিকার্থও 'বিশিষ্ট' রূপ বলিয়া প্রাতিপদিকার্থ-মাত্রপর্য্যবসায়ী বাক্যও এখানে সখণ্ডার্থকই হইবে। শ্রুতিও ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি বৃহৎগুণের কথাই বলিয়া তাহার 'ব্রহ্ম' নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন, যথা ঃ—"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহন্তোহস্মিন্

---

[৩০৮] ঐক্যাদিবাক্যং যদি সংসৃষ্টার্থকং ন স্যাৎ তর্হি বাক্যমেব ন স্যাৎ আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধিমত্ত্বাভাবাৎ"—গিরিবজ্র পৃঃ ২৬১।

[৩০৯] গিরিবজ্র, পৃঃ ২৫৬—, (বৃন্দাবন সং)

গুণাঃ ॥" অতএব 'ব্রহ্ম' প্রাতিপদিকলভ্য অর্থ বিশিষ্টরূপ, সুতরাং 'সখণ্ড', 'অখণ্ড' নহে।[৩১০]

আর অখণ্ডার্থক বাক্যের লৌকিক উদাহরণস্বরূপে অদ্বৈত-বেদান্তিগণ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই প্রত্যভিজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই প্রত্যভিজ্ঞা-প্রতীতিতে তৎকালাবচ্ছিন্নত্ব ও এতৎকালাবচ্ছিন্নত্ব দেবদত্তের বিশেষণই হইয়াছে, কালাবচ্ছিন্নত্বরূপ বিশেষণ বর্জিতরূপে দেবদত্তের বোধই হয় না। কারণ জগতে এমন কোন প্রত্যয় বা জ্ঞান নাই যাহাতে কাল ভাসমান না থাকে।—"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে"। সুতরাং "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি বাক্যজন্য প্রতীতি বিশেষণবিশিষ্টবিষয়ক হইয়াছে বলিয়া অখণ্ডার্থক হইতে পারে না।

আর বাক্যের অখণ্ডার্থকত্বের অনুমানে "সোঽয়ম্" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিতই হইতে পারে না। কারণ প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষরূপ। সুতরাং তাহা অখণ্ডার্থবিষয়ক হইতেই পারে না। কারণ বাক্য লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থক হইলেও প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডার্থক হইতে পারে না। কারণ লক্ষণা শব্দের বৃত্তি। প্রত্যক্ষে লক্ষণা সম্ভাবিতই নহে।

আর "সোঽয়ম্" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রতীতি 'তত্ত্বা' ও 'ইদন্তা'র উল্লেখী হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত প্রতীতি "সপ্রকারক" প্রতীতি। "নিষ্প্রকারক" প্রতীতিই অখণ্ডার্থবিষয়িনী হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞার "নিষ্প্রকারকত্ব" অনুভব বিরুদ্ধ। কারণ প্রত্যভিজ্ঞা-প্রতীতিতে যদি 'তত্ত্বা' ও 'ইদন্তার' উল্লেখ না থাকে তবে 'অভিজ্ঞা' হইতে 'প্রত্যভিজ্ঞার' বৈলক্ষণ্যই উপপন্ন হইবে না।[৩১১]

---

[৩১০] গিরিবজ্র পৃঃ ২৫৯ (বৃন্দাবন সং)

[৩১১] গিরিবজ্র পৃঃ ২৬৫-৬৬ (বৃন্দাবন সং)

অতএব কোন প্রকারেই অখণ্ডার্থের বা অখণ্ডার্থক বাক্যের উপপত্তি হয়না। অতএব 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অখণ্ডার্থকত্বও ইহার দ্বারা নিরাকৃত হইল।

এইরূপেই শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীমাধবমুকুন্দ তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থে অদ্বৈতবাদিসম্মত অখণ্ডার্থের নিরসন করিয়াছেন। এখানে উপরে অতি সংক্ষেপে তাহার খণ্ডনরীতির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ তাঁহাদের স্বীয়সিদ্ধান্তানুসারে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে ঃ—

নিম্বার্ক মতে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ব্যাখ্যা।

নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ দ্বিবিধ সত্তা স্বীকার করেন (১) স্বতন্ত্রসত্তা (২) পরতন্ত্র সত্তা। স্বতন্ত্রসত্তা একমাত্র পরমেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই আছে, আর জীবজগতের সত্তা পরতন্ত্রসত্তা—অর্থাৎ জীবজগৎ সমুদয় সর্বাবস্থায় সর্ববিষয়ে পরমেশ্বরের অধীন,—'পরমেশ্বরাধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিকঃ'। এই সমস্ত পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় ২২২ পৃঃ ও দ্বিতীর খণ্ড চতুর্থ অধ্যায় ৩৪৮ পৃঃ ও ৩৫৯—৩৬১······পৃঃ দ্রষ্টব্য) আর নিম্বার্কমতে ব্রহ্ম 'ভিন্নাভিন্নস্বরূপ' অর্থাৎ জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের 'স্বাভাবিক ভেদাভেদ' সম্বন্ধ। ইহাও পূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়······৩৬৭—৩৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) অতএব নিম্বার্কমতে এই ভেদাভেদ সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি ও অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতিসমূহ তুল্যবল বলিয়া কোন শ্রুতিই অপ্রমাণ নহে। সুতরাং নিম্বার্কমতে পরব্রহ্মের সর্বাত্মত্ব ও স্বতন্ত্রসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ পরব্রহ্মের স্বতন্ত্র-সত্তা, একত্ব, ও সর্বাত্মত্বের প্রতিপাদন দ্বারাই

নিরাকাঙ্ক্ষ হয়। আর ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ জীবজগতের পরতন্ত্রসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং জীবজগতের পরতন্ত্রসত্তার প্রতিপাদন দ্বারাই নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে। আর, "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি," "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি"…ইত্যাদি ভেদনিষেধপ্রতিপাদক বাক্য-সমূহও চেতনাচেতনবস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ জীব ও প্রকৃতিনিষ্ঠ স্বতন্ত্রসত্ত্বের নিষেধ অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। জীব ও জগতের স্বতন্ত্রসত্তা নাই, বা স্বতন্ত্রসত্তাক ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই,—ইহাই ভেদনিষেধ-প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ "নেতি নেতি" ইত্যাদি সামান্যতঃ নিষেধপ্রতিপাদক বাক্যসমূহও ব্রহ্মের সর্বজগৎ-প্রপঞ্চ হইতে বৈলক্ষণ্যই জ্ঞাপন করিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, কিন্তু উহার দ্বারা প্রপঞ্চমাত্রের অভাব প্রতিপাদিত হয় নাই। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।[৩১২]

সুতরাং "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের যে 'তাদাত্ম্য' উপদেশ করা হইয়াছে, সেই তাদাত্ম্য-উপদেশের দ্বারা চিদাত্মসমূহের ব্রহ্মায়ত্তস্থিতি ও প্রবৃত্তি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জীব ব্রহ্মাধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিক। জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য, এবং ব্রহ্মই চিদাত্মসমূহের আধার, আর জীব আধেয়। এইরূপে অভেদপ্রতিপাদনই অভেদপ্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতির অভিপ্রায়। জীব ও ব্রহ্মের সর্বথা ঐক্য স্বীকার করিলে ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতি বাধিত হইয়া পড়িবে।[৩১৩]

---

[৩১২] "এতদেব সর্বাত্মত্বং স্বতন্ত্রসত্ত্বঞ্চ পুরস্কৃত্য অভেদবাক্যজাতস্য প্রবৃত্তিঃ স্বতন্ত্র-সত্তাশ্রয়স্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য একত্বাৎ"…"এবং পরতন্ত্রসত্ত্বমাদায় ভেদশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিস্তত্রৈব তেষাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যঞ্চ তথৈব। ভেদনিষেধপরানাং চেতনাচেতননিষ্ঠস্বতন্ত্রসত্ত্বমাদায় প্রবৃত্তিঃ। "নেতি নেতি"—ইত্যাদি সামান্যনিষেধবাক্যানাঞ্চ ব্রহ্মণঃ সর্ববৈলক্ষণ্যজ্ঞাপনেন প্রবৃত্তিশ্চেতি নিরবদ্যম্"—গিরিবজ্র. পৃঃ ২৯৫, (বৃন্দাবন সং) *Also*—বেদান্ত-কৌস্তুভপ্রভা,—সূ—২।৩।৪২।

[৩১৩] "তত্ত্বমস্যাদিভিশ্চিদাত্মনো ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশাৎ তেষাং ব্রহ্মাত্মকত্বেন তদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বেন তদ্ব্যাপ্যত্বেন তদাধেয়ত্বেন চ স্বার্থপরত্বং সমঞ্জসম্"। —গিরিবজ্র পৃঃ ২৯৪।

ছান্দোগ্যের "ঐতদাত্ম্য" শ্রুতির দ্বারাও ইহাই বলা হইয়াছে। জীবজগৎ পরমাত্মাধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিক বলিয়াই পরমাত্মতাদাত্ম্য উপদেশ হইতে পারে। কারণ 'যে যে বস্তু যদায়ত্তস্থিতিপ্রবৃত্তিক সেই সমস্ত বস্তুই তত্তাদাত্ম্য-উপদেশের যোগ্য' এইরূপ ব্যাপ্তি ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদে বলা হইয়াছে। সেখানে বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, প্রভৃতি প্রাণাধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিক বলিয়া বাগাদিকেও প্রাণই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সমস্তবস্তু ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াও ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশ উপপন্ন হয়।[৩১৪]

আর পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের যেরূপ স্বাভাবিক ভেদসম্বন্ধ আছে, সেইরূপ স্বাভাবিক অভেদ-সম্বন্ধও রহিয়াছে। ব্রহ্মাত্মকত্ব, ব্রহ্মনিয়ম্যত্ব, ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব, ব্রহ্মাধীন-সত্ত্ব ও ব্রহ্মাধেয়ত্বাদি ধর্ম চেতনাচেতনবর্গে আছে বলিয়া, এবং ব্রহ্ম হইতে 'অপৃথক্‌সিদ্ধ' বলিয়া ব্রহ্মের সহিত চেতনাচেতনবর্গের স্বাভাবিক অভেদ ও ভেদ উভয়ই সিদ্ধ হয়। সুতরাং চেতনাচেতনরূপ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্-সিদ্ধির যোগ্য, যেহেতু চেতনাচেতনজগৎ ব্রহ্মাত্মক। এই বিষয়ে শ্রীমাধবমুকুন্দ এইরূপ অনুমান-বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন—"চেতনাচেতনরূপং জগৎ ব্রহ্মাপৃথক্‌সিদ্ধিযোগ্যং ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ, মৃদাদিবৎ, তন্নিয়ম্যত্বাৎ, জীবশরীরবৎ, তদ্‌ব্যাপ্যত্বাৎ আকাশ-ঘটাদিবৎ, তদধীনত্বাৎ প্রাণায়ত্তেন্দ্রিয়বর্গবৎ, তদাধেয়ত্বাৎ, ভূতভৌতিকবৎ", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।[৩১৫]

এইরূপে প্রদর্শিত পাঁচটি শ্রুতিমূলক অনুমানদ্বারা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্-সিদ্ধ চেতনাচেতনবর্গ ব্রহ্ম হইতে অভেদে নির্দ্দেশার্হ হইয়া থাকে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারাও জীব-ব্রহ্মের সেইরূপ অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই কথাই নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশব-

---

[৩১৪] *Vide* :—গিরিবজ্র পৃঃ ৩০০।

[৩১৫] গিরিবজ্র পৃঃ ৩০০—৩০১,

কাশ্মীরী ভট্ট বলিয়াছেন—"সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ স্বতন্ত্রসত্তাশ্রয়ঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্তৎপদার্থঃ। তদাত্মকপরতন্ত্রসত্তাশ্রয়শ্চেতনস্ত্বং-পদার্থঃ, 'অসি' শব্দশ্চ তয়োস্তাদাত্ম্যসম্বন্ধাভিধায়কঃ। এবং চ বিশ্বাত্মপরব্রহ্ম-সর্বজ্ঞ - সর্বশক্তিস্বতন্ত্রসত্তাবচ্ছিন্নতৎপদার্থাভিন্নতদাত্মকপরতন্ত্রসত্তাশ্রয়-চেতনস্ত্বমসি—ইতি বাক্যার্থঃ"।[৩১৬]

কিন্তু 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীব-ব্রহ্মে অভেদ প্রতিপাদিত হইলেও জীব-ব্রহ্মে সর্বথা একান্ত অভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই, কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ স্বাভাবিকই, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ বোধগম্য করিবার নিমিত্তই শ্রুতি তাঁহাকে "তত্ত্বমসি" —তুমি সেই আত্মা—এই বাক্যে প্রবোধিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের একান্ত অভেদ সম্বন্ধ মাত্র স্থাপিত হইতে পারে না। "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে জীবের 'ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব' মাত্র উক্ত হইয়াছে, শ্রুতি সেখানে দৃষ্টান্তদ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটের প্রকৃতি যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছু নহে, ঘট মৃত্তিকা হইতে 'অভিন্ন', তদ্রূপ, হে শ্বেতকেতো! তুমিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; কিন্তু ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করার দ্বারা যেমন এইরূপ বুঝিতে হয় না যে ঘটমাত্রে মৃত্তিকার সত্তা পর্য্যাপ্ত, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্ম বলার দ্বারাও এইরূপ বোধগম্য করা উচিত হয় না যে ব্রহ্মের সত্তা জীবমাত্রেই পর্য্যাপ্ত, এবং উভয়ে সম্পূর্ণরূপে এক। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায়ও "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি বাক্যে জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ণনা করিয়া "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর ব্রহ্মসূত্রে "অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ" (ব্র, সূ, ২।১।২১) সূত্রে পরমাত্মা যে জীব হইতে অধিক ব্যাপকবস্তু তাহা

---

[৩১৬] বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা—সূঃ ২।৩।৪২।

সূত্রকারও নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের সম্পূর্ণ অভেদ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে, সুতরাং ভেদাভেদ সম্বন্ধই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়।"—"বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত" —শ্রীস্বামীসন্তদাসজী মহারাজ কৃত, পৃঃ ২৪৫, তৃতীয় সংস্করণ।

এইরূপেই নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উপরে নিম্বার্ক সম্মত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতির ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। এক্ষণে অন্যান্য ভেদাভেদবাদী আচার্য্যগণের মতের সহিত নিম্বার্কীয় মতবাদের পার্থক্য প্রতিপাদনের জন্য নিম্নে ভাস্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদেরও সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে :—

নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য্য

ভাস্করাচার্য্যও নিম্বার্কের ন্যায়ই ভেদবাদী ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন, নিম্বার্ক-সম্মত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ তিনি স্বীকার করেন না। কারণ ভাস্করের মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ভেদরহিত, নিরাকার, নির্বিশেষ, এক ও অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও কারণস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের সগুণ-সবিশেষ রূপ উপাধিবশতঃই হইয়াছে। কার্য্যাবস্থায় উপাধিবশতঃই ব্রহ্মের বহুত্ব বা দ্বৈতত্ব। এই কথা পূর্ব্বেই ব্রহ্ম নিরূপণ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। জীব বিষয়ে ভাস্কর শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ন্যায়ই স্বীকার করেন যে জীব অণু, সংখ্যায় অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃত্বযুক্ত, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম বিশিষ্ট, এবং ব্রহ্মের অধীন। কিন্তু ভাস্করমতে জীবের জ্ঞান-স্বরূপত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিধর্ম, এবং অণুত্ব ও সংখ্যায় অনন্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম স্বাভাবিক ও নিত্য নহে, কিন্তু অবিদ্যা এবং কর্মরূপ উপাধিজন্য। সুতরাং ভাস্করের মতে জীবের কর্ত্তৃত্ব-

ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে।[৩১৭] উপাধির লয়ে এইগুলিও লয় পায়। সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম অনিত্য ও আগন্তুক।[৩১৭] কিন্তু ভাস্করের মতে উপাধি (অবিদ্যা, কর্ম, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, ইত্যাদি) মিথ্যা নহে, সত্য—ইহারা আগন্তুক, কিন্তু নিত্য নহে, অনিত্য। সুতরাং মোক্ষাবস্থায় এই উপাধির লয় হইয়া যায়।[৩১৭] অতএব ভাস্করের মতে সৃষ্টির প্রকাশিত অবস্থাতেই জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ, কিন্তু কারণাবস্থায় জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন একীভূত অবস্থায় ছিল, এবং প্রলয়ের পরে বা মুক্তির পরেও জীব-জগৎ ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত ও অভিন্ন হইয়া থাকিবে।[৩১৮]

সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের মতে উপাধির দ্বারাই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াছে, উপাধির নাশে জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত ও অভিন্ন। কিন্তু ভাস্করমতে এই উপাধি সত্য বলিয়া জীবের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্বও সত্য। সুতরাং জীবের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্বই

---

[৩১৭] "ঔপাধিকং কর্ত্তৃত্বং মন্যতে বিদ্বান্, ইতরস্তু স্বাভাবিকম্ ইতি" —ভাস্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬, পৃঃ ২১০।

Also—"উপাধ্যবচ্ছিন্নস্য অনন্যভূতস্য বাচকোঽয়মংশশব্দঃ" ..."স চ ভিন্নাভিন্ন-স্বরূপঃ, অভিন্নরূপং স্বাভাবিকম্, ঔপাধিকম্ তু ভিন্নরূপম্"—ভাস্কর-ভাষ্য, ঐ, সূঃ ২।৩।৪৩।

Also Vide:—ভাস্করভাষ্য—সূ ২।৩।১৮, পৃঃ ১৩৫, ১।১।১৭ পৃঃ ২৬, ১।২।৮ পৃঃ ৪০, ২।৩।৩৩—৩৯, পৃঃ ১৩৮—৩৯, ২।৩।১৯—২৮, পৃঃ ১৩৫—৩৭, ইত্যাদি।—(ভাস্করভাষ্য, ব্রহ্ম সূত্র – কাশী চৌখাম্বাসংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

[৩১৮] "তস্মাৎ তদংশভূতস্য জীবস্য অবিদ্যাকামকর্মযোগাত্তু সংসারিত্বম্" —ভাস্করভাষ্য সূঃ ১।২।৬, পৃঃ ৩৯; Also see—ভাস্কর ভাষ্য সূঃ ১।৪।২১, পৃঃ ৮১; ২।১।২২, পৃঃ ১০৩; ২।৩।৪৩, পৃঃ ১৪১; ৩।২।৬, পৃঃ ১৬২, ইত্যাদি।

স্বাভাবিক, কিন্তু ভিন্নত্ব ঔপাধিক হইলেও সত্য।[৩১৯] সুতরাং ভাস্কর মতে সৃষ্টির প্রকাশাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব—উভয়ই যুগপৎ সত্য বলিয়া উভয়ের সম্বন্ধ ভিন্নাভিন্ন, কিন্তু ইহা উপাধিজন্য বলিয়া এই সম্বন্ধ ঔপাধিক। অতএব ঔপাধিক ভেদাভেদই ভাস্করের মত। সুতরাং ভাস্করের মতে অংশীর সহিত অংশের ন্যায়, কারণের সহিত কার্য্যের ন্যায়, অগ্নি ও স্ফুলিংগের ন্যায়, সর্বব্যাপী আকাশের সংগে কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশ বা ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশী সম্বন্ধ, এবং এই সম্বন্ধ ঔপাধিক।[৩২০] এখানে উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করের মতে উপাধি যেরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা, সত্য নহে, ভাস্করের মতে কিন্তু উপাধি সেরূপ মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য, কিন্তু সত্য হইলেও তাহা নিত্য নহে, কিন্তু অনিত্য।[৩২১]

অর্থাৎ, ভাস্করের মতে নিত্য = চিরন্তন সত্য, অনিত্য = সাময়িক সত্য। তাঁহার মতে উপাধি অনিত্য, অর্থাৎ কিছু কালের জন্য সত্য, আগন্তুক, কিন্তু নিত্য সত্য নহে। ভাস্করের মতে সম্পূর্ণ মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়, ব্রহ্মের ন্যায়ই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, ও সর্বব্যাপী বিভু হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়, অর্থাৎ তখন জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব কিছুমাত্র থাকেনা, ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঘটাকাশ যেমন অনন্ত আকাশের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লবণ যেমন সমুদ্রের সহিত একীভূত হইয়া যায়,

---

[৩১৯] "উপাধিকৃতভেদস্তু অভেদভাবনয়া অপনীয়তে"—ভাস্করভাষ্য-সূঃ ৪।১।৩, "কার্য্যরূপেন নানাত্বম্ অভেদঃ কারণরূপেণ"—ঐ, সূঃ ১।১।৪, Also ৪০০—ভাস্করভাষ্য সূঃ ২।৩।৪৩, পৃঃ ১৪০-১৪১ ; ৩।২।৬, পৃঃ ১৬২ ; ৪।৪।৪, পৃঃ ২৪৩, ইত্যাদি।

[৩২০] "জীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকঃ অভেদঃ, ঔপাধিকস্তু ভেদঃ, স তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে"—ভাস্করভাষ্য সূঃ ৪।৪।৪, Also—সূঃ ১।৪।২, ২।১।১৪, ২।৩।৪৩, ২।৪।৪, ৩।২।১৯, ইত্যাদি (ভাস্কর-ভাষ্য, কাশী সং)।

[৩২১] ঐ, সূঃ ২।৩।৪০, পৃঃ ১৩৯, (কাশী সং)।

সেইরূপ।[৩২২] কিন্তু নিম্বার্ক মতে মুক্তাবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ থাকে, জীব কখনই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়া যায়না। ইহাই সংক্ষেপে জীববিষয়ে ভাস্করাচার্য্যের মতবাদ। ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়েও ভাস্কর অনুরূপ মত অর্থাৎ ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ পোষণ করেন। এখানে ইহা অনুধাবন-যোগ্য যে, ভাস্করাচার্য্যের এই ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ কেবলমাত্র কার্য্যাবস্থায় বা সৃষ্টির প্রকাশাবস্থাতেই সত্য, কিন্তু কারণাবস্থায় বা প্রলয়াবস্থায়, বা মোক্ষাবস্থায় নহে। কারণাবস্থায়, বা মোক্ষাবস্থায়, বা প্রলয়াবস্থায় ভাস্কর অত্যন্ত-অভেদবাদই স্বীকার করেন। এই বিষয়েই নিম্বার্কমতের সহিত ভাস্করমতের বিশেষ পার্থক্য। শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ এইরূপ ভাস্করীয় ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা এইরূপ ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডনই করিয়াছেন। শ্রীদেবাচার্য্য, শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, শ্রীমাধবমুকুন্দ প্রভৃতি নিম্বার্কীয় দার্শনিক ও আচার্য্যগণ এই ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তির সারাংশ নিম্নে বর্ণিত হইল :—

ভাস্করাচার্য সম্মত ঔপাধিক ভেদাভেদ বাদের খণ্ডন

ঔপাধিক ভেদাভেদ বাদ যুক্তিসহ নহে। কারণ, ইহা বলা যাইতে পারেনা যে উপাধি দ্বারা ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই জীব। কারণ ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বস্তু বলিয়া উপাধি দ্বারা ছিন্ন হইতে পারেন না। ব্রহ্মকে ছেদ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় নিরবয়বত্ব শ্রুতির বাধ হইবে, ব্রহ্ম সাবয়ব ও অনিত্য হইয়া পড়িবেন, এবং জীবেরও সাদিত্বাপত্তি হইবে, এবং জীবের অজত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিরও বাধ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—ইহাও বলা যাইতে পারেনা যে ব্রহ্ম হইতে অচ্ছিন্ন

---

[৩২২] “যতঃ প্রাদুর্ভূতঃ তত্রৈব স্বকারণে প্রলীয়ন্তে”—ঐ, ঐ, সূঃ ৪।২।১৪ Also—সূঃ ৪।৪।৪, ৪।৪।২, ৪।২।৫, ৪।৪।৭, ৪।৪।১৫ ইত্যাদি।—(ভাস্কর-ভাষ্য, কাশী চৌখাম্বা সং)

হইয়াও অনুরূপ উপাধি সম্বলিত ব্রহ্মের প্রদেশ-বিশেষই জীব। কারণ তাহা হইলে উপাধিসম্বন্ধপ্রযুক্ত ঔপাধিক দোষসমূহও ব্রহ্মেরই প্রদেশ বিশেষে আছে বলিয়া জীবদোষে ব্রহ্মও দুষ্ট হইয়া পড়িবেন। আর উপাধি পরিচ্ছিন্ন বলিয়া পরিচ্ছিন্ন উপাধির গমনে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের গমন সম্ভব নহে বলিয়া (অর্থাৎ উপাধি-দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশের গমন অসম্ভব বলিয়া) উপাধির গমনে প্রতিক্ষণই উপাধিসংযুক্ত প্রদেশের ভেদ হইবে, অর্থাৎ গমনশীল উপাধি-দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশই যুক্ত হইবে, আর তাহাতে ক্ষণে ক্ষণেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের আপত্তি হইবে। আর উপাধির গমনে উপাধি সম্বলিত ব্রহ্মপ্রদেশেরও গমন বা আকর্ষণ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অচ্ছিন্নত্ব, নিরবয়বত্ব, সর্বগতত্বাদির ভঙ্গ হইবে।

তৃতীয়ত :—ইহাও বলা যাইতে পারেনা যে উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপই জীব। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মেরই জীবত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে। এবং জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্মেরও অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে সমস্ত দেহে একটি মাত্রই জীব হইয়া পড়িবে।

চতুর্থতঃ—ইহাও বলা যাইতে পারে না যে উপাধিসংযুক্ত চেতনান্তরই জীব। কারণ তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই হইবে এবং তাহাতে ঔপাধিক ভেদাভেদবাদেরই ভঙ্গ হইবে. এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদই স্বীকৃত হইবে।

পঞ্চমতঃ—ইহাও বলা অসঙ্গত যে উপাধিই জীব। কারণ উপাধিই জীব হইলে উপাধির বিনশ্বরত্বপ্রযুক্ত জীবও বিনশ্বর ও অনিত্যই হইয়া পড়িবে, আর তাহাতে চার্বাকমতে প্রবেশ ঘটিবে।[৩২৩] আর ভাস্কর মতে সর্বজ্ঞ সবিশেষ ব্রহ্ম ঔপাধিক বলিয়া

---

[৩২৩] সিদ্ধান্তজাহ্নবী—(দেবাচার্য্য) সূ ১।১।১, পৃঃ ৩০—৩৫ (কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ);

Also 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা'—(কাশী সং) পৃঃ ৬-৭ ; বেদান্তকৌস্তুভ-প্রভা—সূ, ১।২।৬ ; পরপক্ষ গিরিবজ্র (বৃন্দাবন সং)—পৃঃ—৩০১-৩০২।

স্বীকৃত হয়। আর, উপাধি দ্বারা ব্রহ্মেরই জীবভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মধর্ম সর্বজ্ঞত্বাদি উপাধিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে—এইরূপ বলিতে হইবে। আর সেই ঔপাধিক সর্বজ্ঞত্বাদির উপাধিকে ভাস্কর মতে সত্যই বলা যয়। উপাধির মিথ্যাত্ব ভাস্কর স্বীকার করেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সেই সত্য উপাধি কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন? ভিন্ন হইলে তাহা কি স্বপ্রযুক্ত, অর্থাৎ উপাধি-প্রযুক্ত, অথবা অন্যপ্রযুক্ত? কিম্বা ব্রহ্মপ্রযুক্ত হয়? উপাধি স্বপ্রযুক্ত বলা যায় না, তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হয়, অন্যপ্রযুক্তও বলা যায় না, তাহাতে অনবস্থা দোষ হইবে, ব্রহ্মপ্রযুক্তও বলা যায় না, কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। কারণ উপাধির সিদ্ধি হইলে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধি, এবং ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধি হইলে উপাধির সিদ্ধি, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। উপাধির প্রযোজক নিত্য হইলে তাহার কখনও নিবৃত্তি হইতে পারিবে না। উপাধি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলে সার্বজ্ঞ্যাদির ঔপাধিকত্ব সিদ্ধ হইবে না, এবং 'উপাধিই ব্রহ্ম'—এইরূপ অভেদপ্রতীতির আপত্তি হইবে। আর এই উপাধি যে মিথ্যা—এইরূপও বলা যায় না, কারণ তাহাতে অদ্বৈতমতে প্রবেশ ঘটিবে। আর ভাস্কর মতে উপাধির মিথ্যাত্ব স্বীকারও করা হয় না। আবার, এই উপাধিকে সহেতুক, বা অহেতুক কোনটাই বলা যায় না। উপাধিকে সহেতুক স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইবে। কারণ উপাধির যাহা হেতু, তাহারও হেতু বলিতে হইবে, এবং তাহারও হেতু বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা হইবে। আর উপাধি অহেতুক হইলে মুক্তেরও পুনরায় বন্ধপ্রসঙ্গ হইবে এবং বন্ধেরও সাধনাদি বিনাই মুক্তি প্রসঙ্গ হইবে।[৩২৪]

---

[৩২৪] পরপক্ষগিরিবজ্র (বৃন্দাবন সং) পৃঃ—৩০২-৩০৩

সুতরাং উপাধিবাদ সর্বতোভাবেই অযৌক্তিক ও শ্রুতিবিরুদ্ধ।

এখন জীব সম্পর্কে এবং ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ সম্পর্কে শ্রীরামানুজের মত আলোচিত হইতেছে :—

নিম্বার্ক ও রামানুজ

শ্রীরামানুজও শ্রীনিম্বার্কের ন্যায় জীবকে ব্রহ্মের অংশ, অণু, ঈশ্বরাধীন, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃত্বধর্মযুক্ত, এবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ধর্মযুক্ত, ও সংখ্যায় অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন।[৩২৫] শ্রীরামানুজ জীববিষয়ে শ্রীনিম্বার্কের সহিত সর্বাংশে একমত, কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে নিম্বার্ক জীবজগৎকে ব্রহ্মের শক্তিরূপ স্বাভাবিক অভিন্ন অংশ বলেন, কিন্তু রামানুজ জীবজগৎকে ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণীভূত অংশ বলেন।[৩২৬] রামানুজের মতে চেতনাচেতন বস্তুসমূহ পরব্রহ্মের বিশেষণ। পরব্রহ্ম শরীরী, এবং চেতনাচেতন জীবজগৎ তাঁহার শরীর। দেহী জীবের মনুষ্যাদিদেহ যেমন অংশ, সেইরূপ এই শরীরী ব্রহ্মের জীবজগৎ শরীর বলিয়া জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ। জীবজগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, আর ব্রহ্ম বিশেষ্য।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তাহার খণ্ডন।

বিশেষণ-অভিপ্রায়েই জীবজগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। বিশেষণীভূত জীবজগৎ বিশেষ্য ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের অভেদসম্বন্ধও সিদ্ধ হয়। এই চেতনাচেতন জীবজগৎসমুদয়রূপবিশেষণযুক্ত হইয়াই বিশেষ্যরূপ ব্রহ্ম স্থিত আছেন, অর্থাৎ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই এক

---

[৩২৫] শ্রীভাষ্য, সূঃ—২।৩।১৯—২০, ২।৩।৩৩

[৩২৬] শ্রীভাষ্য, সূ :—২।৩।৪২—৪৫…"এবং জীবপরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বম্ উপপদ্যতে"…ইত্যাদি, শ্রীভাষ্য, সূ :—২।৩।৪৫।

অদ্বৈতরূপে বিরাজমান ইহাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত। [৩২৭]

সুতরাং দেখা যাইতেছে নিম্বার্কের ন্যায় রামানুজের মতেও জীবজগৎ পরমেশ্বরের অংশ, সুতরাং পরমেশ্বর হইতে তাহাদের ভেদ সিদ্ধই আছে। কারণ বিশেষ্য হইতে বিশেষণের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; আবার বিশেষণ বিশেষ্যকে ছাড়িয়া থাকে না, বিশেষণ বিশেষ্যের অপৃথক্‌সিদ্ধ, সুতরাং বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের অপৃথক্‌সিদ্ধত্বকে আশ্রয় করিয়া অভেদও রহিয়াছে।

অতএব রামানুজ জীবজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলায় ইহারদ্বারা কার্য্যতঃ স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে।

কিন্তু রামানুজের এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কয়েকটি দোষে দুষ্ট হইয়াছে। নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীদেবাচার্য্য, কেশবকাশ্মীরী ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ রামানুজের স্বীকৃত এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এইরূপ দোষ দেখাইয়াছেন যে ব্যাবর্ত্তক ধর্মকেই বিশেষণ বলা হয়, যেমন "রামো দাশরথিঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে "দাশরথি" শব্দদ্বারা ভার্গব (পরশুরাম) ও বলরাম (বলদেব) হইতে ব্যাবৃত্ত দশরথনন্দন শ্রীরামের উপস্থিতি হইয়া থাকে। এখানে বিশেষণ 'দাশরথি' শব্দ ভার্গব ও বলরামের ব্যাবর্ত্তক, কিন্তু প্রকৃতস্থলে

---

[৩২৭] "এবং জীবপরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যত্বকৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে, অভেদনির্দেশাস্তু পৃথক্-সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্য-পর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেন উপপদ্যন্তে, 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ ত্বময়মাত্মেতি শব্দাঅপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ"……(শ্রীভাষ্য—সূ, ২।৩।৪৫)

Also :—"ইহ স্থাপ্যমানং বিশেষণ-বিশেষ্যভাবমঙ্গীকৃত্য সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তু-বিশিষ্টাদ্ ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্‌বস্তুবিশিষ্টস্য উৎপত্তিরনন্যত্বং চোক্তম্" (শ্রীভাষ্য সূঃ, ৩।২।২৬)……"বিশেষণ-বিশেষ্যত্বে নৈবাংশাংশিভাব ইত্যর্থঃ। অতঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুবিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্‌বস্তুবিশিষ্টং কার্য্যভূতং ব্রহ্মেতি কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বম্"—(শ্রীভাষ্য সূ, ৩।২।২৯)।

জীবজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিলে জীবজগৎ ব্যাবর্ত্তক হইল এবং ব্রহ্ম 'ব্যাবৃত্ত' হইল, কিন্তু জীবজগদ্‌রূপ ব্যাবর্ত্তক 'কোন্ বস্তু' হইতে ব্রহ্মকে 'ব্যাবৃত্ত' করিতেছে? ব্রহ্মেতর "ব্যাবর্ত্ত্য" কোনও বস্তু তো নাই, যাহা হইতে ব্রহ্মকে 'ব্যাবৃত্ত' বা পৃথক্ করিবার জন্য জীবজগদ্‌রূপ ব্যাবর্ত্তক বিশেষণের প্রয়োজন হইবে? প্রকৃতস্থলে 'চিৎ' ও 'অচিৎ' বিশেষণ ও ব্যাবর্ত্তক, এবং ব্রহ্ম এই বিশেষণ দ্বারা ব্যাবৃত্ত। সুতরাং 'চিৎ', 'অচিৎ' ও 'ব্রহ্ম' ব্যতিরিক্ত 'ব্যাবর্ত্ত' বলিয়া কোন বস্তুই নাই। অতএব 'ব্যাবর্ত্ত' অপ্রসিদ্ধ বলিয়া 'চিৎ' ও 'অচিৎকে' বিশেষণরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে না।[৩২৮]

দ্বিতীয়তঃ—সর্বজ্ঞত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মে পুনরায় জীবজগদ্‌রূপ বিশেষণের আধারতা স্বীকার করিলে "বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য" সিদ্ধান্তের আপত্তি হইবে। সুতরাং বিশিষ্টব্রহ্মে 'বিশেষণ-বৈশিষ্ট্য' স্বীকার করায় বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভঙ্গই হইবে।

তৃতীয়তঃ—সার্বজ্ঞ্যাদি সমস্তকল্যাণগুণাঢ্য পরব্রহ্মের উপরে অপরিমিত দুঃখাদিযুক্ত জীববৈশিষ্ট্য স্বীকার করায় ব্রহ্ম জীবদোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবেন, এবং কোনকালে কোনরূপে ব্রহ্মের এই দোষদুষ্টতা হইতে মুক্তির সম্ভাবনাও থাকিবেনা, যেহেতু চিদচিৎ-সমস্তকে ব্রহ্মের নিত্য বিশেষণ বলায় চিদচিদ্‌গত সমস্ত ধর্মই ব্রহ্মের "যাবৎস্বরূপবৃত্তি" বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ—বিশিষ্টাদ্বৈতমতে চেতন ও অচেতন হইতে ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদ ও চেতনাচেতনেরও পরস্পর স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করা হয়। এই স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার না করিলে চেতনাচেতনের সহিত ব্রহ্মের স্বভাবসাঙ্কর্য্য, এবং চেতনাচেতনেরও পরস্পর স্বভাব-

---

[৩২৮] 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী' (কাশী চৌখাম্বা সং), সূঃ ১।১।১, পৃঃ ৪৩—৪৫। *Also* —বেঃ কৌ, প্র, সূঃ ২।৩।৪৬,—(বেদান্তকৌস্তভপ্রভা)।

সাঙ্কর্য্য হইয়া পড়িত। এইরূপ চেতন ও অচেতনের সহিত ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া পুনরায় ব্রহ্মে চেতনাচেতন-বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকার করায় কেবল গৌরব মাত্রই হইয়াছে, এবং ইহার ফলেই উল্লিখিত দোষগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং লাঘব প্রযুক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই শ্রেষ্ঠ।[৩২৯] এইরূপেই নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

নিম্বার্ক ও বলদেব।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও ভেদাভেদবাদী। তিনি তাঁহার মতবাদকে "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" আখ্যা দিয়াছেন। তিনিও নিম্বার্কের ন্যায় জীবকে ঈশ্বরাংশ, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বযুক্ত, সর্বতোভাবে ঈশ্বরাধীন, পরিমাণে অণু ও সংখ্যায় অনন্ত বলিয়াছেন।[৩৩০] নিম্বার্কের ন্যায়ই তিনি জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদিধর্মকে স্বাভাবিক ও নিত্য সত্য বলিয়াছেন।[৩৩১] নিম্বার্কের ন্যায়ই বলদেব জীবকে ঈশ্বরের শক্তিরূপ অভিন্ন অংশ বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধই স্বীকার করিয়াছেন।[৩৩২]

---

[৩২৯] *Vide* :—'বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা,—সূঃ ২।৩।৪৬।

[৩৩০] "জ্ঞ এবাত্মা জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব"—গোবিন্দভাষ্য, ব্র, সূ ২।৩।১৭।

Also:—"জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ"—গোবিন্দভাষ্য, ঐ, ২।৩।২৭।

Also Vide :—ব্র, সূ, গোবিন্দভাষ্য, সূঃ ২।৩।১৮—৩০, ৩১—৩৮

Also Vide :—পরেশস্যাংশো জীবঃ অংশুরিব অংশুমতস্তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ—ঐ, গোবিন্দভাষ্য সূঃ ২।৩।৪১

[৩৩১] *Vide* :—ব্র, সূ-গোবিন্দভাষ্য, সূঃ ৪।৪।১২, ৪।৪।১৩, ৪,৪।১৪ ৪।৪।১৬, ৪।৪।২১।

[৩৩২] "ভোক্ত্রা জীবেন সহ ব্রহ্মণ ঐক্যাপত্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তিমদ্ব্রহ্মাভেদাপত্তেঃ"..."লোকে যথা দণ্ডিনঃ পুরুষাভেদেঽপ্যস্তিদণ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথাশক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেঽপি শক্তিব্রহ্মণোঃ সোঽস্তি"—ব্র, সূ, গোবিন্দভাষ্য সূঃ ২।১ ১০ ; *Also see*— ২।১।১৪,সূ :,— গোবিন্দভাষ্য।

নিম্বার্কের ন্যায়ই বলদেবও বলেন যে মুক্তাবস্থায়ও জীব ঈশ্বরের অংশই থাকেন, মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরে ভেদই থাকিয়া যায়, জীব কখনও পূর্ণ ব্রহ্ম হয় না।[৩৩৩]

সুতরাং সংক্ষেপে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জীববিষয়ে বলদেব নিম্বার্কের সহিত সর্বোতোভাবেই একমত।

কেবলমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বলদেবের মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের ভেদ প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। জীব অবিদ্যা, পাপপুণ্য, সুখদুঃখাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম তাহা হন না। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীবজগৎ নিয়ম্য, ব্রহ্ম জীবজগতের স্রষ্টা ও পালয়িতা,—ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ প্রসিদ্ধই আছে।[৩৩৪]

আবার জীবজগৎ কার্য্য ও ব্রহ্ম কারণ বলিয়া, এবং কার্য্যকারণের অনন্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও বটে। আর ব্রহ্ম সর্বগত ও সর্বাধার বলিয়া জীব – জগৎকেও ব্যাপ্ত করিয়া ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এই দিক দিয়াও জীবজগতের ব্রহ্মের সহিত অভেদও রহিয়াছে।[৩৩৫] সুতরাং ভেদও অভেদ উভয়ই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বলিয়া কোনটিই উপেক্ষণীয় বা হেয় নহে। উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বলদেবের মতে জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের হেতু নির্ণয় করা যায় না, অথচ শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া

---

[৩৩৩] *Vide*:—ব্রহ্মসূত্র গোবিন্দভাষ্য, সূঃ ৪।৪।১২—১৪, ৪।৪।১৬ ৪।৪।২১ ইত্যাদি

[৩৩৪] *Vide* :—ব্র, সূ,—গোবিন্দভাষ্য, সূঃ ১।১।২০, ১।১।২১ ইত্যাদি

[৩৩৫] "তস্মাৎ জীবপ্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ জগদুপাদানাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ।"........"কৃৎস্নং জগৎ তাদৃগ্‌ব্রহ্মোপাদানকম্ অতো ব্রহ্মাভিন্নম্"......ঐ, গোবিন্দভাষ্য, সূঃ ২।১।১৪।

ইহাকে অস্বীকারও করা যায় না। যাহা অনির্ণেয় ও অচিন্ত্য, অথচ অনস্বীকার্য্য তাহাকে 'অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর' বস্তু বলা যাইতে পারে।[৩৩৬] সুতরাং ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ব্রহ্মে বিদ্যমান এবং ব্রহ্মের অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তিবশতঃই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমাদের বুদ্ধির ও যুক্তিতর্কের অগোচর। ব্রহ্ম কিরূপে 'এক' হইয়াও 'বহু' হইলেন, কিরূপ স্বয়ং 'অবিকারী' থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইলেন, 'নিরংশ' হইয়াও 'সাংশ' হইলেন—এই সমস্ত আমাদের বুদ্ধির ধারণার অতীত, আমাদের চিন্তারও অগোচর। অথচ শ্রুতি বলে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।[৩৩৭]

বলদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

সেইরূপ জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের যুগপৎ ভেদাভেদসম্বন্ধও আমাদের শ্রুতি-প্রামাণ্যেই স্বীকার করিতে হইবে, যদিও ইহা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা বা যুক্তিতর্কের দ্বারা অনির্ণেয়। এইজন্যই বলদেব তাঁহার স্বীকৃত এই ভেদাভেদবাদের নাম দিয়াছেন—'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'।[৩৩৮]

---

[৩৩৬] *Vide* :—"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ"—বিষ্ণু পুরাণ।

Also Vide :—ব্রহ্মসূত্র-গোবিন্দভাষ্য,—সূঃ ২।১।১২, ২।১।২৭, ২।১।২৮, ইত্যাদি।

Also see "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন", ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১৩৮—৩৯।

[৩৩৭] "অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতং চ নিরংশমপি সাংশং চ মিতমপ্যমিতং চ সর্বকর্ত্তৃ নির্বিকারং চ ব্রহ্ম ইতি শ্রবণাদেব ইত্যর্থঃ।......ইত্যেতৎ সর্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং নতু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি।......অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণত্বাৎ-ইত্যর্থঃ—ব্র, সূঃ গোবিন্দভাষ্য, ২।১।২৭ সূত্রং ;..."অচিন্ত্যবস্তুস্বভাবস্য তদেকগম্যত্বাৎ"—ঐ, সূঃ ২।১।২৮।

[৩৩৮] Vide :—'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন'—১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

বলদেব কেবলমাত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যের প্রতি সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়াই এই ভেদাভেদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অভেদ অপেক্ষা ভেদের উপরই বেশী জোর ও গুরুত্ব দিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্ক এই ভেদাভেদবাদকে স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার ও বরণ করিয়াছেন, এবং ভেদ ও অভেদ উভয়ের উপরই সমান জোর ও গুরুত্ব দিয়াছেন। নিম্বার্কের মতে জীবেশ্বরের এই ভেদাভেদ 'অচিন্ত্য' নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই সত্য ও গ্রহণীয়। নিম্বার্ক মতে এই জীবেশ্বরের ভেদাভেদ যে কিরূপে স্বাভাবিক ভাবেই অবিরোধে রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া আর অধিক বিস্তারে বিরত রহিলাম।

নিম্বার্কের মতে ভেদাভেদ স্বাভাবিক

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্ক দর্শনে 'জগৎ'

শ্রীনিম্বার্ক প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কাল—এই ত্রিবিধ অচেতন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় ১২৫ পৃঃ) ইহার মধ্যে অপ্রাকৃত-তত্ত্ব ও কাল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে করা হইয়াছে। প্রাকৃত তত্ত্ব বিষয়েও সাধারণভাবে আলোচনা সেখানেই করা হইয়াছে। (১২৫-১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সেই প্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ে করা যাইতেছে। নিম্বার্কমতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ এবং তাহাই "মায়া" শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি হইতে জানা যায় যে পরমেশ্বর ব্রহ্মই এই মায়া বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা। শ্রুত্যুক্ত 'মায়িনম্' পদের দ্বারা ব্রহ্মের মায়ানিয়ন্তৃত্বই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের শক্তিরূপা এই প্রকৃতিই ব্রহ্মের অধ্যক্ষতাতেই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" এই গীতা বাক্যেও এই কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং পরমার্থতঃ ব্রহ্মই এই চরাচর জগতের সৃষ্টিকর্তা—ইহার নিমিত্ত-কারণ ও উপাদানকারণ-উভয়ই। "প্রকৃতিশ্চপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্র, সূ, ১।৪।২৩) "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্র, সূ, ১।৪।২৬), "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (ব্র, সূ ১।৪।২৭), প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে

ত্রিগুণাত্মিকা
প্রকৃতি
ব্রহ্মেরই শক্তি

এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—(তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মানন্দ—৭।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের এই অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই সমস্ত বিষয় পূর্বেই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে (২৯৬-২৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নিম্বার্কমতে নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ বলিতে বা ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহাও এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে ১১০-১১১ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং তৎসমস্তের আর এখানে পুনরুক্তি করা হইল না। শ্রীনিম্বার্কমতে এই জগৎ সত্য। এই জগৎ যে পূর্বে ছিল না, একেবারে অসৎ অবস্থা হইতে সহসা উৎপন্ন হইল, তাহা নহে। কারণ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন সত্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্ববর্তী কোন উপাদান অবলম্বনেই উৎপন্ন হয়। একেবারে কিছুই নাই, এমন অবস্থা হইতে কোন জিনিস উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টান্তাভাব। 'কার্য্য' বস্তু তাহার উৎপত্তির পূর্বে স্বীয় কারণেই অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তরূপে প্রকাশকেই উৎপত্তি বলা যায়। ইহাই সৎকার্য্যবাদী বেদান্তিগণ স্বীকার করেন।

নিম্বার্ক মতে এই জগৎ সত্য।

সুতরাং জগৎও যে পূর্বে একেবারে 'অসৎ' অবস্থা হইতে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রুতিও এই জগৎকে 'সৎ'ই বলিয়াছেন, এবং একান্ত অসৎ অবস্থা হইতে যে এই 'সৎ'* জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না—তাহাও বলিয়াছেন, যথা :—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"…"কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি," "সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"

---

* সৎ = সত্তাবিশিষ্ট, অসৎ = যাহার কোনও সত্তা নাই।

—(ছান্দোগ্য ৬৷২৷১-২),—এই জগৎ যে সৃষ্টির পূর্বে সত্যরূপেই অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট রূপেই বর্ত্তমান ছিল এবং এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যেই ইহা যে অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল, সুতরাং ব্রহ্মই যে ইহার উপাদান—এই কথাই উক্ত শ্রুতিতে বলা হইল। জগৎ সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে কিরূপে নামরূপবিশিষ্ট ব্যক্তাবস্থায় পরিণত হইল, অর্থাৎ কিরূপে জগতের সৃষ্টি হইল—তাহাও ইহার পরবর্তী বাক্যেই শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—যথা ঃ—

উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টির প্রক্রিয়া

“তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত” ইত্যাদি-(ছান্দোগ্য—৬৷২৷৩),— অর্থাৎ সেই সদ্ব্রহ্ম ‘ঈক্ষণ’ করিলেন, সংকল্প করিলেন যে তিনি বহু হইবেন, অর্থাৎ নিজকেই বহুভাবে সৃষ্ট করিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া ব্রহ্ম তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। ইহার পরবর্তী বাক্য হইতেও জানা যায় যে এইরূপে সৃষ্টির সংকল্প করিয়া ব্রহ্ম জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করিলেন—(ছান্দোগ্য ৬৷২:৪) এবং ‘‘সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি” (ছাঃ ৬:৩ ২) এই বাক্য হইতে জানা যায় যে উল্লিখিত তিনটি বস্তুর (দেবতার) সৃষ্টি করিয়া তিনি সংকল্প করিলেন যে জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া তিনি নামরূপের অভিব্যক্তি করিবেন।

ত্রিবৃৎ-করণ

পরবর্তী ‘তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাংকরবানীতি,” “সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ”—(ছাঃ ৬৷৩৷৩) বাক্য হইতে জানা যায় যে তেজঃ, জল ও পৃথিবী (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজঃ) এই তিনটি পদার্থকে ত্রিবৃৎ করিয়া তাহাদের মধ্যে জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া তিনি নামরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ নামরূপে অভিব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই

সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে সদ্‌ব্রহ্ম সঙ্কল্প পূর্বকই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ মিথ্যাবস্তুকে কেহ সঙ্কল্প পূর্বক সৃষ্টি করে না। আর যাহা মিথ্যা তাহার তেজঃ, অপ্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরণ বা তাহার ত্রিবৃৎকরণ প্রভৃতিও উপপন্ন হয় না। আর মিথ্যা বস্তুর মধ্যে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশেরও সার্থকতা থাকে না। সুতরাং জগৎ যে সত্য তাহাই ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হয়।

জগতের সত্যতা
বিষয়ে বিচার

আর "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'তজ্জলান্‌' ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, জগৎ-পালকত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহার সৃষ্টি, স্থিতি বা পালন কোনটাই উপপন্ন হয় না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা হইলে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব, জগৎপালকত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্মই মিথ্যা হইয়া পড়ে। এবং তত্তৎপ্রতিপাদক শ্রুতি-সূত্রাদিও মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্ম যে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান, ইহা ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব বহু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বহু যুক্তির দ্বারা সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যাই হইত বা ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদিও যদি মিথ্যাই হইত তবে ব্যাসদেব ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য এবং বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডনের জন্য এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতেন না। সুতরাং ইহার দ্বারাও বুঝা যায় যে জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য।

আর অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্তই জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে জগদ্‌রূপ দ্বৈতবোধের লয় হয়, যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রমস্থলে শুক্তির জ্ঞান হইলে আর রজতের বোধ থাকে না সেইরূপ। ইহার উত্তরে

বক্তব্য যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে জগৎ আর দৃষ্ট হইবে না, জগদ্‌রূপ দ্বৈতবোধের বিনাশ হইবে—এই বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। বরং শ্রুতিতে ইহার বিপরীতই দেখা যায়। এইবিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শনে নিম্নলিখিত শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিম্নোক্তরূপ বিচার করিয়াছেন :—

"ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে দ্বৈতবোধের নাশ হয়"—অদ্বৈতবাদীর এই মতের খণ্ডন।

বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম সর্বমভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ, তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্। তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি।"—অর্থাৎ "ব্রহ্ম এতৎ-সমস্ত দৃশ্যমান জগৎরূপ হইয়াছিলেন। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি যিনি 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়াছেন তিনিও সমস্ত অর্থাৎ সর্বময় হয়েন। সেইরূপ ঋষি ও মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারও এইরূপ হয়েন। অতএব বামদেব ঋষি এইরূপ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া জানিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "আমি মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।" এখনও যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া অবগত হন তিনিও এইরূপ সমস্ত (সর্বময়) হয়েন।"—"এইরূপ নিজকে এবং সমস্ত জাগতিক পদার্থকে যে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হয়, তাহা বহু স্থানে শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব জাগতিক অনন্তরূপকে ব্রহ্মরূপে যে দর্শন, তাহা সত্য দর্শন, ইহা অবিদ্যা ও ভ্রম দর্শন নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান তাহাই অবিদ্যা বা অসত্য জ্ঞান।"

"দৃষ্টপদার্থগুলিকে অর্থাৎ জগৎকে একান্ত মিথ্যা বলিয়া শ্রুতি কোথায়ও বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু তাহা ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্গত ও

ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ হইলে নিজকে ও জাগতিক রূপ সমস্তকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া দর্শন হয়। এই সকল রূপ যদি ব্রহ্মজ্ঞের দর্শনই না হইত, তবে ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত সূর্য্য, মনু, প্রভৃতিকে উল্লেখ করিয়া বলিবেন যে এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম? যে বুদ্ধিতে "এতৎসমস্ত" একদা নাই, অনস্তিত্বশীল, সেই বুদ্ধিতে উহাদের ব্রহ্মত্বাবধারণ কথা অর্থশূন্য হয়।"—(বেদান্তদর্শন—শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ, তৃতীয় সংস্করণ ভূমিকা, পৃঃ ১৭-১৮)

অতএব জগৎ যে মিথ্যা নহে, এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও যে জগতের বা দ্বৈতত্বের ভান হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হয়।

মোক্ষাবস্থাতেও দ্বৈতবোধ বা ভেদানুভবের সমর্থন

আর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও যে দ্বৈতভান হইয়া থাকে, এবং মোক্ষাবস্থায়ও যে ভেদানুভব সিদ্ধ হয়, তাহা "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ"; "স সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি", "পঞ্চধা সপ্তধা ভবতি";—"সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ, মুক্ত জীবাত্মারও ভোগের বর্ণনার দ্বারা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মোক্ষাবস্থায়ও ভেদানুভব সিদ্ধই হয় ইহাই বুঝা যায়।

আর ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে "জগদ্‌ব্যাপারবর্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ," "সংকল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ," "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ," ইত্যাদি সূত্রেও মোক্ষাবস্থায়ও ভোগাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ভেদের পারমার্থিকত্বই সিদ্ধ হয়।

আর ইহা যে ক্রমমুক্তির ফল তাহাও বলা যাইবে না, কারণ ঐ সকল সূত্রে ও শ্রুতিতে যে শুদ্ধব্রহ্ম-বিদ্যারই ফল বর্ণিত হইয়াছে তাহা অদ্বৈতবাদিগণও স্বীকার করেন। অতএব জগৎপ্রপঞ্চ বা 'ভেদ'

যে পারমার্থিক সত্য তাহা ইহা দ্বারাও সিদ্ধ হয়। সুতরাং জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। আর ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষের যদি জগতের অনুভব বা 'ভেদানুভব' একেবারেই না থাকে তবে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কর্তৃক শিষ্যকে উপদেশ করার কথা, যাহা শ্রুতি বহুস্থানে বলিয়াছেন,—ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই অনর্থক হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট উপনিষদাদি শাস্ত্রেরও আনর্থক্য হয়।

আর, বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্বে জগৎ এক অদ্বৈত সদ্‌রূপেই বর্ত্তমান ছিল। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকে 'সৎ' বলিয়াই শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সদ্‌ব্রহ্মই জগতের কারণ, এবং কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব (সম্পূর্ণ একত্ব নহে) বেদান্তশাস্ত্রের সম্মত ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। সদ্‌বস্তু ব্রহ্মই জগৎ-কারণ বলিয়া শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ায় সেই সৎ কারণ হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত কার্য্য জগৎও সুতরাং সৎই হইবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু কারণ সৎ হইলে তাহার কার্য্যও 'সৎ'ই হইবে - ইহাই নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচার কোথায়ও দেখা যায় না। তবে কারণ বস্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন—এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই মিথ্যা। আর, ছান্দোগ্য-শ্রুতি এক-বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া মৃত্তিকা ও সুবর্ণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এক ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিলে যে সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সমস্ত জগতেরই জ্ঞান হইতে পারে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেরূপ এক মৃৎপিণ্ডকে বা সুবর্ণপিণ্ডকে জানিলে সেই মৃৎপিণ্ডের বা সুবর্ণ পিণ্ডের বিকার সমস্ত মৃন্ময় বা সুবর্ণময় পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে, কারণ মৃত্তিকা বা সুবর্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে ঘটশরাবাদি মৃন্ময় পদার্থের, বা বলয়কুণ্ডলাদি সুবর্ণময় পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

জগতের সত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্য প্রদর্শন

ও অপৃথক্‌সিদ্ধ সমুদয় জগৎ প্রপঞ্চেরই জ্ঞান হইয়া যায়। কিন্তু জগৎ সম্পূর্ণরূপে অলীক বা মিথ্যা এইরূপ বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে সুবর্ণ ও মৃত্তিকা-দৃষ্টান্তটি সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িত। এক বস্তুর জ্ঞানের দ্বারা যে বহু বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে তাহারই দৃষ্টান্ত সুবর্ণ ও তন্নির্মিত বলয়কুণ্ডলাদির দ্বারা এবং মৃত্তিকা ও মৃন্ময়-ঘটশরাবাদির দ্বারা শ্রুতি প্রদর্শন করিরাছেন। যদি দৃশ্যস্থানীয় সমস্তই অলীক, এক ব্রহ্মমাত্র বস্তু আছেন, যিনি সর্ববিধ-বিশেষত্ব রহিত এক অক্ষররূপে বর্ত্তমান, সুতরাং এক রূপেই দ্রষ্টব্য —এইরূপ শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তবে সুবর্ণ ও বলয়-কুণ্ডলাদির দৃষ্টান্ত একেবারে অপ্রযোজ্য হইত। বলয়কুণ্ডলাদি এবং ঘটশরাবাদি সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অলীক হইলে, সুবর্ণের এবং মৃত্তিকার জ্ঞানের দ্বারা ঐ সকল মিথ্যা বস্তুরও জ্ঞান হয় বলিলে, ইহা অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য হইয়া পড়ে।[৩৩৯]

সুতরাং জগৎ সত্য, এবং এই জগতের এই সত্যতা ও ব্রহ্মপরিণামিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্যাসদেব "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্র, সূ, ২।১।১৪) সূত্র রচনা করিয়াছেন। সত্য কারণের পরিণাম বা বিকারও সত্য বলিয়া কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব-প্রদর্শনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য। এই সূত্রের পরবর্ত্তী, এই সূত্রেরই সমর্থক বা পরিপোষকরূপে "ভাবে চোপলব্ধেঃ" (সূ ২।১।১৫), 'সত্ত্বাচ্চাবরস্য' (সূ, ২।১।১৬), "অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন"…ইত্যাদি (সূ, ২।১।১৭), "পটবচ্চ" (২।১।১৮), "যথাচ প্রাণাদি"— (২।১।১৯), এই পাঁচটি সূত্রের অবতারণা ব্যাসদেব করিয়াছেন।

---

[৩৩৯] *Vide* :—'বেদান্তদর্শন',—শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ, পৃঃ—৩১—৩২, ভূমিকা।

এই সকল সূত্রে জগতের সত্যত্বই এবং ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৩৪০]

জগতের ত্রৈকালিক সত্যত্ব বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও সুস্পষ্ট সমর্থন।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই সকল সূত্রের ভাষ্যে জগতের মিথ্যাত্বের অনুকূল কোন কথাই বলেন নাই, বরং জগতের সত্যত্ব ও পরিণামবাদের অনুকূলেই তিনি এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্য "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" (ব্র, সূ, ২।১।১৬) সূত্রের ভাষ্যে জগতের ত্রৈকালিক সত্যত্ব স্বীকার করিয়া শেষে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্, অতোঽপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য" —যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনকালের কোন কালেই কারণ ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই, সেইরূপ কার্য্যভূত জগতেরও ত্রৈকালিক সত্তার ব্যভিচার নাই। সত্তা একই, সেইজন্যও কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন।

ইহার দ্বারা কার্য্যভূত জগতের সত্তার যে বিলুপ্তি কখনও হয় না ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর, এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের পরিপাল্য ও নিয়ম্য, এবং ব্রহ্ম ইহার পরিপালক ও নিয়ামক, এইরূপই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

জগতের সত্যত্ব বিষয়ে যুক্তির উপন্যাস

অতএব, এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে এই জগৎ প্রপঞ্চ যদি সত্য না হইত তবে পরব্রহ্মের পরিপাল্য হইত না। কারণ একান্ত অলীক বা মিথ্যা বস্তুর পরিপালন করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে জগৎ সত্য। আর জগৎ যদি অদ্বৈতবাদিসম্মতভাবে অধ্যস্তই হইত, তবে অধ্যস্ত জগতের

---

[৩৪০] এই সকল সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরিপালনের জন্য প্রবৃত্তি ব্রহ্মের হইতে পারিত না। কারণ অধ্যস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি সেই পুরুষেরই হইতে দেখা যায়, বা হওয়া সম্ভবপরও হয়, যাহার অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় নাই। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহার আর অধ্যস্ত শুক্তি-রজতে প্রবৃত্তি হওয়া উপপন্ন বা দৃষ্ট হয় না। যাহার সেইরূপ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞান হয় নাই তাহার পক্ষেই অধ্যস্ত শুক্তি রজতে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়। সেইরূপ স্বাপ্নিক পুত্রাদি, গজতুরগাদির পরিপালনের জন্য প্রবৃত্তি কোন জাগ্রত অনুন্মত্ত পুরুষের দেখা যায় না, বা উপপন্ন হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ বলিয়া সর্বকালের সকল বস্তুরই অধিষ্ঠান-তত্ত্ব তিনি সর্বদাই সম্যক্‌ভাবেই জানিতেছেন, নতুবা ব্রহ্মের অসর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হইবে। সুতরাং প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা এবং অধ্যস্তই হইত, তবে অধিষ্ঠান-তত্ত্বজ্ঞানবান্ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের এই মিথ্যা অধ্যস্ত প্রপঞ্চের পালনে প্রবৃত্তিই হইতে পারিত না। অথচ ব্রহ্মকে জগৎপ্রপঞ্চের পালক প্রভৃতিরূপে শ্রুতি-স্মৃতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে যে জগৎ মিথ্যা বা অধ্যস্ত নহে। কিন্তু সত্য।[৩৪১]

এখানে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে জগৎ একান্ত মিথ্যা বা অলীক নহে, কারণ জগতের সত্তা অনুভূত হয়, একান্ত অলীক মিথ্যা বস্তুর কখনও অনুভবই হয় না। আবার জগৎ পারমার্থিক সত্যও নহে, কারণ জগতের বিনাশ হইয়া থাকে। যাহা ত্রিকালে অবাধিত-সত্তাবিশিষ্ট তাহাই পারমার্থিক সত্য হইতে পারে। সুতরাং বিনশ্বর ও অনিত্য বলিয়া জগৎ পারমার্থিকভাবে সত্যও নহে, আবার সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জগৎকে সদসৎও বলা যায় না। অতএব জগৎ সদসদ্‌বিলক্ষণ 'অনির্বচনীয়'। শুক্তি-রজত যেমন

---

[৩৪১] বেদান্ত-কৌস্তুভ প্রভা—সূঃ ২।১।১৪

সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্বচনীয়, জগৎও সেইরূপ অনির্বচনীয়। শুক্তি-রজত যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত, জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। প্রকৃত পক্ষে জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহা ব্রহ্মে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের কথা। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ মতবাদ শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ, বা রামানুজাদি কোন বৈষ্ণব দার্শনিকই স্বীকার করেন নাই। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীদেবাচার্য্য, শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ, শ্রীমাধবমুকুন্দ, শ্রীসন্তদাসজী প্রভৃতি নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ও আচার্য্যগণ সকলেই অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ মতবাদ নিপুণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিসম্মত জগতের অনির্বচনীয়ত্ব ও তাহার খণ্ডন

জগতের সত্যত্ববিষয়ে উপরে যে সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অদ্বৈতবাদিগণের জগতের মিথ্যাত্বমতবাদ সম্পূর্ণ ভাবে শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ। ইহা তাহাদেরই স্বকপোলকল্পিত মত মাত্র। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ মতবাদের মুলে রহিয়াছে তাঁহাদের অধ্যাসবাদ বা ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস স্বীকার এবং তাঁহাদের মতে এই জগদধ্যাসের মুলে রহিয়াছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাহাদের মতে সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্বচনীয় ভাব পদার্থ। কিন্তু শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মুল কারণ অদ্বৈতবাদিসম্মত-অবিদ্যা বা অজ্ঞান নিপুণভাবে যেরূপ খণ্ডন করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকার করেন তাহারও খণ্ডন শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের সম্মত সত্তাত্রৈবিধ্যবাদেরও খণ্ডন নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ করিয়াছেন। এই সমস্ত পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (২১৬—২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সুতরাং এখানে আর তৎসমস্তের পুনরুক্তি করা হইল না।

জগতের মিথ্যাত্ব-বিষয়ে ছান্দোগ্যোক্ত "বাচারম্ভণ" শ্রুতিবাক্য বিচার ও তাহার অদ্বৈত-বাদিসম্মত ব্যাখ্যা খণ্ডন

আর জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছা, ৬।১।৪)—এই ছান্দোগ্য-শ্রুতিকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। এই শ্রুতি-বাক্যটির প্রসঙ্গ হইল এই :—ঋষি উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর নিকটে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছিলেন এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়—ইহাই হইল "এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান"। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই হইল জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ,—উভয়ই। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে, (যেহেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক ও "ব্রহ্মোপাদেয়') বা সমস্ত জগতের উপাদানকে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাই বুঝাইবার জন্য ঋষি উদ্দালক মৃত্তিকা ও মৃন্ময় দ্রব্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যকে (বা সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের উপাদানকে) জানা যায়, সেইরূপ এক ব্রহ্মকে জানিলেই এই ব্রহ্মোপাদানক সমস্ত জগৎকেও জানা যায়। ইহার হেতু প্রদর্শন করিবার জন্যই পুর্বোদ্ধৃত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"—অর্থাৎ মৃন্ময় দ্রব্য মৃত্তিকারই বিকার, তাহাও মৃত্তিকাই বটে, কেবল 'বাক্' অর্থাৎ নামের দ্বারাই তাহা 'আরব্ধ', অর্থাৎ মৃন্ময় দ্রব্য কেবল ঘটশরাবাদি নামের দ্বারাই (এবং সেই সেই নামের দ্বারা উপস্থাপিত বিশেষ বিশেষ আকৃতির দ্বারাই) মৃত্তিকা রূপ উপাদান হইতে আরব্ধ বা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বাগ্-ব্যবহারের যোগ্য হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা মৃত্তিকাই, উপাদান মৃত্তিকা হইতে তাহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই। এইরূপ 'বিকার' বস্তু মাত্রই তাহার উপাদান হইতে নামের দ্বারাই পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে উপাদান

হইতে "বিকারের" কোন পৃথক্ সত্তা নাই। এইরূপ জগৎও ব্রহ্মোপাদানক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহার কোন পৃথক্ সত্তা নাই। জগতের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে অস্তিত্বই মিথ্যা, কিন্তু ইহা ব্রহ্মেরই পরিণাম বলিয়া ইহাও সত্য, ইহা একেবারে অস্তিত্বহীন অলীক বস্তু নহে। যেমন মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল মৃন্ময় ঘট বলিয়া পদার্থ নাই, তাহা মিথ্যা, সেইরূপ জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল পদার্থ নহে—ইহার পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বই মিথ্যা।—ইহাই উক্ত শ্রুতির স্বাভাবিক অর্থ ও তাৎপর্য্য।

"বাচারম্ভণ" শ্রুতির শ্রীশঙ্করোক্ত ব্যাখ্যার খণ্ডন

কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই স্বাভাবিক অর্থকে গ্রহণ না করিয়া জগৎকে একেবারে অস্তিত্বহীন মিথ্যা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছেন—তিনি এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং, ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি"। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" (ব্র, সূ, ২।১।১৪)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও এই শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তি··· নতু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতম্।"······ "বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ"······মিথ্যাজ্ঞান-বিজ ম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্"······ইত্যাদি।

এখানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্পষ্টভাবেই বলিলেন যে 'বিকার' নামে কোন সদ্ বস্তুই নাই, 'বিকারজাত' সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, দ্বৈতবোধ বা নানাত্ব মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই মত যুক্তিসহ হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ ইহা তাঁহার স্ববচন বিরোধী হয়। কারণ তিনি নিজেই "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" (ব্র, সূ, ২।১।১৬) সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু

কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্। অতোঽপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য।"—এখানে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই জগতের ত্রৈকালিক সত্তা (সুতরাং পারমার্থিক সত্যত্ব) স্বীকার করিয়াছেন। অতএব পুনরায় জগৎকে মিথ্যা বলিলে তাহার স্বচনবিরোধরূপ মহান্ দোষ হয়। দ্বিতীয়তঃ – কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব বেদান্তদর্শনে স্বীকৃত। ব্রহ্মসূত্রকার "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (ব্র, সূ ২।১।১৪) সূত্রে কার্য কারণের অভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চরূপ বিকারজাত শঙ্করের মতে বাস্তব অস্তিত্ব-হীন ও মিথ্যা হইলে এই কার্য্যকারণের অভিন্নত্ববাদ অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। কারণ উল্লিখিত শ্রুতির দৃষ্টান্তে বাস্তব-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে বাস্তব-অস্তিত্বহীন ঘটশরাবাদি কার্য্য কখনওই অনন্য বা অভিন্ন হইতে পারে না। কারণ সত্য ও মিথ্যা, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। কারণ-বস্তু সত্য হইলে কার্য্য-বস্তুও সত্য হইবে, ইহাই নিয়ম। ব্রহ্ম সত্য হইলে ব্রহ্মোপাদানক জগৎও সত্য হইবে।

তৃতীয়তঃ,—"এক বিজ্ঞানে" কিরূপে "সর্ববিজ্ঞান" সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে উক্ত মৃৎপিণ্ড ও মৃদ্বিকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। "কারণের" জ্ঞানলাভ করিলে যে কারণোপাদানক কার্য্যেরও জ্ঞান হয়, কার্য্যবস্তুর কারণ হইতে যে কোন পৃথক্ সত্তা নাই ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রীশঙ্করাচার্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মৃদ্বিকার ঘটাদিকে সর্বতোভাবে অস্তিত্বহীন মিথ্যা বস্তু বলিলে শ্রুত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 'সর্ব' ই অর্থাৎ বিকারজাতই' যখন অস্তিত্বহীন মিথ্যা, তখন তাহার জ্ঞানলাভও উপপন্ন হয় না। আর, অদ্বৈতবাদিগণ জগৎকে ব্রহ্মের

"বিবর্ত্ত' বলিয়া থাকেন এবং শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। রজত যেরূপ ভ্রান্তিবশতঃ অবিদ্যার দ্বারা শুক্তিতে অধ্যস্ত হয়, সেইরূপ জগৎও অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত বা অধ্যস্ত হইয়া থাকে। শুক্তির বিবর্ত্ত রজত যেরূপ মিথ্যা, অস্তিত্বহীন, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎও সেইরূপ মিথ্যা, ইহাই অদ্বৈতবাদীর মত। কিন্তু এই মতে শ্রুত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, যেরূপ শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তে শুক্তির জ্ঞানে রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না, (বরং শুক্তি-রজতভ্রমস্থলে শুক্তির জ্ঞান হইলে রজতজ্ঞান বাধিতই হইয়া যায়), সেইরূপ অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মরূপ কারণের জ্ঞানে কার্য্যরূপ জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞান হইতে পারিবে না। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-প্রপঞ্চ বাধিতই হইয়া যায়, দ্বৈতানুভব বিনষ্ট হয়। অতএব "বাচারম্ভণং' শব্দের অর্থ 'মিথ্যা' হইতে পারে না, কিন্তু তাহার অর্থ "নামরূপের দ্বারা আরব্ধ, এবং বাগ্ব্যবহার যোগ্য।" আর 'সর্ব' অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ সত্য না হইলে তাহার জ্ঞানের কোন প্রশ্নই আসে না, সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানও উপপন্ন হইতে পারে না। [৩৪২]

চতুর্থতঃ,—নামরূপাত্মক কার্য্য জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে বেদান্তাদি শাস্ত্র ও তাহার বিচারও মিথ্যা হইয়া পড়িবে, সুতরাং সেই মিথ্যা বেদান্তাদিশাস্ত্রবিচারজনিত এবং মিথ্যা বেদান্তবেদ্য সদ্রূপব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষেরও কোন প্রকারে সিদ্ধি হইবে না। [৩৪৩]

পঞ্চমতঃ,—জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিলেও ব্যবহারিক দশায় দ্বৈতত্বের সিদ্ধি হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন কেবলাদ্বৈত-বাদের ভঙ্গই হইয়া পড়ে।

---

[৩৪২] বে, কৌ, প্র-সূঃ ২।১।১৪,

[৩৪৩] বেঃ কৌ, প্র-সূঃ—২।১।১৪, বে, র, ম, পৃঃ ৬৫-৬৯।

সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জগন্মিথ্যাত্বমতবাদ সর্বপ্রকারে শ্রুতিবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন

উপরে আলোচিত যুক্তি সমূহের দ্বারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যসম্মত বিবর্ত্তবাদও নিরাকৃত হয়। কারণ বিবর্ত্তবাদে জগৎকে অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত ভ্রম মাত্র, সুতরাং মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। অবিদ্যাবশতঃ শুক্তিতে আরোপিত রজত যেরূপ মিথ্যা, জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে রজত যেরূপ শুক্তির বিবর্ত্ত, জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। ইহাই বিবর্ত্তবাদ। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব যে শ্রুতিবলে বা শ্রুত্যনুকূল যুক্তিবলে—কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না, তাহা উপরে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা উক্ত বিবর্ত্তবাদও নিরাকৃত হইয়া যায়।

আর জগৎ যদি শুক্তিরজতের ন্যায় ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ও মিথ্যাই হইত তবে শ্রুতিতে শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তও থাকিত এবং বিবর্ত্ত বা 'ভ্রান্তি' শব্দের উল্লেখ থাকিত। কিন্তু সৃষ্টিব্যাপার প্রসঙ্গে শ্রুতিতে কোথায়ও শুক্তি-রজত বা মৃগতৃষ্ণোদক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, এবং 'বিবর্ত্ত' বা 'ভ্রান্তি' শব্দেরও উল্লেখ কোথায়ও দেখা যায় না, বরং শুক্তি রজতাদির পরিবর্ত্তে মৃৎপিণ্ড এবং মৃদ্‌বিকার ঘটশরাবাদির ও সুবর্ণপিণ্ড এবং সুবর্ণবিকার বলয়-কুণ্ডলাদির দৃষ্টান্তই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং 'ভ্রান্তি' বা 'বিবর্ত্ত' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বিকার' শব্দেরই প্রয়োগ শ্রুতিতে করা হইয়াছে। জগতের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের সত্যত্ব-খ্যাপনই যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত তবে শুক্তি-রজতের বা রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তই শ্রুতিতে উপস্থাপিত হইত, কিন্তু শ্রুতি তাহা করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রুতি 'বিকার' শব্দের প্রয়োগ করিয়া 'কার্য্য' যে কারণের সত্য পরিণাম ইহাই বুঝাইয়াছেন।[৩৪৪]

---

[৩৪৪] বে, র, ম,—পৃঃ ৬৭, (কাশী সং) ; বে, কৌ, প্র,—সূঃ ২।১।১৪

দ্বিতীয়তঃ,—পূর্বানুভূত সত্য পদার্থেরই অন্য বস্তুতে আরোপ হইতে পারে, কিন্তু যাহা একেবারে অস্তিত্বহীন অলীক বা মিথ্যা তাহার পূর্বানুভবই হইতে পারে না, সুতরাং অন্যবস্তুতে তাহার আরোপও সম্ভব হয় না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা হইলে ব্রহ্মে তাহার আরোপ বা অধ্যাসও হইতে পারে না। [৩৪৫]

আর, শুক্তি-রজত, বা রজ্জু-সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে যে জগতের আরোপ বা অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করা হইল না।

অতএব ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস বা ভ্রান্ত আরোপ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হইতে পারে না।

আর, মৃত্তিকা প্রভৃতি সত্য উপাদান বস্তুর জ্ঞানে যেরূপ তদুপাদেয় ঘটাদির জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ শুক্তির জ্ঞানে কিন্তু রজতের জ্ঞান হয় না, বা মরীচিকার জ্ঞানে জলের জ্ঞান হয় না, বা রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের জ্ঞান হয় না। কারণ রজত শুক্ত্যুপাদানক নহে, বা জলও মরীচিকোপাদানক নহে, বা সর্পও রজ্জুপাদানক নহে। [৩৪৬]

যদি বলা যায় যে ঘটাদিও বিবর্ত্তবাদ পক্ষে মৃত্তিকাদিতে অধ্যস্ত, কিন্তু তাহা মৃত্তিকাদির বিকার নহে, তবে তাহাও যুক্তি সঙ্গত হইবে না। কারণ ঘটাদি মৃত্তিকাদিতে অধ্যস্ত হইলে অধিষ্ঠান মৃত্তিকাদির জ্ঞানে ঘটাদির বাধ হইয়া যাইবে, কিন্তু বাস্তবে সেরূপ দেখা যায় না। অতএব বিবর্ত্তবাদ অসিদ্ধ। [৩৪৭]

আর বিবর্ত্তবাদ-পক্ষে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ বা উপাদান-কারণ,—কোনটিই হইতে পারিবে না। কারণ যাহা মিথ্যা ও অস্তিত্বহীন, তাহার সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া কেহই করিতে পারেনা। সুতরাং

---

[৩৪৫] বে, র, ম,—পৃঃ ৬৫।

[৩৪৬] বে, র, ম, —পৃঃ ৬৭ ; বে, কৌ প্র,– সূঃ—২।১।১৪

[৩৪৭] বে, কৌ, প্র, – সূঃ ২।১।১৪

অস্তিত্বহীন মিথ্যা জগতের স্রষ্টা বা নিমিত্তকারণ ব্রহ্ম হইতেই পারেন না—কারণ ইহা অসম্ভব। এইরূপে ব্রহ্ম মিথ্যা জগতের উপাদানকারণও হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়িবে, কারণ, কার্য্য ও কারণ সর্বদাই একই জাতীয় হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। অদ্বৈতবাদিসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে অসত্য জগতের নিমিত্ত বা উপাদান কারণ হইতে পারেন না, এবং অদ্বৈতবাদিসম্মত মায়া বা অজ্ঞান, অথবা মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মও যে জগতের উপাদান হইতে পারে না এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না। অতএব জগৎ যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, সুতরাং মিথ্যা হইতে পারে না ইহাই সিদ্ধ হইল।

নিম্বার্ক মতে জগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম

শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ জগৎকে ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপরূপ সত্য পরিণাম বলিয়াই স্বীকার করেন। নিম্বার্ক মতে জগৎ ব্রহ্মের শক্তি. ব্রহ্মই তাঁহার স্বরূপগত সূক্ষ্মাবস্থাপন্না 'চিৎ' ও 'অচিৎ' পদার্থরূপা শক্তিসমূহকে জীবজগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিয়া স্থূলাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকেই শক্তি-বিক্ষেপ বলে। এই জন্যই ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলা হয়।[৩৪৮]

সুতরাং জগৎ নিম্বার্ক মতে ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম, কিন্তু ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণাম নহে।[৩৪৯]

---

[৩৪৮] তত্রোপাদানত্বং নাম পরাপরক্ষেত্রজ্ঞাদিপদার্থভূতস্বাভাবিকীনাং সূক্ষ্মাবস্থাপন্নানাং শক্তীনাং তত্তদ্গতসদ্রূপকার্য্যাণাঞ্চ স্থূলতয়া প্রকাশকত্বম্" —বেদান্ত কৌস্তুভভাষ্য, সূঃ ১।১।২।

[৩৪৯] "ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণময্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেন শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি।"—বে, পা, সৌ ভাষ্য—১।৪।২৬ সূত্র। "সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরপ্রচ্যুতস্বরূপঃ পরমাত্মা, স্বাত্মক-স্বাধিষ্ঠিত-নিজ-শক্তি-বিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণময়তি,"—বেদান্তকৌস্তুভ' ভাষ্য —সূত্র ১।৪।২৬

আর জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণাম নহে বলিয়াই জগদাকারে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন, এবং কৃৎস্ন-প্রসক্তিদাষোদিও হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪'২৬) সূত্রে এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"--(তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মানন্দ ৭।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পরিণামবাদই স্বীকৃত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পরিণামবাদ,—সুতরাং জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিলেই পূর্বোক্ত একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতির উপপত্তি হইতে পারে, এবং শ্রুত্যুক্ত মৃদাদি-দৃষ্টান্তেরও সামঞ্জস্য হয়। এই শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণামবাদের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

> "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
> যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"
> —(মুণ্ডক, ১১৭)—

—ঊর্ণনাভ যেমন তাহার দেহ হইতেই তন্তু সমূহ সৃষ্ট করে, আবার নিজের দেহের মধ্যেই তাহা আকর্ষণ করিয়া সংহরণ করে, কিন্তু ঊর্ণনাভ যেমন নিজে তন্তুর কারণ হইয়াও নিজে তন্তুতে পরিণত হয় না, ব্রহ্মও সেইরূপ নিজের স্বরূপগত শক্তি হইতে জগতের সৃষ্টি করিয়া নিজের মধ্যেই আবার সংহার করিয়া লয়েন। কিন্তু ব্রহ্ম জীবজগতের কারণ হইয়াও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্ত্তিতই থাকেন। ইত্যাদি।

জগৎ যে ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপরূপ পরিণাম তাহা মহাভারতেও অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ—

> প্রসার্য্য চ যথাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে পুনঃ।
> তদ্বদ্ ভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি গ্রসতে পুনঃ॥—
> (মহাঃ—শান্তিপর্ব ৩২৬।৩৯)

—কূর্ম যেরূপ নিজের অঙ্গসমূহ একবার বাহিরে প্রসারিত

করিয়া পুনরায় আবার নিজের মধ্যে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এই জীবজগৎকে নিজ হইতেই প্রকাশিত বা স্থূলাকারে ব্যক্ত করিয়া আবার নিজের মধ্যেই গ্রাস বা উপসংহৃত করিয়া লয়েন। ঠিক এই ভাবের কথাই ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব 'পটবচ্চ' (ব্র, সূ, ২।১।১৮) সূত্রে বলিয়াছেন। যেমন সংকুচিত বা সংবেষ্টিত বস্ত্র প্রসারিত হয়, সেইরূপ জগৎও অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশিত হয়। তিরোভাব সময়ে জগৎ নামরূপের দ্বারা অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মেই বিলীন থাকে, পরে সৃষ্টিকালে তাহাই নামরূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া প্রত্যক্ষাদির দ্বারা গৃহীত হয়। ইহার দ্বারাও শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামবাদই অঙ্গীকৃত হইয়াছে বুঝা যায়।

পরিণামবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির নিরসন

অতএব এইরূপ শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে কৃৎস্ন-প্রসক্তি প্রভৃতি কোনরূপ দোষই আর হইতে পারে না। ইহা ব্রহ্ম সূত্রকার ব্যাসদেবও "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা" —(২।১।২৫ সূত্র), "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"— (সূত্র ২।১।২৬) ইত্যাদি সূত্রে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর ব্রহ্ম যে জগদাকারে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন ইহাও সূত্রকার "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (ব্র, সূ ২।১।২৭) সূত্রে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন—"কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বাসাধারণশক্তিমত্ত্বাৎ"—(ব্রঃ সূঃ নিম্বার্কভাষ্য, ২।১।২৩—২৯)

আর, নিরবয়ব, বিভু, সর্বগত, ব্রহ্মের পরিণাম হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ আপত্তিও করা যাইতে পারে না। কারণ, নিরবয়ব, বিভু আকাশেরও বায়ুরূপে ও শব্দরূপে পরিণাম হইতে দেখা যায়। শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে—"আকাশাদ্ বায়ুঃ" ইত্যাদি। বস্তুতঃ

সাবয়বত্ব বা নিরবয়বত্ব বস্তুর পরিণামে প্রযোজক নহে, কিন্তু বস্তুগত তাদৃশী শক্তিই পরিণামে প্রয়োজক। অন্যথা যে কোনও বস্তু হইতেই যে কোন পরিণাম হইতে পারিবে, যেমন সাবয়ব জল হইতেও দধিরূপে পরিণাম হইতে পারিবে, কিন্তু তাহা কখনও হয় না। অতএব বস্তু শক্তিই পরিণামে প্রযোজক। সুতরাং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিবশতঃই জগদ্রূপে পরিণাম হওয়া অসম্ভব কিছুই নহে।[৩৫০] ব্রহ্মসূত্রের "উপসংহার-দর্শনান্নেতিচেন্ন, ক্ষীরবদ্ধি"—(ব্র, সূঃ—২।১।২৩) সূত্রে সূত্রকার ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।[৩৫১] এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যও অতিশয় স্পষ্টভাবে "জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম" ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা ঃ—"তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি-যোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।"

শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণামত্ব সমর্থন

অতএব নিম্বার্ক মতে জগৎ যে ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাই শ্রুতি-সূত্র-প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম-সূত্রকার ব্যাসদেবের সম্মত এবং যুক্তিসিদ্ধও বলিয়া প্রমাণিত হইল।

আর অদ্বৈতবাদিগণ জগতের যে মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন, সেই মিথ্যাত্বের লক্ষণ-প্রমাণাদিও যুক্তিসহ হয় না। নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ অদ্বৈতবাদিসম্মত মিথ্যাত্বের লক্ষণসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে সেই বিষয়ে নীচে আলোচনা করা যাইতেছে ঃ—

অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত মিথ্যাত্বের লক্ষণ ও তাহার খণ্ডন

প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বেদান্তী মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধিতে অদ্বৈতবাদিগণের প্রসিদ্ধ পাঁচটি মিথ্যাত্ব লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ সেই পাঁচটি লক্ষণেরই খণ্ডন

---

[৩৫০] বে, কৌ, প্র,—সূঃ ২।১।৭,

[৩৫১] এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য, শ্রীনিবাসভাষ্য ও কেশবকাশ্মীরী-বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রথম লক্ষণটি হইল "সদসত্ত্বানধিকরণত্বং মিথ্যাত্বম্"। এই লক্ষণটি পঞ্চপাদিকাকার আচার্য্য পদ্মপাদ রচিত। কিন্তু এই লক্ষণটি অতি-ব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কারণ 'সদসত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব' অর্থাৎ যাহা সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অনধিকরণ, অর্থাৎ যে বস্তুতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কোনটাই নাই তাহাই মিথ্যা—এইরূপ বলিলে নির্ধর্মক ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মনির্বিশেষ ও নির্ধর্মক, কোনরূপ ধর্মই ব্রহ্মে নাই। সুতরাং ব্রহ্মে সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্মও নাই, অতএব ব্রহ্মে 'সদসত্ত্বানধিকরণত্ব' আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ ব্রহ্মকে অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যা বলেন না।[৩৫২]

মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ খণ্ডন

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন—বাধক জ্ঞানের বিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব" ("বাধক-জ্ঞানবিষয়ত্বং মিথ্যাত্বম্") এইরূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণ হইবে। কারণ আমরা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করি যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-প্রপঞ্চের বাধ হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইল বাধকজ্ঞান এবং জগৎপ্রপঞ্চ হইল সেই বাধক জ্ঞানের বিষয় ('বাধ্য'), অতএব বাধক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা হইবে, যেমন শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে শুক্তিজ্ঞানরূপ বাধক জ্ঞানের দ্বারা রজত জ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া শুক্তি-রজত মিথ্যা হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও যুক্তিসহ নহে। কারণ 'বাধক-জ্ঞানের বিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব' এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিলে ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ ব্রহ্মও প্রপঞ্চবাধক ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হওয়ায় ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়িবে।[৩৫৩]

---

[৩৫২] পরপক্ষ গিরিবজ্র—পৃঃ ১১৬ (বৃন্দাবন সং)
[৩৫৩] ঐ, পৃঃ ১১৬

আর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎপ্রপঞ্চের যে বাধ হয় না ইহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবেই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎপ্রপঞ্চের বাধ হইয়া থাকে—অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও শ্রুতিবিরুদ্ধ।

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ খণ্ডন

মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ হইল—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধ-প্রতিযোগিত্বম্"। ইহা বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির রচিত লক্ষণ। এই লক্ষণের অর্থ—প্রতিযোগীর আধাররূপে প্রতীত অধিকরণে (প্রতিপন্নোপাধৌ) ত্রৈকালিক অভাব অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। "প্রতিপন্ন" কথাটির অর্থ "মিথ্যারূপে অভিমত"। যেমন শুক্তি রজত মিথ্যারূপে অভিমত,—সেই রজৎ-প্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য যে শুক্তিরূপ অধিকরণ, তন্নিষ্ঠ যে "রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি"—এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ, অর্থাৎ-রজতের অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী রজৎ-সেইরূপ প্রতিযোগিত্বই রজতের মিথ্যাত্ব। এইরূপে জগৎ প্রপঞ্চস্থলেও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। —অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণও দোষ-যুক্ত। কারণ প্রশ্ন হইতে পারে যে উক্তরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ কি পারমার্থিক অর্থাৎ তাত্ত্বিক, অথবা অতাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রাতিভাসিক? অথবা উহা ব্যবহারিক? নিষেধ 'তাত্ত্বিক' অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য হইতে পারিবে না, কারণ তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। অদ্বৈতবাদিগণ একমাত্র ব্রহ্মকেই পারমার্থিক সত্য বলেন, অন্য কাহারও পারমার্থিক সত্যত্ব নাই। কিন্তু নিষেধকে পারমার্থিক সত্য বলিলে পারমার্থিক সত্য দুইটি হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে ভেদও সিদ্ধ হইল, অতএব ইহাতে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ,—উক্তরূপ নিষেধ 'অতাত্ত্বিক' অর্থাৎ প্রাতিভাসিকও হইতে পারিবে না, কারণ প্রাতিভাসিক নিষেধ ভ্রমস্থলেই হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা জগতের

মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না। যেমন ঘটবিশিষ্ট ভূতলে 'ঘটো নাস্তি' এইরূপ ভ্রম-প্রতীতিতে ঘটের যে নিষেধ হয় সেই প্রতিভাসিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব তো ঘটে সিদ্ধই আছে, সুতরাং পুনরায় তাহার সিদ্ধ করিতে গেলে সিদ্ধ-সাধন দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং ইহাতে অর্থান্তর কথনরূপ দোষেরও আপত্তি হইয়া পড়িবে। সুতরাং উক্ত নিষেধকে প্রাতিভাসিকও বলা যায় না। আর, উক্ত নিষেধকে ব্যবহারিকও বলা যাইতে পারে না, কারণ অদ্বৈতবাদির মতে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক নহে, কিন্তু ব্যবহারিক। সেই অপ্রাতিভাসিক জগৎপ্রপঞ্চের ব্যবহারিকত্ব নিষেধ করিলে সেই নিষেধের প্রযিযোগী জগৎপ্রপঞ্চ পারমার্থিক হইয়া পড়িবে, এবং তাহাতে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের হানি হইবে।[৩৫৪]

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে উক্তরূপ নিষেধ তাত্ত্বিকই, অর্থাৎ পারমার্থিকই, কিন্তু পারমার্থিক হইলেও উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ উক্তরূপ নিষেধ ব্রহ্মস্বরূপই। সুতরাং উক্তরূপ নিষেধ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া দুইটি পারমার্থিক সত্য বস্তুর সিদ্ধি হইবে না, এবং অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের হানিও হইবে না। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ উক্তরূপ নিষেধ ভ্রমকালে অনিশ্চিত থাকে, এবং উহা প্রতিযোগিসাপেক্ষও বটে। কিন্তু ব্রহ্ম ভ্রমকালেও নিশ্চিত, এবং নির্বিশেষ বলিয়া নিরপেক্ষ, সুতরাং ভ্রমকালে অনিশ্চিত ও সাপেক্ষ নিষেধ ভ্রমকালে নিশ্চিত ও নিরপেক্ষ নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। অনিশ্চিত ও সাপেক্ষ নিষেধের নিশ্চিত, নিরপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপত্ব কখনই সম্ভব নহে, কারণ উভয়ের মধ্যে মহান্ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে।[৩৫৫]

---

[৩৫৪] পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ১১৭ (বৃন্দাবন সং)

[৩৫৫] ঐ, পৃঃ—১১৭ (বৃন্দাবন সং)

অতএব এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণও যুক্তিসহ হয় না।

মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণ খণ্ডন

মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণ হইল—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্"। এই লক্ষণটিও বিবরণকার প্রকাশাত্মযতিবিরচিত। এই লক্ষণের অর্থ—যাহা জ্ঞানের দ্বারা "নিবর্ত্তনীয়" বা বাধ্য হয় তাহাই মিথ্যা। যেমন শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তে শুক্তি জ্ঞানের দ্বারা রজত বাধিত হয় বলিয়া রজত মিথ্যা, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত হয় বলিয়া জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা। কিন্তু এই লক্ষণটিও দোষদুষ্ট। কারণ সত্য পূর্বক্ষণের জ্ঞান উত্তরক্ষণের জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই উত্তরজ্ঞান-নিবর্ত্ত্য পূর্বজ্ঞানে এই মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। সেইরূপ আবার স্মৃতিনিবর্ত্তনীয় সংস্কারেও অতিব্যাপ্তি হইবে।[৩৫৬]

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন "অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্ব-রূপে জ্ঞাননিবর্ত্তনীয়ত্বই" মিথ্যাত্ব, তবে এইরূপ লক্ষণও নির্দোষ হইবে না। কারণ জীবন্মুক্ত্যনুবৃত্ত অজ্ঞানে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরেও জীবন্মুক্ত পুরুষের বিদ্যমান যে অজ্ঞান তাহা মিথ্যা হইলেও, সাক্ষাৎকারত্বরূপে জ্ঞানবির্বর্ত্তনীয় হয় না। অতএব সেই অজ্ঞানে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। দ্বিতীয়তঃ—পরোক্ষ প্রমাজ্ঞান-নিবর্ত্তনীয় পরোক্ষ ভ্রমবিষয়েও উক্ত মিথ্যাত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে। কারণ পরোক্ষ প্রমাজ্ঞানের পরোক্ষ-ভ্রম-বিষয়-নিবর্ত্তকতা অধিষ্ঠান-সাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিন্ন হয় না। অথচ অদ্বৈতবাদিমতে উক্ত পরোক্ষ ভ্রমবিষয়ও মিথ্যা। এই মিথ্যা পরোক্ষ ভ্রমবিষয়ে উক্ত মিথ্যাত্ব লক্ষণের সঙ্গতি না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে।[৩৫৭] এইরূপে অদ্বৈতসিদ্ধিতে উদ্ধৃত এই তৃতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণও বিচারসহ হয় না।

---

[৩৫৬] পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ—১১৮-১৯

[৩৫৭] ঐ, ১১৯ (বৃন্দাবন সং)

মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ হইল—"স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্।" এই লক্ষণটি চিৎসুখাচার্য্যরচিত। চিৎসুখীতে ইহা কারিকাকারেও নিবদ্ধ করা হইয়াছে ঃ—

"সর্বেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা।" (চিৎসুখী)। এই লক্ষণটিই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র গদ্যাকারে তাঁহার বেদান্ত পরিভাষায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—"মিথ্যাত্বং চ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমত—যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্" (বেদান্তপরিভাষা)। পরপক্ষগিরিবজ্রে চিৎসুখীর এই লক্ষণটি "স্বাধিকরণনিষ্টাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্"—এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। চিৎসুখীর এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অর্থ—কোন বস্তুর নিজের আশ্রয়ে (অধিকরণে) বর্ত্তমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা আশ্রয় বা অধিকরণ (যাহাতে যে বস্তু থাকে) সেই আশ্রয় বা অধিকরণে যদি সেই বস্তুরই অত্যন্তাভাব প্রদর্শন করা যায় তবে সেই বস্তু মিথ্যা হইবে। যাহাতে যাহা আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহাতে তাহা না থাকাই সেই বস্তুর মিথ্যাত্ব। যেমন পটের আশ্রয় বা অধিকরণ যে তন্তু, সেই তন্তুতে পটের অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই, অর্থাৎ তাহাতে পটের না থাকাই সেই পটের মিথ্যাত্ব। ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ খণ্ডন।

পট অবয়বী, আর তন্তু তাহার অবয়ব। অবয়বী অবয়বে থাকিতে পারে না, কারণ অবয়ব অবয়বীর অংশ মাত্র। অতএব তন্তুরূপ অবয়বে পটরূপ অবয়বীর অত্যন্তাভাব আছে।

আবার তন্তুই পটের আশ্রয় বলিয়া অভিমত, কারণ বিভিন্ন তন্তুসংযোগেই পট প্রস্তুত হয়। সুতরাং পটের আশ্রয় বলিয়া অভিমত তন্তুতে অবয়বী পটের অত্যন্তাভাব থাকিল। অতএব পট মিথ্যা হইল। এইরূপে সর্বত্রই উক্ত মিথ্যাত্ব লক্ষণের সঙ্গতি

হইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণও দোষদুষ্ট হয়। কারণ প্রথমতঃ এই লক্ষণের অব্যাপ্যবৃত্তি সত্য সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। সংযোগ, শব্দ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু স্ব-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে।

যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগে বিহঙ্গমসংযোগ থাকিলেও বৃক্ষের মূলদেশে বিহঙ্গমসংযোগ নাই। অতএব সংযোগের অধিকরণ বৃক্ষে সংযোগের অত্যন্তাভাবই রহিল। এইজন্য সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও সংযোগ মিথ্যা বস্তু নহে, তাহা সত্যই। সুতরাং এই মিথ্যাত্ব লক্ষণের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি না হইয়া অব্যাপ্যবৃত্তিত্বই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং এই লক্ষণে অর্থান্তরতা দোষ অপরিহার্য্য, কারণ অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ও মিথ্যাত্ব এক কথা নহে। অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব সত্যত্বের অবিরোধী, কারণ সত্য বস্তুও অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী, সত্য বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না।[৩৫৮]

ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে "স্বসংসৃজ্যমানাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্"—অর্থাৎ স্বসংসৃজ্যমান অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এইরূপ লক্ষণ করিলে আর সত্য সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না, বা অর্থান্তরতাদোষও হইবে না। কারণ সংযোগের সংসৃজ্যমান অধিকরণে সংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে না। বেদান্তপরিভাষাকারও উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণে 'যাবৎ' কথাটি প্রয়োগ করিয়া এইরূপ অর্থান্তর দোষেরই বারণ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ লক্ষণও সঙ্গত নহে। কারণ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ ভূতলাদি, এবং সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদি। অতএব সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ ভূতলাদিতে

---

[৩৫৮] পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ১১৮ (বৃন্দাবন সং)

সমবায় সম্বন্ধে তাহার অত্যন্তাভাব আছে। এইরূপে সমবায় সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদিতে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাদির অত্যন্তাভাব আছে। আবার তাদৃশ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব ঘটপটাদি সত্যপ্রপঞ্চের আছে। অতএব তাদৃশ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের বিরোধী হইল না। সুতরাং এই লক্ষণেও সিদ্ধ সাধনতাদোষ ও অর্থান্তরতাদোষ পূর্বের ন্যায়ই একইরূপ রহিল।[৩৫৯]

আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বলেন যে,—যেরূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে যাহার অধিকরণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর এই কথাও অসম্ভব দোষে দুষ্ট। কারণ যেরূপে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যে অধিকরণে যাহা থাকে, সেইরূপে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতেই পারে না, ইহা বিরুদ্ধ, এবং ইহার দৃষ্টান্তও জগতে অপ্রসিদ্ধ।[৩৬০] সুতরাং মিথ্যাত্বের এই চতুর্থ লক্ষণটিও কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ খণ্ডন।

মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ হইল— 'সদ্‌বিবিক্তত্বম্', বা "সদ্‌ভিন্নত্বম্ মিথ্যাত্বম্"। ইহা আনন্দবোধের উক্ত লক্ষণ। ইহার অর্থ— সদ্‌ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব। সদ্‌বস্তু হইল প্রমাণসিদ্ধ, আর প্রমাণ হইল দোষাসহকৃত জ্ঞানের করণ। সুতরাং দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণসিদ্ধ ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব—ইহাই উক্ত মিথ্যাত্ব লক্ষণের ফলিতার্থ হইল।—কিন্তু মিথ্যাত্বের এই লক্ষণও সঙ্গত হয় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মও দোষাসহকৃত জ্ঞানকরণরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ সমুদয় বস্তু হইতেই ভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

---

[৩৫৯] ঐ, পৃঃ—১১৮

[৩৬০] পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ—১১৮

দ্বিতীয়তঃ,—ঘটপটাদি প্রপঞ্চও কল্পিত-দোষ-বিহীন প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ, ঐরূপ প্রমাণসিদ্ধ বস্তু হইতে ভিন্ন কিছু নহে। সুতরাং উক্ত লক্ষণের ঘটপটাদি বস্তুতে অব্যাপ্তি হইবে। যদি বলা যায় যে জ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেও অবিদ্যাদোষ কল্পিত হইয়া থাকে, যেহেতু আমাদের মতে সমস্তই অবিদ্যাধ্যস্ত, অতএব উক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দোষাসহকৃত হয় নাই, তবে ইহার উত্তরে বক্তব্য যে তাহা হইলে যে বেদ হইতে ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কল্প্য অবিদ্যাদোষ আছে বলিয়া জানা যায়, সেই বেদেও ঐরূপ দোষ থাকার আপত্তি হইতে পারে। অতএব মিথ্যাত্বের এই পঞ্চম লক্ষণও উপপন্ন হয় না।[৩৬১]

এইরূপে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্যগণ অদ্বৈতবাদিসম্মত মিথ্যাত্ব-লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। উপরে সংক্ষেপে ইহার কিছু আলোচনা করা হইল। নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট এবং শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ বৈষ্ণবও তাঁহাদের গ্রন্থে মিথ্যাত্ব লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এখানে আর তৎ সমস্তের আলোচনা করা হইল না।[৩৬২]

আর নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ অদ্বৈতবাদিসম্মত মিথ্যাত্বের প্রমাণও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্ববিষয়ে কোনরূপ প্রমাণও নাই। কারণ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ বর্ত্তমান-মাত্রগ্রাহী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ত্রৈকালিকনিষেধঘটিত মিথ্যাত্ব গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যুত অদ্বৈতবাদিগণ যে 'সদ্ভিন্নত্বই মিথ্যাত্ব' বলিয়া থাকেন, 'সন্ ঘটঃ' এইরূপ সত্ত্বগ্রাহী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঘটাদিতে উক্ত সদ্ভিন্নত্বরূপ মিথ্যাত্বের বাধই হইয়া থাকে।

আর এই বিষয়ে অনুমান প্রমাণও নাই। কারণ অনুমিতিতে

---

[৩৬১] পরপক্ষ গিরিবজ্র পৃঃ ১১৯

[৩৬২] বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা সূঃ ২।১।১৪, ও শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী পৃঃ ৫৬ (কাশী সং) দ্রষ্টব্য।

মিথ্যাত্বের প্রমাণ খণ্ডন।

ব্যাপ্তিজ্ঞানই করণ, আর ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমান প্রত্যক্ষমূলক হইয়া থাকে। অতএব মিথ্যাত্ববিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না, তখন অনুমানও প্রমাণ হইতে পারিবে না—ইহাই সিদ্ধ হইল।

আর অদ্বৈতবাদিগণসম্মত মিথ্যাত্বে শব্দ প্রমাণও যে নাই ইহা পূর্বেই জগৎসত্যত্ব নিরূপণাবসরে এবং ভেদের পারমার্থিকত্ব স্থাপন প্রসঙ্গে শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিই দ্বিতীয় বস্তু-মাত্রের নিষেধ করিয়া দ্বিতীয় বস্তু-মাত্রের মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন, তবে ইহার উত্তরে বক্তব্য যে উক্ত শ্রুতির দ্বারা দ্বিতীয়-বস্তু-মাত্রের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ উক্ত শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্টরূপে দ্বিতীয় বস্তু নাই—ইহাই উক্ত হইয়াছে। আর উক্ত শ্রুতির অদ্বিতীয়াদি পদও ব্রহ্মের 'সমান' বা 'অধিক' যে কিছু নাই, তাহাই প্রতিপাদন করে, যেমন—'চোলরাজ এক অদ্বিতীয় ছিলেন'—এই বাক্যের 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' পদ দ্বারা 'রাজান্তরের' বা সেই 'রাজার সৈন্যাদির' নিষেধ করা হয় নাই, কিন্তু তাহার তুল্য নৃপান্তরেরই নিষেধ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদি স্বীকৃত মিথ্যাত্বানুমান খণ্ডন।

অতএব এই সমস্ত শ্রুতির দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।[৩৬৩] ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। আর অদ্বৈতবাদিগণ জগতের মিথ্যাত্বের সাধক এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন :—"ব্যবহারিকং জগৎপ্রপঞ্চং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ, শুক্তিরজতবৎ"। —অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ মিথ্যাত্বানুমানও দোষ-

---

[৩৬৩] বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা—সূঃ ২।১।১৯, পরপক্ষ গিরিবজ্র – পৃঃ ১১৯-২০

দুষ্ট বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট, শ্রীমাধবমুকুন্দ, শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ প্রভৃতি নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমত :—এই মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য যে "মিথ্যাত্ব" তাহাই তো অনুপপন্ন ও অসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদিসম্মত মিথ্যাত্বলক্ষণ যে কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যাত্ব লক্ষণ অনুপপন্ন হওয়ায় মিথ্যাত্বও অসিদ্ধ ও অনুপপন্ন হইল।

'সাধ্য' খণ্ডন

আর অদ্বৈতবাদিগণ জগতের যে মিথ্যাত্বকে স্বীকার করেন, সেই বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে—এই মিথ্যাত্ব কি সত্য, অথবা মিথ্যা? মিথ্যাত্ব সত্য হইলে অদ্বৈতবাদির মতে ব্রহ্মসহ দুইটি সত্য বস্তুর প্রসঙ্গ হইয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে জগৎসত্যত্বের আপত্তি হইবে।[৩৬৪] অতএব উক্ত মিথ্যাত্বানুমানে 'সাধ্য' মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ বলিয়া অনুমান দোষদুষ্ট হইয়াছে।

পক্ষ-খণ্ডন

দ্বিতীয়তঃ,—এই মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষ হইতেছে ব্যবহারিক জগৎ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—এই ব্যবহারিক জগৎ-রূপ পক্ষ 'প্রমিত' অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ কিনা? যদি পক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বা প্রমিত হয় তবে তাহার নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। আর যদি পক্ষ প্রমাণসিদ্ধ না হয় তবে পক্ষেরই অসিদ্ধ হওয়ায় "শশশৃঙ্গং তীক্ষ্ণাগ্রম্" "খপুষ্পং গন্ধবৎ"—ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইবে।

তৃতীয়তঃ,—এই অনুমানে হেতু হইতেছে দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব। কিন্তু এই ত্রিবিধ হেতুই উপপন্ন হয় না। কারণ

---

[৩৬৪] "দ্বিতীয়াভাবস্তু সত্ত্বে অদ্বৈতহানিঃ, মৃষাত্বে দ্বৈতস্য সত্যত্বাপত্তিঃ"… ইত্যাদি। —বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা সূঃ ২।১।১৯

'দৃশ্যত্ব'-হেতু খণ্ডন

বৃত্তিব্যাপ্যত্ব অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্বই হইল দৃশ্যত্ব। কিন্তু ব্রহ্মও বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তির বিষয় হন বলিয়া ব্রহ্মেও দৃশ্যত্ব হেতু আছে বলিয়া ব্রহ্মে এই হেতুর অতিব্যাপ্তি হইবে, এবং ফলে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়িবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে শুদ্ধ ব্রহ্ম দৃশ্য নহেন, কিন্তু উপহিত ব্রহ্মই দৃশ্য হইয়া থাকেন, অর্থাৎ উপহিত ব্রহ্মই অন্তঃ-করণবৃত্তির বিষয় হন, শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হন না, তবে তাহাদের এই উক্তিও বিচারসহ হইবে না।

কারণ উপহিত ব্রহ্মের প্রকাশে যে ব্রহ্ম উপাধির দ্বারা উপহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ যাহাতে উপাধির সম্বন্ধ হইয়াছে, সেই উপধেয় ব্রহ্মেরও প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে, এবং এই প্রকাশ ব্রহ্ম-বিষয়ক অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারাই হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় না হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মপ্রতীতির জন্য "যত্তদদ্রেশ্যম্" —এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধিবাচক "যৎ" শব্দ ও "তৎ" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিত না। আর শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তির বিষয় হইয়া ভাসমান না হইলে তিনি যে শুদ্ধ ব্রহ্ম ইহা জানাও যাইত না, অর্থাৎ শুদ্ধের সিদ্ধিই হইতে পারিতনা। আর প্রশ্ন হইতে পারে "শুদ্ধং স্বপ্রকাশম্"—এই বাক্যজন্য জ্ঞানে শুদ্ধ ব্রহ্ম ভাসমান হন কি না? যদি ভাসমান হন তবে শুদ্ধ ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হইল, আব যদি ভাসমান না হন, তবে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইবে না। কারণ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব শ্রুতি-বাক্যের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন যে "শুদ্ধং স্বপ্রকাশম্" এই বাক্যে লক্ষণাদ্বারা "অশুদ্ধত্ব অস্বপ্রকাশত্বের ব্যাপক" এইরূপ অর্থ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে অশুদ্ধত্বের ব্যাবৃত্তি দ্বারা অস্বপ্রকাশত্বেরও ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে এবং এইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বে পর্য্যবসান হয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ উক্তিও অসংগত। কারণ এই ব্যাবৃত্তির ধর্মিরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান না থাকিলে কাহাতে

স্বপ্রকাশত্বের পর্য্যবসান হইবে? কারণ ব্যাপকাভাববিশিষ্টরূপে যে ধর্মী জ্ঞাত হয় নাই, তাহাতে ব্যাপ্যাভাবেরও সিদ্ধি হইতে পারে না।

আর, শুদ্ধব্রহ্ম যদি জ্ঞানের বিষয় না হন, তবে শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞানাভাবে মোক্ষেরও সিদ্ধি হইতে পারিবেনা। অদ্বৈতবাদীর মতে উপহিত ব্রহ্ম মিথ্যা এবং উপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানে মোক্ষও হয় না। আর শুদ্ধব্রহ্ম যদি জ্ঞানের বিষয় হন তাহাতে বৃত্তিবিষয়ত্বরূপ দৃশ্যত্বেরও আপত্তি হইবে।

আর শুদ্ধ ব্রহ্ম অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ-প্রমাণ-চৈতন্যের সর্বথা অবিষয় হইলে তাহা শশশৃঙ্গবৎ তুচ্ছ ও অসৎ হইয়া পড়িবে।

আর যে বস্তু সর্বথা অজ্ঞাত বা জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ ধর্মের স্বীকার বা অস্বীকার কোনটীই উপপন্ন হয় না। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মের দৃশ্যত্বরূপ ধর্ম না থাকা স্বীকারের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হন। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে শব্দাজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বই দৃশ্যত্ব, ব্রহ্মে শব্দাজন্যবৃত্তি-বিষয়ত্ব নাই, কিন্তু কেবল শব্দজন্যবৃত্তিবিষয়ত্বই আছে। অতএব ব্রহ্মে মিথ্যাত্বের অতিব্যাপ্তি হইবেনা। অদ্বৈতবাদিগণের এইরূপ কথার উত্তরে বক্তব্য যে শুদ্ধ ব্রহ্মই ব্যবহারিক ঘটাদি বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া ঐ অধিষ্ঠানও ঘটাদিগোচর চাক্ষুষাদি বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। কারণ কোন জ্ঞানই অধিষ্ঠানকে বিষয় না করিয়া অধ্যস্তকে বিষয় করিতে পারে না। অতএব ঘটাদি প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম ঘটাদির সহিতই চাক্ষুষাদিবৃত্তির বিষয় হইবে।

আর "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্," "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা," "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মও শব্দাজন্যবৃত্তির বিষয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও ধ্যানাদির বিষয় হইয়া থাকেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, উক্ত শ্রুতিতে 'দৃশ্' ধাতুর প্রয়োগের দ্বারাই ইহা সুস্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। আর এখানে যে শুদ্ধ-

ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে তাহাও "নিষ্কলম্—"—এই বিশেষণটির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৩৬৫]

অতএব 'দৃশ্যত্ব' হেতু যে সর্বথা অনুপপন্ন, ইহা যে ব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত হইয়াছে—ইহাই সিদ্ধ হইল।

'জড়ত্ব' হেতু খণ্ডন

এইরূপ 'জড়ত্ব' হেতুও অসঙ্গত। কারণ জড়ত্ব বস্তুটি কি? "অজ্ঞানত্বই জড়ত্ব"—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ "জ্ঞানভিন্ন বস্তুই জড়বস্তু" এইরূপ বলিলে আত্মাতে জড়ত্ব হেতু ব্যভিচারী হইবে। কারণ আত্মা জ্ঞান-ভিন্নবস্তু, কিন্তু তাহা মিথ্যা নহে। যদি বলা যায় যে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন নহে, তবে তাহাতে জিজ্ঞাসা এই যে আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি সবিষয়ক, অথবা নির্বিষয়ক? যদি সবিষয়ক হয়, তবে তাহাতেও জিজ্ঞাসা—এই সবিষয়ক আত্মস্বরূপ জ্ঞান কি স্ববিষয়ক অর্থাৎ আত্মা কি নিজেকেই নিজে বিষয় করেন, অথবা এই আত্মস্বরূপ জ্ঞান অপর কোনও বস্তুকে বিষয় করে? আত্মা নিজেই নিজের বিষয় হন—ইহা অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। কারণ আত্মা কোনরূপ প্রমাণজ্ঞানের বিষয় হন না—ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত। আর এই আত্মস্বরূপ জ্ঞান যে অপর কোন বস্তুকে বিষয় করিবে, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ মোক্ষাবস্থায় আত্মাতিরিক্ত অপর কোন বস্তু থাকে না। আর আত্মস্বরূপ জ্ঞান নির্বিষয়কও হইতে পারিবে না। কারণ নির্বিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ, জ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্মই হইল সবিষয়কত্ব।—ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদী বলেন যে জ্ঞানের সহিত বিষয়ের আধ্যাসিক সম্বন্ধই জ্ঞানের সবিষয়কত্ব, কিন্তু এই আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে, তবে ইহার উত্তরে বক্তব্য যে এই জড়ত্ব হেতুর দ্বারা বিষয়ের মিথ্যাত্বসিদ্ধির পূর্বে বিষয়ের সহিত জ্ঞানের আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধই হইতে

---

[৩৬৫] বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা (কাশী সং) পৃঃ ৬৮—৬৯

পারে না। কারণ মিথ্যা বস্তুই অধ্যস্ত হয়। সুতরাং মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে, এবং আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে তদধীন 'জ্ঞানভিন্নত্বরূপ জড়ত্ব' সিদ্ধ হইবে—এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরও প্রসঙ্গ হইবে।

আর, জ্ঞান নির্বিষয়ক হইলে তাহার জ্ঞানত্বই থাকিতে পারে না। অর্থপ্রকাশত্বই জ্ঞানের স্বভাব, এই স্বভাব না থাকিয়াও যদি জ্ঞান হয়, তবে ঘটাদিবস্তুরও জ্ঞানত্বের আপত্তি হইবে। আর, অদ্বৈতবাদীর এই আত্মস্বরূপ জ্ঞান 'প্রমা' অথবা 'ভ্রম' কোনটাই হইতে পারিবে না। কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে বৃত্তিজ্ঞানের অবিষয় বলিয়া আত্মা প্রমাণগম্য নহে, অতএব আত্মস্বরূপ জ্ঞান "প্রমা" হইতে পারিবে না। এইরূপে আত্মস্বরূপ জ্ঞান 'ভ্রম' ও হইতে পারে না, কারণ ভ্রমজ্ঞান দোষজন্য হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য আত্ম-স্বরূপ জ্ঞানে কোন প্রকার দোষ সম্ভাবিত নহে। অতএব আত্মস্বরূপ জ্ঞান যদি প্রমা ও ভ্রম ভিন্ন হয় তবে তাহা জ্ঞানই হইতে পারিবে না।

অতএব জ্ঞান-ভিন্ন বস্তুই অর্থাৎ 'অজ্ঞানত্বই জড়ত্ব' এইরূপ বলা অসঙ্গত,—ইহাই সিদ্ধ হইল।

এইরূপ "অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব"—এইরূপও বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অন্তঃকরণ জ্ঞাতা বলিয়া তাহাতে অজ্ঞাতৃত্বরূপ হেতু নাই, অর্থাৎ জড়ত্ব নাই। অথচ অন্তঃকরণকে অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণ মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষের অন্তর্গত। সুতরাং এখানে ভাগাসিদ্ধি বা অব্যাপ্তি দোষ সুস্পষ্ট। আর "অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব" হইলে শুদ্ধব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি দোষও হইবে। কারণ অদ্বৈতবাদি মতে শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞাতৃত্ব হেতু আছে, কিন্তু সাধ্য 'মিথ্যাত্ব' নাই। অতএব 'জড়ত্ব' হেতুটিও সর্বপ্রকারে অসঙ্গত।

এইরূপ "পরিচ্ছিন্নত্ব" হেতুটিও অসঙ্গত। কারণ আকাশ

সর্বদেশে বিদ্যমান বলিয়া আকাশে দেশপরিচ্ছিন্নত্ব নাই ও আকাশ নিত্য বলিয়া কালপরিচ্ছিন্নত্বও নাই। "আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ"—এই শ্রুতিই আকাশের সর্বগতত্ব ও নিত্যত্ববিষয়ে প্রমাণ। অথচ আকাশকে অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যা বলিয়া থাকেন। এইরূপ শুক্তি-রজত ভ্রম-স্থলে শুক্তিরজতের কালপরিচ্ছিন্নত্ব নাই (অর্থাৎ শুক্তিতে রজত কখনও ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, কখনও থাকিবেও না।) অথচ এই শুক্তিরজত অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা। সেইরূপ অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবিদ্যাও দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (যেহেতু ইহা সমুদয় দেশ ও কালের উপাদান কারণ, এবং সর্বগত ব্রহ্মের সহিত যুক্ত), অথচ এই অবিদ্যাও অদ্বৈতবাদীর মতে মিথ্যা। অতএব এই সকল স্থলে হেতুর অব্যাপ্তি দোষ বা ভাগাসিদ্ধি দোষ সুস্পষ্ট। অতএব "পরিচ্ছিন্নত্ব" হেতুটিও উপপন্ন হয় না।

'পরিচ্ছন্নত্ব' হেতু খণ্ডন।

সুতরাং এই মিথ্যাত্বানুমানে জড়ত্ব, দৃশ্যত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব—এই ত্রিবিধ হেতুই সর্বথা অনুপপন্ন হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল।

আর এই মিথ্যানুমানের দৃষ্টান্তও অসঙ্গত। কারণ শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্ত মিথ্যা বলিয়া তাহা মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষের অন্তর্গত। পক্ষের একদেশ দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা বলিয়া শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।[৩৬৬] এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মিথ্যাত্বানুমান যে সর্বপ্রকারেই অনুপপন্ন ও দোষদুষ্ট ইহাই প্রমাণিত হইল।[৩৬৭]

'দৃষ্টান্ত' খণ্ডন

অতএব এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না, কিন্তু সত্যই,

---

[৩৬৬] বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা-পৃঃ ৬৮—৭০,
বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা,—সূঃ ২।১।১৪, পরপক্ষ গিরিবজ্র—(বৃন্দাবন সঃ)——পৃঃ ৩২৫—৩৪০, শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী (কাশী সং), পৃঃ ৪—১০

ঐ।

জগতের অনির্বচনীয়ত্ব খণ্ডন।

অদ্বৈতবাদীর সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ খণ্ডন

ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। এখানে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন 'এই জগৎ প্রপঞ্চকে আমরা সত্য বা মিথ্যা কোনটাই বলিনা, কিন্তু 'অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকি।' কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এই 'অনির্বচনীয়ত্ব যে কোনপ্রকারেই বিচারসহ বা যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা পূর্বেই অনির্বচনীয়ত্বের খণ্ডন প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে—(দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ ২১৬—২২০ দ্রষ্টব্য) সুতরাং এখানে আর তৎসমস্তের পুনরুক্তি করা হইলনা। আর অদ্বৈতবাদিগণ যে (১) প্রাতিভাসিক, (২) ব্যবহারিক ও (৩) পারমার্থিক এই ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন—তাহাদের স্বীকৃত এই ত্রিবিধসত্তাও যে কোন প্রকারে যুক্তিসহ বা উপপন্ন হয়না—ইহাও নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয়েও পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (২২১—২২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য, —দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় অধ্যায়) বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করা হইল না।

নিম্বার্ক মতে জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ ও একপাদ মাত্র

জগতের সঙ্গেও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ

নিম্বার্কমতে এই সত্য জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তিরূপ অংশ এবং সর্বতোভাবে ব্রহ্মেরই অধীন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জগৎ যে ব্রহ্মের অংশ ও একপাদ মাত্র তাহা "পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা)—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধও শক্তি—শক্তিমানের সম্বন্ধের ন্যায় 'অংশাংশী' বা ভেদাভেদসম্বন্ধ। জগতের সহিত ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধই যে নিম্বার্কসম্মত—ইহাও পূর্বাধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর এই বিষয়ে পুনরুক্তি করা হইল না।

জগৎ-বিষয়ে রামানুজাদি অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের মতবাদ

শ্রীরামানুজ, মধ্ব, শ্রীবলদেব, শ্রীভাস্করাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য দার্শনিকগণের মতেও জগৎ ব্রহ্মের অংশ ও সত্য, এবং সর্বতোভাবে ব্রহ্মেরই অধীন। এই সকল আচার্যগণও পরিণামবাদ স্বীকার করেন। একমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহাদের মত-পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু তৎসমস্ত পূর্বাধ্যায়েই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করা হইলনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্ক দর্শনে 'মোক্ষ'

নিম্বার্ক সম্মত মোক্ষাবস্থার ও মোক্ষস্বরূপের বর্ণনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে ব্রহ্ম, জীব, ও জগৎ সম্বন্ধে নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে মোক্ষ বিষয়ে নিম্বার্কীয় মত বিবৃত হইতেছে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভগবদ্‌ভাবাপত্তিকে এবং আত্মস্বরূপ প্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন, যথা :—"তদ্ভাবাপত্তি-লক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রয়োজনম্"…… (মন্ত্র-রহস্য-ষোড়শী-নিম্বার্ককৃত,-শ্লোক ১৪…) ; "ভগবদ্‌ভাবাপত্তি-লক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রয়োজনমিতি। তদপি মোক্ষ নাম।" —(ঐ, মন্ত্রার্থ-রহস্য-টীকা, সুন্দর ভট্টকৃত)……"ভগবদ্‌ভাবমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতঃ"—(প্রপন্নকল্পবল্লী, নিম্বার্ককৃত, শ্লোক-২২), "ভগবদ্‌ভাবমাপ্নোতি মোক্ষং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ"—(ঐ, প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী টীকা,—সুন্দর ভট্টকৃত)। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিজ আত্মস্বরূপ-লাভকেও যে মোক্ষ বলা হয় তাহাও শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ৪।৪।১-২ সূত্রের ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—"জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেন পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে স্বেনেতি শব্দাৎ"—(নিম্বার্কভাষ্য ব্র, সূ, ৪।৪।১), "বদ্ধাৎ বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইত্যুচ্যতে" (ঐ, ব্র, সূ, ৪।৪।২)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিম্বার্ক মতে ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ জীব অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধ-রূপে আবির্ভূত হন। বদ্ধাবস্থায় জীবের এই স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকে।

এখন, উপরে যে ভগবদ্‌ভাবাপত্তিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে, সেই ভগবদ্-ভাবাপত্তি বলিতে কি বুঝায় তাহাই আলোচিত হইতেছে। মুক্তাবস্থায় জীব স্বরূপ দ্বারা ও গুণ, শক্তি প্রভৃতির দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় ইহাই ভগবদ্‌ভাবাপত্তি। জীবাত্মা ব্রহ্মেরই ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া মুক্তাবস্থায় স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করে। আবার মুক্ত জীবের ধর্মভূত জ্ঞান অপরিছিন্ন হয় বলিয়া মুক্ত জীব ব্রহ্মের গুণসাদৃশ্যও প্রাপ্ত হয়। সর্বজ্ঞত্ব, অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, কামচারত্ব প্রভৃতি বহু ব্রহ্মগত ধর্ম মুক্ত জীবের হইয়া থাকে।[৩৬৮]

সুতরাং মুক্তজীবের ব্রহ্মের সহিত এইরূপ গুণগত ও স্বরূপগত সাম্য বা সাদৃশ্য-প্রাপ্তিই ভগবদ্‌ভাবাপত্তি। আর এইরূপ ভগবদ্-ভাবাপত্তিই মোক্ষ, ইহাই নিম্বার্ক সিদ্ধান্ত। মুণ্ডক উপনিষদে "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"—(মুণ্ডক ৩।১।৩) এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা মুক্ত জীবের এইরূপ ব্রহ্মের সহিত সাম্যের বা সাদৃশ্যের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের ৩।২।২৬ সূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন— "ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাদ্ধেতোস্তেন সহ সাম্যং যাতি,— "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং, তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য মুপৈতি" ইতি জ্ঞাপকাৎ—(ব্র, সূ, নিম্বার্কভাষ্য—৩।২।২৬)। অতএব এক কথায় বলা যায় যে ব্রহ্মের ন্যায় অপহত-পাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় জ্ঞানস্বরূপে অবস্থানই জীবের মোক্ষ।[৩৬৯] কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুক্ত জীবের এই সকল গুণাদি বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত সমতালাভ হইলেও ব্রহ্মের ন্যায় জগৎ-সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য মুক্তজীবের কখনও হয় না। জগৎ-স্রষ্টৃত্বাদি ব্যাপার ব্যতীত

---

[৩৬৮] ব্রহ্ম সূত্র—৪।৪।২, ৪।৪।৫—৯ সূঃ, নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

[৩৬৯] ব্রহ্ম সূত্র, নিম্বার্কভাষ্য ৪।৪।৭ সূঃ দ্রষ্টব্য।

অপর সর্ববিধ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মের ন্যায় মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সূত্রের "জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ"—(ব্র, সূ ৪।৪।১৭) সূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে। কারণ জীব স্বরূপতঃই অণু, ব্রহ্মের অংশ মাত্র—সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় সর্বপ্রকার সামর্থ্য বা ব্রহ্মের সহিত সর্বপ্রকারে সাম্য মুক্তজীবেরও কখনও হইতে পারে না। কারণ অংশ কখনও সর্বপ্রকারে অংশীর সমান হইতে পারে না। অতএব মুক্তজীবের ব্রহ্মের সহিত কেবল ভোগ বিষয়েই সমতা থাকা "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সামর্থ্য বিষয়ে সাম্য উপদিষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রের "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ (৪।৪।৩১) এই সূত্রেও এইরূপই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।[৩৭০]

মোক্ষাবস্থায়ও
জীব-ব্রহ্মে ভেদ
থাকে—ইহা
প্রতিপাদন

শ্রুতি ও ব্রহ্ম সূত্রাদিতে ব্রহ্মের সহিত মুক্ত জীবের এইরূপ সাম্য উপদেশ করায় মুক্তজীবের সহিতও যে ব্রহ্মের ভেদও থাকিয়া যায় ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্ত্বম্ সাদৃশ্যম্"—ইহাই সাদৃশ্য বা সাম্যের লক্ষণ। সর্বপ্রকারে ঐক্য বা ভেদাসহিষ্ণু অভেদকে সাদৃশ্য বা সাম্য বলা যায় না। যেখানে ভেদ থাকে বা দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব থাকে সেখানে সেই ভিন্ন দুইটি বস্তুর মধ্যেই ধর্মগত সাদৃশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে দুইটি বস্তুই নাই, অর্থাৎ যেখানে ভেদই অবর্তমান, সেখানে সাদৃশ্য বা সাম্য থাকার অর্থই হয়না। মুক্ত জীবে জগন্নিয়ন্তৃত্বাদি শক্তি ও স্বতন্ত্রত্বাদি নাই, কারণ জীব স্বরূপতঃ অতএব সর্বদাই ব্রহ্মের অধীন ও তাহার অণু পরিমাণ অংশ মাত্র। অতএব জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ সর্বদাই রহিয়াছে। মুক্ত জীবের সহিতও ব্রহ্মের এই ভেদ থাকিয়াই যায়,

---

[৩৭০] এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কারণ জীবের জীবত্ব কখনও লুপ্ত হয় না, তাহা ব্রহ্মের ন্যায়ই সমান সত্য। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। অতএব মোক্ষাবস্থায়ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ থাকিয়াই যায়।[৩৭১] সুতরাং জীবে এই ব্রহ্মভিন্নত্ব থাকিয়াও মোক্ষাবস্থায় অপহত-পাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, প্রভৃতি বহু ব্রহ্মগত ধর্মবত্ত্ব থাকায় মুক্ত জীবে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য লক্ষণের সমন্বয় হয়।

আর "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ", "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি"—এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে 'অন্যম্' ও 'পৃথক্' পদদুইটির দ্বারা মোক্ষাবস্থায়ও যে জীব-ব্রহ্মের ভেদ থাকে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর, পূর্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রের "জগদ্-ব্যাপারবর্জম্ প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" (ব্র, সূ ৪।৪ ১৭) সূত্রেও মোক্ষাবস্থায় মুক্ত পুরুষের সহিত ব্রহ্মের ভেদ থাকাই সূচিত হইয়াছে। কারণ মুক্ত-জীবেরও ব্রহ্মের ন্যায় জগৎ-সৃষ্টি—স্থিতি-সংহারের শক্তিলাভ হয় না, সুতরাং শক্তি-বিষয়ে মুক্তজীবের ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য থাকিয়াই যায়—ইহাই ঐ সূত্রে বলা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি", "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি"—ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এবং "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ"—(ব্র, সূ ৪।৪।৮) "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ" —(ব্র, সূ ৪।৪।১৩), "ভাবে জাগ্রদ্বৎ" (ব্র, সূ,—৪।৪।১৪), "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"—(ব্র, সূ, ৪।৪।২১) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের দ্বারাও মুক্ত পুরুষের বিবিধ ভোগের কথা বর্ণিত হওয়ায় ইহার দ্বারাও

---

[৩৭১] "মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি"—ব্র, সূ, নিম্বার্কভাষ্য ৪।৪।৪।

মোক্ষাবস্থায় ভেদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।[৩১২] এই বিষয়ে পূর্বে জীবের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তথায় দ্রষ্টব্য।

মোক্ষাবস্থায়ও জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে

মুক্ত জীবের ভোগ প্রাপ্তির কথা

অতএব মোক্ষাবস্থায় মুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন হইয়াও নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন।[৩১৩] অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপরূপ অংশ বলিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, মোক্ষাবস্থায় মুক্ত জীব সেই স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধই অনুভব করেন, কেবলমাত্র ভেদ, বা কেবলমাত্র অভেদ অনুভব করেন না। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। মুক্তজীব ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মলোকাদিতে নানাবিধ ভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতেও পারেন, আবার নাও করিতে পারেন। আবার শরীর ধারণের ইচ্ছা করিলে মুক্তজীব স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারাই শরীর সৃষ্টি করিতে পারেন। অথবা শ্রীভগবান্‌কর্তৃক সৃষ্ট বা প্রদত্ত শরীর গ্রহণ করিয়াই ভোগাদি করিতে পারেন। কিন্তু মুক্ত জীবও সর্বপ্রকারে সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের অধীনই থাকেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই চালিত হন।[৩১৪] মুক্ত পুরুষগণ জন্মাদি বিকার শূন্য হন, এবং তাঁহারা স্বাভাবিক, অচিন্ত্য, অনন্তগুণসাগর, সর্বপ্রকার বিভূতি-সম্পন্ন ব্রহ্মকে অনুভব করেন, এবং নিজেকেও ঐরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি",...

---

[৩১২] এই সকল সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

[৩১৩] "মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি—নিম্বার্ক ভাষ্য—ব্রহ্ম সূত্র ৪।৪।৪

[৩১৪] নিম্বার্ক ভাষ্য ব্র, সূ ৪।৪।১০—১৫ সূঃ দ্রষ্টব্য।

মুক্ত জীবের আনন্দরূপতা প্রাপ্তি।

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি।"— অর্থাৎ যখন এই জীব এই অদৃশ্য, দেহাদিবিবর্জিত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ পরব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, এবং তদ্বেতু সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হন, তখন তিনি সেই অভয় ব্রহ্ম রূপই হন। তিনি রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপতা লাভ করেন।[৩৭৫]

আর মুক্ত পুরুষ সর্ববিভূতিসম্পন্ন ভগবানকে লাভ করিয়া ভগবদ্‌-বিভূতি-বিশেষ হিরণ্যগর্ভাদির লোকসকলস্থিত ভোগসকলও প্রাপ্ত হন, ইহাই মুক্ত পুরুষের কামচারিত্ববিষয়ক শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। মুক্তপুরুষ ভিন্ন হিরণ্যগর্ভোপাসকও হিরণ্যগর্ভলোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা পরব্রহ্মসম্পদ্‌ লাভ করেন না।

অদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি ও তাহার পরিহার।

এখানে অদ্বৈতবাদিগণ আপত্তি করিতে পারেন যে মোক্ষাবস্থায়ও জীবব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি" (নাঃ উঃ—৫) এই শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে জীব-ব্রহ্মের সাযুজ্য অর্থাৎ অভেদই বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য যে এইরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে সাযুজ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ অভেদ নহে। সহিত যুক্ত হয় (সহ যুজ্যতে) এইরূপ অর্থে 'সযুক্‌' পদ হয়। "সযুকের ভাব" সাযুজ্য—অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ। সুতরাং এইস্থানের 'সাযুজ্য' কথার অর্থ ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ" কিন্তু 'সাযুজ্য' পদের অর্থ স্বরূপৈক্য" নহে। কারণ এইরূপ অর্থ 'সাযুজ্য' পদের শক্যার্থ নহে। সুতরাং "নারায়ণে সাযুজ্যমাপ্নোতি"—এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ—মুক্ত জীব নারায়ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। অতএব পূর্বপক্ষীর আপত্তি অসঙ্গত।

---

[৩৭৫] ব্রহ্ম সূত্র ৪।৪।১৯,—নিম্বার্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।—

পুনরায় পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে মোক্ষাবস্থায় জীবব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে মুণ্ডক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। কারণ, মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"—এই শ্রুতিতে মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের অভেদই স্পষ্ট বলা হইয়াছে। মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে ইহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। —পূর্বপক্ষীর এইরূপ কথাও অসঙ্গত। কারণ ঐ শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয় স্থলেই ভেদই বিদ্যমান আছে। জলে নিক্ষিপ্ত অপর জল কখনই সেই জলস্বরূপের একতা প্রাপ্ত হয়না, কিন্তু নিত্যযোগই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ তাহা সাবয়ব দ্রব্য। সাবয়ব দ্রব্যের নিত্যযোগই সম্ভব, স্বরূপৈক্য নহে। আর বর্ষাদি ঋতুবিশেষে নদী প্রভৃতির জলের বৃদ্ধিহ্রাস হইতে দেখা যায় বলিয়াও প্রকৃতস্থলে নিত্যযোগই বুঝিতে হইবে। এইরূপ শ্রুতিতে দার্ষ্টান্তিকে যে জ্ঞানিপুরুষের পরমপুরুষপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে, তাহাতেও নিত্যযোগই বুঝিতে হইবে, কিন্তু স্বরূপৈক্য নহে। "পরং পুরুষমুপৈতি"—এই শ্রুত্যুক্ত কর্ম ও কর্তৃপদের ব্যপদেশ হইতেও জীবব্রহ্মের ভেদের সিদ্ধি হয়।

যদি বলা যায় মোক্ষে জীব-ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলে "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—" (মুঃ ৩।২।৯) এই অবধারণাত্মক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িবে। কারণ এই শ্রুতিতে "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন" এইরূপে ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদই বলা হইয়াছে। —ইহার উত্তরে বক্তব্য যে এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে ব্রহ্মজ্ঞান-গুণের যোগ হয় বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে "ব্রহ্মই হন"—এইরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপৈক্য বলেন নাই। আর "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ-১।১।১)—এই শ্রুতিতে কর্ম-কর্তৃব্যপদেশ দ্বারা মোক্ষাবস্থায়ও জীবব্রহ্মে ভেদ স্পষ্টই সূচিত

হইয়াছে। সুতরাং “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” এই শ্রুতির ‘এব’ শব্দের অর্থ ‘অবধারণ’ না করিয়া ‘ঔপম্য’ বা ‘সাদৃশ্য’ করিতে হইবে। অতএব, “ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মতুল্য হন”—এইরূপই উক্ত শ্রুতির অর্থ করিতে হইবে। অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণে এবং ভোগ বিষয়ে মুক্তজীব ব্রহ্মতুল্য হন—ইহা পূর্বেই শ্রুতিসূত্রদ্বারা বিস্তৃত-ভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।[৩৭৬] মুক্ত জীব যে ব্রহ্মের সমান ধর্ম লাভ করিয়া ব্রহ্মের তুল্য হন—ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতাতেও উক্ত হইয়াছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন—“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ”॥—গীতা ১৪।২—এখানে “মম সাধর্ম্যমাগতাঃ”—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়েন—এই বাক্যের টীকায় নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট লিখিয়াছেন—“মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ”—আমার সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীরামানুজও তাহাই বলিয়াছেন। সাধর্ম্য শব্দের স্বাভাবিক অর্থই হইল ‘সমানধর্মতা’। সুতরাং এই ‘সাধর্ম্য’ শব্দের দ্বারাও এই গীতাবাক্যে মোক্ষাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভেদই স্বীকৃত হইয়াছে। যদি মুক্ত পুরুষগণ ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া যাইতেন, যদি তাঁহাদের ব্রহ্মের সহিত শক্তিবিষয়েও কোন প্রভেদ না থাকিত তবে “প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ” ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক হইত। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য এই গীতা বাক্যের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“মম সাধর্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ”॥ শ্রীশঙ্করাচার্য জীবব্রহ্মের একান্ত অভেদ স্বীকার করেন বলিয়াই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ‘সাধর্ম্য’ শব্দের অর্থ ‘স্বরূপতা’ হইতেই পারে না, কিন্তু সমানধর্মতাই ইহার স্বাভাবিক অর্থ—ইহাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশই নাই। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত॥

---

[৩৭৬] বেদান্ত-কৌস্তভ প্রভা—সূঃ ৪।৪।৭, দ্রষ্টব্য।

মুক্ত জীবের অপহতপাপ্মত্বাদি গুণপ্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্কর মতের খণ্ডন

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীশঙ্করাচার্য মুক্তজীবের অপহত-পাপ্মত্ব, সত্য-সঙ্কল্পত্ব, কামচারিত্ব, প্রভৃতি গুণপ্রাপ্তি বিষয়ে এবং হিরণ্যগর্ভ-লোকাদির ভোগপ্রাপ্তি বিষয়ে পূর্বোক্ত শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রসমূহের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ঐ সকল গুণ ও ভোগাদিপ্রাপ্তি ব্যবহারিক সত্য, তাহাদের পারমার্থিকতা নাই, অর্থাৎ ব্যবহারাপেক্ষায় এই সকল গুণ মুক্ত পুরুষের স্বীকার করা হয়, যথা :—"এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্র-স্বরূপাভ্যুপগমেঽপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্বস্যাপ্যুপন্যাসাদিভ্যোঽবগতস্য ব্রাহ্মস্যৈশ্বর্যরূপস্যাপ্রত্যাখ্যানাদবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে"—(ব্র. সূ, শাঙ্করভাষ্য, ৪.৪।৭ সূত্র)। শ্রীশঙ্করাচার্যের এইরূপ মতের সমালোচনা করিতে যাইয়া নিম্বার্কীয় দার্শনিক আচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ বলিয়াছেন—"উক্ত ব্যাখ্যানে "পারমার্থিক" ও "ব্যবহারাপেক্ষয়া" এই দুইটি পদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের স্বকপোলকল্পিত, ইহা ঐ সূত্রের (এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদ-বিরোধং বাদরায়ণঃ"—ব্র, সূ ৪।৪।৭ এই সূত্রের) কোন স্থানে নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার নিজ মতের সহিত বেদব্যাসের মতের অবিরোধ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এই দুইটি পদ ব্যাখ্যায় সংযোজনা করিয়াছেন। আর "ব্যবহারিক" বিষয়ের তো এই স্থানে কোন সম্বন্ধই নাই। কারণ বিদেহমুক্ত মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের বিষয়েই এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। দেহপাতে মুক্ত জীবের ব্যবহারিক সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হইয়াছে। সেই পরব্রহ্মভাব কি প্রকার তৎসম্বন্ধে জৈমিনি ও ঔড়ুলোমির মত উল্লেখ করিরা, এবং উভয় মতের সামঞ্জস্য স্থাপন, এবং শ্রুতি—বাক্যের একতা স্থাপন করিয়া বেদব্যাস বলিতেছেন যে ঐ পরব্রহ্মভাব বলিতে একদিকে বিজ্ঞানঘনত্ব এবং অপর দিকে তৎসহ সত্যসঙ্কল্পত্ব, অপহতপাপ্মত্ব, প্রভৃতি গুণবিশিষ্টতা বুঝায়।"—"বেদান্তদর্শন-দ্বৈতাদ্বৈত—সিদ্ধান্ত" —শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ—৫৬৩।

মুক্ত জীবের জগৎ-সৃষ্ট্যাদি শক্তি-প্রাপ্তি বিষয়ে ও হিরণ্যগর্ভ-লোকাদির ভোগ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে শঙ্কর মত খণ্ডন

আর, শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন যে, সগুণ—ব্রহ্মোপাসনাবলে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই বেদব্যাস "জগদ্‌ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" (ব্র, সূ, ৪।৪।১৭) এই সূত্রে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের জগৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্যলাভ হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য ইহাও বলিয়াছেন যে ক্রমমুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণেরই হিরণ্যগর্ভলোকাদিতে নানাবিধ ভোগ ও বিহারাদির কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ফলে যাঁহারা নির্বাণ লাভ করেন সেই সকল মুক্ত জীবগণের পক্ষে এই সমস্ত শ্রুত্যুক্ত ভোগাদি-প্রাপ্তি ও গুণশক্ত্যাদিপ্রাপ্তির কথা প্রয়োজ্য নহে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের এইরূপ মত সঙ্গত নহে। কারণ ব্রহ্মসূত্রের এই প্রকরণে সগুণ-ব্রহ্মোপাসক অথবা নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসক বলিয়া কোন স্থানে কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহান্তে যখন পরব্রহ্মে মিলিত হন, যখন তাঁহার ব্রহ্ম-সম্পত্তি লাভ হয়, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাই বেদব্যাস এই প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের এই প্রকরণে ব্রহ্ম-সম্পৎ-প্রাপ্ত পুরুষদের অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম-সম্পৎ-প্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল মাত্র নাম, মন, প্রাণ, সূর্য প্রভৃতি প্রতীকে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের পরব্রহ্ম—সম্পত্তিলাভই হয় না, এবং কার্যব্রহ্মোপাসক-গণও হিরণ্যগর্ভকেই প্রাপ্ত হয়েন,—ইহাই স্পষ্টরূপে ব্রহ্মসূত্রের এই চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্দশ সংখ্যক সূত্রে (৪।৩।১৪ সূঃ) ভগবান বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন।[৩৭৭]

---

[৩৭৭] এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাস ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকভিন্ন কাহারও সম্পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয় না এই শাঙ্করিক মত যদি বেদব্যাসেরও হইত তবে তৎসম্বন্ধেও এইরূপ স্পষ্ট সূত্র অবশ্যই থাকিত। শাঙ্করিক মত প্রকৃত হইলে এই প্রকরণে তদ্বিষয়ে স্পষ্ট সূত্র থাকা কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইত না? অতএব পূর্বোক্ত শাঙ্করিক মত শ্রুতি ও ব্রহ্ম-সূত্র বিরোধী, সুতরাং অসঙ্গত।[৩৭৮]

শঙ্করমতে মুক্তি উপপন্ন হয় না

প্রকৃত কথা এই যে, শঙ্করাচার্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী, সুতরাং তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মে কিছু মাত্র পার্থক্য নাই। জীব প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ ব্রহ্ম। জীবত্ব অজ্ঞানকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা। মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় তাঁহার জীবত্বেরও সম্যক্ বিলয় হইয়া যায়। ব্রহ্ম ত আছেনই, তিনি যেমন আছেন, তদ্রূপই থাকেন। অবিদ্যাহেতু তাঁহাতেই শরীর ও শরীরাশ্রিতজীবত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, অবিদ্যানাশে তাহা সম্যক্ বিনষ্ট হয়, তাহার আর কিছুই থাকে না। ভ্রমবশতঃই রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইয়া থাকে; সেই ভ্রম দূর হইলে যেমন সর্পের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়, রজ্জু যেমন পূর্বে ছিল, তদ্রূপই থাকে, তদ্রূপ অবিদ্যাহেতুই ব্রহ্মে জীবত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। অবিদ্যাবিনাশে শরীরাশ্রিত ঐ জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়, ব্রহ্ম তো যেরূপ নিত্য আছেন, সেইরূপই থাকেন। ইহাই শঙ্করাচার্যের মত। কিন্তু এই মত যে সমস্ত শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের বিরোধী—ইহা সুস্পষ্ট। কারণ শ্রুতিতে ও ব্রহ্মসূত্রে মুক্ত জীবের অস্তিত্ব, তাঁহার ব্রহ্মানুভূতি, অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণ, কামচারত্বাদি শক্তি, তাঁহার আনন্দানুভবিতৃত্ব, প্রভৃতি সুস্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করের মতে মুক্ত জীবের যখন অস্তিত্বই থাকে না, তখন তাঁহার এই সকল গুণ ও শক্তি-

---

[৩৭৮] বেদান্তদর্শন-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ কৃত, পৃঃ ৫৭১—৭২ দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্তির কথা তো অর্থশূন্যই হইয়া পড়ে। আর মুক্তজীব যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মই, তখন তাঁহার এই সকল গুণ ও শক্তি থাকার কথাও তো অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ, গুণ ও শক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম তো নির্বিশেষ হইতে পারেন না, সবিশেষই হইবেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য-সম্মত মোক্ষ সর্বপ্রকারে অনুপপন্ন এবং শ্রুতি-সূত্র-বিরোধী। অতএব শ্রীশঙ্করাচার্য-মতে জীবন্মুক্তিও উপপন্ন হয় না। কারণ শঙ্করমতে জীব মুক্ত হইয়া গেলে অবিদ্যার বিনাশে রজ্জুসর্প-দৃষ্টান্তের সর্পের ন্যায় মুক্ত জীবের অস্তিত্বই থাকিবে না, তাঁহার দেহের অস্তিত্বও অন্ততঃ তাঁহার নিকট থাকিবে না, জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্বও তাঁহার নিকট থাকিবে না, কোনরূপ ভেদানুভূতিই তাঁহার থাকিবে না, সুতরাং তিনি কিরূপে অন্য লোকের ন্যায় ব্যবহারাদি করিবেন? গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রভৃতিই বা কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞ ও মুক্ত জীবের পক্ষে উপপন্ন হইতে পারে, কারণ তাঁহার তো জগৎপ্রপঞ্চের অনুভূতি বা ভেদানুভূতি থাকিবে না। আর তাঁহাকে জীবিতই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কারণ তাঁহার তো জীবরূপে অস্তিত্বই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং শঙ্কর-মতে জীবন্মুক্তিও উপপন্ন হয় না।

শঙ্করমতে জীবন্মুক্তিও উপপন্ন হয় না

আর উক্ত মুক্ত জীব ও পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য এবং সর্বজ্ঞত্ব, সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি বৈশিষ্ট্য বদ্ধজীবাশ্রিত অবিদ্যাকল্পিত এইরূপ কথাও অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন না। কারণ তাহাতে কোনরূপ প্রমাণ নাই, এবং তাহা অদ্বৈতবাদিগণেরই স্বকপোলকল্পিত। প্রত্যুত শ্রুতিও পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য, শক্তি প্রভৃতিকে স্বাভাবিকই বলিয়াছেন, যথা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ।"—(শ্বেতাশ্বেতর উপঃ)। আর মুক্তজীবেরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইবার পরই উক্ত অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, কামচারত্ব, প্রভৃতি গুণ-শক্ত্যাদির আবির্ভাব হয় বলিয়া

শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তির পরই যখন ঐ সমস্ত গুণশক্ত্যাদিলাভ হয়, তখন ঐ সকল গুণশক্ত্যাদি বদ্ধজীবাশ্রিত অবিদ্যাকল্পিত হইতেই পারে না।[৩৭৯] অতএব শ্রীশঙ্করাচার্যসম্মত মতবাদে মুক্তি ও জীবন্মুক্তি কোনটিই উপপন্ন হয় না।

শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্যগণও শঙ্করসম্মত জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা জীবন্মুক্তির খণ্ডনই করিয়াছেন। এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্ট তাঁহার বেদান্তকৌস্তুভ-প্রভায়, শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব তাঁহার শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমে ও শ্রীমাধবমুকুন্দ দেবাচার্য তাঁহার পরপক্ষগিরিবজ্রে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আচার্য শ্রীকেশবকাশ্মীরী ভট্টের প্রদর্শিত যুক্তির আলোচনা সংক্ষেপে নিম্নে কিছু করা যাইতেছে :—

জীবন্মুক্তি খণ্ডন

অদ্বৈতবেদান্তিগণ মূলা-বিদ্যার নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-রূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইলে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় কিনা ; যদি বলা যায় যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-রূপ অপরোক্ষজ্ঞানে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ প্রারব্ধ কর্মের কারণ মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য প্রারব্ধ কর্মেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। কারণের নাশে কার্যের স্থিতি সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য প্রারব্ধ কর্মেরও তৎক্ষণাৎ বিনাশ হইয়া যাইবে, এবং প্রারব্ধ কর্মের বিনাশে মুক্তজীবের তৎক্ষণাৎ দেহপাত হইবে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরে মুক্তজীবের একক্ষণও জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা না থাকায় জীবন্মুক্তি উপপন্ন হয় না। যদি বলা যায় যে ব্রহ্মই প্রারব্ধ কর্মের উপাদান কারণ, তবে তাহাও যুক্তিসহ হইবে না। কারণ প্রারব্ধ কর্মের প্রতি ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার

---

[৩৭৯] বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা সূঃ ৪।৪।৭।

করিলে ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া তৎকার্য প্রারব্ধ কর্মও নিত্য হইয়া পড়িবে অর্থাৎ নিত্যই থাকিবে, তাহার আর নাশ হইবে না। আর তাহাতে অনির্মোক্ষের প্রসঙ্গ হইবে। আর যদি অদ্বৈত-বেদান্তিগণ বলেন যে প্রারব্ধ জন্য যে ভোগ তাহার নির্বাহের জন্য ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইবার পরও দেহপাত পর্যন্ত কিছুকাল অবিদ্যার অনুবৃত্তি হয় বলিয়া আমরা স্বীকার করি, তবে তাঁহাদের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের উপমর্দক—ইহাই বিদ্যার স্বভাব। ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও যদি অজ্ঞান কিছু কাল অর্থাৎ দেহপাত পর্যন্ত থাকে, তাহা হইলে বিদ্যার অবিদ্যোপমর্দকত্বরূপ স্বভাবের হানি হইয়া পড়িবে। ইহাতে যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে একই মুলাবিদ্যার দুইটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান দ্বারা মুলাবিদ্যার আবরণ শক্তির নাশ হইলেও প্রারব্ধ-কর্ম-জন্য বর্তমান দেহের নির্বাহের জন্য বিক্ষেপ-শক্তিরূপ অংশের দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত অনুবৃত্তি থাকে। আর তাহার দ্বারাই জীবন্মুক্তির উপপত্তি হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য যে এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ এক অবিদ্যার যুগপৎ স্থিতি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ, তাহা কখনও হইতে পারে না। যদি বলা যায়, অবিদ্যার শক্তির নিবৃত্তিই বিবক্ষিত, অবিদ্যার নিবৃত্তি বিবক্ষিত নহে, তবে তাহাও উপপন্ন হইবে না। কারণ, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া অবিদ্যাশক্তির নিবৃত্তিতে অবিদ্যারই নিবৃত্তি হয় ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর যদি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে প্রক্ষালিত লশুন ভাণ্ডে যেমন লশুনগন্ধের অনুবৃত্তি হয়, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষে অবিদ্যা সংস্কারের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বারাই জীবন্মুক্তি উপপন্ন হয়,—তবে ইহাও যুক্তিসহ হইবে না। কারণ, যেরূপ সূর্যোদয়ে লেশতঃও অন্ধকারের অনুবৃত্তি উপপন্ন হয় না, বা তাহা কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের উদয়ে লেশতঃও অজ্ঞানের অনুবৃত্তি অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অনুপপন্ন। ইহাতে

অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে জীবন্মুক্তি-সমর্থনের জন্য দেহপাত পর্যন্ত যে অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তি হয় বলা হইয়াছে, সেই অবিদ্যা-লেশ দগ্ধপট-ন্যায়ে অনুবৃত্ত মূলাবিদ্যাই। অগ্নিদ্বারা দগ্ধ পটের যেরূপ আকার মাত্র থাকে, কিন্তু কোন রূপ কার্যক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত মূলাবিদ্যারও কোনরূপ কার্য-ক্ষমতা থাকে না, তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষে দেহপাত পর্যন্ত আকার মাত্রে লেশতঃ অনুবৃত্ত থাকে, কিন্তু দগ্ধ পটবৎ তাহার তখন কোন কার্য-ক্ষমতা থাকে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে এইরূপ বলিলে ঐ অনুবৃত্ত মূলাবিদ্যার অনিবৃত্তি প্রসঙ্গেরই আপত্তি হইবে। আর দৃষ্টান্ত-বৈষম্য-হেতুও পূর্বপক্ষীর এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না। কারণ দগ্ধপটের আচ্ছাদনাদি কার্য অসম্ভব। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষে অনুবৃত্ত যে মূলাবিদ্যা, তাহার পূর্বের ন্যায় সর্বকার্যকারিত্ব প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ। জীবন্মুক্ত পুরুষও পূর্বের ন্যায় সমস্ত সাংসারিক কার্য বা ব্যবহারই করিয়া থাকেন ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আর অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যানিবৃত্তিকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে সেই অবিদ্যানিবৃত্তির স্বরূপ কি প্রকার? অবিদ্যানিবৃত্তি কি পদার্থ? ইহা কি আত্মস্বরূপ অথবা ইহা আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছু? অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে আত্মা নিত্য পদার্থ বলিয়া অবিদ্যানিবৃত্তিও নিত্য পদার্থই হইবে, অর্থাৎ সর্বদাই অবিদ্যানিবৃত্তির বিদ্যমানতাই থাকিবে, আর তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, অর্থাৎ জ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছু বলিলে তাহাতে প্রশ্ন এই যে তাহা কি সৎ? অথবা অসৎ? অথবা সদসদুভয়াত্মক? কিংবা অনির্বচনীয়? ইহা সৎ হইতে পারে না, কারণ তাহাতে দ্বৈতাপত্তি হইয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। ইহা অসৎও হইতে পারিবে না, কারণ তাহাতে তাহার

জ্ঞানসাধ্যত্ব সম্ভব হয় না। অসৎ বস্তু জ্ঞানসাধ্য হয় না। আর অবিদ্যানিবৃত্তি অসৎ হইলে নিবর্ত্ত্য অবিদ্যাও অসৎ হইবে। সুতরাং নিবর্ত্ত্য অজ্ঞানের অভাব হেতু নিবর্ত্তক জ্ঞানেরও ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়িবে। আবার অবিদ্যানিবৃত্তিকে সদসদুভয়াত্মকও বলা যায় না, কারণ সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়ের একত্রাবস্থান অসম্ভব। আর অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্বচনীয়ও হইতে পারিবে না। কারণ সাদি অনির্বচনীয় বস্তু অজ্ঞানোপাদানক হয় ইহাই নিয়ম অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্বাচ্য হইলে উক্ত নিয়মানুসারে মুক্তিকালেও অনির্বাচ্য অবিদ্যানিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অনুবৃত্তির আপত্তি হইয়া পড়িবে, আর তাহাতে অনির্মোক্ষেরই প্রসঙ্গ হইবে। অতএব অদ্বৈতবাদিসম্মত জীবন্মুক্তি কোন প্রকারেই উপপন্ন হয় না। আর "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"—এই শ্রুতিও "যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" এই বাক্যের দ্বারা জীবিত কালে মোক্ষাভাব, 'চিরম্' এই পদ দ্বারা কালব্যবধান, এবং "সম্পৎস্যে" এই পদদ্বারা ভবিষ্যৎকালের নির্দেশ স্পষ্টই বলিয়াছেন। প্রারব্ধকর্ম থাকিতে যে মুক্তি হয় না ইহা শ্রুতিবাক্যগত পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। অতএব জীবন্মুক্তি অনুপপন্ন ইহাই সিদ্ধ হইল।[৩৮০]

শ্রীনিম্বার্কও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বয়ংও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বিদুষ উত্তরপূর্বয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ (ব্র, সূ ৪।১।১৩,- নিম্বার্কভাষ্য);……"উত্তরপূর্বয়োরশ্লেষবিনাশানন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব।" (ঐ- ৪।১।১৪ সূঃ)" বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্বে পাপপুণ্যে অপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে, কুতঃ? "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন

---

[৩৮০] বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা, সূ, ৪।৪।৭, পরপক্ষগিরিবজ্র, (বৃন্দাবন সং) পৃঃ ৪৫৭—৪৬০ দ্রষ্টব্য।

বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে" ইতি শরীরপাতাবধিশ্রবণাৎ।'—(ঐ, ৪।১।১৫ সূঃ), অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের পূর্বকৃত পাপসকল বিনষ্ট হয় এবং পরে কৃত পাপ সকলও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না।—এইরূপ পূর্বে কৃত ও পরে কৃত পাপপুণ্যের বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া পরে দেহপাত হইলেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্যের মধ্যে যাহারা ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই, কেবলমাত্র সেই সমস্ত পাপপুণ্যেরই বিনাশ হয়, অর্থাৎ প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় না, প্রারব্ধ, (অর্থাৎ যাহা ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে) কর্মভিন্ন অন্য সমস্ত কর্মেরই বিনাশ হয়, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—সেই ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তির মুক্তিলাভ করিতে ততকালই বিলম্ব থাকে, যতক্ষণ তাহার দেহপাত হইয়া দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ না হয়। দেহ-পাতের পরই তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রারব্ধ কর্মজাত শরীরপাতের অপেক্ষা থাকাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রারব্ধ কর্মদ্বারাই এই শরীর গঠিত হইয়া থাকে, এবং সেই প্রারব্ধ কর্মের ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এই শরীর জীবিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ শরীরপাত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের মুক্তিলাভের জন্য এই প্রারব্ধ কর্মক্ষয় হইয়া শরীরপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ এবং ইহাই শ্রীনিম্বার্ক-সম্মত সিদ্ধান্ত। এখানে বলা যাইতে পারে যে "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥"—(কঠ ২।৩) এই শ্রুতিবাক্যে "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এবং "মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি"— এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবিত কালেই অমৃতত্ব লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ইহার দ্বারা জীবন্মুক্তি সমর্থিত হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে এই শ্রুতিতে যে অমৃতত্ব লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অমৃতত্ব

পূর্ণ মোক্ষপ্রাপ্তি নহে, কিন্তু তাহার অর্থ "পূর্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ এবং উত্তর কালকৃত পাপপুণ্যের সহিত অলিপ্ততা"। কিন্তু অপহত-পাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, কামচারত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মসম্পৎলাভ পূর্বক স্বীয় বিজ্ঞান-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ যে মোক্ষের কথা শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রুত্যুক্ত সেই মোক্ষের কথা উক্ত শ্রুতিতে বলা হয় নাই। আর "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এই বাক্যের দ্বারাও উপাসনা কালেই ব্রহ্মানুভূতির কথা বলা হইয়াছে। এই কথাই শ্রীনিম্বার্ক ও তৎশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহাদের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা—"যত্তু 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি"—ইতি বিদুষ ইহৈবামৃতত্বং শ্রুয়তে, তদ্দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব উত্তরপূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশলক্ষণমুপপদ্যতে (নিম্বার্ক ভাষ্য ব্র· সূ· ৪।১।৭)

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিবাসাচার্যও এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—"দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈবামৃতত্বম্ উত্তর-পূর্বাঘাশ্লেষবিনাশরূপং যৎ-প্রাপ্যতে তৎ 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতীতিবাক্যেন উচ্যতে। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"—ইতি বাক্যস্য চ অনুভবেনোপাসনকালে ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইত্যর্থঃ।—(বেদান্ত-কৌস্তুভ, সূ ৪।২।৭)

এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে, দেহ থাকিতে জীবিতাবস্থায় যে অমৃতত্ব লাভের কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, সেই অমৃতত্ব পূর্বকৃত পাপ-পুণ্যের সহিত অলিপ্ততা মাত্র। কিন্তু প্রারব্ধকর্ম ও তজ্জনিত বন্ধন, দেহবন্ধন থাকাতে প্রিয়াপ্রিয়বোধ প্রভৃতি সাংসারিক ভাব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও কিছু কিছু থাকিয়াই যায়। প্রারব্ধকর্মনাশে দেহপাতের পরেই যথার্থ মুক্তি লাভ হয়। দেহ থাকিতে যে প্রিয়াপ্রিয় বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না, তাহা শ্রুতিও অন্যত্র বলিয়াছেন, যথা—"ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—(ছান্দোগ্য ৮।১২।১)—শরীর-

যুক্ত থাকিতে জীবের প্রিয়াপ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ কখনও হয় না। শরীর বিযুক্ত হইলেই তখন প্রিয়াপ্রিয় কিছু স্পর্শ করে না। এই প্রসঙ্গে নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজও বলিয়াছেন—

এই বিষয়ে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজেরও সমর্থন।

"বাস্তবিক স্থুল অথবা সূক্ষ্মশরীরধারী হইয়া যে পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ থাকেন, সেই পর্যন্ত তত্তৎ-শরীরনিষ্ঠ কর্ম সংস্কার থাকাতে তাঁহাদের কর্মাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় না, সুতরাং সাধারণ কর্মের সহিত তাঁহাদের অলিপ্ততা উপজাত হইলেও তত্তৎ-দেহনিষ্ঠ সংস্কারের অস্তিত্ব হেতু প্রিয়াপ্রিয়বোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না এবং নিরবছিন্ন আনন্দময়তাও লব্ধ হয় না (বেদান্ত-দর্শন—শ্রীসন্তদাসজী কৃত, পৃঃ ৫০, তৃতীয় সংস্করণ)

এই বিষয়ে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ

সুতরাং মুক্তি লাভের অধিকারী হইলেও দেহত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যথার্থ মুক্তি প্রাপ্তি হয় না। এই জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"—(ছান্দোগ্য ৮।১২।৩) অর্থাৎ, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া সুপ্রসন্ন জীব ("সম্প্রসাদ") এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ এই শরীর ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক চিদ্রূপে স্থিতিলাভ করেন। সুতরাং মোক্ষস্বরূপের অবস্থা যাহা শ্রুতি-সূত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শরীর থাকিতে যে লাভ হয় না ইহাই শ্রুতি-সূত্রাদিতে উক্ত হইল। ব্রহ্ম-সূত্রের "তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ" (ব্র· সূ· ৪।২।৮) এই সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীনিবাসাচার্য বলিয়াছেন "অপীতির্ব্রহ্মভাবাপত্তিঃ, সা অর্চিরাদিকয়া সৃত্যা দেশবিশেষং গত্বা ভবতি, তদর্বাগ্ দেহসম্বন্ধরূপসংসারস্য ব্যপদেশাৎ"—(বেদান্ত-কৌস্তুভ, সূ· ৪।২।৮) অর্থাৎ, ব্রহ্মভাবাপত্তি-রূপ মোক্ষকেই অপীতি বলে। সেই ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষ

অর্চিরাদি মার্গের দ্বারা দেশ বিশেষে (বৈকুণ্ঠাদি লোক বিশেষে) গিয়াই লাভ হয়, তাহার পূর্বপর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহসম্বন্ধরূপ সংসার অর্থাৎ সাংসারিক ভাব থাকিয়াই যায়। মুণ্ডক শ্রুতিও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে যাইবার পরই যে পূর্ণ মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু দেহ থাকিতে পূর্ণ মুক্তি লাভ হয় না—ইহা বলিয়াছেন, যথা—"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে"—মুণ্ডক ৩।২। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের জীবিতাবস্থায় মোক্ষলাভের যোগ্যতা লাভ হইলেও, এবং তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম ভিন্ন অন্য সমুদয় পাপপুণ্যের নাশ হইলেও, বা সমুদয় কর্মে নির্লিপ্ততালাভ হইলেও দেহসম্বন্ধ থাকিতে জীবিতাবস্থায় তাঁহার মোক্ষলাভ হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। সুতরাং "জীবন্মুক্ত" শব্দের অর্থ যদি "জীবিতাবস্থায় মোক্ষলাভের যোগ্যতাবত্ত্ব" এইরূপ করা যায় তবে তাহা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ইষ্টই বটে। কিন্তু 'জীবন্মুক্ত' শব্দের অর্থ যদি 'জীবিতাবস্থায় অর্থাৎ দেহধারণাবস্থায় মোক্ষপ্রাপ্ত' এইরূপ বলা হয়, তবে তাহা নিম্বার্কীয়গণ স্বীকার করেন না।

জীবন্মুক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্মজ্ঞ উপদেষ্টার অভাবে ব্রহ্মবিদ্যার বা বেদান্ত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইবে—এই আপত্তির নিরসন

যদি বলা যায় যে জীবন্মুক্তি স্বীকার না করিলে উপদেষ্টার অভাবে ব্রহ্মবিদ্যার বা বেদান্ত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদাপত্তি হইবে। বেদান্ত সম্প্রদায় রক্ষার জন্য উপদেষ্টা থাকা প্রয়োজন। আর সেই উপদেষ্টা জীবন্মুক্তই হইতে পারে, অন্যে নহে। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞজীবন্মুক্ত পুরুষ কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ব্রহ্মবিদ্যা ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং জীবন্মুক্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে নিম্বার্কীয় আচার্যগণ বলিয়াছেন যে ধ্রুবাস্মৃতিসম্পন্ন আচার্যের পক্ষেই উপদেষ্টৃত্ব সম্ভব হয় বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির প্রসঙ্গ হয় না। নিদিধ্যাসনের পরিপাকরূপ

ব্রহ্মবিষয়ক বা আত্মবিষয়ক ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হয়, এবং সেই ধ্রুবাস্মৃতির দ্বারাই অবিদ্যাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়, যথার্থ জ্ঞানোদয় হয়, এবং সমস্ত প্রকার কর্মে নির্লিপ্ততাও আসে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও ইহা বলা হইয়াছে—"স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"। আর পূর্বেও শ্রুতি-সূত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের এই দেহ থাকিতেই পূর্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ ও পরেকৃত পাপপুণ্যের সহিত নির্লিপ্ততারূপ অমৃতত্ব লাভ হয়। সুতরাং এতাদৃশ ধ্রুবাস্মৃতিযুক্ত, নির্লিপ্ত, প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা হওয়া সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয়, এবং তাহা শ্রুতিসিদ্ধও বটে। অতএব উপদেষ্টার অভাবে বেদান্তসম্প্রদায়ের উচ্ছেদাপত্তি হয় না।[৩৮১]

নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের মতে অবিদ্যানিবৃত্তির অর্থ।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীনিম্বার্কীয় দার্শনিকগণও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে অবিদ্যানিবৃত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণের মতে অনাদিমায়াসম্বন্ধ, অথবা অনাদিমায়াসম্বন্ধপ্রযুক্ত অনাদিকর্মাত্মক বন্ধ, অথবা বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞানের প্রাগভাবই হইল 'অবিদ্যা'পদের অর্থ। সেই 'অবিদ্যা'-পদার্থের ধ্বংসাভাবই হইল অবিদ্যানিবৃত্তি। তাদৃশ অবিদ্যা-পদার্থের ধ্বংস বা অবিদ্যানিবৃত্তি একটি ধর্মবিশেষ। যাবদাত্মবৃত্তি, অনবচ্ছিন্ন, একরস, ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ যে অনুভূতি, সেই অনুভূতির সমানাধিকরণনিষ্ঠ ভাবভূত আনন্দস্বরূপই উক্ত অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ধর্মবিশেষ, আর তাহার আশ্রয় হইল মুক্ত আত্মা। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।[৩৮২]

---

[৩৮১] বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভা—সূঃ ৪।৪।৭

[৩৮২] বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা—৪।৪।৭সূত্র

এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্করাচার্য এবং রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণবদার্শনিকগণও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই।

এক্ষণে, ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি ও গতি বিষয়ে নিম্বার্কীয় মতবাদ শ্রুতিসূত্রবলে প্রতিপাদন করা যাইতেছে—

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উৎক্রান্তি বর্ণনা

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগ কালে প্রথমতঃ তাঁহার বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত যুক্ত হইয়া একত্বলাভ করে। তাহার পর অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলও মনের সহিত সমতাপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর সর্বেন্দ্রিয়-সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং সেই মনঃ-সংযুক্ত প্রাণ জীবের সহিত সংযুক্ত হয়। জীবে সংযুক্ত হইয়া প্রাণের তেজোরূপতা প্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে—“অস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্”—(ছান্দোগ্য ৬।১৫),—এই শ্রুতিবাক্য এবং “বাঙ্‌মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ”, (ব্র, সূ ৪।২।১), “অতএব সর্বাণ্যনু”—(ব্র সূ—৪।২।২), তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ” (ব্র, সূ—৪।২।৩,) “সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ”—(ব্র, সূঃ ৪।২।৪),—এই ব্রহ্মসূত্র সমূহই প্রমাণ।[৩৮৩]

এই পর্যন্ত দেহ হইতে উৎক্রান্তি—প্রণালী জ্ঞানী ও অজ্ঞানী পুরুষের সমানই, এই কথা “সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ”…ইত্যাদি (ব্র, সূ ৪ ২।৭) ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে।

অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তি ও গতিবিষয়ক যে বিশেষ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ঃ—

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—“শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি” (ছান্দোগ্য ৮।৬।৬)—এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে হৃদয় প্রদেশে একশত একটি নাড়ী

---

[৩৮৩] এই সমস্ত সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে। বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ সেই নাড়ী অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্বলাভ করেন। আর অন্য দিকে অপর সকল নাড়ী গিয়াছে। ঐ সকল নাড়ী অজ্ঞান সংসারী লোকসমূহের দেহ হইতে নিষ্ক্রমণের পন্থাস্বরূপ হয়। আবার ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতিরই অপর বাক্যে বলা হইয়াছে—"অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিরূর্ধ্বমাক্রমতে…ইত্যাদি—(ছান্দোগ্য ৮।৬।৫)—অর্থাৎ এইরূপে যখন কোন পুরুষ শরীর হইতে নির্গত হন, তখন তিনি এই রশ্মিসকল অবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্বে উৎক্রান্ত হন—ইত্যাদি। সুতরাং বিদ্বান পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ জীবদেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া সুষুম্নানাম্নী মস্তকাভিমুখী যে শতাধিক নাড়ীটী সূর্যরশ্মির সহিত একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই মস্তকাভিমুখী নাড়ীর দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া সূর্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ ঊর্ধ্বে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসূত্রকার "তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো… ইত্যাদি (ব্র, সূ ৪।২।১৬) ও "রশ্ম্যনুসারী" (ব্র, সূ ৪।২।১৭) এই সূত্র দুইটি দ্বারাও এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন।[৩৮৫]

অতএব ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান পুরুষের গতি এইরূপে হইয়া থাকে—যখন ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ দেহ হইতে পূর্বোক্ত প্রকারে উৎক্রমণ করিয়া মূর্ধন্য নাড়ীদ্বারা বিনির্গত হইয়া সূর্যরশ্মিতে আরোহণ করিয়া গমন করেন, তখন অর্চিরাভিমানী (জ্যোতিরাভিমানী) আতিবাহিক (বহনকারী) দেবতা তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া নিরতিশয় সম্মানপূর্বক উপচারসমূহ দ্বারা তাঁহার সম্যক্ অর্চনা করিয়া তাঁহাকে দিনাভিমানী দেবতার নিকট লইয়া যান সেই দিনাভিমানী দেবতাও পূর্বোক্তক্রমে তাঁহাকে শুক্ল-পক্ষাভিমানী দেবতার নিকট লইয়া যান। তৎপর এইরূপে ক্রমে শুক্লপক্ষাভিমানী

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অর্চিরাদি মার্গে গমন ও গতি বর্ণনা।

---

[৩৮৫] এই সকল সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দেবতা তাঁহাকে উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতার নিকটে, এবং উত্তরায়ণষণ্মাসাভিমানী দেবতা তাহাকে সম্বৎসরাভিমানী দেবতার নিকট এবং সম্বৎসরাভিমানী দেবতা তাঁহাকে বায়ু দেবতার নিকট লইয়া যান। তখন বায়ু দেবতাও সম্মানদ্বারা সম্যক্ অর্চনা করিয়া নিজ মধ্যে ছিদ্র প্রদান করতঃ সেই পথে তাঁহাকে সূর্যমণ্ডলে লইয়া যান। সূর্যও (আদিত্যাভিমানী দেবতা) সেইরূপেই নিজ মধ্যে ছিদ্রপ্রদান করতঃ সেই পথে তাঁহাকে সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে লইয়া যান। এইরূপে চন্দ্রাভিমানী দেবতা তাঁহাকে বিদ্যুল্লোকে ও বিদ্যুদভিমানি দেবতা তাঁহাকে বরুণলোকে লইয়া যান। বিদ্বান্ পুরুষ সেই বরুণলোক হইতে ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্র লোক হইতে প্রজাপতি লোকে, এবং প্রজাপতি লোক হইতে প্রাকৃত-মণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রেষ্ঠা-নদী বিরজায় আগমন করেন।[৩৮৬] তথায় তিনি নিজের বহনকারা সমাগত দেবপুরুষগণকে দর্শন করেন, এবং তাঁহাদের দর্শন ও করস্পর্শ দ্বারা তাঁহাদের সহিত সঙ্কল্প করা মাত্র সেই বিরজানদী উত্তীর্ণ হন। ঐ বিরজানদী উত্তীর্ণ হইবার সময় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পাপপুণ্য-সংস্কার, যাহা তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে, তাহা ঐ শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দ্বেষ্টা সকলকে তাঁহাদের কৃত পাপসকল আশ্রয় করে, এবং তাঁহাদের বন্ধুজনকে তাহাদের পুণ্য সকল আশ্রয় করে। তাহারাই ঐ সকল পাপপুণ্য ভোগ করিয়া থাকে।[৩৮৭]

---

[৩৮৬] ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫, ৫।১০।২ বাক্য, বৃহদারণ্যক ৫।১০।১, ৬।২।১৫, কৌষীতকি উপনিষৎ ১।৩, ১।৪ বাক্য, ব্র, সূ ৪।৩।১, ৪।৩।২, ৪।৩।৩ ব্র, সূ, দ্রষ্টব্য ॥

[৩৮৭] "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে। তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্"…… ইত্যাদি—কৌষীতকি উপনিষৎ—১।৪ ॥

অতঃপর এইরূপে সেই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ বিরজানদী উত্তীর্ণ হইয়া পরমধামের সীমানা প্রাপ্ত হইয়া তথায় সূক্ষ্মশরীর পরম দেবতায় পরিত্যাগ করিয়া দিব্য, অপ্রাকৃত, অনাদিসিদ্ধ, দেবপুরুষানীত, ও ব্রহ্মার তুল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পরমপদ বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করতঃ ব্রহ্মভাব বা ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[৩৮৮]

“নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মজ্ঞগণের শরীর হইতে উৎক্রান্তি ও গতি হয় না”—এই শঙ্কর মতের খণ্ডন

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীশঙ্করাচার্য এই সমস্ত শ্রুতি ও ব্রহ্ম সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সূত্রে ক্রমমুক্তির অধিকারী কেবল সগুণোপাসকদিগের উৎক্রান্তি ও গতি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে যাহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক তাহাদের ক্রমমুক্তিলাভ হয়, এবং তাহাদেরই দেহ হইতে উৎক্রান্তি ও গতি পূর্বোক্ত শ্রুতিসূত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করের মতে যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহাদের উৎক্রান্তি হয় না, বা ব্রহ্মলোকাদিতে গতিও হয় না। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্যের এই মত সমালোচনা করিয়া নিম্বার্ক দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে এই মত শ্রুতিসূত্রবিরুদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গতও নহে। প্রথমতঃ পরব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে সগুণোপাসক ও নির্গুণোপাসক বলিয়া কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ মহর্ষি বেদব্যাস করেন নাই, বা তাহাদের গতিবিষয়েও কোনপ্রকার পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। মুল শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ শ্রেণীভেদ বা পার্থক্য নির্দেশ কোথায়ও দেখা যায় না। কেবলমাত্র প্রতীকোপাসকগণের পরব্রহ্ম সম্পত্তিলাভ হয় না, এবং কার্য—ব্রহ্মোপাসকগণের হিরণ্যগর্ভলোক প্রাপ্তি হয়—এই মাত্র বিশেষই ব্রহ্মসূত্রের ৪।৩।১৪-১৫ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি বর্ণনার সময়েও শ্রুতি

---

[৩৮৮] কৌষীতকি উপনিষৎ ১।৪, পরপক্ষগিরিবজ্র—বৃন্দাবন সং পৃঃ ৪৬৯-৭০

বা ব্রহ্মসূত্রে কোথায়ও নির্গুণোপাসকের দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয় না, কেবলমাত্র সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরই উৎক্রান্তি হয়—এইরূপ কোন কথা বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ" ...... ব্র, সূ—৪।২।৭) এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন— "সমানা চৈষোৎক্রান্তির্বাঙ্‌মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাদ্ ভবিতুমর্হতি, অবিশেষশ্রবণাৎ"...ইত্যাদি। এখানে শ্রীশঙ্করাচার্যও স্বীকার করিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উৎক্রান্তিক্রম, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া, মনের মুখ্যপ্রাণে লয় হওয়া, মুখ্যপ্রাণের জীবের সহিত সমতা প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সমান, কারণ তদ্বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য শ্রুতি উপদেশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য এই সূত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইহার পরবর্তী "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ" (ব্র, সূ ৪।২।১২) এবং "স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" (ব্র, সূ ৪।২।১৩) এই সূত্রদ্বয়ের, (এই সূত্র দুইটি নিম্বার্কভাষ্যে একটি সূত্র বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য দুইটি সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।) ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে পরব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয় বলিয়া যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে। কারণ পরব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তির নিষেধ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের এক শাখার পাঠদৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি। কিন্তু যদি ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাসেরই এইরূপ অভিপ্রায় হইত যে পরব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রান্তি হয় না তবে ইহার চারিটি সূত্র পূর্ববর্তী পূর্বোক্ত "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাৎ (ব্র, সূ ৪।২।৭) ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞ ও অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি বিষয়ে সাম্য উপদেশ করিতেন না। অথবা ঐ সূত্রে ঐরূপ উভয়ের সাম্য উপদেশ করিলেও পরে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের উৎক্রান্তি হয় না, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসকের হয়—এই মর্মে সূত্র রচনা করিয়া তিনি তাহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতেন।

কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে কোথায়ও ব্যাসদেব এইরূপ নির্দেশ করেন নাই।

আর শ্রীশঙ্করাচার্য পূর্বোক্ত ব্র, সূ—৪।২।১৩ সূত্রের ভাষ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের "যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবলীয়ন্তে"…ইত্যাদি।—এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানিপুরুষের দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয় না ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের এইরূপ মত সঙ্গত হয় না। এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় দার্শনিক কেশবকাশ্মীরী ভট্ট বিশেষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় নাই, কিন্তু ঐ প্রশ্ন অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধেই করা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। কারণ উক্ত প্রকরণে ব্রহ্মবিদ্যার কোন প্রসঙ্গই নাই। তাহা ছাড়া ঐ প্রকরণের শেষে মৃত জীবের পাপানুরূপ বিভিন্ন গতি-প্রাপ্তির কথাও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এই প্রকরণের উক্ত প্রশ্ন যে অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধেই করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।[৩৮১] শ্রীরামানুজও এইরূপই বলিয়াছেন। এক্ষণে কথা হইল যে অজ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধেও তো উক্ত শ্রুতি বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে মরণ সময়ে পুরুষের প্রাণেন্দ্রিয়াদি তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, কিন্তু তাহাতেই সম্যক্ লয় পায়। কিন্তু মৃত্যুকালে যে অজ্ঞানী পুরুষের প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকল তাহার সহিত দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় ইহা শ্রুতি স্পষ্ট রূপেই অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি"—(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২)। আর ব্রহ্মসূত্রেও ইহা স্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত ও প্রতিপাদিত

---

[৩৮১] বেদান্ত কৌস্তভপ্রভা—সূঃ ৪।২।১২ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে এবং ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে কাহারও কোনরূপ দ্বিমত নাই। অতএব বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে যে অবিদ্বান্ পুরুষের প্রাণসকল স্থূল দেহের মত তাহাকে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তাহারা ভূতসুক্ষ্মের মত জীবকে আলিঙ্গন করিয়া গমন করে। ইহাই উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদিত অর্থ।[৩৯০]

যাহা হউক, শ্রীশঙ্করাচার্যের এইরূপ মতবাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিম্বার্কীয় দার্শনিক শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ তাহার শ্রুত্যন্তকল্পবল্লীতে এবং শ্রীসন্তদাসজী মহারাজও তাঁহার ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শনে অতি বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন।[৩৯১] বাহুল্যবোধে তৎসমস্ত আর এখানে বিবৃত হইল না।

মোট কথা, "নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের প্রাণাদি ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না"—এইরূপ শাঙ্করিক মতবাদ নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত এইরূপ মত যে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র-বিরোধী ইহাই প্রতিপাদন করিয়া উক্ত শাঙ্কর মত খণ্ডন করিয়াছেন।

মোক্ষ বিষয়ে নিম্বার্ক মতের সহিত রামানুজ, বলদেব ও ভাস্করাচার্য্যের মতের তুলনা

নিম্বার্ক-সম্মত মোক্ষস্বরূপ উপরে বর্ণনা করা হইল। শ্রীরামানুজ এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও মোক্ষ বিষয়ে নিম্বার্কের ন্যায়ই অনুরূপ মত পোষণ করেন। নিম্বার্কের মতের সহিত তাঁহাদের মতের সর্বাংশেই মিল দেখা যায়, কোনই পার্থক্য নাই। এই জন্য এই বিষয়ে আর আলোচনা করা হইল না। শ্রীরামানুজ ও বলদেবও নিম্বার্কের ন্যায় জীব-

---

[৩৯০] বেদান্ত কৌস্তুভ প্রভা—৪।২।১২

[৩৯১] দ্রষ্টব্য—শ্রত্যান্তকল্পবল্লী (কাশী সং), পৃঃ—১৪৩-১৪৬, এবং বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ কৃত, (তৃতীয় সং) পৃঃ ৫১০-৫৩৯।

ন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই, বরং তাঁহারাও জীবন্মুক্তি-খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীভাস্করাচার্যও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই,[৩১২] এবং তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন। কিন্তু মোক্ষবিষয়ে নিম্বার্কের সহিত ভাস্করাচার্যের মতপার্থক্য রহিয়াছে। ভাস্করের মতে মোক্ষাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়, মোক্ষাবস্থায় জীব পূর্ণ ব্রহ্মই হইয়া যায়, ব্রহ্ম হইতে জীবের তখন আর কোন পার্থক্যই থাকেনা। কারণ ভাস্করের মতে জীবের অণুত্ব ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নত্ব প্রভৃতি উপাধিক। উপাধির লয়ে তাহার লয় হয়। যেরূপ ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও ঘটধ্বংসে যেরূপ সেই ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া মহাকাশেই বিলীন হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, সেইরূপ মোক্ষাবস্থায় উপাধির লয়ে জীবও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়।

জীব মোক্ষাবস্থায় পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়া যায়। জীবের আর পৃথক্ সত্তা তখন থাকে না—ইহাই ভাস্করের মত—।[৩১৩] এই বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু নিম্বার্কমতে মোক্ষাবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত জীবের পার্থক্য থাকিয়া যায়। জীবের অণুত্বাদি নিম্বার্কমতে স্বাভাবিক বলিয়া মোক্ষাবস্থাতেও তাহার লয় হয় না। ইহাই ভাস্করের সহিত নিম্বার্কের মতবাদের বিশেষ পার্থক্য। এই বিষয়ে পূর্বেই জীবের স্বরূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে

---

[৩১২] "অর্চিরাদিনা গত্বা পরমাত্মনি লিঙ্গপ্রলয়ঃ, ন প্রাক্"—ভাস্কর-ভাষ্য, ৪।৩।১৩। "যাবৎ ইদং মে শরীরমিতি কর্মনিবন্ধনাবৃত্তিঃ অনুবর্ততে তাবৎ আশ্রমকর্মানুবৃত্তিরশক্যা নিবারয়িতুম্"—ভাস্কর-ভাষ্য—৩।৪।২৬।

[৩১৩] *Vide*—ব্র, সূ,—ভাস্কর-ভাষ্য—৪।৪।২, ৪।৪।৪, ৪।৪।৭, ৪.৪।১৫, সূঃ—দ্রষ্টব্য।

"যতঃ প্রাদুর্ভূতঃ তত্রৈব স্বকারণে প্রলীয়ন্তে"—ভাস্কর-ভাষ্য ৪।২।১৪ ;

"উপাধিকৃত ভেদস্তু অভেদভাবনয়া অপনীয়তে"—ঐ, ৪।১।৩।

আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না।

মোক্ষবিষয়ে নিম্বার্কের মত হইতে ভাস্করাচার্যের মতের আর একটি বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ভাস্করাচার্য শঙ্করের ন্যায় সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি স্বীকার করেন। ভাস্করের মতে যাহারা নিরাকার কারণরূপ ব্রহ্মের উপাসক সেই সকল মুক্ত জীবই দেহান্তে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহারা পূর্ণ ব্রহ্মই হইয়া যান, ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহাদের সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ব, এমন কি জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের শক্তিও তাঁহাদের লাভ হয়,[৩৯৪] আর যাঁহারা কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা হিরণ্যগর্ভলোকই প্রাপ্ত হন, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন না তাঁহাদের ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্বাদি লাভ হয় না। পরে হিরণ্যগর্ভের ও হিরণ্যগর্ভলোকের প্রলয় হইয়া গেলে তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের সহিত পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন[৩৯৫] ইহারা ক্রমমুক্তির অধিকারী। ইহাই ভাস্করাচার্যের মত। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভাস্কর এই বিষয়ে শঙ্করমতেরই অনুগমন করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্বার্ক ক্রমমুক্তির কথা বলেন নাই। আর নিম্বার্কের মতে মুক্ত জীব কখনই ব্রহ্মের ন্যায় সর্বশক্তিমত্ব লাভ করেনা। জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের শক্তি কখনই মুক্ত জীবের হয়না, মুক্ত জীবও সর্বাবস্থায় ঈশ্বরাধীন ও ঈশ্বরাংশই থাকেন, তাঁহারা কখনও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়া যান না। ইহাই নিম্বার্ক মত। সুতরাং মোক্ষবিষয়ে ভাস্করের মতের সহিত নিম্বার্কমতের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

---

[৩৯৪] "মুক্তস্য সর্বশক্তিত্বাৎ ঐশ্বর্যযোগাৎ"…ইত্যাদি,—ঐ ৪।৪।১২; "নিরাকারমেব উপাস্যম্ শুদ্ধম্ কারণরূপম্"—৩।২।১১,—ভাস্কর-ভাষ্য।

[৩৯৫] ব্র, সূঃ,—ভাস্কর-ভাষ্য—৩।১।১৭, ৪।৩।১৪, ৪।৪।১৭,—২২ সূঃ, দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্ক দর্শনে সাধন ও উপাসনা প্রণালী

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপূর্বক শ্রীভগবদ্‌ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বিষয়ে শ্রীনিম্বার্ক শ্রীভগবানের কৃপাশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবের জন্ম সময়ে তাহার প্রতি ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের কৃপাকটাক্ষই সেই জীবের মনে বিষয়বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভের ইচ্ছা জন্মাইয়া থাকে। মহাভারতের নারায়ণীয়াখ্যানেও এই কথা বলা হইয়াছে।[1]

শ্রীভগবৎকৃপা-শক্তি ও মোক্ষপথের সাধনক্রম।

শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষের ফলে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী সাত্ত্বিক জন্ম হয় এবং সেই জীব মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী নিবৃত্তি-মার্গে প্রবৃত্ত হয়। মোক্ষ প্রাপ্তির সাধনের ক্রমানুসারে বর্ণনা শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ সংক্ষেপে এইরূপে করিয়াছেন—"অথ জন্মসময়ে ভগবৎকৃপাকটাক্ষাবলোকিতো জন্মন এব সাত্ত্বিকো নিবৃত্তি-মার্গে প্রবৃত্তঃ স্বো·চিতবেদোক্তাধিকারানুরূপ-শ্রীভগবদাজ্ঞারূপতদর্পিত-নিষ্কামধর্মানুষ্ঠানপ্রীণিতপুরুষোত্তম-প্রসাদ-জন্য শ্রদ্ধাদিলভ্যসৎ-সঙ্গস্তৎপ্রসাদলভ্যপূর্বোক্ত-নির্হেতুকলোকপরীক্ষা-প্রযুক্ত-বিরাগপূর্বক-সদ্‌গুরূপসত্তিস্তন্মুখ-নির্ধারিতবেদান্তশ্রবণলভ্যপরব্রহ্মস্বরূপগুণাদি-বিষয়কপরোক্ষানুভবস্তদুপদিষ্টার্থবিষয়কমননবিগতসম্ভাবনাবিপরীত-ভাবনাদিকস্তদনন্তরধ্যানপ্রসাদিতশ্রীবাসুদেব-পরিপূর্ণানুগ্রহস্তন্নিবারিতস্ব-বিষয়াবরণনিবৃত্ত্যা তদপরোক্ষাখণ্ডানুভূত্যার্চিরাদিনা তদ্‌ভাবাপত্তি-লক্ষণমোক্ষমাপদ্যতে।"—(শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী, কাশী সং, পৃঃ—১৪২-১৪৩)—অর্থাৎ প্রথমে জন্ম সময়ে জীব শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষের দ্বারা অবলোকিত হয় এবং তাহার ফলে সে জন্ম হইতেই সত্ত্বগুণ প্রধান

---

[1] "জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ। সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বৈ মোক্ষার্থচিন্তকঃ॥"—পরপক্ষ গিরিবজ্রে (বৃন্দাবন সং) ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

হইয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর প্রথমে সেই জীব বেদাদিশাস্ত্রবিহিত স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্মোচিত নিজ অধিকারের অনুরূপ কর্মসমূহের শ্রীভগবানের আজ্ঞাবোধে অনুষ্ঠান করেন এবং ভগবানে সেই সমস্ত কর্মের অর্পণ-রূপ নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সেইরূপ স্বধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম প্রসন্ন হন এবং তাঁহার কৃপায় তাহার শ্রদ্ধা প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই শ্রদ্ধার ফলে তাহার সৎসঙ্গে প্রবৃত্তি জন্মে। অতঃপর সৎসঙ্গের ফলে তাহার ক্রমে ক্রমে বিষয় বৈরাগ্য লাভ হয়। তখন সেই বৈরাগ্যবান্ শ্রদ্ধালু স্বধর্মনিরত মুমুক্ষু জীব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট শরণাগত হন এবং সেই গুরুর মুখ হইতে বেদান্ততত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাঁহার পরব্রহ্মের স্বরূপ-গুণাদির পরোক্ষজ্ঞান জন্মে। অতঃপর গুরূপদিষ্টপথে ব্রহ্মতত্ত্বের স্মরণ মননাদি করিতে থাকিলে সেই মননাদির ফলে তাহার ভগবদ্‌বিরোধী সংস্কার ও বিপরীত ভাবনাদি দূরীভূত হইতে থাকে। তাহার পর সেই সাধক জীব নিদিধ্যাসন বা ধ্যান অবলম্বন করিলে সেই ধ্যানের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেব প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। তখন তাঁহার কৃপায় আত্মস্বরূপাবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া আত্মবিষয়ক ও ব্রহ্ম বিষয়ক অপরোক্ষানুভূতি হয় এবং দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তিনি ভগবদ্‌ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষলাভ করেন।

এইরূপ বর্ণনা নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যের রচিত বেদান্ত-রত্ন-মঞ্জুষাতেও এবং শ্রীমাধবমুকুন্দ দেবাচার্যের পরপক্ষগিরিবজ্রেও দেখা যায়।[২] সাধনপথের এই বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইহার আদি, মধ্য ও অন্তে প্রায় সর্বত্রই শ্রীভগবানের কৃপা বা অনুগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীভগবৎ-কৃপা ও অনুগ্রহেই মোক্ষলাভ হয়

---

[২] বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, কাশী সং, পৃঃ—১১৩-১৪২ দ্রষ্টব্য। "পরপক্ষগিরিবজ্র", বৃন্দাবন সং—৪১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মোক্ষ যে ভক্তি ও আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রসাদিত ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে বা অনুগ্রহেই লাভ হইতে পারে, ইহা শ্রুতি-স্মৃতিতে ও ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে, যথা—

"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রাসাদান্মহিমানমাত্মনঃ"
—কঠ ১।২·২০

"যো ব্রহ্মানং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ—
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে॥"
—শ্বেতাশ্বতর ৬।১৮

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"
—কঠ ১।২।২৩

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"
—গীতা ১৮।৬২

"মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্"—গীতা ১৮।৫৬
"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"—৭।১৪ গীতা
"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"—১৮।৬৬
"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"—ব্র, সূ, ৩।২।২৪
"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"—গীতা ১৮।৫৫
"পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"—গীতা ৮।২২
ইত্যাদি, ইত্যাদি…।

উল্লিখিত শ্রুতিস্মৃতি বাক্যগুলিতে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বিষয়ে ভক্তি, শরণাগতি, আত্মসমর্পণ ও শ্রীভগবানের অনুগ্রহের কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক স্বয়ংও তাঁহার বেদান্তকামধেনু বা দশশ্লোকীর নবম এবং অন্তিম শ্লোকে "প্রেমবিশেষলক্ষণা" এবং "কৃপাফলং ভক্তিরসন্ততঃ পরম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের

কৃপা ও পরাভক্তির কথা বিশেষভাবেই বলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার রচিত "মন্ত্র-রহস্য-ষোড়শী" ও "প্রপন্ন-কল্প-বল্লী" গ্রন্থেও মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বিষয়ে ভক্তি ও শরণাগতির প্রাধান্য বিশেষ ভাবেই উপদেশ করিয়াছেন। পরে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

মোক্ষ পথের সাধনসমূহ

শ্রীনিম্বার্কের মতে মোক্ষপথের সাধনগুলিকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা (১) কর্ম, (২) গুরূপসত্তি বা গুরুশরণাগতি, বা গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তি, (৩) বিদ্যা বা জ্ঞান, (৪) ভক্তি-যোগে ধ্যান বা উপাসনা, (৫) শ্রীভগবানে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ বা প্রপত্তিযোগ। কিন্তু এই সাধনের প্রতিটি স্তরেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বিশেষতঃ প্রপত্তি বা শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণের সাধনে ভক্তিরই একান্ত আবশ্যকতা। সুতরাং ভক্তি সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। সর্বোপরি রহিয়াছে ভগবৎ কৃপা,—যাহার প্রয়োজন পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধনের ফল ভগবদ্ভাবাপত্তি-রূপ মোক্ষ। এই সমস্ত সাধনের বিস্তৃত আলোচনা নিম্নে করা যাইতেছে :—

(১) কর্মযোগ—

কর্মযোগ

কর্ম তিন প্রকার—নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, ও কাম্য কর্ম। এই ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি"—ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা যাহা নিত্যরূপে বিহিত হইয়াছে, তাহাই নিত্য-কর্ম, যথা,—সন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিহোত্র, তর্পণাদি ও যজ্ঞাধ্যয়নাদি। এই নিত্য কর্ম—সকলের মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণেরই কর্তব্য। আর যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ—এই তিনটি কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্তব্য বলিয়া বিহিত। আর অসূয়া না করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ের সেবা

করাই শূদ্রের একমাত্র কর্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস—এই আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যেও ব্রহ্মচারীর ধর্ম অধ্যয়ন ও গুরুসেবা, গৃহীর ধর্ম যজ্ঞ ও দান, তপস্যা বানপ্রস্থের ধর্ম এবং অনশন ব্রত, হিত ও পরিমিত ভোজন ইত্যাদি সন্ন্যাসীর ধর্ম।

আর কোন কালাদি নিমিত্তবিশেষের দ্বারা বিধীয়মান যে শ্রাদ্ধাদি, তীর্থস্নানাদি ও ব্রতোপবাসাদি কর্ম,—তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম। আর স্বর্গাদি কোন বিশেষ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া সকাম কর্মিগণ যে সকল শাস্ত্রবিহিত কর্ম করেন, সেই সকল সকাম অধিকারিবিশেষকে উদ্দেশ্য করিয়া বিধীয়মান যে কর্ম, তাহাই কাম্য কর্ম নামে অভিহিত হয়।

এই ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে মোক্ষার্থী পুরুষের কাম্য কর্মকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ নিষিদ্ধ কর্মের ন্যায় কাম্য কর্মও জন্মমরণ-প্রবাহরূপ সংসারের হেতুই হইয়া থাকে। সুতরাং নিষিদ্ধকর্ম ও কাম্য কর্ম—উভয় কর্মই মোক্ষার্থী পুরুষের পরিত্যাজ্য। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম কখনই ত্যাজ্য নহে। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম-সমূহ শ্রীভগবানের আজ্ঞাবোধে তাঁহার প্রীতির জন্য নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই কর্মযোগ। মুমুক্ষু পুরুষ শ্রীভগবানের আজ্ঞারূপ শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম শ্রীভগবানের প্রীতি ও সেবার জন্যই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারা শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল কর্মানুষ্ঠাতৃগণের চিত্ত-শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী করতঃ পরিণামে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া নিজ ভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষও প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥—গীতা—১৮।৪১

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"
—গীতা—১৮।৪৫—৪৬

সুতরাং শাস্ত্রবিহিত স্বস্ব-বর্ণাশ্রমধর্মোচিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসমূহ নিষ্কামভাবে ভগবদাজ্ঞাপালনবোধে তাঁহার প্রীতির জন্য অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারা সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং তখন শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের জন্য যথার্থ ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা উদিত হয়। নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধ চিত্তেই জ্ঞানোদয় হইতে পারে। আর পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহাতে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি উৎপাদন দ্বারা পরম্পরা-ক্রমেই কর্ম মোক্ষের সাধন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ কর্ম মোক্ষের সাধন নহে। কর্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং জ্ঞানে ও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই কর্মের সিদ্ধি বলা যায়। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। আর "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন"—(বৃহদারণ্যক—৪ ৪।২২) এই বিবিদিষাশ্রুতিও যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মের বিবিদিষা অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক-জিজ্ঞাসারই উৎপাদকত্ব বলিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধনত্ব বলেন নাই। কর্ম যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের কারণ হইতে পারে না তাহা "সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" (ব্র, সূ ৩।৪।২৬)—এই ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে।* অতএব ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধকের পক্ষে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম কখনই ত্যাজ্য

---

* এই সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য ও শ্রীনিবাস-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

নহে। কারণ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি লাভ হয়। ইহাই নিম্বার্ক সম্মত কর্মযোগ।[৩]

শ্রীভগবান্ গীতাতেও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

—গীতা ১৮.৫ – ৬

অতএব সন্ধ্যোপাসনা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি শ্রীভগবদাজ্ঞারূপ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম তাগ করিলে ভগবদাজ্ঞালঙ্ঘনরূপ প্রত্যবায় দোষ হয়। এই কথা "আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ"—ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যেও উক্ত হইয়াছে।

আর, যাবতীয় সমস্ত কর্মই নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠান করিলে, এবং শ্রীভগবানকেই যথার্থ কর্মকর্তা জানিয়া নিজের অহং-কর্তৃত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে সেইরূপ নিষ্কাম ব্রহ্মার্পিত কর্মযোগের দ্বারাই সাধক সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন—এই কথাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশেষভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা ঃ—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

—গীতা ১৮।৫৬

"চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥" ঐ, ১৮।৫৭
"মদর্থমপি কুর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।" ঐ, ১২।১০

---

[৩] বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা-চৌখাম্বা (কাশী সংস্করণ)—পৃঃ—৯৪—৯৬। পরপক্ষ-গিরিবজ্র (বৃন্দাবন সং) পৃঃ—৪১৬—৪১৯।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ঐ, ৫.১০
"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥" ঐ, ৩।১৯
"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"
—গীতা ৯ ২৭

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গীতোক্ত এই কর্মযোগের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার রচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভূমিকায় বলিতেছেন—"এই কর্মযোগের দুইটি অবস্থা। প্রথম অবস্থায় ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া অনাসক্ত-ভাবে কেবল শাস্ত্রে-প্রকাশিত ভগবদাদেশ প্রতিপালন পূর্বক তৎপ্রীত্যর্থে কর্ম করা। এইরূপ কর্ম করিতে করিতে সাধকের বিষয়ভোগলিপ্সা বিদূরিত হয়। ইন্দ্রিয়ের ভোগার্থে আর তাহার কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং কর্মের আনুসঙ্গিকরূপে ভোগ সকল হইয়া গেলেও তদ্বিষয়ে ভোগসংস্কার জন্মিতে পারে না। এইরূপে ভোগসংস্কার শিথিল হইলে ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইয়া পড়ে। যে ভোগ বাসনার সংস্কার ইন্দ্রিয় সকলকে ভোগ বিষয়ে প্রেরিত করে, সেই সকল সংস্কার শিথিল হইয়া যাওয়াতে ইন্দ্রিয় সকলের স্বভাবসিদ্ধ বহির্মুখীন বেগ প্রশমিত হয়। সুতরাং চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া যায়, সমাধির নিমিত্ত চিত্ত প্রস্তুত হয়। চিত্তের এইরূপ শুদ্ধি উপজাত হইলে সাধক ইহাও বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বরই মূলতঃ চিত্তের সমস্ত বৃত্তির প্রেরক। কর্মশক্তিও তাহার নিজের অধীন নহে, ঐ শক্তির উদ্‌ভব এবং তিরোভাব বিষয়ে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই, ঈশ্বরই ইহারও প্রেরক। সুতরাং এই প্রকার বোধের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম বিষয়ে তাঁহার নিজের কর্তৃত্ব বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে।...কর্মে ঈশ্বর-

কর্তৃত্ব বুদ্ধি স্থাপিত হইতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে অহং-বুদ্ধিরও বিলুপ্তি ঘটিয়া চিত্তের প্রসারণ হইতে আরম্ভ হয়। তখন কর্মসকল করিয়াও সাধক মনে করেন তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না। ঐশী শক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে, তিনি নিজে অকর্তা। এইরূপ স্বকর্তৃত্ববুদ্ধি বিরহিত হইয়া কর্ম করাই কর্মযোগের দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইবার হেতু আর কিছু থাকে না। তখনই শুদ্ধচিত্ত সাধক সম্যক্‌ভাবে যোগ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন, এবং তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।······ যোগে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ তিনি সর্ববৃত্তির নিরোধরূপ, স্বীয় আত্মস্বরূপে স্থিতিরূপ যোগের শেষ অবস্থা লাভ করেন। তৎপরে পরাভক্তিলাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। এই কর্মযোগের অবস্থায় তাঁহাকে সাধক ভক্ত এবং তাঁহার ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলা যায়।"—শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা—শ্রীমৎস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ কৃত, প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা, পৃঃ ৬৯-৭০।

(২) গুরূপসত্তিযোগ ঃ—

সৎসঙ্গ, শ্রদ্ধা ও দীনতা

কিন্তু এইরূপ নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্তি সাধারণতঃ স্বভাবতঃই বিষয়মুখী মানুষের হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সৎসঙ্গের অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্ত সাধু-মহাপুরুষগণের সঙ্গ। এইরূপ সৎসঙ্গের ফলে ক্রমশঃ বিষয়বৈরাগ্য জন্মে এবং তৎসহ মনে দীনতা বা গর্বহানি এবং শ্রদ্ধার উদয় হয়।[৪]

তখন সেই শ্রদ্ধাবান্ ও বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষ পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হয়। শ্রীনিম্বার্ক মতে এইরূপ গুরূপসত্তি বা গুরু-শরণাগতি মোক্ষপথের সাধনের অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ

'সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলি'-হরিব্যাস দেবাচার্য রচিত, পৃঃ—৩৭

মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর প্রয়োজনীয়তা শ্রুতিস্মৃতিতে বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে ঃ—“স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং” (মুণ্ডক ১।২ ১২)—এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে।

গুরূপসত্তি যোগ বা গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তি-যোগ।

“যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥” শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।২৩

“আচার্যবান্ পুরুষো বেদ—(ছান্দোগ্য ৬।১৪।২,) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও বলা হইয়াছে যে যিনি গুরুলাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহার গুরুতে এবং উপাস্য-দেবে পরাভক্তি আছে, তিনিই উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিতে পারেন, বা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

“তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ ॥”—মুণ্ডক ১।২।.৩

এই শ্রুতিবাক্যেও বলা হইয়াছে যে গুরুর নিকট সম্যক্ শরণাগত, প্রশান্তচিত্ত ও শমদমাদিগুণযুক্ত শিষ্যকেই গুরু ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ করিবেন।

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥” গীতা—৪ ৩৪

—ইত্যাদি গীতাবাক্যেও বলা হইয়াছে যে গুরুর নিকট সম্যক্‌ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করিলেই সেই তত্ত্বজ্ঞ গুরু সেইরূপ শিষ্যকে জ্ঞান উপদেশ করেন। তাই শ্রীনিম্বার্কও তাঁহার “প্রপন্ন-কল্পবল্লী” গ্রন্থে বলিয়াছেন—“বরণীয়ো গুরুঃ পূর্বং গোপ্তৃত্বেন মুমুক্ষুভিঃ”—(শ্লোক ৫),—অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্বপ্রথম গুরুকেই গোপ্তৃরূপে অর্থাৎ রক্ষকরূপে বরণ করিবেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য এই

গুরূপসত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, এবং এই গুরূপসত্তি বা গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিকে মোক্ষসাধনের সাক্ষাৎ স্বতন্ত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কের মতে গুরুই জীবকে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত করিয়া দেন। এই বিষয়ে গুরু যেন মধ্যস্থের কাজ করেন। জীব 'হবিঃ' স্থানীয়, গুরু 'অর্পণ' স্থানীয়, এবং ব্রহ্ম 'অগ্নি' স্থানীয়। যজ্ঞে 'অর্পণ'-পাত্রের (হাতা) দ্বারা 'হবিঃ' গ্রহণ করিয়া যেরূপে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় এবং অগ্নিও সেই 'হবিঃ'কে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া নেন, সেইরূপ জীবরূপ 'হবিঃ'কেও গুরুরূপ অর্পণের দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, এবং সেই ব্রহ্মরূপ অগ্নিও সেই জীবরূপ 'হবিঃ'কে আত্মসাৎ করিয়া নেন। সুতরাং গুরু হইলেন জীবের "গময়িতা" বা "নেতা"।[৫] সুতরাং মোক্ষার্থী শিষ্য এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট নিজকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবেন, এবং সর্বপ্রকারে তাঁহার সেবা করিবেন ও নির্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিবেন। এইরূপ ভাবে সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সেবা ও আদেশ পালন করিলেই সেই গুরুর প্রসাদে সেই শিষ্যের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়—ইহাই নিম্বার্ক মতে গুরূপসত্তি বা গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীতে এইরূপই বলিয়াছেন, যথা—

"আদৌ গুরৌ ন্যসেৎ প্রাণানাত্মানং ধনমেব চ।
সর্বসম্বন্ধবিষয়ং কৃত্বা সেবেত নিত্যশঃ॥"—১৫ শ্লোক
"দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণৈর্মায়াং হিত্বা সমাহিতঃ।
ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবত্তথা॥"—১৬ শ্লোক

—ইত্যাদি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে শিষ্য শ্রীগুরুর নিকট তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ধন, যৌবন, এক কথায় তাহার সমস্ত কিছুই সমর্পণ করিবেন এবং এই সমস্তের দ্বারা সর্বপ্রকারে শ্রীগুরুর

মন্ত্ররহস্য ষোড়শী – শ্লোক ৪, ৮।

আজ্ঞানুবর্তী হইয়া ভৃত্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, প্রিয়ার ন্যায়, ও মিত্রের ন্যায় তাঁহার সেবা করিবেন। অবশ্য উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটই এইরূপ আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে, অনুপযুক্ত গুরুর নিকট নহে। এই জন্য গুরুকরণের পুর্বে গুরু ও শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে এক বৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন তাহারা উভয়েই উপযুক্ত গুণ-সম্পন্ন কি না। এই বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীসুন্দর ভট্ট তাঁহার 'মন্ত্রার্থ-রহস্য' নামক মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীর টীকায় লিখিয়াছেন—"যদা মুমুক্ষুঃ পরিচর্যাযশোলাভলিপ্সুঃ কৃপাসিন্ধুসুসম্পূর্ণঃ সর্বসত্ত্বোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ॥ সর্বসংশয়চ্ছেত্তা চানলসো গুরুরাডয়মিতি" বিষ্ণুরহস্যোক্ত-লক্ষণাদিভির্গুরুং পরীক্ষ্য দ্বয়োর্যোগ্যতাং নির্ণীয় আত্মনি তদ্বিষয়কৌ শ্রদ্ধাবিশ্বাসৌ চ পরীক্ষ্য তচ্ছরণাপত্তিমভীপ্সেত।…তদা যদ্যুপদেষ্টুম্ ইচ্ছেত্তর্হি 'নাসংবৎসরবাসিনে ব্রূয়াদিতিশ্রুতেঃ "নাপরীক্ষিতচারিত্রে বিদ্যা দেয়া কথঞ্চন। যথা হি কনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনঘর্ষণৈঃ। পরীক্ষেত তথা শিষ্যানীক্ষেত কুলগুণাদিভিরিতি" মোক্ষধর্মে ব্যাসোক্তেশ্চ, শিষ্যং জাতিগুণস্বভাবাদিভিরধিকারিধর্মবিশেষৈঃ স্বাত্মবিষয়ক-শ্রদ্ধাপ্রীতিবিশ্বাসাদিভিশ্চ সম্বৎসরং বা ষন্মাসান্ বা দ্বৌ মাসৌ বা একমাসং বা, যথাধিকারং যাবদধিকারিধর্ম-সম্পত্তিনির্ণয়ং তদ্‌হৃদ্ধরমধ্যয়নাদিযোগৈঃ পরীক্ষয়া তস্যাধিকারং নির্ণীয় তস্মৈ গুরুপরম্পরোপদেশপূর্বকং সংস্কৃত্য ব্রহ্মবিদ্যান্ উপদিশেৎ।" – ইত্যাদি। (মন্ত্ররহস্য ষোড়শীর ১৫ শ্লোকের টীকা)– এখানে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে গুরু ও শিষ্য উভয়ই উভয়কে যথোচিত পরীক্ষা করিয়াই গ্রহণ করিবেন। যথোচিত গুণসম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্য তাহাকে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ এবং উপযুক্ত গুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট ঐরূপে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলে তখন গুরু সেই শিষ্যের সর্ববিধ ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিষ্যের তখন নির্বিচারে সেই

গুরুর আদেশ পালন ভিন্ন অন্য কিছু করণীয় থাকে না। গুরুও সেই শিষ্যকে যথা সময়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ করাইয়া মোক্ষলাভের অধিকারী করেন। ইহাই শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার "প্রপন্ন কল্পবল্লী" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"এবং গুরোঃ প্রেষ্ঠতমো হ্যাত্মন্যাসী দৃঢ়ব্রতঃ। সর্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ সাযুজ্যমধিগচ্ছতি ॥"—(প্রপন্ন কল্পবল্লী—২৭ শ্লোক)। এই প্রকারে দৃঢ়ব্রত, গুরুর প্রিয়তম শরণাগত ব্যক্তি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। ইহাই নিম্বার্ক সম্মত গুরূপসত্তি বা গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তি-যোগ।

এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে গুরু ও শিষ্য-লক্ষণও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল—গুরু বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—শ্রুতি-বাক্যে ইহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্ককৃত মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীর টীকায় শ্রীসুন্দর ভট্ট গুরু লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

গুরুলক্ষণ

ত্রিষু বর্ণেষু সম্ভূতো মামেব শরণং গতঃ ॥
নিত্য-নৈমিত্তিকপরো মদীয়ারাধনে রতঃ ॥
আত্মীয়-পরকীয়েষু সমদেশিক উচ্যতে ॥
আচার্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ ॥
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রভক্তশ্চ সদা মন্ত্রাশ্রয়ঃ শুচিঃ ॥
গুরুভক্তি-সমাযুক্তঃ পুরাণজ্ঞো বিশেষতঃ ॥
এবং-লক্ষণসম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥"—

ইত্যাদি শাস্ত্র-লক্ষণ সম্পন্নঃ কারুণ্যবাৎসল্য-ক্ষমার্জব-মার্দবাদিগুণাশ্রয় এব মুমুক্ষুণা আশ্রয়ণীয়ঃ।"—(মন্ত্রার্থ-রহস্যটীকা, সুন্দর ভট্ট কৃত, শ্লোক—১৩),—অর্থাৎ গুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের অন্যতম হইবেন এবং শ্রীভগবানে শরণাগত, শাস্ত্র বিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানে রত, শ্রীভগবানের আরাধনায় রত, আপন-পর সমুদয় বস্তু ও প্রাণীতে সমদর্শী, শাস্ত্রোক্ত বিধি নির্দেশের স্বয়ং আচরণ-কারী, বেদজ্ঞানসম্পন্ন, বিষ্ণুভক্ত, মাৎসর্য্যবিহীন, মন্ত্রবিৎ, মন্ত্রারাধনায় ভক্তিমান্, সর্বদা মন্ত্রাশ্রয়ী ও শুচি, পুরাণজ্ঞ এবং গুরুভক্তিযুক্ত

হইবেন। আর করুণা, বাৎসল্য, ক্ষমা, সরলতা, মার্দব প্রভৃতি গুণও তাঁহার থাকিতে হইবে। এইরূপ গুণযুক্ত পুরুষকেই মুমুক্ষু পুরুষ গুরু-রূপে বরণ করিবেন।

শিষ্য লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীতে বলিয়াছেন—

শিষ্য লক্ষণ

"গুর্বর্থং যস্য প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ।
আত্মা-আত্মীয়েষু নির্বিন্নোঽধিকারী সমগীর্য্যতে॥"

—শ্লোক ১৩

"শরীরং চাসুবিজ্ঞানং বাসঃ কর্মগুণান্ বসূন্।
গুর্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥"

—(মন্ত্র রহস্য-ষোড়শীর ১৫ শ্লোকের মন্ত্রার্থ রহস্য নামক টীকায় শ্রীসুন্দর ভট্ট কর্তৃক জয়দাখ্যান সংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক।)—অর্থাৎ যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহাদি সমস্ত কিছুই, যাহার যৌবন, ধন, জ্ঞান, কর্ম, গুণ-সমুহ প্রভৃতি সকলই গুরুর জন্য সমর্পিত হয়, গুরু সেবার জন্যই যিনি এইগুলি ধারণ করেন এবং যিনি নিজের প্রতি ও আত্মীয়-বর্গের প্রতিও বৈরাগ্যবান্, কোনও বস্তুতেও যাহার আসক্তি নাই,—তিনিই শিষ্য হইবার অধিকারী। শ্রুতিতেও শিষ্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে, যথা—

"তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়"—ইত্যাদি, (মুণ্ডক ১।২।১৩), "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"—ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩) (এই সমস্ত পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে)—এই সকল শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে শিষ্য গুরুর প্রতি সম্যক প্রকারে শরণাগত হইবেন ও প্রশান্তচিত্ত, শমদমাদি গুণযুক্ত এবং গুরুতে ও উপাস্য দেবে পরা-ভক্তি যুক্ত হইবেন। ইহা ভিন্ন শ্রদ্ধা, বিবেক, আর্জব, অকিঞ্চনত্ব, নির্বেদ, অনন্য-গতিত্ব প্রভৃতি গুণও শিষ্যের থাকিতে হইবে।

শাস্ত্র ও আচার্য-বাক্যে ধ্রুব-সত্য বলিয়া বিশ্বাস এবং তদনুসারে

সংশয় রহিত হইয়া কর্মচেষ্টাকে 'শ্রদ্ধা' বলে। নিত্যানিত্য ও আত্মানাত্মবস্তু বিষয়ে বিবেকজ্ঞানকে 'বিবেক' বলে। মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা একই প্রকার চিন্তা বা সঙ্কল্প করা, বলা ও কর্মানুষ্ঠান করা,—অর্থাৎ, কায়, মন ও বাক্যের "অভিন্ন-বৃত্তিকে" বলে 'আর্জব' বা অকপটতা। সর্ব বিষয়ে অভিমানশূন্য হওয়াকে বলে 'অকিঞ্চনত্ব', এবং একমাত্র গুরু ও শ্রীহরি ভিন্ন অন্য গতি না থাকাই 'অনন্যগতিত্ব', অর্থাৎ গুরুতে ও উপাস্যদেবে অনন্য ভক্তিই 'অনন্য-গতিত্ব'। আর সমস্ত প্রকার ভোগ্য-বিষয়ে, আত্মা-আত্মীয় সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্যকেই বলে 'নির্বেদ'।[*]

এইরূপ গুণযুক্ত মুমুক্ষু পুরুষই শিষ্য হইবার অধিকারী। গুরু ও শিষ্য লক্ষণ নিম্বার্ক-সম্মত-মতানুসারে সংক্ষেপে এই পর্যন্তই বলা হইল।

(৩) বিদ্যা বা জ্ঞানযোগ :—

(৩) বিদ্যা বা জ্ঞান-যোগ

শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, শক্তি ও মহিমা প্রভৃতির অনুভব-বিশেষই হইল জ্ঞানপদবাচ্য। এইরূপ জ্ঞান আত্মবিষয়ক পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতেই লাভ হয়। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্র-বিহিত স্বীয় নিত্য নৈমিত্তিক বর্ণাশ্রমধর্মের নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত শিষ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া উপযুক্ত গুরুর নিকট শরণাগত হইলে সেই শুদ্ধচিত্ত ও শরণাগত শিষ্যকে গুরু যথাসময়ে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিবেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুরুমুখ হইতে এইরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশলাভই "শ্রবণ" পদবাচ্য। গুরু-মুখ হইতে এইরূপে আত্মতত্ত্বের শ্রবণের পরে শ্রুত্যনুকূল যুক্তিবিচার

---

[*] "মন্ত্রার্থরহস্য"-টীকা (মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীর ১৩ শ্লোক)—শ্রীসুন্দর ভট্ট-কৃত দ্রষ্টব্য।

দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পুনঃপুনঃ আলোচনা, চিন্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেই জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনই "মনন" পদবাচ্য। এইরূপ শ্রবণ ও মননের দ্বারা আত্মবিষয়ক যে স্থির ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভ হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ নহে। অতঃপর আত্ম-বিষয়ক সেই পরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপগুণাদি বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান অবলম্বন করিলেই সেই ধ্যানের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মা কৃপা করিয়া সাধকের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই রূপ ধ্যানকেই 'নিদিধ্যাসন' বলা হয়।[৭] এইরূপ নিদিধ্যাসনের ফলে সাধকের পরমাত্মবিষয়ক ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হয় এবং সেই ধ্রুবাস্মৃতি হইতেই পরাভক্তির উদয় হয়। এইরূপ পরাভক্তির দ্বারাই পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সাধকের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্॥"—(কঠ ১।২।২৩)-এই আত্মাকে বক্তৃতা, মেধা, বহুপাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা,—অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, ও ধ্যানাদির দ্বারা লাভ করা যায় না। কিন্তু এই আত্মা সাধকের ভক্তির দ্বারা প্রসন্ন হইয়া কৃপা করিয়া নিজে যাঁহাকে বরণ করেন, সেই আত্মসমর্পিত ভক্তিমান্ সাধকই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।[৮] ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত।

এখানে যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হইল—ইহার মধ্যে নিদিধ্যাসনই অঙ্গী বা প্রধান, শ্রবণ ও মনন সেই নিদিধ্যাসনের অঙ্গ। ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া

---

[৭] বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা—কাশী সং, পৃঃ—৪৩, ৯৭।

[৮] এই মন্ত্রের নিম্বার্কীয় পণ্ডিত অমোলক রামশাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত সাম্প্রদায়িক টীকা "তত্ত্ব প্রকাশিকা" দ্রষ্টব্য।

এখানে আর তৎসমস্তের পুনরুক্তি করা হইল না।[৯] এই বিদ্যা বা জ্ঞান মীমাংসকদের মতানুসারে কর্মাঙ্গ নহে, বা অপ্রধান নহে। কিন্তু ইহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটি স্বতন্ত্র উপায়। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্র, সূ·—৩।৪।১—৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, যাঁহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, যাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান করিতে হয় না, তাঁহারাও কর্মব্যতিরেকে এই বিদ্যা বা জ্ঞান যোগাবলম্বনের দ্বারাই, অর্থাৎ শ্রবণমননাদির দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিতে পারেন। এইরূপ সিদ্ধান্তই শ্রীনিম্বার্ক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহাদের ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা"-(ব্র, সূ,—২।৪।২৫) সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন।[১০]

শম দমাদি গুণের বর্ণনা

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য এই জ্ঞানযোগাবলম্বনকারী সাধকদিগের প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত নিষ্কামভাবে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান যেরূপ প্রয়োজনীয় সেইরূপ আরও কতিপয় বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা তাঁহাদের থাকা প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে হইবে। ব্রহ্ম বিদ্যার সাধনের অঙ্গরূপে এই শমদমাদির বিধান শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যথা :—"তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—(বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩)। ব্রহ্মসূত্রের শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ"......"—ইত্যাদি সূত্রেও (ব্র, সূ, ৩।৪।২৭) এই কথা বলা হইয়াছে। মানসিক শান্তি এবং মনের সংযমকে 'শম' বলে, চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমনকে 'দম' বলে। বিষয়

---

[৯] এই গ্রন্থের ২৭০—২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[১০] 'বেদান্ত-কৌস্তুভ-স্থঃ ৩।৪।২৫ দ্রষ্টব্য।

হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের বিরতিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়মুখিতা-ত্যাগকে ‘উপরতি’ বলে। শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণা, মানাপমান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাকে ‘তিতিক্ষা’ বলে। চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তাকে ‘সমাধান’ বলে। এই সকল গুণের অধিকারী না হইলে জ্ঞান-যোগের পথ অবলম্বন করা সার্থক হয় না। ইহা ভিন্ন জ্ঞান-যোগাবলম্বনকারী ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধকের পাণ্ডিত্য, নিরহঙ্কারভাব ও সরলতা, এবং মননশীলতাও থাকিতে হইবে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে এই কথা বলা হইয়াছে—”তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ।” (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩.৫) এখানে ‘বাল্যে’ পদের তাৎপর্যার্থ বালকসুলভ সরলতা ও নিরহঙ্কারভাব, এবং ‘মুনি’ ও ‘মৌন’ পদের অর্থ মননশীল। পাণ্ডিত্য, ‘বাল্য’ অর্থাৎ নিরহঙ্কার ও সরলতা, এবং মৌনব্রত বা মননশীলতা—এইগুলি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহকারী সাধনান্তর—ইহাই এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ৩।৪।৪৬ সূত্রে এবং ৩।৪।৪৯ সূত্রেও এইরূপই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।[১১]

এই জ্ঞান-যোগের পথের সাধকের আহার বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধিকারক ও সাধনার সহায়ক শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ শ্রতি বলিয়াছেন :—“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ,”—(ছান্দোগ্যঃ ৭।২৬)—অর্থাৎ, আহারশুদ্ধির দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়, রজঃ ও তমোগুণ ক্ষীণ হইয়া সত্ত্ব গুণের আধিক্য হয়, এবং সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ব্রহ্মবিষয়ক ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হয় এবং ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত প্রকার অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে মুক্ত

---

[১১] ব্র, সূঃ—৩।৪।৪৬, এবং ৩।৪।৪৯ সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্য (বেদান্তপারিজাতসৌরভ) দ্রষ্টব্য।

হওয়া যায়। ব্রহ্ম সূত্রের ৩।৪।২৯ সূত্রেও এইরূপই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৪) ভক্তিযোগে ধ্যান ও উপাসনা

ভক্তি-যোগ

নিম্বার্ক মতে 'ভক্তি' হইল শ্রীভগবানের প্রতি পরম অনুরাগ বা প্রেম—[১২] পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ একমাত্র এই ভক্তিদ্বারাই লভ্য। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"।—৮।২২। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবং-বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"—১১।৫৪। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"—১৮।৫৫—ইত্যাদি……

—এই সকল বাক্যে সুস্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে যে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। শ্রীনিম্বার্ক এই ভক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যখন জানা যায় যে পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ বাসুদেবই সমুদয় জীবজগতের আশ্রয় বা আধার, জীবজগৎ নিয়ম্য শ্রীভগবান্ নিয়ন্তা, জীবজগৎ শ্রীভগবানের অংশ ও তাঁহারই অঙ্গীভূত এবং শ্রীভগবান্ অংশী বা অঙ্গী। পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ই এই জীবজগতের উৎপত্তিস্থল, তিনিই এই জীবজগতের পিতা, মাতা, ধাতা, গতি, ভর্তা প্রভুঃ, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ,-এইরূপভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণ মহিমাদির পরিচয় পাইলে জীবের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রেম বা অনুরাগের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিকই। সুতরাং শ্রীভগবানের স্বরূপ, মহিমা, অনন্ত শক্তি ও ভক্ত বাৎসল্য, কারুণ্য প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণগুণের স্মরণ মনন করিলে তাহার ফলে শ্রীভগবানের প্রতি এই প্রেম লক্ষণা ভক্তি

---

[১২] "কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা ভক্তিঃ……"—ইত্যাদি।—দশশ্লোকী—৯। "সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা"—নারদীয় ভক্তি সূত্র—১।৫, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"।—শাণ্ডিল্য ভক্তি-সূত্র—১।২।

উপজাত হয়। গুরুমুখে পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণাদির কথা, এবং তাঁহার মনন করিয়া তাঁহার প্রতি যে ভক্তি উপজাত হয়, সেই ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া অনুরাগের সহিত পরব্রহ্মস্বরূপের ধ্যান এই ভক্তিমার্গের সাধনের অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তি মার্গের উপাসনার ত্রিবিধ অঙ্গ। (১) জগৎকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান, এবং জগতের অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মের ধ্যান ইহার প্রথমঅঙ্গ, (২) জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, এবং জীবের অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মের ভাবনা ইহার দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং (৩) জীব ও জগৎ হইতে অতীত সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ সর্বাশ্রয় ও আনন্দময় রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ইহার তৃতীয় অঙ্গ। উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হয়, এবং তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রেও এই ত্রিবিধ উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে।—[১৩]

ত্রিবিধ উপাসনা

ভক্তির সহিত পূর্বোক্ত প্রকার ব্রহ্মতত্ত্বের ধ্যান সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ প্রথমতঃ স্ত্রীশূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে বেদাধ্যয়নলভ্য পূর্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রবণাদিরূপ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। আর পাণ্ডিত্য ও ধারণাশক্তির অভাব হেতুও অনেকের পক্ষে শ্রবণাদির দ্বারা উক্ত প্রকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। অতএব তাহাদের পক্ষে একমাত্র মন্ত্রজপ একটি উৎকৃষ্ট সাধন। একমাত্র মন্ত্রজপদ্বারাই সমাধিলাভ ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার পর্যন্ত হইতে পারে। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ব্রহ্ম সূত্রভাষ্যে "অপি চ স্মর্যতে" (ব্র, সূ, ৩৷৪৷৩৭) সূত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপই বলিয়াছেন :—

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ইতি—

মন্ত্র জপ ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

---

[১৩] ব্রহ্ম সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য—সূত্র ১৷১৷৩২ সূত্র ও ৩৷২৷২৪ সূত্র দ্রষ্টব্য ; "বেদান্তদর্শন—দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত"—শ্রীমৎস্বামী সন্তদাসজী কৃত, তৃতীয় সংস্করণ,—পৃঃ-৪৫ দ্রষ্টব্য।

তেযামপি জপাদীনাং বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্যতে।"—(বেদান্ত পারিজাত সৌরভ সূঃ—৩ ৪।৩৭)। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্" (সূঃ ১।২৩) সূত্রে সমাধিসিদ্ধি-বিষয়ে ঈশ্বর-প্রণিধানেরও সাধনত্ব উল্লেখ করিয়া "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" (সূঃ ১।২৭,) "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" (সূঃ১।২৮)—সূত্র দুইটির দ্বারা ঈশ্বরের বাচক প্রণবাদিমন্ত্র জপের বিধান করিয়াছেন, এবং সেই মন্ত্রজপ ও মন্ত্রার্থভাবনার ফলস্বরূপ বলিয়াছেন—"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" (সূঃ ১।২৯) অর্থাৎ সেই মন্ত্রজপ ও মন্ত্রার্থভাবনার দ্বারা সাধকের প্রত্যক্ চৈতন্যের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা-সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান জন্মে, এবং তখন সমাধিলাভের আর কোনরূপ অন্তরায় বা বিঘ্নই থাকে না। নিম্বার্ক মতে পূর্বোক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি একমাত্র ভগবৎ কৃপার দ্বারাই লভ্য। দৈন্যাদিগুণযুক্ত সাধকের প্রতিই ভগবৎকৃপা বর্ষিত হয়। এই ভক্তি দুই প্রকার (১) 'পরা ভক্তি' বা ফলরূপা ভক্তি, এবং (২) অপরা ভক্তি বা 'সাধন-ভক্তি'। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার দশশ্লোকীতে ইহাই বলিয়াছেন—"কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষ-লক্ষণা। ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ সা চোত্তমা সাধন-রূপিকাঽপরা॥"—শ্লোক-৯।

সাধন ভক্তি ও পরা ভক্তি।

এই দুইপ্রকার ভক্তির মধ্যে ভক্তির প্রাথমিক অবস্থাকে সাধন ভক্তি বলে। শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, মহিমাদির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ-মননাদি সাধনের ফলে এবং তত্তৎ সাধনাবস্থায় শ্রীভগবানে যে প্রীতি, আকর্ষণ প্রভৃতি উপজাত হয়, সেই প্রীতি-আকর্ষণরূপা ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে। এই সাধন ভক্তিতে ঐ প্রীতি ও আকর্ষণের মাত্রা অল্প থাকে, এবং এই অবস্থায় শ্রীভগবৎস্বরূপের ও গুণের ধ্যান এবং শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্ম ও সেবাদিকার্য সাধকের বর্তমান থাকে। ইহা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি। অতঃপর সাধনের ক্রমোন্নতিতে যতই শ্রীভগবৎস্বরূপের জ্ঞানাদি

গভীর ও দৃঢ় হইতে থাকে, ততই তাঁহার প্রতি আকর্ষণের মাত্রাও তীব্রতর হইতে থাকে। অবশেষে সাধনের শেষে শ্রীভগবৎকৃপায় জ্ঞাননিষ্ঠ দৈন্যাদিগুণযুক্ত পুরুষে পরাভক্তি উপজাত হয়। ভক্তি বা প্রেমের পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থাই পরাভক্তি। ইহা সাধন ভক্তিরই শেষফল বা ক্রমপরিণত রূপ, এইজন্য ইহাকে ফলরূপা ভক্তিও বলা হইয়া থাকে।[১৪] এই পরাভক্তির দ্বারাই তত্ত্বের সহিত স্বরূপতঃ শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায় এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥"
"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥"

—গীতা—১৮।৫৪'৫৫।

—অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন'—এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিতে অবস্থিত ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোন বিষয়ে শোক করেন না, কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না, সর্বভূতে তাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়াতে তিনি সম্যক্‌ সমদর্শী হন। এইরূপ অবস্থাপন্ন পুরুষই আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন। অতঃপর এই ভক্তির দ্বারাই আমার স্বরূপপরিমাণাদি তত্ত্বের সহিত জানিয়া অনন্তর আমাতেই প্রবেশ করেন। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের "ব্রহ্মভূত" পদের "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, কিন্তু পরব্রহ্ম নহে। এই বিষয়ে গীতার পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ বলিতেছেন—"ভগবানের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আকর্ষণই ভক্তির লক্ষণ। সাধন ভক্তিতে ঐ প্রীতি ও আকর্ষণের মাত্রা অল্প থাকে। ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান ধ্যানের দ্বারা

---

[১৪] বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা—(কাশী সং), পৃঃ—১২৭

যে পরিমাণে দৃঢ় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তৎপ্রতি প্রীতি ও আকর্ষণেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অবশেষ ধ্যানের দৃঢ়তা হেতু যখন ধ্যাতার আত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, তখন ধ্যেয় ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বজ্ঞান একেবারে তিরহিত হইয়া যায়। কিন্তু ধ্যান-কার্য বুদ্ধির দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত যে চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, ঐ ধ্যান তাঁহারই ধ্যান। কারণ বুদ্ধি নিজের স্বরূপকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মে পৌঁছিতে পারে না। বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত যে পুরুষ তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দ শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'পরব্রহ্ম' এবং 'কার্যব্রহ্ম'। তদ্‌ভিন্ন ব্রহ্মশব্দ বেদকেও বুঝায়। বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত অবস্থাতেই পরব্রহ্মকে "কার্য-ব্রহ্ম" বলা যায়, ইহারই নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্ঞান সত্ত্বগুণাত্মক, ইহা বুদ্ধিরই স্বরূপ। অতএব বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে যে স্থিতি তাহাই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। ইহার উপর আর জ্ঞানের অধিকার নাই। ইহাই জ্ঞান সাধনের শেষ।……পূর্বোক্ত গীতার ১৮।৫৪ সংখ্যক শ্লোকের 'ব্রহ্মভূত' পদে যে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার যে পরব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ হয় নাই, কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ঐ ৫৪ সংখ্যক শ্লোকের শেষাংশে 'মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্" বাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপেই বোধগম্য হয়। যদি 'ব্রহ্মভূত' পদোক্ত ব্রহ্ম 'পরব্রহ্ম' হইতেন, তবে তদাত্মতা প্রাপ্তির পর সাধকের আর কিছু প্রাপ্তব্য থাকিত না। কিন্তু ঐ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত পুরুষ ভগবৎ-সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন, এবং ঐ পরাভক্তি লাভ করিয়া তাহার দ্বারা তত্ত্বের সহিত ভগবৎ স্বরূপ পশ্চাৎ অবগত হয়েন বলিয়া পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ ৫৪ শ্লোকোক্ত 'ব্রহ্ম' পরমব্রহ্ম হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান সাধনার শেষফল হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্ম-প্রাপ্তি, পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি নহে। জ্ঞানসাধনার দ্বারা হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত

হইলে পরব্রহ্ম সম্বন্ধিনী যে পরাভক্তি উপজাত হয়, সেই পরাভক্তি পরে পরব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞাপক হয়। এই ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। কারণ জ্ঞান সত্ত্বগুণাত্মক, গুণকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত পরাভক্তিই একমাত্র উপায়। ইহা স্পষ্টরূপে ভগবান গীতায় উক্ত ১৮।৫৫ শ্লোকে এবং অন্যত্রও নির্দেশ করিয়াছেন—"......(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমৎ-স্বামীসন্তদাসজী মহারাজকৃত, প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা- পৃঃ ৫৪-৫৬)। সুতরাং একমাত্র পরাভক্তির দ্বারাই যে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে ইহাই সিদ্ধ হইল এবং ইহাই নিম্বার্কীয় সিদ্ধান্ত। এই পরাভক্তি প্রথমেই কাহারও লাভ হয় না, ইহা সাধনের শেষ ফল। প্রথমে সাধন ভক্তি অবলম্বন করিয়াই উপাসনা করিতে হইবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে নয় প্রকার সাধন ভক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

—ভাগ—৭।৫।২৩—২৪।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও তাঁহাতে আত্ম নিবেদন—এই নয় প্রকার ভক্তি ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পিত হইলে তাহাই উত্তম জ্ঞান বলিয়া মনে করি। (হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য।)

বিগ্রহ পূজা

এইরূপ নবলক্ষণা সাধনভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের উপাসনা এবং শ্রীভগবানের বিগ্রহ পূজাও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে প্রচলিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে (দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং শ্রীশালগ্রাম-শিলা-বিগ্রহ শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণ পূজা করিয়া

থাকেন।[১৫] এই পূজা চার প্রকার (১) বৈদিকীপূজা, (২) তান্ত্রিকী পূজা, (৩) পৌরাণিকী পূজা ও (৪) অনুরাগাত্মিকা পূজা বা সেবা।

সংক্ষেপে ইহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

(১) বৈদিকী পূজা :—

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে বৈদিকী বিধির বিশেষ আদর আছে—কিন্তু এই বিধির সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। বৈদিকী বিধি অনুসারে যেরূপ বৈদিকী "মধু বিদ্যা", "শাণ্ডিল্য-বিদ্যা", "ভূমা-বিদ্যা" প্রভৃতি উপাসনা নিম্বার্ক সম্প্রদায়-সম্মত, সেইরূপ বৈদিক বিধিতে শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীগোপাল মূর্তির পূজাও এই সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রচলিত। প্রাচীন আচার্যগণ তীর্থযাত্রা বা পর্য্যটনের সময় শ্রীশালগ্রাম শিলা বা শ্রীগোপালজীর মূর্তি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং প্রত্যহ বৈদিক বিধিতে তাঁহার সেবাপূজা করিতেন। আজিও এই প্রথা অক্ষুণ্ণ আছে। গোপালতাপনী উপনিষদে বৈদিকী-বিধিতে শ্রীগোপাল-পূজন-পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

(২) তান্ত্রিকী পূজা :—

এই পূজায় বৈষ্ণব তন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে গোপাল মন্ত্রের উপাসনা করা হয়। তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, চক্র, পদ্ম প্রভৃতি যন্ত্রে গোপাল মন্ত্রের লেখন, পূজা, জপ, হোম প্রভৃতির দ্বারা গোপাল মন্ত্রের পূজা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে প্রচলিত। গোপালতাপনী উপনিষদ, গৌতমীয় তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র, প্রভৃতি বৈষ্ণব তন্ত্রের গ্রন্থে

---

[১৫] "Vide—স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষম্···ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্"—দশশ্লোকী-শ্লোক—৪, "অঙ্গে তু বামে···স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্" —দশশ্লোকী-শ্লোক—৫, "নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ"—শ্লোক ৮,-দশশ্লোকী। "নৌমি নন্দ-গৃহচন্দিনং প্রভুম্" (সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ—স্তবরাজ-শ্লোক—১) ; "সেবনীয় পদপঙ্কজ-দ্বয়ম্"—ঐ, শ্লোক ৪। "ত্বাং প্রযামি শরণং শরণ্যকং পুণ্ডরীকনয়নং সুধানিধিম্"—ঐ, ৩ শ্লোক ; "ভক্তিরস্তু মম নিশ্চলা হরে কৃষ্ণ কেশব মহত্তমাশ্রয়ে"—ঐ, ৭ শ্লোক ॥

এই তান্ত্রিকী বিধি বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। ইহা ভিন্ন শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টের রচিত "ক্রমদীপিকাও" একখানি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-তন্ত্র গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে আদৃত হইয়া থাকে। এই সকল তন্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত বিধি অনুসারে শ্রীগোপাল মন্ত্রের উপাসনা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশস্কন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈদিকী ও তান্ত্রিকী পূজার বিশেষ আলোচনা আছে।[১৬]

বাহুল্য বোধে সেই সমস্ত পূজাপ্রণালী আর এখানে আলোচিত হইল না।

(৩) পৌরাণিকী পূজা ঃ—

নারদ পাঞ্চরাত্রে, নারদ পুরাণ, গরুড় পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র ও বৈষ্ণব পুরাণ সমূহে উল্লিখিত বিধি অনুসারে শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের আরাধনা করাই পৌরাণিকী পূজা। শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের পূজা, প্রসাদ ভক্ষণ, ভগবন্মূর্তির দর্শন, মন্দির মার্জন প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(৪) অনুরাগাত্মিকা পূজা বা সেবা ঃ—

ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের চরণ সেবা ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় নাই। অনুরাগের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল বিগ্রহের সেবা-পূজা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে বিশেষ আদরণীয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা কান্ত বা মধুর ভাব অবলম্বন করিয়া পরম-ভক্তি বা প্রেমের সহিত শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সেবা পূজা করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ভক্তের বা সাধকের অধিকার ও চিত্তবৃত্তি অনুসারে এই পঞ্চ ভাবের মধ্যে যে কোন ভাবকেই অবলম্বন করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে এই পঞ্চ ভাবের সাধনাই প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে দাস্যভাবে উপাসনাই সর্ব-

---

[১৬] শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সাধারণের পক্ষে সহজ ও নিরাপদ রাস্তা। যে দাস হয় সে সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রভুর অধীনই থাকে, তাহার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যথার্থ দাস প্রভুর অঙ্গস্বরূপ হইয়া যায়, প্রভুর ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা, প্রভুর সুখেই তাহার সুখ। যথার্থ দাসের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা সুখ কামনাও থাকে না। তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মের অংশ ও সর্বতোভাবেই ব্রহ্মের অধীন, জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সত্ত্বাও নাই বা কিছু-মাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই—ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

শান্ত দাস্যাদি পঞ্চ ভাবের সাধনা।

অতএব যতদিন দ্বৈতবুদ্ধি আছে ততদিন ব্রহ্মের সহিত জীবের প্রভু-ভৃত্য বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধই অর্থাৎ দাস্যভাবই সাধনার পক্ষে সহজসাধ্য ও উপযোগী। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ সর্বসাধারণের জন্য এই দাস্যভাবের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। বস্তুতঃ দাস হইল প্রভুর সেবক। সর্বতোভাবে প্রভুর সেবা ও আনন্দ সম্পাদনই দাসের একমাত্র কাজ ও লক্ষ্য। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবেও এই শ্রীভগবানের সেবা ও প্রীতি-সম্পাদন রহিয়াছে। সুতরাং দাস্য ভাবই সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবের মূল। আত্মপ্রীতিকে ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রীতি সম্পাদনই জীবনের লক্ষ্য করিয়া যথার্থ দাস হইতে না পারিলে সখ্যাদি ভাবও আসিতে পারে না।

দাস্য ভাব

আবার এই দাস্যভাবেরও মূলে রহিয়াছে শান্তরস। জগন্নিয়ন্তা, সর্বাধার, সকলের পরম সুহৃৎ, শ্রীভগবানের বিধানের উপর সর্বতোভাবে নিজকে সমর্পণ করিতে পারিলে, শ্রীভগবান্‌কে জীব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কারণ বলিয়া জানিতে পারিলে মন সর্ববিষয়ে সর্বাবস্থায় পরম নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয় এবং হৃদয় ভগবদ্‌ভক্তিতে আপ্লুত হয়। শ্রীভগবানকেই বিশ্বনিয়ন্তা জানিয়া তাঁহাতে পরমনির্ভরতা হইতে চিত্তের এই যে প্রশান্তভাব ও ভক্তি, ইহাই শান্তরসাশ্রিত ভক্তি বা শান্তরস। মন

শান্তরস

এইরূপ প্রশান্ত হইলেই এবং শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ হইলেই ভক্তি পরিপক্ব হইতে থাকে এবং সাধকের সংস্কার-অনুযায়ী ক্রমে ভক্তির গভীরতা অনুসারে দাস্য-সখ্যাদি ভাবও লাভ হইতে পারে। শান্ত ভাব লাভ না করা পর্যন্ত অশান্ত চিত্তে কোন ভাবই দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং দাস্য-সখ্যাদি সকল ভাবের মূলেই মনের শান্তভাব বা শান্তরস একান্ত আবশ্যক। এই শান্তভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মন কোন অবস্থাতেই কোন কারণেই চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ হয় না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিদ্বারা চিত্ত শ্রীভগবানে সম্যক্ স্থির হওয়ায় যে পরম প্রসন্নতা ও আনন্দ উপজাত হয় তাহাই এই শান্তরসের স্বরূপ। নির্বেদ, ঈশ্বরালম্বন বা সর্বপ্রকারে পরমেশ্বরে শরণাগতি ও আত্ম-সমর্পণ প্রভৃতির দ্বারাই এই শান্তভাব লাভ হইতে পারে এবং এই শান্তভাব সর্বদাই দাস্যভাবের সহিত যুক্ত থাকে। নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীহরিব্যাসদেবজী তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠায় শান্তরসের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, শান্তরসের স্থায়ীভাব 'শান্তি'। সমস্ত জগৎ সংসারের বিধায়ক, সমস্ত বিশ্বের নিয়ন্তা পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শান্তরসের স্থায়িভাব 'শান্তির' আলম্বনবিভাব। উপনিষদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর-স্বরূপের তত্ত্বচিন্তনবিচারাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির হওয়া প্রভৃতি ইহার অনুভাব। অশ্রু, পুলক, কম্প, রোমাঞ্চাদি ইহার সাত্ত্বিক ভাব এবং নির্বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারীভাব।[১৭]

এই শান্তরস একমাত্র ঈশ্বর-বিষয়কই হইতে পারে, কোন লৌকিক বিষয়ে ইহা হইতে পারে না। এই শান্তরসের স্বরূপ বর্ণনাবসরে সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

---

[১৭] সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি—শ্রীহরিব্যাস দেবজীকৃত, পৃঃ ২৫৩ দ্রষ্টব্য।

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা,
ন দ্বেষো রাগো ন চ কাচিদিচ্ছা।
রসঃ সঃ শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ,
সর্বেষু ভাবেষু শমপ্রধানঃ॥"

শ্রুতিতে এবং নিম্বার্কীয় আচার্য-গণের গ্রন্থে শান্ত রসের কথা।

শ্রুতি-স্মৃতিতেও এই শান্তরসের কথা নানা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যথাঃ—"তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১), "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ"—(মুণ্ডক্ - ৩।১।২), "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" (গীতা—১৮।৫৪), "বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥—(গীতা ২।৭১) "প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥"—গীতা —৬।২৭,—ইত্যাদি।

এই শান্তরস বা শান্তভাব নিম্বার্কীয় আচার্যগণকৃত শ্রীভগবৎস্তুতি, গুরু-বন্দনা প্রভৃতিতে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীভট্টজীকৃত 'যুগল-শতকে' 'সিদ্ধান্ত-সুখ' বা সিদ্ধান্ত বর্ণনায়, শ্রীহরিব্যাস দেবজী কৃত 'মহাবাণী'র প্রত্যেক সুখের আরম্ভে শ্রীগুরু-বন্দনায়, শ্রীরূপরসিক দেবজীকৃত "হরিব্যাস-যশামৃত" গ্রন্থে এবং তাঁহার "লীলা-বিংশতির" অন্তর্গত "মনঃ-শিক্ষা"তে, শ্রীপরশুরামদেবাচার্যকৃত পদাবলীগ্রন্থে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বিষয়ক বর্ণনায় ও গোপী-উদ্ধব সংবাদে, এবং সম্পূর্ণ "পরশুরাম-সাগর" গ্রন্থে, নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব স্বামী হরিদাসের "অষ্টাদশসিদ্ধান্তকে পদ" নামক গ্রন্থে, শ্রীরসিক দেবজীর "বাণীর" শেষ খণ্ডে, রসিক-গোবিন্দ, ঘনানন্দ, এবং নাগরীদাসজীর রচনায়,—এই সমস্ত গ্রন্থে ও রচনায় শান্তরসের ধারা নির্মল স্বচ্ছন্দ; সুন্দর গতিতে প্রবাহিত

হইয়াছে। শ্রীতত্ত্ব-বেত্তাচার্য, সহচরীশরণ, প্রভৃতি নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব কবিগণ শান্ত রসেরই কবি।[১৮]

সখ্য ও বাৎসল্য রসের উপাসক।

শ্রীভগবানের প্রতি সখ্য ও বাৎসল্যভাব ব্রজবাসী নিম্বার্ক বৈষ্ণবগণের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীচতুর-চিন্তামণি দেবাচার্য বা নাগাজী-মহারাজ সখ্যভাবের উপাসক ছিলেন, ইহা তাঁহার জীবনীতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে।—("আচার্যপরম্পরা-পরিচয়,"-পঃ-কিশোর দাসজী প্রণীত, পৃঃ—৫৩-৫৫ দ্রঃ)

---

[১৮] এখানে সুধীগণের অবলোকনের জন্য নিম্বার্কীয় আচার্যগণের রচিত গ্রন্থ হইতে শান্তরসের কতিপয় পদ উদ্ধৃত হইল :—

১। "মদন গোপাল শরণ তেরী আয়ো।—
চরণ কমলকী সেবা দীজৈ চেরো করি রাখো ঘর জায়ো॥"……
……ধনি ধনি মাত পিতা সুত বন্ধু ধনি জননী জিন গোদ খিলায়ো।
ধনি ধনি চরণ চলত তীরথ কো ধনি গুরু জিন হরিনাম সুনায়ো॥
জো নর বিমুখ ভয়ে গোবিন্দ সে জনম অনেক মহা দুখ পায়ো।
শ্রীভটকে প্রভু দিয়ো অভয়পদ জম ডর-প্যোজব দাস নহায়ো॥"
—যুগলশতক, শ্রীভট্টকৃত, পদ সংখ্যা ১।

২। "গোবিন্দ মৈঁ বংদীজন তেরা।
প্রাত সময় উঠি মোহন গাউঁ তো মন মানে মেরা॥
কৃত্যত কর্ম-মর্ম কুল-করনী তাকো নাহিন আসা।
তেরা নাম লিয়া মন মানে হরি সুমিরণ বিশ্বাসা॥
…ইত্যাদি…পরশুরাম দেবাচার্যকৃত "পরশুরাম সাগর", পৃঃ—৮১

৩। ভৈয়ারে যা তন তে হংস উড়ানী।
জা দিন তেরী কছুন চলেগী জম কে হাথ বিকানী॥
অবরথ করি করি নর ঘন জোর যো সো ঘন ভয়ো বিরানী"॥
…ইত্যাদি…ইত্যাদি॥—রসিক দেবজীকৃত 'রসিকদেবজীকী বাণী,'
—পৃঃ ৩১৯

নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে "মধুর ভাবে" বা "কান্তভাবেও" উপাসনা।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে মধুর ভাবে বা কান্তভাবের উপাসনার বিশেষ পুষ্টি ও প্রচার করেন শ্রীভট্ট, শ্রীহরিব্যাসদেব, স্বামী হরিদাস, রসিকদেব, ললিত কিশোরীদেব প্রভৃতি আচার্যগণ। [শ্রীভট্টের 'যুগলশতক', শ্রীহরিব্যাসদেবের 'মহাবাণী' ও সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি, স্বামী হরিদাসের "কেলিমাল" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।] এই মধুর ভাব বা কান্তভাব প্রেমলক্ষণা ভক্তির অন্তর্গত, ইহা শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাতেই লাভ হয়। শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার দশশ্লোকীতে এই কথাই বলিয়াছেন—"কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা"—ইত্যাদি—শ্লোক ৯। পূর্বোক্ত নিম্বার্কীয় আচার্যগণের মতে অনুরাগাত্মিকা মধুর ভাবের উপাসনায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিয়া-প্রিয়তমরূপে আরাধ্য হইয়া থাকেন এই মধুরভাবের সেবার স্থল গোলোকধাম। সেই গোলোকধামেরই দ্বিতীয় প্রকাশ ব্রজ-মণ্ডলে নিত্য বৃন্দাবনধাম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার অনন্য ভক্তই ইহার অনুভব বা সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। সর্বপ্রকারে পুরুষাভিমান বা দেহাভিমান বর্জিত হইলেই প্রেমিক সাধক দাসীভাবে বা সহচরীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেবার অধিকারী হইতে পারেন। অনুরাগাত্মিকা সেবায় ভক্ত শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর "অষ্টযাম" বা অষ্টকালীন লীলার ধ্যান, চিন্তা, কীর্তন, ও সেবাপূজা প্রভৃতিতে সর্বদাই তন্ময় থাকেন। নিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীভট্টজী তাঁহার 'যুগলশতকে', এবং শ্রীহরিব্যাসদেবজী তাঁহার "মহাবাণীতে" শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন (অষ্টপ্রহরের) নিকুঞ্জলীলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তাঁহাদের পরবর্তী শ্রীরূপরসিক দেব তাঁহার পদাবলীতে, রসিক দেবজী তাঁহার "রসিক-দেবজীকীবাণী" গ্রন্থে, শ্রীহরিদাসজী তাঁহার "কেলিমাল" গ্রন্থে, ও বিহারিণ দেব, ললিত কিশোরী দেব, প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁহাদের বাণী গ্রন্থে ও পদাবলীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলাবিহার ও মধুর ভাবে উপাসনার কথা বর্ণনা

করিয়া গিয়াছেন। নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব রসিক-গোবিন্দ-কৃত "যুগলরস মাধুরী", এবং বাবা মাধব-দাসজী রচিত "নিকুঞ্জ মাধুরী" গ্রন্থেও শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর নিত্য বিহারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীরূপরসিক দেব তাঁহার "লীলাবিংশতি" গ্রন্থের অন্তর্গত "সিদ্ধান্তমাধুরী" খণ্ডে এই নিত্য বিহার ও মধুর ভাবের উপাসনাতত্ত্বের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব ঘনানন্দ বা আনন্দ ঘনের নামও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই ঘনানন্দ শ্রীপরশুরাম দেবাচার্যের পরম্পরায় বর্তমান ছিলেন, এবং শ্রীবৃন্দাবনদেবজীর শিষ্য ছিলেন। ইনি নিজে সখীভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ঘনানন্দের রচিত "প্রেম-পদ্ধতি" গ্রন্থে প্রেমলক্ষণাভক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। মধুরভাবে উপাসনার জন্য গোপীকৃপার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এই গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই ঘনানন্দের রচিত অপর গ্রন্থ "ব্রজবিলাস"। এই গ্রন্থে মধুর ভাবের উপাসনার কথা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলার বিশেষ বর্ণনাও আছে। অনুরাগ পথের প্রেমিক-ভক্ত সাধক শ্রীভগবানের ও শ্রীগুরুর অনন্যশরণাগত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধাত্মক সমস্ত লৌকিক কর্মত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নামজপ, কীর্তন, ধ্যান, ও সেবা-পূজাতে তন্ময় হইয়া মিথ্যা, ক্রোধ, হিংসা, পরনিন্দা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীর-রক্ষার জন্য মহাপ্রসাদ (শ্রীভগবানের অন্ন প্রসাদ) সামান্য গ্রহণ করিয়া সর্বজীবে দয়া ও প্রীতির ভাব রাখিয়া সর্বপ্রকারে কঠোর বাক্য ত্যাগ করিয়া মধুর ভাবযুক্ত হইয়া সর্বপ্রকারে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ পুর্বক অহর্নিশ শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, ও তাঁহার লীলা বা নিত্য-বিহার-ধ্যান-রূপ মানস সেবায় রত হইবেন।[১১] ইহাই মধুর ভাবে উপাসনার স্বরূপ। এইরূপ সেবায় ভক্তের একমাত্র

---

[১১] Vide :—"মহাবাণী"—শ্রীহরিব্যাস দেবজীকৃত, পৃঃ—১৮০

লক্ষ্য শ্রীশ্রীরাধামাধবের আনন্দ ও প্রসন্নতা। এই নিত্য-বিহারের চার অঙ্গ (১) পরাৎপরতত্ত্ব পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, (২) তাঁহার আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা, (৩) জীবাত্মারূপ সহচরীবর্গ ও (৪) নিত্য বৃন্দাবনধাম। এই সহচরীভাবের উপাসনায় স্বসুখিত্ব এবং তৎসুখ-সুখিত্ব এক হইয়া যায়, তাদাত্ম্য হইয়া যায়। প্রেমী নিজ প্রেমাস্পদের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করে—ইহাই প্রেমের নিয়ম। এইরূপ প্রেমী অনুরাগী ভক্তের পক্ষে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা থাকেনা। বিধি-নিষেধ প্রেমের বাধক, রসোপাসনার বাধক।[২০] তাই নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব শ্রীধ্রুবদাসজী তাঁহার "ভক্ত-নামাবলী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সেবা হু তেঁ দূর কিয় বিধিনিষেধ জংজার"—(পৃঃ ৮৮)। এই সমস্ত তথ্য হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানা যায় যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও মধুর ভাবে বা কান্তভাবে উপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল, এবং উপরে বর্ণিত আচার্যগণের পরম্পরায় এখনও মধুর ভাবের উপাসনার প্রচলন আছে।[২১]

---

[২০] ঐ, ঐ, পৃঃ—১৮৭→"বিধিনিষেধকে জো ধর্ম তিন্‌কো ত্যাগি রহে নিষ্কর্ম"—মহাবাণী।

[২১] এখানে সুধীগণের অবলোকণের জন্য উল্লিখিত নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে মধুর ভাবের উপাসনা বিষয়ক ও নিকুঞ্জলীলা বা নিত্যবিহার-বিষয়ক কতিপয় পদ উদ্ধৃত হইল :—

(i)—সহচরীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-সম্বন্ধীয় পদ :—

"ব্যারূকী বের অবেরণ কীজিয়ে
জু বলিজাউঁ থর থোরী।
কব কীবাদ দেখি নন্দ নন্দন মৈঁ
তবহীতে মিত্রী ফোরী॥
হঠ ন করৌ বৈঠো চৌকী পৈ সংগ লিয়ে রাধা গোরী।
জৈ শ্রীভট জুটি বৈঠে দোউ তব দেখি জিবৈঁ জুগজী বৌ জোরী॥"
—'যুগল-শতক'—শ্রীভট্টকৃত, পদ ৪৯

এখানে উল্লেখযোগ্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও এই মধুর ভাবের উপাসনার বিশেষ প্রচলন আছে। গোপী-আনুগত্যে মধুর ভাবে সহচরী বা দাসীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানস সেবা ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার ধ্যান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও ভজনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এই নিত্য-বিহার-লীলার বর্ণনা ও ধ্যান এবং মধুরভাবে সখীভাবের সাধন রাধাবল্লভ সম্প্রদায়েও দেখা যায়। সেই সম্প্রদায়ের "হিত চৌরাশী", "ব্যাস-বাণী", রহস্য-মঞ্জুরী", "হিতশৃঙ্গার-লীলা", প্রভৃতি বাণী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ও রাধা-বল্লভ সম্প্রদায়েও মধুরভাবে উপাসনার কথা।

(ii) শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহারের সহায়ক শ্রীবৃন্দাবনাদি সমস্ত তত্ত্বের বন্দনাসূচক পদ :—

"জয় বৃন্দাবন নিত্য জয় নিত্য নিকুঞ্জ সুখসার।
জয় শ্রীরাধাপ্রিয় জহাঁ বিহরত নিত্যবিহার।—
জয় বৃন্দাবন নিত্য বিহার শ্রীরাধাপ্রিয় পরম উদার।
জয় সহচারী আদি রঙ্গ দেব্য স্যামাস্যামহি জিন্‌কে সেব্য,
জয় নব নিত্য কুঞ্জ-সুখ সার, জয় যমুনা-কঙ্কন-আকার॥
শ্রীহরিপ্রিয়া সকল সুখসার সর্ববেদকো সারোদ্ধার॥"

—'মহাবাণী', শ্রীহরিব্যাস দেবজী কৃত,—সিদ্ধান্তসুখ, পদ—১

(iii) শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার বর্ণনা-বিষয়ক পদ :—

"লাড়িলীলালকে মদভাতি পজগতি লিয়ে ডোলৈ।
মরকতমাণিকে অহল মহল মেঁ চরণ ধরতি হোলৈঁ হোলৈঁ॥
লটকী লট অটকী আসনপর চট কীলী চরক লোলৈঁ।
লসনী হঁসনি মেঁ দশনি-সিখর-দ্যুতি সুবংগী-রঙ্গ তঁবোলৈ॥
ঝুকি ঝুকি লেত দেত অধরামৃত স্বপরসি পান কপোলৈঁ।
শ্রীহরিপ্রিয়া নিরখি নৈনন সুখ বারত প্রাণ অমৌলৈঁ"॥

—'মহাবাণী',—পৃঃ-১৪৭, পদ ৯০

ও পদগ্রন্থ সমূহে এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। বাহুল্য বোধে তৎসমস্তের আলোচনা আর এখানে করা হইল না।

দ্বৈত-বুদ্ধিতে উপাসনার সার্থকতা বা মূল্য।

উপরে যে শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের পূজা ও উপাসনার কথা বলা হইল, তাহা সাধারণতঃ সেব্য-সেবক ভাবেই করা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে দ্বৈতবুদ্ধি থাকিয়াই যায়। এই দ্বৈত-বুদ্ধিতে কোন বিশেষ মূর্তিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষদাতৃত্বের অভাব আছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দ্বৈত-ভাবে ভগবদ্-বিগ্রহের ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ না হইলেও তাহা চিত্তের নির্মলতা সাধন করিয়া জ্ঞানযোগাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপাদন করে এবং এই অদ্বৈত-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরাভক্তি আপনা হইতে উদয় হয়, এবং সাধক অবশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। আত্মানাত্মবিচারপ্রধান জ্ঞানযোগ দ্বারাও মোক্ষ-সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই, পরন্তু এই প্রণালীর সাধনা অতি কঠিন, ইহা

(iv) "নব নিকুঞ্জ মেঁ সখিনকে তিনমেঁ শ্যামাশ্যাম বিরাজৈ।
শীতল মন্দ সুগন্ধ ত্রিবিধি মারুত সেবত শ্লতরাজৈ॥
উঝকতি জিত তিত লতা সুধির সখি হিয়ে হুলসী সাজৈ।
অন্তর রহোঁ ন দম্পতি শ্রীভট্ট দেখি ভয়ৈ সব কাজৈ॥"
—যুগলশতক, শ্রীভট্টকৃত, পদ ৭৪

(v) "প্রীতম সুন্দর শ্যাম প্রিয়া ছবি ফবী গুরাঈ।
মনু সিঙ্গার রস সঙ্গ সিঙ্গারপ্রিয় সুন্দরতাঈ॥
দোউ তন দর্পন অঙ্গ অঙ্গ প্রতিবিম্বিত সরসৈ।
দুগুন তিগুন চৌগুন অনেক গুন ভূষণ দরসৈ॥
অঙ্গ সঙ্গ বিহরতু কুঞ্জ বিহারিনি-কুঞ্জ-বিহারী।
দামিনি ঘনরতি কামকনক মনি ছবি পরবারী॥"
—যুগলরস-মাধুরী,-রসিক-গোবিন্দকৃত, পদ ৬০

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্"…… ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ভাবনারূপ জ্ঞানযোগই মোক্ষসাধনার উপায় বলিয়া নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই। কারণ নিম্বার্ক মতে একমাত্র পরা-ভক্তি-দ্বারাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[২২]

(৫) শ্রীভগবানে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ বা প্রপত্তিযোগ :

(৫) শ্রীভগবানে শরণাগতি ও অত্মসমর্পণ

অনন্যভাবে পরম-করুণ ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করা শ্রীনিম্বার্ক-মতে মোক্ষলাভের একটি সহজ ও অব্যর্থ উপায়। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত-বৎসল ও অনন্তকৃপাজলনিধি। শরণাগতের প্রতি তাঁহার কৃপার অন্ত নাই। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ কোনরূপ সাধনেরই বা কর্মেরই অধীন নহেন, কোনরূপ কর্ম বা সাধনাদ্বারা তিনি সাধ্য হন না। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হইয়া কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিলেই তাঁহাকে জানা যায়। "ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমাত্মনঃ" (কঠ ১।২।২০), "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—(কঠ ১।২।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও তাঁহার এই কৃপার কথা বলা হইয়াছে। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রভৃতি সাধনকে নিমিত্ত করিয়া তিনি সাধকের প্রতি প্রসন্ন হন,—এই সমস্ত সাধনের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্তিবিষয়ে প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হয় মাত্র,—এই মাত্রই সাধনসমূহের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা। বস্তুতঃ, শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট ; তিনি কোন কর্মের বা সাধনাদির অধীন নহেন। কোন কর্মই বা কোন সাধনই তাঁহাকে প্রাপ্তি করাইতে পারে না। কিন্তু তিনি অনন্ত করুণাময়, কৃপা করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই আছেন। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি

---

[২২] Vide :—বেদান্তদর্শন দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, শ্রীমৎস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ—৪৬

প্রভৃতি সাধনকে নিমিত্তমাত্র করিয়াই তিনি শরণাগত ও আত্মসমর্পিত ভক্তের প্রতি কৃপা করেন, এবং কৃপা করিয়াই তাঁহার স্বরূপ ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহাকে পাইবার উপায় একমাত্র তাঁহার কৃপাই। এই জন্যই শ্রীনিম্বার্ক শ্রীভগবানের কৃপার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন, যাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের এই অনন্ত গুণরাশির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার করুণা ও কৃপা-প্রার্থী হইয়া অকিঞ্চন ভাবে যিনি তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, গুণনিধি, সকলের পরম সুহৃৎ শ্রীভগবান্ সেই শরণাগত ব্যক্তির সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন এবং ভগবদ্‌ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষও তাঁহাকে দান করেন। এইজন্যই শ্রীনিম্বার্ক শ্রীভগবানে 'শরণাগতি' বা 'প্রপত্তিকে' একটি স্বতন্ত্র সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যে শরণাগত ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করেন এবং তাহাকে মোক্ষ প্রদান করেন, শরণাগতি বা 'প্রপত্তি' যে মোক্ষের সাধন—এই বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার 'প্রপন্নকল্পবল্লী' গ্রন্থে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

শরণাগতির মোক্ষ-প্রাপকত্বে প্রমাণ

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—গীতা ১৮।৬৬

"সকৃদেব প্রপন্নো যঃ তবাস্মীতি যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"—

—বাল্মীকি রামায়ণ,
(বিভীষণের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য)

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রাসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"—

—গীতা—১৮।৬২

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥"—শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।১৮

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের দ্বারা 'প্রপত্তি' বা শরণাগতির মোক্ষসাধনত্ব প্রমাণিত হয়।

পরম-করুণ শ্রীভগবান্ তাঁহাতে আত্মসমর্পিত ও শরণাগত, নিত্যযুক্ত ভক্তকে জ্ঞান দান করিয়া তাঁহার অজ্ঞান দূর করেন, তাঁহার যোগক্ষেম বহন করেন, এবং তাঁহাকে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া পরম মোক্ষপদও দান করেন—এই সকল কথা শ্রীভগবান্ নিজ মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, যথা ঃ—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥" গীতা ১০।১১
"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥" গীতা ১২।৭
"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" গীতা ১৮।৬৬
"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" গীতা ৯।২২
"অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম"—(বাল্মীকি
রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি।)
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" গীতা১৮।৬৫

আর, সমস্ত বন্ধনের ও দুঃখের মুলকারণ যে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি, যে 'মায়াকে' অতিক্রম করা সুকঠিন, শ্রীভগবানে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় সেই দৈবী মায়া হইতেও উত্তীর্ণ হইতে পারেন, এই কথাও শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, যথা ঃ—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া তুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ৭।১৪

এমন কি, অতিশয় পাপী তুরাচার ব্যক্তিও শ্রীভগবানে শরণাগত হইলে অতি শীঘ্রই সে ভগবৎকৃপায় পবিত্র হইয়া পরমা শান্তি বা মোক্ষলাভ করে। শ্রীভগবানে শরণাগত ভক্ত কখনও নাশ পায় না, অর্থাৎ তাহার কখনও অমঙ্গল হয় না, বা হইতে পারে না. এইরূপ কথাও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা ঃ—

"অপি চেৎ সুতুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"
"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

গীতা—৯।৩০—৩১

এই শরণাগতি বা 'প্রপত্তির' আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে সকল বর্ণের সকল জাতিরই অধিকার আছে। চণ্ডালাদি হীন জাতি এবং স্ত্রী-শূদ্রাদিও 'প্রপত্তি' বা শরণাগতিযোগ অবলম্বন করিয়া অনায়াসে পরমা গতি মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে—এই কথাও গীতায় উক্ত হইয়াছে, যথা ঃ—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্"॥

—গীতা—৯।৩৩

এই সকল বাক্যও শরণাগতির মোক্ষসাধনত্ববিষয়ে প্রমাণ। অতএব সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীভগবানের এই সকল প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া পরম বিশ্বাসে তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলেই তিনি কৃপা করিয়া শরণাগতকে উদ্ধার করেন। এই সকলই শ্রীনিম্বার্কের রচিত "প্রপন্নকল্পবল্লী" গ্রন্থে এবং শ্রীসুন্দর ভট্ট—

বিরচিত "প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী" নামক উক্ত প্রপন্নকল্পবল্লীর টীকায় বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই 'প্রপত্তি' বা শরণাগতির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীনিম্বার্ক বলিয়াছেন—

শরণাগতির স্বরূপ।

"প্রপত্তিশ্চাত্মনিক্ষেপো গুরুণা পরমাত্মনা।
সর্বসম্বন্ধযুক্তেন গোপ্তা বোঢা ভরস্য হি"॥
—('প্রপন্নকল্পবল্লী'—শ্লোক-৪)

— অর্থাৎ, মাতা, পিতা, স্বামী, সুহৃৎ প্রভৃতি শিষ্যের সর্ববিধ সম্বন্ধ যাঁহার সহিত হইতে পারে (যিনি সর্বসম্বন্ধযুক্ত) সেই শ্রীগুরু পরমাত্মস্বরূপই। সেই শ্রীগুরুরূপী পরমাত্মাই শিষ্যের আত্মাত্মীয়-ভার বহনকারী ও সর্বতোভাবে রক্ষক বা গোপ্তা। সেই শ্রীগুরুরূপ করণের দ্বারাই শিষ্য শ্রীভগবানে আত্মনিক্ষেপ করিবেন। প্রপত্তি বা শরণাগতির সাধারণ অর্থ ভগবানে আত্মনিক্ষেপ। "আত্মাত্মীয়ভরন্যাসো হ্যাত্মনিক্ষেপ উচ্যতে"—আত্মা অর্থাৎ "অহং" বা 'নিজ' এবং 'আত্মীয়' অর্থাৎ 'মদীয় বস্তু' বা নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু—এতদুভয়ের ভার শ্রীভগবানে সমর্পণের নাম শরণাগতি।[২৩] শ্রীভগবানে এই আত্মসমর্পণ বা 'আত্মনিক্ষেপ' শ্রীগুরুর মাধ্যমেই করিতে হইবে, ইহাই শ্রীনিম্বার্ক উক্ত শ্লোকে 'গুরুণা' এই পদের দ্বারা বলিয়াছেন। শ্রীগুরুই হইলেন জীবের সহিত ভগবানের 'করণ' স্বরূপ বা "মাধ্যম"। এইভাবের কথা শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার মন্ত্র রহস্যষোড়শীতেও "মধ্যমঞ্চার্পণং তথা" ইত্যাদি শ্লোকাংশে বলিয়াছেন।[২৪] ইহা পূর্বেই গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[২৩] *Vide* :—মন্ত্র-রহস্য ষোড়শী—শ্লোক ৮ ও শ্লোক ৪

[২৪] প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী—টীকা, ৪র্থ শ্লোক,—দ্রষ্টব্য।

শরণাগতির সহায়ক শ্রীভগবানের গুণের স্মরণ মনন।

এই শরণাগতি বা ‘প্রপত্তি’ রূপ সাধনে প্রবৃত্তির জন্য এবং দৃঢ়তাসাধনের জন্য শরণার্থী বা শরণাগত ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের ভক্ত-রক্ষণ-বিষয়ক বাৎসল্য, কারুণ্য, মৃদুতা, শরণ্যত্ব, কৃতজ্ঞতা, সত্যপ্রতিজ্ঞা, স্বামিত্ব, ঔদার্য প্রভৃতি অসাধারণ মহাগুণগুলির নিয়ত অনুধ্যান করা আবশ্যক। শ্রীভগবানের এই গুণগুলির সতত অনুধ্যান করিলে তাহাতে বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁহার শরণাগত হইবার জন্য মনে ইচ্ছাও উদিত হয়, ও শরণাগতিও দৃঢ়তর হইতে থাকে।

অতএব নিত্যক্রিয়া যেমন নিত্যই কর্তব্য সেইরূপ প্রপন্নভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের এইসমস্তগুণও নিত্যই স্মর্তব্য।[২৫] প্রপন্ন ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের এই মহাগুণগুলি শৌচাদিনিরপেক্ষভাবে (অর্থাৎ শুচি-অশুচি—সর্বাবস্থায়ই) সর্বদা সর্বত্রই অনুসন্ধান করা কর্তব্য।[২৬]

ষড়্বিধা শরণাগতি

এই শরণাগতি ষড়্বিধা। আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণই মুল শরণাগতি অর্থাৎ ‘অঙ্গী’, এবং (i অনুকূল সংকল্প, (ii) প্রতিকূলবর্জন, (iii) শ্রীভগবান্ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, (iv) গোপ্তৃরূপে শ্রীভগবানকে বরণ করা এবং (v) কৃপণতা বা দীনতা—এই পাঁচটি আত্মনিক্ষেপের অঙ্গ। সুতরাং শরণাগতি সর্বসমেত মোট ছয়প্রকার হইল।[২৭] ইহাদের বর্ণনা নিম্নে করা যাইতেছে ঃ—

---

[২৫] “তেচ অনন্যশরণেন নিত্যক্রিয়াবন্নিত্যানুসন্ধেয়াঃ।”
—প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী, শ্লোক—১

[২৬] “এতে মহাগুণাঃ আত্মন্যাসিভিঃ সদা সর্বত্র শৌচাদিনিরপেক্ষমনুসন্ধেয়াঃ।”—ঐ ঐ,

[২৭] *Vide* :—প্রপন্নকল্পবল্লী—শ্লোক—১০—১১,

(i) অনুকূলের সঙ্কল্প :—'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ) :—শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ সর্বাত্মা—তিনি "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্"। অতএব শ্রীভগবান্ যখন চেতন-অচেতন সকলেরই অন্তরে অবস্থিত আত্মা, তখন ভগবদাত্মক প্রাণি-মাত্রেরই অনুকূল আচরণ করা কর্তব্য।[২৮] অতএব সমস্তই শ্রীভগবদ্রূপ মনে করিয়া সকল প্রাণীরই অনুকূল আচরণ করার মনোবৃত্তিবিশেষের নাম অনুকূলের সংকল্প। কারণ প্রাণিমাত্রের অনুকূলাচরণ করিলে তাহাদের আত্মভূত পরমাত্মারই আনুকূল্য করা হয়। "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"—(গীতা ৬।৩২)—এই ভগবদ্বাক্যেও এইরূপ কথা বলা হইয়াছে।[২৯]

আবার, 'অনুকূলের সঙ্কল্প' বলিতে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির বা ভগবৎ-প্রসন্নতার অনুকূল সমস্ত কিছুরই সঙ্কল্প বা অনুষ্ঠান—ইহাও বুঝাইতে পারে।

(ii) প্রতিকূলের বর্জন :—('প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্') :—

"অনুকূলের সঙ্কল্প" বলিতে যাহা বুঝায় তাহার বিপরীতাচরণ বর্জন করাই 'প্রতিকূলের বর্জন'। অর্থাৎ অপরের হিংসা বা অপরের প্রতি বিদ্বেষ, পরনিন্দা বা অপরের প্রতি অসূয়া বা মাৎসর্য প্রভৃতির বর্জন করা, এবং ইহা ভিন্ন শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল আরও অন্যান্য অনেক কিছুরই বর্জন করা, যেমন দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি, শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবানের আজ্ঞার উপেক্ষা, ভগবানের অবতারে মনুষ্য তির্যগাদি বুদ্ধি, শ্রীশালগ্রামাদি ভগবদ্বিগ্রহে পাষাণাদিবুদ্ধি, শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রাদিতে শব্দসামান্যবুদ্ধি, শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি,

---

[২৮] "চরাচরাণি ভূতানি সর্বাণি ভগবদ্বপুঃ। অতস্তদানুকূল্যং মে কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ॥"—প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী—শ্লোক ১০, টীকা।

[২৯] Vide :—প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী—টীকা, শ্লোক—১০

বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধি, মিথ্যা, ক্রোধ, বিষয়লিপ্সা, প্রভৃতিরও বর্জন করা—এতৎ সমস্তই শরণাগতির এই দ্বিতীয় অংগ 'প্রতিকূলের বর্জনের' মধ্যেই ধরিতে হইবে।[৩০]

অতএব, শরণাগতির এই যে প্রথম দুই অংগ,—'অনুকূলের সংকল্প' ও 'প্রতিকূলের বর্জন,'—এই দুই অংগের পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে শরণাগত আত্ম সমর্পণকারী ব্যক্তিকে শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া কর্মত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, পরন্তু তাঁহাকে নিরলস ভাবে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার জন্য তাঁহার অনুকূল কর্মসমূহের অনুষ্ঠান ও অনুকূল ভাবনাদি করিতে হইবে এবং সাবধানতার সহিত প্রতিকূল ভাবনা ও কর্মের বর্জন করিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং এই শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ কখনই তামসিক আলস্য ও কর্ম বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেয়না—ইহা—আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

(iii) শ্রীভগবান্ রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস ("রক্ষিষ্যতীতি-বিশ্বাসঃ")

শ্রীভগবান্ অপার কারুণ্যবাৎসল্যাদি অনন্তকল্যাণগুণের সাগর ও প্রপন্নার্তিহর। শরণাগত ব্যক্তির কোন গুণ ও যোগ্যতা না থাকিলেও শরণাগত-রক্ষক শ্রীভগবান্ কেবল তাঁহার অসাধারণ কারুণ্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, বাৎসল্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণবশতঃ প্রপন্ন ব্যক্তির সকল দোষ ক্ষমা করিয়া সর্বদাই তাহাকে রক্ষা করেন। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'সকৃদেব প্রপন্নো যঃ তবাস্মীতি যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম"— (বাল্মীকি রামায়ণ)' এবং 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীতা) ইত্যাদি। শ্রীভগবানের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া ও তাঁহার অনন্তকারুণ্য-

---

[৩০] প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী—টীকা, ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বাৎসল্যাদি গুণের কথা চিন্তা করিয়া শরণাগত ভক্ত সর্বদাই এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে "শরণাগত-রক্ষক শ্রীভগবান্ অবশ্যই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধগুণবশতঃ শরণাগত আমার সমস্ত দোষ ও অযোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে রক্ষা, পালন ও পোষণ করিবেন" ইত্যাদি। শ্রীভগবানে এইরূপ বিশ্বাসই শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ।[৩১]

(iv) গোপ্তৃত্ববরণ :—

শ্রীভগবান্ যদিও সর্বপ্রকার জ্ঞান, শক্তি, কারুণ্য প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণগুণের সাগর, তথাপি প্রার্থনারহিত আত্মপরাঙ্মুখ বহির্মুখ ব্যক্তিগণকে জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন না। বিনা প্রার্থনায় বহির্মুখী জীবগণকে রক্ষা বা উদ্ধার করিলে সর্বমোক্ষপ্রসঙ্গ হয়, এবং তাহাতে সৃষ্টি-স্থিতি থাকে না ও শাস্ত্র-মর্যাদাও নষ্ট হয়। অতএব শরণাগত ব্যক্তি এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সর্বদাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন যে—"হে প্রভো! আধিব্যাধিদ্বারা প্রপীড়িত সংসার সাগরে মগ্ন আমাকে তুমি রক্ষা কর, উদ্ধার কর, আমি তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম" ......ইত্যাদি॥ শ্রীভগবানের নিকট সর্বদাই এইরূপ প্রার্থনা করার নামই "গোপ্তৃত্ব বরণ"[৩২]

(v) "কার্পণ্য" বা কৃপণতা বা দীনতা :—

"সংসার সাগর হইতে উদ্ধার পাওয়া বা মোক্ষলাভ করা বিষয়ে আমার নিজের কিছু মাত্র সামর্থ্য নাই। কারণ শ্রেয়োলাভ করিতে চাহিলেও বারবার বহু প্রকার বিঘ্ন আসিয়া আমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে চ্যুত করে—" ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া নিজের কর্তৃত্বা-ভিনিবেশ-রূপ গর্বহানি অর্থাৎ গর্ব না করাকেই কৃপণতা বা দীনতা

---

[৩১] 'প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী' টীকা—১০ শ্লোক।

[৩২] প্রপন্ন-সুরতরুমঞ্জরী,—ঐ, ঐ। "বেদান্তরত্নমঞ্জুষা"—(কাশী সং) শ্লোক ৮, টীকা।

বলে। সাধনাদিবিষয়ে গর্ব ও অভিমান ত্যাগ করিয়া যথার্থ দৈন্যাবলম্বনই "কার্পণ্য" বা কৃপণতারূপ শরণাগতির পঞ্চম অংগ।[৩৩]

এই পঞ্চাংগ যুক্ত শরণাগতি বা "প্রপত্তির" অংগী বা সর্ব প্রধান হইতেছে "আত্মনিক্ষেপ" বা আত্মসমর্পণ। আত্মনিক্ষেপ হইতেছে মূল শরণাগতি, এবং অনুকূলের সংকল্প প্রভৃতি পাঁচটি হইতেছে এই আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণেরই অংগ। এই আত্মসমর্পণ হইতেছে —"আমি" এবং "আমার" বলিতে যাহা বুঝায়, তৎ সমস্তই প্রকৃত পক্ষে ভগবানের—ইহা জানিয়া সমস্ত কিছুতে 'মমত্ববুদ্ধি' ত্যাগ করিয়া সমস্তই ভগবানের বলিয়া মনে প্রাণে বোধ করা, বা সকল পদার্থেই 'ভগবদীয়ত্ব' স্থাপন করা, এবং আত্ম-প্রীতি ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রীতির জন্যই সকল কর্মের আচরণ করা,[৩৪] ও নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্বাবস্থাতেই ভগবদিচ্ছাকেই প্রীতির সহিত বরণ করা।

(vi) আত্ম-সমর্পণ

প্রকৃতপক্ষে, আমি যে সর্বতোভাবে শ্রীভগবানেরই, আমার যে শ্রীভগবান্ হইতে কোন পৃথক্ সত্তা নাই, আমার স্থিতি, বৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই যে সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানেরই অধীন, আমার যে কোন বিষয়ে কোনও অবস্থাতেই কিছুমাত্রও স্বাতন্ত্র্য নাই"—এইরূপ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যথার্থ আত্মসমর্পণ।

এই 'আত্মসমর্পণ' বা আত্মনিক্ষেপ প্রথমে শ্রীগুরুতে করিতে হইবে, এবং পরে সেই শ্রীগুরুর মাধ্যমেই ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে করিতে হইবে ইহাই শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অভিমত।[৩৫]

এইরূপ আত্মনিক্ষেপ বা শরণাগতির দ্বারা ভক্ত সাধক

---

[৩৩] প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী—ঐ, ঐ, বেদান্তরত্নমঞ্জুষা (কাশী সং), শ্লোক ৮, টীকা।

[৩৪] *Vide*: —প্রপন্নকল্পবল্লী-শ্লোক ১৯, এবং তাহার টীকা। —'প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী'।"

[৩৫] ঐ, শ্লোক ১৮, ও ৪ এবং ঐ, টীকা।

শ্রীভগবৎকৃপায় "ভগবদ্ ভাবাপত্তিরূপ" পুনরাবৃত্তিবর্জিত মোক্ষপদ লাভ করেন।[৩৬]

অতঃপর এই শরণাগতি বা প্রপত্তির অধিকারি-লক্ষণ বর্ণনা করা যাইতেছে :—

শরণাগতির অধিকারি-লক্ষণ।

শ্রীনিম্বার্ক শরণাগতির অধিকারি-লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"অকিঞ্চনোঽনন্যগতি : সর্বসাধনবর্জিত :" ॥
কার্পণ্যাদিসমাযুক্তোঽধিকারী পরিগীয়তে।
আচার্যদেবো বিষয়ৈর্বিরক্তস্তত্ত্বচিন্তক : ॥"

—প্রপন্নকল্পবল্লী, শ্লোক—২৪—২৫

অর্থাৎ শরণাগত ব্যক্তি (১) 'অকিঞ্চন' অর্থাৎ সাধনাদি সর্ববিষয়ে গর্ব ও অভিমান রহিত হইবেন, (২) শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানে অনন্যগতি হইবেন, অর্থাৎ শরণাগতির অধিকারী কেবল মাত্র শ্রীভগবানের প্রকাশমূর্তি শ্রীগুরুর কৃপার উপর সর্বদা নির্ভর করিবেন, অন্য কোন প্রকার সাধনের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। (৩) তিনি সর্বসাধনবর্জিত হইবেন, অর্থাৎ গুরুকৃপা ভিন্ন অন্য সাধনের কোনও অপেক্ষা রাখিবেন না। এইরূপ অপেক্ষারাহিত্যের নামই সর্বসাধনশূন্যতা। ইহা ভিন্ন শরণাগত ব্যক্তি, (৪) "আচার্যদেব" অর্থাৎ সর্বপ্রকারে গুরুভক্ত ও গুরুসেবক হইবেন, (৫) সমস্ত প্রকার ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্যবান হইবেন। (৬) "তত্ত্বচিন্তক" হইবেন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের তত্ত্ব বিষয়ে সর্বদা গভীর চিন্তা করিবেন এবং (৭) "কার্পণ্য" অর্থাৎ দীনতা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইবেন।

এইরূপ গুণযুক্ত শরণাগত ও আত্মসমর্পিত ব্যক্তি সমস্ত প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করেন।[৩৭] এখানে 'সাযুজ্য' পদের অর্থ ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগে অবস্থিত, কিন্তু সম্পূর্ণ

---

[৩৬] *Vide* :—ঐ শ্লোক—২২

[৩৭] প্রপন্নকল্পবল্লী ২৭ শ্লোক

এক হইয়া যাওয়া নহে। "সহ যুজ্যতে ইতি সযুক্, তস্য ভাবঃ সাযুজ্যং নিত্যানবচ্ছিন্নযোগ ইতরেতরাবিনাভাব ইত্যর্থঃ"—("প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী" টীকা)। সুতরাং 'ভগবদ্‌ভাবাপত্তি' ও 'সাযুজ্য' একার্থবাচক। যে অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত নিজের নিত্য এবং অনবচ্ছিন্নযোগ অনুভূত হয় সেই অবস্থার নামই সাযুজ্য, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মোক্ষনিরূপণপ্রসঙ্গে করা হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কোক্ত সাধনপথের সারমর্ম

শ্রীনিম্বার্কোক্ত এই সাধনপদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার প্রত্যেকটি সাধনেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং সেই শুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা জাগরিত হয়, মুমুক্ষুত্ব উদিত হয়। তখন আসে সৎসঙ্গে প্রবৃত্তি, এবং সেই সৎসঙ্গের ফলে হৃদয়ে শ্রদ্ধা দীনতা, বিষয় বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মে। অতঃপর সেই সৎসঙ্গ করিতে করিতেই ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরু লাভ হয়। ইহাই গুরূপসত্তি। অনন্তর সেই সদ্‌গুরুর শরণাগত হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশপালনপূর্বক তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে সেই গুরু প্রসন্ন হইয়া সেই শিষ্যকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করেন, এবং তাঁহার কৃপায় সেই ব্রহ্মতত্ত্ব কালক্রমে শিষ্যের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। গুরুমুখে শাস্ত্রবিধি অনুসারে এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রবণ করিয়া তাহার মনন ও ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ ধ্যানের ফলে ব্রহ্মে ভক্তি উপজাত হয়. এবং সেই ভক্তি হইতেই তাঁহাতে ক্রমে আত্মসমর্পণ আসে। তখন সেই ভক্তি ও আত্মসমর্পণের দ্বারা শ্রীভগবান প্রসন্ন হইয়া কৃপা করিয়া নিজ স্বরূপ সেই ভক্ত সাধকের নিকট প্রকাশ করেন। ইহাই নিম্বার্কোক্ত সাধন পথ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীনিম্বার্ক কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি,- শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানোদয়

বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ।

ও জ্ঞান হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে আত্মসমর্পণ ও সেই ভক্তি ও আত্মসমর্পণের দ্বারা ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—এইরূপে সাধনার প্রতিটি স্তরই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, একে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে যে কোন একটিকে সম্যক্ প্রকারে অবলম্বন করিতে পারিলে অন্যান্যগুলিও স্বতঃই আসিয়া যায়। ইহার মধ্যে কোনটিকেই বাদ দিবার উপায় নাই।

সাধনার সকল স্তরেই ভক্তির প্রাধান্য

আবার সকল সাধনের মধ্যেই 'ভক্তির' একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে দেখা যায়। শ্রীভগবানের মহিমা, গুণ, শক্তি প্রভৃতির জ্ঞান হইলে তাঁহাতে যেমন ভক্তির উদয় হয়, সেইরূপ আবার শ্রবণ, কীর্তনাদি নবধা সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতেও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্তি হয় এবং সেই জ্ঞান হইতেই আবার আসে ফলরূপা পরাভক্তি। শরণাগতি বা প্রপত্তিযোগের সাধনেও দেখা যায় যে শরণাগতির প্রথম দুই অঙ্গ—অনুকূলের সঙ্কল্প ও প্রতিকূলের বর্জনের মধ্যে রহিয়াছে ভগবৎ-প্রীতির জন্য কর্মানুষ্ঠান ও তৎপ্রতিকূল কর্মের বর্জন। অর্থাৎ এই দুই অঙ্গের দ্বারা কর্মযোগই অনুষ্ঠিত হয়। পরে উহার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণাদির ধারণা হইতে থাকে। এই ভগবৎ-প্রীতির জন্য কর্মানুষ্ঠানের মূলেও রহিয়াছে তাঁহার প্রতি ভক্তি, যাহাকে সাধনভক্তি বলা যায়। আবার শরণাগতির তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গ শ্রীভগবান রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস ও তাঁহার গোপ্তৃত্ববরণ—এই দুইটির মধ্যেও রহিয়াছে শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ-মহিমাদির স্মরণ-মনন, কারণ শ্রীভগবানের গুণাদির নিরন্তর স্মরণ-মনন হইতেই তাঁহাতে বিশ্বাস আসে ও গোপ্তৃত্ববরণও সম্ভব হয়। আর এইরূপ স্মরণ-মননাদি হইতেই তাঁহাতে ভক্তিও পরিপক্ক হইতে থাকে। আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি হইতেই আসে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ যাহা হইতেছে শরণাগতির মূল স্বরূপ। আবার আত্ম-

সমর্পণরূপ সাধনের অভ্যাস করিতে থাকিলে তাহার দ্বারাও ধীরে ধীরে শ্রীভগবানের গুণমহিমাদির পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে ভক্তি প্রগাঢ় হইতে থাকে। এখানেও দেখা যায় যে আত্মসমর্পণ ও ভক্তি একে অপরের পরিপূরক, একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। ভক্তির দ্বারা আসে আত্মসমর্পণ, আবার আত্মসমর্পণের অভ্যাস হইতে হয় ভক্তির পরিপক্কতা। এইরূপে দেখা যায় নিম্বার্কোক্ত সাধনার সকল স্তরেই ভক্তির একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে।

এই সকল সাধনার স্তরের মধ্যে কে কোন্ অবস্থায় কোন্‌টিকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিবেন তাহা নির্ভর করিবে সাধকের চিত্তের অবস্থা ও যোগ্যতা বা অধিকারের উপর। সাধকের চিত্তের সংস্কার, যোগ্যতা ও অধিকারানুসারে ও অবস্থাভেদে এই সকল সাধনপদ্ধতির কোন একটিকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিতে হয়।

পূর্বোক্ত সাধন সমূহের সহকারী গুণ সমূহ।

আর পূর্বোক্ত সাধনপদ্ধতির আলোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে পূর্বোক্ত সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক সাধকের অন্ততঃ ছয়টি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা হইতেছে মুমুক্ষা, শ্রদ্ধা, আর্জব, বিশ্বাস, সৎসঙ্গ ও বৈরাগ্য। এই গুণগুলি না থাকিলে সাধনে প্রবৃত্তিই আসিবে না, আর সাধনে কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত হইলেও এই গুণগুলির অভাবে সাধনে নিষ্ঠা জন্মিবে না, ফলে সাধন-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে। অতএব এই ছয়টি গুণকে সাধনের সহকারী বলা যাইতে পারে।[৩৮]

অতি সংক্ষেপে এই ছয়টির বর্ণনা নিম্নে করা যাইতেছে।

---

[৩৮] 'অধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিনী' নামক টীকা সমেত "বেদান্তকারিকাবলী"—(শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদকৃত) পঞ্চম তরঙ্গ, শ্লোক ১, এবং শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়কী সাধনপ্রণালী—পঃ শ্রীকিশোর দাসজী প্রণীত,—(বৃন্দাবন সং) পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য।

মুমুক্ষা :—জন্মমরণ-প্রবাহরূপ সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথার্থ আন্তরিক স্থায়ী ইচ্ছাই 'মুমুক্ষা'। এই বিষয়ে "মুমুক্ষুর্ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ"—এই শ্রুতি প্রমাণ।

শ্রদ্ধা :—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। এই 'শ্রদ্ধা' না থাকিলে সাধনে প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না। 'শ্রদ্ধান্বিতো ভব' এই শ্রুতিবাক্য এই বিষয়ে প্রমাণ।

আর্জব :—চিন্তা, বাক্য ও কর্ম এই তিনের মধ্যে কোনরূপ কপটতা না থাকাকে 'আর্জব' বা অকপটতা বা সরলতা বলে। মনে যাহা চিন্তা করা যায়, বাক্যে তাহাই প্রকাশ করা, এবং কার্যেও সেইরূপই অনুষ্ঠান করা—ইহাই 'আর্জব' বা সরলতার লক্ষণ। "অহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্"……ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে এই 'আর্জবের' কথা বলা হইয়াছে।

বিশ্বাস :—শ্রীভগবানের গুণ, মহিমা, শক্তি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীভগবান্ অবশ্যই তাঁহার শরণাগত আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিবেন – এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সাধককে সাধন পথে রক্ষা করে। "স বিশ্বাসো ভবেচ্ছক্র সর্বদুষ্কৃতনাশনঃ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে এই বিশ্বাসের পাপনাশকত্বের কথা বলা হইয়াছে।

সৎসঙ্গ :—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত, উদারবুদ্ধি, বেদান্তাদি-শাস্ত্রজ্ঞ, রাগদ্বেষাদিরহিত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও নিরন্তর শ্রীভগবানে যুক্তচিত্ত মহাপুরুষকেই 'সৎ' বা 'সাধু' বলা হয়। এইরূপ গুণযুক্ত ভগবদ্‌ভক্ত সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ করা ও সেবা করাই 'সৎ সঙ্গ' বা 'সাধু সঙ্গ'। এই সৎসঙ্গের প্রভাবে চিত্ত নির্মল হয় ও হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা প্রভৃতিও জন্মে।" সেব্যাঃ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ সন্তঃ পুণ্যতীর্থফলোপমাঃ। ক্ষণোপাসনযোগোঽপি ন তেষাং নিষ্ফলো ভবেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে এই সৎসংগের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

বৈরাগ্য : ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত প্রকার ভোগ্যবিষয়ের

অনিত্যত্ব ও অসুখকরত্ব প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া সমস্ত প্রকার ভোগ্যবিষয়ে স্থায়ী অনাসক্তি এবং ভোগেচ্ছারাহিত্যই বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্য না আসিলে সাধককে সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়। "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ॥" ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্" —ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে এই বৈরাগ্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে রাগদ্বেষরাহিত্যই বৈরাগ্য। মোক্ষার্থী সাধক যেরূপ ইন্দ্রিয়প্রীতিকর ভোগ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত হইবেন না, সেইরূপ আবার ইন্দ্রিয়ের অপ্রীতিকর বা দুঃখকর বিষয়েও বিরক্তচিত্ত হইবেন না,—তাহাকে প্রিয়াপ্রিয় সর্ববিষয়েই উদাসীন হইতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য। শ্রীভগবৎকৃপা হইতে জাত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইতেই এইরূপ স্থায়ী বৈরাগ্য জন্মে।[৩৯]

পূর্বোক্ত সাধনাদির ও মোক্ষের প্রতিবন্ধকসমূহ

অতঃপর সাধনের ও মোক্ষের বিরোধী প্রতিবন্ধক সমূহের আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহার বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় এই প্রতিবন্ধকগুলির বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক স্বয়ংও তাঁহার 'দশশ্লোকীতে এই বিরোধী প্রতিবন্ধকগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই বিরোধী প্রতিবন্ধকের স্বরূপ সাধকের পক্ষে জানা প্রয়োজন বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।[৪০]

বিশেষ প্রতিবন্ধক

এই বিরোধী প্রতিবন্ধকগুলি 'সামান্য' ও 'বিশেষ'—এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে 'বিশেষ' প্রতিবন্ধকগুলি আবার চার প্রকার, যথা :—(১) স্বকীয় আত্মস্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, (২) ব্রহ্মস্বরূপগুণাদিবিষয়ক জ্ঞানের

---

[৩৯] 'বেদান্তকারিকাবলী' ও 'অধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ—শ্লোক-১-৯

[৪০] "বিরোধনো রূপমথৈতদাপ্তের্জ্ঞেয়া ইমে অর্থা অপি পঞ্চ সাধুভিঃ"—
— দশশ্লোকী,— শ্লোক-১০।

প্রতিবন্ধক, (৩) মোক্ষোপায় বা সাধনসমূহের প্রতিবন্ধক, এবং (৪) ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। নিম্নে সংক্ষেপে এইগুলির আলোচনা করা যাইতেছে :—

(১) আত্মস্বরূপ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক :—

অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্ম বুদ্ধি করা, শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুকে ত্যাগ করিয়া অন্যের উপর নির্ভর করা, নিজেকে শ্রীভগবানের অধীন মনে না করিয়া স্বতন্ত্র বা স্বাধীন মনে করা, বেদান্ত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া তদ্বিপরীত তর্কশাস্ত্রাদির আলোচনা করা এবং তাহাতে অনুরক্ত হওয়া, শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া অন্যদেবতার উপাসনা করা, শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লিখিত ভগবদাজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা করা, প্রভৃতি আত্মস্বরূপজ্ঞানলাভের বিশেষ প্রতিবন্ধক। অতএব এইগুলিকে মোক্ষার্থী পুরুষ যত্নপূর্বক ত্যাগ করিবেন।

(২) শ্রীভগবৎ-স্বরূপ গুণাদিবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক :—

অন্য দেবতাকে শ্রীভগবানের তুল্য মনে করা, অন্যান্য দেবদেবীকে শ্রীভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব মনে করা, শ্রীভগবানের কৃষ্ণাদি অবতারে মনুষ্যাদি বুদ্ধিকরা, শ্রীভগবানের নাম ও মন্ত্রাদিকে সামান্য শব্দ বলিয়া বুদ্ধিকরা, শ্রীভগবানের লীলাকথাদিতে লৌকিক বুদ্ধিকরা, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি শ্রীভগবানের বিগ্রহমূর্তিতে পাষাণাদি বুদ্ধিকরা, এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষ বিরোধী। অতএব এই বিরোধিগুলিকেও ত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) মোক্ষোপায় ও সাধনের প্রতিবন্ধক :—

নিজের কৃত পাপ কর্মের আধিক্য বিচার করিয়া 'শ্রীভগবানও আমার এত বেশী পাপ দূর করিতে অসমর্থ' এইরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবানের শক্তি সামর্থ্যে অবিশ্বাস করা, শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া অন্য ভগবৎসম্বন্ধবর্জিত সাধনে নিষ্ঠাবান্ হওয়া, 'শ্রীভগবানের পূজা ও মন্ত্রজপাদির দ্বারা আমার এই বিশেষ পুণ্য ও ফল লাভ হউক'—

এইরূপ ফল কামনা বা পুণ্য কামনা করিয়া জপাদির অনুষ্ঠান করা, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করা, এই সমস্ত মোক্ষসাধনের বিশেষ প্রতিবন্ধক।

(৪) মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ঃ—

ধর্ম, অর্থ ও কামকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া এই সকল লাভের জন্যই শ্রীভগবানের অর্চনাদি করা, শ্রীভগবানের পূজা ও মন্ত্র-জপাদি কার্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া "এই পূজা ও জপাদি কার্য আমিই করিয়াছি"—এইরূপ অহংকার করা, শাস্ত্রের অনুশাসন ও মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছানুরূপ আচরণ করা প্রভৃতি সমস্ত মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষ প্রতিবন্ধক। অতএব এই সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলিকেও মোক্ষার্থী পুরুষ ত্যাগ করিয়া চলিবেন।

সামান্য প্রতিবন্ধক

নিম্নলিখিত কার্য ও চিন্তাসমূহ মোক্ষপথের "সামান্য প্রতিবন্ধক" (General obstacles) যথা ঃ - শাস্ত্রোক্ত মার্গ ত্যাগ করা, নিজের শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করা, কৃতঘ্নতা, দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে সাংসারিক বিষয় ভোগেই অতিবাহিত করা, বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলেও, দ্বেষক্রোধাদি-পূর্বক শাস্ত্রবিধি বর্জিতভাবে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে ত্যাগ করা, গীতোক্ত "দৈবী সম্পৎ" কে ত্যাগ করিয়া "আসুরী সম্পৎ"কে গ্রহণ করা প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষপথের সামান্য প্রতিবন্ধক (General obstacles)। এই সমস্ত প্রতিবন্ধককে মোক্ষার্থীপুরুষের অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা কখনই মোক্ষলাভ হইবে না।[৪১]

শ্রীনিম্বার্কসম্মত সাধনপ্রণালী বর্ণিত হইল। অতঃপর অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের মতের সহিত সাধনপদ্ধতি বিষয়ে শ্রীনিম্বার্ক মতের অতি সংক্ষেপে তুলনা করা যাইতেছে।

---

[৪১] বেদান্ত রত্নমঞ্জুষা (কাশী সং) পৃঃ ১৩৪-১৪১, "বেদান্তকারিকাবলী" —(অধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিণী সহিত)—৬ষ্ঠ তরঙ্গ, শ্লোক ১-১৮ দ্রষ্টব্য।

সাধন বিষয়ে নিম্বার্ক ও রামানুজ

শ্রীনিম্বার্কের ন্যায় শ্রীরামানুজাচার্যও ভক্তিকেই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্ক 'ভক্তি' শব্দে যেমন 'অনুরাগ' বা 'প্রেম'কে বুঝাইয়াছেন, রামানুজ তাহা করেন নাই। রামানুজ ভক্তিশব্দে উপাসনা বা ধ্যানকে বুঝাইয়াছেন।

শ্রীরামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে লিখিতেছেন— "...তস্মাদ্ধ্যানমেব বিধীয়তে।" "...তদিদমপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে।" ... "ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতি-সন্তানরূপম্ " ... "উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনান্নির্বচনাচ্চ—ইতি তস্যৈব বেদনস্য উপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্।" ... "এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপর্যায়ত্বাদ্ ভক্তিশব্দস্য।"...ইত্যাদি—(শ্রীভাষ্য—ব্র, সূ, ১।১।১)—

এখানে শ্রীরামানুজ ধ্যানকেই উপাসনা বলিয়াছেন এবং উপাসনাকেই আবার 'ধ্রুবাস্মৃতি'ও বলিয়াছেন। এইরূপ উপাসনা বা ধ্রুবাস্মৃতিই ভক্তিশব্দের বাচ্য। ইহাই রামানুজ উদ্ধৃত বাক্যাংশে বলিয়াছেন। আর শ্রীনিম্বার্কীয় সাধনপদ্ধতিতে যেমন জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির সহিত প্রেমলক্ষণা মাধুর্যপ্রধানা ভক্তিকেও স্বীকার করা হইয়াছে, শ্রীরামানুজ সেরূপ করেন নাই। শ্রীরামানুজের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্তি, মাধুর্যপ্রধান প্রেমলক্ষণাভক্তির কথা রামানুজ বলেন নাই।

সাধনপদ্ধতি বিষয়ে শ্রীরামানুজও নিম্বার্কের ন্যায় ভক্তি, শরণাগতি, বা আত্মসমর্পণকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কের ন্যায়ই রামানুজ ভগবৎকৃপার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন, গুরুশরণাগতি বিষয়েও রামানুজ নিম্বার্কের সহিত একমত। সুতরাং সাধনপদ্ধতি বিষয়ে শ্রীরামানুজও প্রায় সর্বাংশে নিম্বার্কের অনুরূপ মত পোষণ করেন, সুতরাং এই সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হইল না।

নিম্বার্ক ও বলদেব।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও সাধন-পদ্ধতি-বিষয়ে প্রায় সর্বাংশেই শ্রীনিম্বার্কের অনুরূপ মত পোষণ করেন। শ্রীনিম্বার্কের ন্যায়ই শ্রীবলদেবও প্রেম-ভক্তি, আত্মসমর্পণ ও ভগবৎ-কৃপাকেই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন। কর্মের দ্বারা যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না—এই বিষয়েও উভয়ই একমত। কিন্তু নিম্বার্কের ন্যায় বলদেব গুরূপসত্তিকে স্বতন্ত্র সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, যদিও গুরু-বরণের ও গুরুকৃপার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।[৪১] দ্বিতীয়তঃ, বলদেবের মতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধ কর্মকেও নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু নিম্বার্কের মতে প্রারব্ধকর্ম ভোগ ব্যতীত নাশ পায় না। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম সমূহ নাশ পায়—ইহাই নিম্বার্ক মত। বলদেব বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ সহ সমস্ত কর্মের নাশ হইলেও শ্রীভগবদিচ্ছার বলেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহপাত হয় না, কারণ মুমুক্ষু জীবসমূহকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের জন্যই শ্রীভগবদিচ্ছায় ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের দেহ জীবিত থাকে।[৪২]

নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য।

ঔপাধিকভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য বলেন যে প্রথমতঃ শ্রবণাদির দ্বারা আত্মার স্বরূপ ও ব্রহ্ম স্বরূপতত্ত্বের পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যানাবলম্বন করিলেই সেই ধ্যানের দ্বারাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। সুতরাং ভাস্করাচার্যের মতে বিদ্যা ও ধ্যানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন।[৪৩]

---

[৪১] গোবিন্দভাষ্য ব্র, সূ, ৩।৩।৪৪-৪৫ সূঃ দ্রষ্টব্য।

[৪২] গোবিন্দভাষ্য ব্র, সূ, ৪।১।১৫—পরেশেচ্ছায়াঃ প্রারব্ধনাশাবধিভূতত্বশ্রবণাৎ।...অতিবলিষ্ঠা খলু বিদ্যা সর্বকর্মাণি নিরবশেষানি দহতি প্রদীপ্তবহ্নিরিব বিবিধান্যেধাংসীতি।...তথাপি ব্রহ্মবিদাং দেহস্থিতিদর্শনাৎ তদারম্ভকং কর্ম উপদেশাদিপ্রচারিন্যা তদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠেদিতি স্বীকার্যম্।"—গোবিন্দভাষ্য ব্র, সূ,—৪।১।১৫।

[৪৩] ব্র, সূ, ভাস্করভাষ্য ৩।৩।১ সূঃ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক যে ভগবৎকৃপার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং প্রপত্তি ও গুরূপসত্তিকে মোক্ষলাভের স্বতন্ত্র সাধনরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ভগবৎকৃপার কথা, বা আত্মসমর্পণ বা শরণাগতির কথা, অথবা গুরূপসত্তির কথাও ভাস্করাচার্য কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। নিম্বার্কসম্মত প্রেম-লক্ষণা ভক্তির কথাও ভাস্করাচার্য কোথায়ও বলেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ভাস্করাচার্য কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন এবং জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কেই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন।[৪৪] ভাস্করাচার্যের মতে কেবল কর্ম বা কেবল জ্ঞান মোক্ষপ্রাপক হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম—একত্রে যুক্ত হইলেই তদ্দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে।[৪৫] ভাস্করাচার্য বলেন যে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, কিন্তু শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞানোৎপত্তি হয়। কিন্তু জ্ঞানের সহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদির অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম যুক্ত না হইলে কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা, ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং নিত্য-নৈমিত্তিক উপাসনাদি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অতীতের সঞ্চিত কর্ম-সংস্কারগুলি বিনষ্ট হইতে থাকে।[৪৬] ভাস্করের মতে জ্ঞান হইতেই ক্রমে ধ্যানের উদয় হয় এবং জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় প্রকৃতপক্ষে উপাসনা-কর্ম-সমুচ্চয় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।[৪৭] কিন্তু নিম্বার্ক জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ

---

[৪৪] "অত্রহি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্যাভিপ্রেতঃ"—ভাস্করভাষ্য সূঃ ১।১।১

[৪৫] "স্বতঃ ক্ষণিকস্যাপি কর্মণো জ্ঞানরসবিদ্ধস্য অক্ষয়ফলত্বাৎ ন—ক্ষীয়ত ইতি উচ্যতে"—ঐ,—সূ ১।১।১

Also—সূ ৩।৪।১।, ৩।৪।২৬,—ভাস্কর ভাষ্য, ব্র, সূ, ।

[৪৬] ভাস্করভাষ্য—সূঃ ১।১।১, পৃঃ ৩, ৩।৪।২৬, পৃঃ ২০৯।

[৪৭] ভাস্করভাষ্য, সূঃ ১।১।১, পৃঃ ৩।

স্বীকার করেন নাই। নিম্বার্কের মতে নিষ্কাম ভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোদয় পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু কর্ম সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের কারণ নহে বা কর্ম চিরস্থায়ী ভাবে জ্ঞানের সহচরও নহে।

তৃতীয়তঃ, ভাস্করাচার্য পরব্রহ্মের "শুদ্ধ কারণরূপের ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, যে শুদ্ধ কারণরূপ, সমস্ত প্রকার ভেদ রহিত, নিরাকার, প্রপঞ্চবিলক্ষণ, সৎস্বরূপ, বোধস্বরূপ ও এক, অদ্বিতীয়।[৪৮] কিন্তু নিম্বার্ক এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা বা ধ্যানের কথা কোথায়ও বলেন নাই। নিম্বার্ক সগুণ ব্রহ্ম শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভাস্কর কোথায়ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। সুতরাং এই সমস্তের আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে ভাস্করাচার্যের মতের সহিত নিম্বার্ক মতের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

---

[৪৮] ভাস্করভাষ্য ৩।৩।১১—১২, পৃঃ ১৬৪-৬৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপসংহার ঃ—শ্রীনিম্বার্ক দর্শনের বৈশিষ্ট্য—ধর্ম, উপাসনা ও দার্শনিকতার সমন্বয়,—দর্শনজগতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্থান।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ও তৎপ্রবর্তিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সমস্ত দার্শনিক মতবাদসমূহ এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। এই আলোচনার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝা যাইবে যে এই নিম্বার্ক দর্শনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম।

নিম্বার্ক দর্শনে ধর্ম, উপাসনা ও দার্শনিকতার সমন্বয়।

প্রথমতঃ, এই নিম্বার্ক বেদান্তে ধর্ম, উপাসনা ও দার্শনিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। নিম্বার্ক-বেদান্তে যেমন দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিচারবিশ্লেষণ করিয়া আপাতঃবিরোধী তত্ত্বসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় স্থাপন করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার ধর্ম, উপাসনা, ভক্তি প্রেম প্রভৃতির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাও করা হইয়াছে। শাঙ্কর-বেদান্তে ধর্মানুষ্ঠানের স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আবার শ্রীবলদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং অন্যান্য রচনায় ধর্মের উপরই বেশি জোর দিয়াছেন, দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিচার বিশ্লেষণ, সামঞ্জস্য স্থাপন প্রভৃতিতে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। নিম্বার্ক বেদান্তেই এইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম ও উপাসনার সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিম্বার্কের বহু পরবর্তী রামানুজও এইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম ও উপাসনার সমন্বয় করিয়াছেন।

কিন্তু রামানুজ দর্শনেও মাধুর্য প্রধান ভক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তিগণ সকলেই শ্রীনিম্বার্কের পরবর্তী। শ্রীকণ্ঠও নিম্বার্কের

পরবর্ত্তী।[৪৯] সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বৈষ্ণব বেদান্তিগণের মধ্যে প্রাচীনতম শ্রীনিম্বার্কই সর্ব প্রথম এইরূপে দর্শন, ধর্ম ও উপাসনার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া একটি অপূর্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ—ইহাই নিম্বার্ক বেদান্তের একটি বিশিষ্ট অবদান।

দ্বিতীয়তঃ,—ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের ভেদ ও অভেদের কার্য-কারণ সম্বন্ধরূপে বা অংশাংশী সম্বন্ধরূপে সমন্বয় স্থাপন করিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ পরিহার এবং জীবজগৎকে ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম বলিয়া বর্ণনা করিয়া পরিণামবাদ স্থাপন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের বিকারিত্ব, অনিত্যত্ব, কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষের পরিহার করাও নিম্বার্ক বেদান্তের একটি মৌলিক অবদান—যাহা নিম্বার্কের পূর্বে কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। আর এই বিষয়ে নিম্বার্কসিদ্ধান্তই যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত তাহাও অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থ মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে নিম্বার্ক-বেদান্ত দর্শন জগতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। দার্শনিক জগতে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী, শ্রীমধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও শ্রীকণ্ঠ বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী, বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, ভাস্করাচার্য ঔপাধিক ভেদাভেদবাদী, বলদেব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ও শ্রীনিম্বার্ক স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী। এই সকল মতবাদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীনিম্বার্কের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ বা স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদেই অপর সকল মতবাদের সমন্বয় হয়। কারণ শ্রুতিতে

দর্শন-জগতে নিম্বার্ক-বেদান্তের স্থান

---

[৪৯] শ্রীনিম্বাকাচার্যের আবির্ভাব কাল বিষয়ক অধ্যায়টি (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

যেমন দ্বৈতবাদের কথা আছে, সেইরূপ আবার অদ্বৈতবাদের কথাও আছে। এই দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে কোন একটি মিথ্যা বা গৌণ বলিলে শ্রুতিপ্রামাণ্যের সঙ্কোচ হয়। উভয়ই শ্রুতি প্রতিপাদিত বলিয়া উভয়ই তুল্যবল এবং উভয়কেই সমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেই শ্রুতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, কেবল্ একান্ত-অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতিকেই সত্য বলিলে দ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির বাধ হয়, আবার কেবল দ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিকেই সত্য বলিলে অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষিত হয় না। অতএব দ্বৈত ও অদ্বৈত-উভয়কেই সমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং শ্রীনিম্বার্ক তাহাই করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কমতে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই স্বাভাবিক ভাবে সমান সত্য। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিকই এবং উভয়ই নিত্য সত্য। নিম্বার্ক মতে জীব-জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলিয়াই ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক সত্য হয়। কারণ অংশ ও অংশীর মধ্যেই ভেদ ও অভেদ—উভয়ই স্বাভাবিকভাবে অবিরোধে বর্তমান থাকিতে পারে। এইরূপে দেখা যায়—নিম্বার্কসম্মত এই স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেই দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমস্ত প্রকার বিরোধের সমন্বয় হয়। এই বিষয়ে নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ তাঁহার "দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

নিম্বার্ক-সম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদেই সর্বমতের সমন্বয় হয়।

"দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতমত ইহার (নিম্বার্ক সম্মত স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদের) অন্তর্ভুক্ত, কারণ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে ভেদসম্বন্ধ আছে, তাহা এই সিদ্ধান্তেও স্বীকৃত হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিদিগের মতও তদন্তর্ভূত, কারণ ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের অধীনভাবে স্বাতন্ত্র্যরহিত হইয়া জগৎ ও জীব যে নিত্য বর্তমান আছে, ইহাও এই সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয়। একান্তাদ্বৈতবাদিদিগের একান্তাদ্বৈতসম্বন্ধও

ইহার অন্তর্ভূত। কারণ অক্ষর ব্রহ্ম যে সর্বপ্রকার বিশেষ রহিত নিত্য একরস, তাহা এই ভেদাভেদসিদ্ধান্তেও স্বীকৃত। তবে এই সকল সিদ্ধান্ত ব্রহ্মের শ্রুতি-প্রতিপাদিত চতুষ্পাদের মধ্যে কোন কোন বিশেষ পাদমাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে, অপর কোন কোন পদের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই। পরন্তু দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত ব্রহ্মের শ্রুত্যুক্ত পূর্ণ চতুষ্পাদত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত”… ইত্যাদি।”

অতএব দেখা যাইতেছে, এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদেই সর্বমতবাদের সমন্বয় হয়। তৃতীয়তঃ—নিম্বার্ক বেদান্ত জীবজগতের সত্যতা স্বীকার করায় এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিশাল ক্রোড়ে জীব, জগৎ, মায়া, যত কিছু মায়াবাদীর পরিত্যজ্য, সকলই পরম আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। কারণ সকলই ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মেতেই স্থিত ও বিধৃত, সকলই ব্রহ্মের ন্যায় সত্য। সুতরাং সকলের সহিতই এক আত্মীয়তার সম্বন্ধ, কাজেই কাহাকেও বাদ দিবার উপায় নাই, সকলই ব্রহ্মের অভিন্ন অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কেহই নহে, অংশী ব্রহ্ম হইতে অংশভূত জীবজগতের পৃথক্ সত্তা না থাকায় এই জীব-জগৎ সকলকে লইয়াই ব্রহ্ম এক অদ্বৈতরূপে বিরাজমান। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর ‘অদ্বৈত’ দ্বৈত জীবজগৎকে বাদ দিয়া নহে, কিন্তু জীবজগৎকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত রূপে এক করিয়া লইয়াই। কিন্তু মায়াবাদীর অদ্বৈততত্ত্বে জীবজগতের স্থান নাই। মায়াবাদীর মতে জীব-জগৎ মিথ্যা বা ভ্রম মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবজগতের পারমার্থিক সত্তা নাই বলিয়া ব্রহ্মসত্তায় জীবজগৎও নাই। অতএব জীব-জগৎকে বাদ দিয়াই মায়াবাদীর অদ্বৈততত্ত্ব। কিন্তু মায়াবাদী যথার্থ অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না। কারণ মায়াবাদী জীবজগৎকে পারমার্থিক সত্তায় মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া পুনরায় আবার তাহার সত্তা একেবারে অস্বীকার করিতে না পারিয়া ব্যবহারিক ভাবে জীব-

দ্বৈতাদ্বৈতবাদীই
প্রকৃত অদ্বৈতবাদী

জগতের সত্তা স্বীকার করায় প্রকৃত 'অদ্বৈততত্ত্ব' হইতে বিচ্যুতই হইয়াছেন। কারণ ব্যবহারিক সত্তায় জীবজগতের সত্যতা স্বীকার করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম ভিন্ন বলিলে ইহাতে দ্বৈতবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মায়াবাদীর 'অদ্বৈতবাদকে' যথার্থ অদ্বৈতবাদ বলা চলে না। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদীকেই প্রকৃত 'অদ্বৈতবাদী' বলা যায়, কারণ দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর 'অদ্বৈততত্ত্বে' জীবজগৎ বাদ পড়ে না, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর মতে জীবজগৎ সকলই ব্রহ্মের অংশরূপে ব্রহ্মের অংগীভূত ভাবেই সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।

নিম্বার্ক- বেদান্তই জীবকে আশার ও আনন্দের বাণী শুনাইয়াছেন।

চতুর্থতঃ—নিম্বার্ক-বেদান্তে জীবজগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, জীবজগৎকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া, জীবকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। কারণ, জীব অনন্ত কাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া অনন্ত আনন্দ উপভোগ করিতে চায়। মুক্তিতে জীব নিঃশেষে বিলয় পাইতে চাহে না। নিম্বার্কের মতে জীব সত্য, চিরকালের সত্য, মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্ব, জীবের জীবত্ব লয় পায় না। সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও জীবত্বের অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই জীব ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব নিম্বার্ক-বেদান্তই এই অক্ষয় ব্রহ্মানন্দের কথা বলিয়া মানুষকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। শঙ্কর বেদান্তে জীবের জীবত্বই মিথ্যা, অজ্ঞান কল্পিত, এই জগৎও মিথ্যা, মায়ামাত্র। মুক্তিতে জীবের সম্পূর্ণভাবে বিলয় ঘটে। সুতরাং এই মতানুসারে মুক্তিতে জীবের অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া মুক্তিতে জীবের আনন্দলাভের আশা বৃথাই হয়। কারণ জীবই যখন মিথ্যা তখন কাহারই বা বন্ধন? আর কাহারই বা মুক্তি? বন্ধন ও মুক্তি—সবই মিথ্যা। মুক্তিতে যখন জীবই থাকে না তখন আনন্দানুভাব করিবে কে? অথচ আনন্দের জন্যই মুক্তি চাওয়া, এবং মুক্তিলাভে অক্ষয় আনন্দপ্রাপ্তিই হয় ইহাই শ্রুতির ঘোষণা।

সুতরাং শঙ্কর বেদান্ত মানুষকে আশার বাণী শুনাইতে পারে নাই। নিম্বার্ক বেদান্তই জীবজগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, মুক্তিতেও জীবের সত্তা লয় পায় না ইহা বলিয়া জীবকে মুক্তিতে অক্ষয় আনন্দলাভের আশার বাণীই শুনাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ—নিম্বার্কবেদান্ত মুক্তিতে যেমন আনন্দের সন্ধান দিয়াছে, সেইরূপ সাধনাবস্থায় ভক্তি ও প্রেমের পথের কথা বলিয়া আনন্দের সন্ধান দিয়াছে। নিম্বার্কবেদান্ত-মতে সাধনাবস্থাতেও জীবের আনন্দের অভাব হয় না। কারণ তাহার সাধনপথ রসের পথ, প্রেম-ভক্তির পথ। এই পথে প্রতিপদেই রসানুভব হয়, জীবন ও সাধন নীরস হইয়া উঠে না। আর নিম্বার্কবেদান্ত সেই সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনার কথা বলিয়াছেন, যিনি অনন্ত কল্যাণগুণের সাগর, যাঁহার ভালবাসার অন্ত নাই, যাঁহাকে পরম আপনার জন বলিয়া হৃদয়ে আনন্দের সহিত বরণ করা যায়। নিম্বার্ক বেদান্ত সেই রসময় আপনজনের কথা শুনাইয়া জীবনে আনন্দ-পথের সন্ধান দিয়াছে, যে পথ প্রেমভক্তি-রসের পথ, যে পথ সংসারাসক্ত জীবের নিকট অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, যাহা মানুষের চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

কিন্তু শঙ্কর-বেদান্ত সম্মত নির্গুণ উপাসনা জীবের সহজে সাধ্যায়ত্ত হয় না, নির্গুণ উপাসনার পথ অপেক্ষাকৃত নীরস ও শুষ্ক, এবং সাধারণ মানুষের নিকট ভীতিপ্রদ।

(প্রকৃত পক্ষে, সর্ব প্রকারে গুণও শক্তি বর্জিত নির্গুণ নির্বিশেষের উপাসনাই সম্ভব নহে, যিনি উপাস্য হইবেন তাঁহাকে সগুণ সবিশেষই হইতে হইবে, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থমধ্যেই করা হইয়াছে।)

পরিশেষে বক্তব্য যে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতে শ্রীভগবানের সহিত

নিম্বার্ক মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের সম্বন্ধ।

জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধও রহিয়াছে। এই সম্বন্ধ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের সম্বন্ধ—এখানে কোনরূপ ভয়ের স্থান নাই। কারণ নিম্বার্ক মতে জীব শ্রীভগবানেরই অঙ্গীভূত অভিন্ন অংশ। সুতরাং অংশী শ্রীভগবানের সহিত অংশভূত জীবের স্বাভাবিক নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর সহিত মায়ের যেরূপ নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, জীবের সহিতও ব্রহ্মের সেইরূপ অচ্ছেদ্য নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সহিত জীবের এইরূপ প্রেমের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জীবের পক্ষে তাঁহার শরণাগতি, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার উপাসনা সম্ভব হয়। নিম্বার্ক-বেদান্ত ব্রহ্মের সহিত জীবের এইরূপ প্রেমের সম্বন্ধই ঘোষণা করিয়াছে,—যাহার শঙ্কর-বেদান্তে একেবারেই অভাব, এবং যাহা নিম্বার্কের পূর্বে কোন ভাষ্যকার বা দার্শনিকই করেন নাই। ইহাও নিম্বার্ক বেদান্তের একটি মহান অবদান।

নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন একটি পরিপূর্ণ দর্শন।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে শ্রীনিম্বার্কাচার্যপ্রবর্তিত এই দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন একটি পরিপূর্ণ দর্শন,—যাহার মধ্যে ভেদ ও অভেদ, বহুত্ব ও একত্ব, বৈষম্য ও সুষমা, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-সমস্তই অবিরোধে মিশিয়াছে, ঘটিয়াছে এক অপূর্ব মহাসমন্বয়, যাহা কেবল নিরপেক্ষ মনস্বী সুধীবৃন্দের বিদগ্ধচিত্তকেই যে আকর্ষণ করিবে, তাহা নহে, কিন্তু অগণিত সংসার তাপে তপ্ত মানুষকেও চিরদিন শান্তির পথ দেখাইবে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

(এই গ্রন্থে আলোচিত এবং সহায়কারী গ্রন্থসমূহের বিবরণ)

১। অষ্টাবিংশত্যুপনিষদ :—'বম্বে নির্ণয়সাগর' প্রেস্, অষ্টম সংস্করণ ১৯৪৬

২। ঈশাদ্যষ্টোপনিষদ :—"(উপনিষৎপ্রকাশিকা" নামক নিম্বার্ক সিদ্ধান্তানুসারিনী টীকা সমেত), মথুরা প্রভাকর মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত সংস্করণ, ১৯৩৭ খ্রীঃ অঃ।

৩। ছান্দোগ্যোপনিষৎ :—অমোলকরামশাস্ত্রী সম্পাদিত, 'উপনিষৎ প্রকাশিকা' নামক টীকা সম্বলিত, বৃন্দাবন সংস্করণ।

৪। বৃহদারণ্যশ্বেতাশ্বতরোপনিষদৌ :—নিম্বার্কমতানুসারিনী 'উপনিষৎ প্রকাশিকা' টীকা যুক্ত, পণ্ডিত শ্রীঅমোলকরামশাস্ত্রী ও শ্রীরণছোড়দাস শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৃন্দাবন সংস্করণ।

৫। শ্রীব্রহ্মসূত্রম্ (শ্রীনিম্বার্কবিরচিত 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক ভাষ্য এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য বিরচিত 'বেদান্তকৌস্তভ' নামক ভাষ্য সম্বলিত)—বৃন্দাবনস্থপণ্ডিত শ্রীকল্যানদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩২ খ্রীঃ অঃ।

৬। ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্যম্ :—(ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল টীকা যুক্ত) মহাঃ পঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর সংস্করণ, বোম্বে, ১৯৩৮।

৭। 'বেদান্ত দর্শন—দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত' :—('বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' নামক নিম্বার্কভাষ্য যুক্ত)—শ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ ব্রজবিদেহী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত, ও 'কলিকাতা চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড্ কোঃ লিঃ হইতে প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ।

৮। শ্রীব্রহ্মসূত্রম্ :—দেবাচার্য্য প্রণীত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী' এবং সুন্দর ভট্ট প্রণীত "দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তসেতুকা" নামক টীকা যুক্ত (১—৩ খণ্ড)—দামোদর লাল গোস্বামী, রত্ন গোপাল ভট্ট এবং গোপাল শাস্ত্রী নেনে কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ।

৯। 'বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা' নামক ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি :—শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্ট বিরচিত, পঃ শ্রীঅমোলকরাম শাস্ত্রী সম্পাদিত, "ভাবদীপিকা" টীকা

সম্বলিত, শ্রেষ্ঠী শ্রীজানকী দাস কর্ত্তৃক চন্দ্র প্রিং প্রেস, দিল্লী হইতে প্রকাশিত, ১৯৩৮ ইং।

১০। অধ্যাস (পরপক্ষ) গিরিবজ্রম্ :—শ্রীমাধব মুকুন্দদেবাচার্য্য বিরচিত পঃ শ্রীঅমোলকরাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত 'বজ্রোত্তেজিকা' নামক টীকা সম্বলিত বৃন্দাবন, নিম্বার্ক মহাসভা হইতে প্রকাশিত, বিঃ সম্বৎ ১৯৯৬।

১১। অধ্যাস (পরপক্ষ) গিরিবজ্রম্ :—শ্রীমাধব মুকুন্দ দেবাচার্য্য বিরচিত,—পণ্ডিত শ্রীবিনোদ বিহারি পঞ্চতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত, শ্রীনৃসিংহদাস বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

১২। অদ্বৈতসিদ্ধি :—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রণীত,—মহাঃ পঃ শ্রীঅনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বম্বে, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, ১৯৩৭ ইং।

১৩। ন্যায়ামৃতম্ :—শ্রীব্যাসতীর্থ প্রণীত,—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত অতিশয় প্রাচীন জীর্ণ সংস্করণ।

১৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন :—(প্রথম খণ্ড)—শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ প্রণীত,—প্রাচ্যবাণী মন্দির কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

১৫। Doctrines of Nimbarka And His Followers—

—ডক্টর রমা চৌধুরী প্রণীত, কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত, ১৯৪১ ইং।

১৬। ব্রহ্মসূত্র—ভাস্করভাষ্যম্ :—শ্রীভাস্করাচার্য্য প্রণীত, শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদি কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ (১—৩ খণ্ড)।

১৭। ব্রহ্মসূত্র গোবিন্দভাষ্যম্ :—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত—মথুরা হইতে মুদ্রিত, বৃন্দাবনস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বৃন্দাবন সংস্করণ।

১৮। শ্রীভগবদ্রামানুজ গ্রন্থমালা :—শ্রীকাঞ্চী প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, মাদ্রাজ, কাঞ্চীপুরম্ সংস্করণ ১৯৫৬ ইং।

১৯। ব্রহ্মসূত্র—শ্রীভাষ্যম্—শ্রীরামানুজকৃত,—বাসুদেবশাস্ত্রী অভ্যঙ্কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বম্বে সংস্করণ, ১৯১৪।

২০। শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী :—(সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ গ্রন্থের উপর টীকা)—শ্রীপুরুষোত্তম প্রসাদ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক রচিত, গোপাল শাস্ত্রী নেনে কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ ১৯২৭ ইং।

২১। 'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম :—('সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের উপর টীকা)—শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব (২ নং) কর্ত্তৃক বিরচিত, রত্নগোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ—১৯০৭।

২২। শ্রুতিসিদ্ধান্তমঞ্জরী :—('সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের উপর টীকা)—শ্রীব্রজেশ্বর প্রসাদ কৃত,—রত্নগোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ ১৯০৮।

২৩। শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ :—('সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' বা পঁচিশ শ্লোকী)—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য রচিত বলিয়া কথিত।—
শ্রীনির্মল চন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, ১৯৪০ ইং।

২৪। বেদান্ততত্ত্ব সুধা :—('সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' গ্রন্থের হিন্দী ব্যাখ্যা)—পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী কর্ত্তৃক বিরচিত, জগদীশ প্রসাদ গোয়াল কর্ত্তৃক সম্পাদিত, তৃতীয় সস্করণ, ১৯৫০ খ্রীঃ অঃ মনোরঞ্জন প্রেস, জয়পুর হইতে মুদ্রিত।

২৫। 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' (নিম্বার্ককৃত 'দশশ্লোকীর' উপর টীকা) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য বিরচিত, রত্ন গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক সম্পাদিত কাশী, চৌখাম্বা সংস্করণ ১৯০৭।

২৬। দশশ্লোকী—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রণীত—(গিরিধরকৃত 'লঘু মঞ্জুষা' নামক টীকা সহ) শ্রীঢুণ্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ ১৯২৭।

২৭। মন্ত্ররহস্য-ষোড়শী :—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রণাত—(শ্রীসুন্দর ভট্টকৃত মন্ত্রার্থরহস্য টীকা যুক্ত) শ্রীরামচন্দ্র দাস বৈষ্ণব কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৃন্দাবন সংস্করণ, ১৯৩৭ ইং।

২৮। প্রপন্নকল্পবল্লী—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রণীত—শ্রীনির্মল চন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বীরভূম জয়দেব-কেন্দুবিল্ব হইতে শ্রীরাসবিহারী শরণদেব গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯৪২।

২৯। প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী—(প্রপন্নকল্পবল্লীর টীকা) শ্রীসুন্দর ভট্ট বিরচিত পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাসজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৃন্দাবন সংস্করণ, ১৯১৫ ইং।

৩০। স্বধর্মামৃতসিন্ধু—নিম্বার্কীয় পণ্ডিত শ্রীশুকসুধী (শুকদেব) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৃন্দাবন সংস্করণ, ১৯২৪ ইং।

৩১। বৈষ্ণব-ধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরী—শ্রীসঙ্কর্ষণশরণ দেব বিরচিত, বৃন্দাবনস্থ শ্রীরামচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৯ ইং।

৩২। শ্রীগুরুশরণাগতি—পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাস বিরচিত, বৃন্দাবনস্থ শ্রীরামচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৯ ইং।

৩৩। বেদান্ততত্ত্ববোধ :—(শ্রীঅমোলকরামশাস্ত্রি বিরচিত” বালবোধিনী নামক টীকা সম্বলিত) শ্রীঅনন্তরাম বিরচিত, শ্রীব্রজেন্দ্র প্রেস বৃন্দাবন হইতে মুদ্রিত ও মহারাজা শ্রীভূপাল সিংহ, মহারানা, উদয়পুর, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৪। বেদান্তরত্নমালা—শ্রীঅনন্তরামদেবাচার্য বিরচিত, (শ্রীঅমোলকরামশাস্ত্রি বিরচিত ‘চন্দ্রিকা’ নামক টীকা সম্বলিত) বৃন্দাবন নিম্বার্ক মহাসভা হইতে প্রকাশিত, বিক্রম সম্বৎ ১৯৯৬।

৩৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীস্বামীসন্তদাসজী মহারাজ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জী এণ্ড কোঃ লিঃ হইতে প্রকাশিত, ১৯৩৪ ইং।

৩৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্ট বিরচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক টীকাযুক্ত, বৃন্দাবনস্থ পণ্ডিত শ্রীকিশোর দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বিঃ সম্বৎ ১৯৬৫।

৩৭। শ্রীমদাচার্য্যপরম্পরাস্তোত্রম ('শ্রীগুরুনতিবৈজয়ন্তী' নামক টীকাযুক্ত) —শ্রীঅনন্তরাম বিরচিত, বৈষ্ণব শ্রীরামচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বৃন্দাবন সংস্করণ, ১৯৩৬ ইং।

৩৮। শ্রীনিম্বার্ক-বিক্রান্তি—শ্রীমদ্ ঔডুম্বরাচার্য্য প্রণীত (পণ্ডিত শ্রীব্রজবল্লভ শরণ বেদান্তচার্য্যকৃত হিন্দী ব্যাখ্যা সহিত) বাবা শ্রীরামচন্দ্র দাস বৈষ্ণব কর্ত্তৃক বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত ১৯৪১।

৩৯। ‘ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ’—শ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ ব্রজবিদেহী কর্ত্তৃক রচিত কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোঃ লিঃ হইতে প্রকাশিত, ১৯৩৪।

৪০। গুরুশিষ্যসংবাদ—(ব্রহ্মবিদ্যা)—শ্রীসুধীর গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, শ্রীআশুতোষ মজুমদার কর্ত্তৃক ২২।৫ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

৪১। সাংখ্যকারিকা—ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত।

৪২। পাতঞ্জল যোগদর্শনম্—মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত।

৪৩। নারদীয় ভক্তিসূত্রম্—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত ৩ নং অন্নদা নিয়োগ লেন, কলিকাতা—৩, হইতে প্রকাশিত।

৪৪। শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্রম্—ঐ, ঐ,

৪৫। বিশ্ব সমস্যা ও নিম্বার্কবেদান্ত—ব্রহ্মচারী শিশির কুমার প্রণীত, ৩ নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩, হইতে প্রকাশিত।

৪৬। প্রমেয় রত্নাবলী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত, শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্ত বাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯২৭।

৪৭। লঘুস্তবরাজস্তোত্রম্—শ্রীনিবাসাচার্য্য রচিত ('গুরুভক্তি মন্দাকিনী' নামক টীকা যুক্ত) দেবী প্রসাদ শর্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ।

৪৮। বেদান্তকারিকাবলী— ("অধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিনী" টীকা সম্বলিত) (বা অধ্যাত্ম কারিকাবলী)।

—শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব বিরচিত, দেবীপ্রসাদ শর্মা কবি কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯১৩।

৪৯। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, (শ্রীশুকদেব কৃত "সিদ্ধান্তপ্রদীপ" নামক টীকা সমেত) পণ্ডিত শ্রীবিনোদ বিহারী পঞ্চতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত, বঙ্গীয় নিম্বার্ক আশ্রম, শিবপুর, হাওড়া, হইতে প্রকাশিত।

৫০। যুগলশতক—শ্রীভট্টজী কৃত,—শ্রীব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৫১। সদাচার সার সংগ্রহ :—শ্রীভীমদাঁদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপীঠ, সালিমাবাদ, ও শ্রীনিকুঞ্জ, বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

৫২। পরশুরাম সাগর—শ্রীপরশুরামদেবাচার্য্য প্রণীত, বিয়োগী বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সালিমাবাদ নিম্বার্কাচার্য্যপীঠ, পরশুরামপুরী হইতে প্রকাশিত।

৫৩। "সর্ব্বেশ্বর" পত্রিকা—সম্পাদক, শ্রীব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্য, সালিমাবাদ পরশুরামপুরী, নিম্বার্কাচার্য পীঠ হইতে প্রকাশিত, চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

৫৪। "সর্ব্বেশ্বর" পত্রিকা—ঐ, ঐ,—(ভক্ত মালাঙ্ক), সম্বৎ ২০১৭।

৫৫। 'শ্রীসুদর্শন'—(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক, ব্রহ্মচারী শিশির-

কুমার, ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত, ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা এবং ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা।

৫৬। মহাবাণী—শ্রীহরিব্যাস দেবজীকৃত।

৫৭। যুগলরসমাধুরী—শ্রীরসিক গোবিন্দকৃত।

৫৮। প্রেম পদ্ধতি ঘনানন্দ বা আনন্দঘন রচিত।

৫৯। ব্রজ বিলাস— ঐ, ঐ।

৬০। "লীলাবিংশতি" গ্রন্থের অন্তর্গত "বৃন্দাবন মাধুরী" খণ্ড, শ্রীরূপরসিক দেবজীকৃত। নিম্বার্ক শোধমণ্ডলের সংস্করণ।

৬১। আচার্য্য পরম্পরা-পরিচয়—পণ্ডিত কিশোরদাসজী রচিত, বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত।

৬২। নিজমতসিদ্ধান্ত—পণ্ডিত কিশোরদাসজীকৃত, বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত।

৬৩। "নিম্বার্ক সম্প্রদায় ঔর উসকে কৃষ্ণভক্ত হিন্দী কবি"—শ্রীনারায়ণ দত্ত শর্মা কর্তৃক প্রণীত, (টাইপ করা পাণ্ডুলিপি)।

৬৪। ভক্তমাল—নাভাদাসজী বিরচিত (প্রিয়াদাসের রচিত টীকা সম্বলিত) লক্ষ্ণৌ নওল কিশোর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ।

৬৫। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপদান—ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত, (২য় সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৬৬। ভাগবত সম্প্রদায়—শ্রীবলদেব উপাধ্যায় প্রণীত।

৬৭। মহাভারত—মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত (ভীষ্ম পর্ব, শান্তি পর্ব, (মোক্ষ ধর্ম) ও বন পর্ব)।

৬৮। ভবিষ্যপুরাণ—ঐ, ঐ। বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ, ১৯০৪।

৬৯। নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ।

৭০। 'আচার্য্যচরিতম্'—শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য প্রণীত, কিশোরলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। ১৯১৬ ইং।

৭১। বেদান্ত-পরিভাষা—ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরচিত, বম্বে সংস্করণ।

৭২। Encyclopaedia of Religions.—Hastings.—Vol. II.

৭৩। "Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems" —R. G. Bhandarkar, Bombay Edn., 1913.

৭৪। "Puranic Records on Hindu Rites and Customs"—Hazra.

৭৫। Indian Culture—Vol. II.—Hazra.

৭৬। History of Indian Literature—Vol. I—Winternitz.

৭৭। An Introduction to Classical Sanskrit—Dr. G. Shastri.

৭৮। The History and Culture of the Indian People—Classical Age.—Ed. by Mazumdar & Pusalker.

৭৯। Hinduism—Monier Williams.

৮০। The Early History of the Vaishnaba Sect.—Dr. H. C. Roy Choudhury.

৮১। History of Indian Philosophy—Dr. S. N. Das Gupta.

৮২। History of Indian Philosophy—Dr. J. Sinha.

৮৩। Political History of Ancient India—Dr. H. C. Roy Choudhury.

৮৪। "বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ" (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক বিরচিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৮৫। পঞ্চপাদিকা-বিবরণ—প্রকাশাত্মযতি বিরচিত।

৮৬। বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ—(বিদ্যারণ্যমুনি প্রণীত, প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ)।

৮৭। হেমাদ্রিঃ (ব্রত খণ্ড)—কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত সংস্করণ।

৮৮। নির্ণয়সিন্ধুঃ—পণ্ডিত কমলাকর ভট্ট রচিত। নির্ণয়সাগর সংস্করণ, (৫ম সংস্করণ, ১৯৪৯)।

৮৯। প্রমাণপদ্ধতি—জয়তীর্থমুনি বিরচিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৯০। প্রমাণচন্দ্রিকা—ঐ, ঐ।

৯১। ন্যায়বার্ত্তিক—উদ্যোৎকর বিরচিত।

৯২। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি—উদয়নাচার্য প্রণীত।

৯৩। ন্যায়দর্শন—গৌতমমুনি প্রণীত, কলিকাতা মেট্রোপলিটন প্রকাশিত।

৯৪। ন্যায়পরিশুদ্ধি—বেঙ্কটনাথ কৃত।

৯৫। ন্যায়বিন্দু—ধর্মকীর্তি রচিত।
৯৬। প্রমাণবার্ত্তিক—ধর্মকীর্তি রচিত।
৯৭। সর্বদর্শনসংগ্রহঃ—শ্রীমাধবাচার্য বিরচিত, পুণা সংস্করণ।
৯৮। "বৃহদারণ্যক উপনিষৎ"—শাঙ্কর ভাষ্য।
৯৯। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিরচিত।
১০০। ন্যায়সুধা—জয়তীর্থমুনি রচিত।
১০১। বেদার্থসংগ্রহঃ—শ্রীরামানুজাচার্য বিরচিত।
১০২। শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড—গি'রিধর প্রণীত।
১০৩। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ—অপ্পয় দীক্ষিত বিরচিত।
১০৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—
১০৫। নারদপুরাণ—
১০৬। শিবপুরাণ—
১০৭। পদ্মপুরাণ, (উত্তর খণ্ড ও পাতাল খণ্ড)—
১০৮। মহাভারত—সনৎসুজাত প্রকরণ (উদ্যোগ পর্ব)।
১০৯। বিষ্ণুপুরাণ—
১১০। ঋগ্বেদ—(১ম, ২য়, ৩য় ও ৭ম মণ্ডল)।
১১১। গোপাল তাপনী উপনিষৎ।
১১২। নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ উপনিষৎ।
১১৩। কৃষ্ণোপনিষৎ।
১১৪। বাসুদেবোপনিষৎ।
১১৫। সুবলোপনিষৎ।
১১৬। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামীকৃত।
১১৭। Essays on the Gita, (1st Series)—Arabinda.
১১৮। Introductory Essay on the Bhagabad-Gita.—Dr. S. Radhakrishnan.
১১৯। "রাধাবল্লভ সম্প্রদায়—সিদ্ধান্ত ঔর সাহিত্য—ডাঃ দীনদয়াল গুপ্ত।
১২০। নিম্বার্কপ্রভা—বাবা হংসদাসজী রচিত (বৃন্দাবন সংস্করণ)।
১২১। হংসবল্লী—বৈষ্ণবদাস শাস্ত্রী বিরচিত (বৃন্দাবন সংস্করণ)।

১২২। সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলী—শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য কৃত, (নিম্বার্কের দশশ্লোকীর উপর টীকা)।

১২৩। "বেদান্তপারিজাত সৌরভ" (ব্রহ্মসূত্র—নিম্বার্কভাষ্য)—শ্রীনিম্বার্কাচার্য প্রণীত। শ্রীঢুণ্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কাশী সংস্করণ ১৯৩২।

১২৪। "বেদান্তপারিজাত সৌরভ" (ব্রহ্মসূত্র—নিম্বার্কভাষ্য)—শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কর্তৃক সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯১০।

১২৫। "বনযাত্রা চৌরাসী বৈঠকোঁ কী বার্ত্তা"—শ্রীগোকুলনাথজী প্রণীত, গোবর্দ্ধনদাস লক্ষ্মীদাসজী কর্তৃক সম্পাদিত, বম্বে এন, ডি, মেহতা, কোং হইতে প্রকাশিত, বিঃ সম্বৎ ১৯৫৯।

১২৬। বৈশেষিকসূত্র—মহর্ষি কনাদ প্রণীত।

১২৭। কৌষীতকি উপনিষৎ।

১২৮। ব্রহ্মসংহিতা।

১২৯। শব্দকল্পদ্রুম।

১৩০। বামনপুরাণ।

১৩১। পদার্থ তত্ত্বনিরূপণ—শ্রীরঘুনাথ শিরোমনি রচিত, কাশী সংস্করণ।

১৩২। যোগবার্ত্তিক—বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত, কলিকাতা সংস্করণ।

১৩৩। ন্যায়মঞ্জরী—শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ সম্পাদিত, জয়ন্ত ভট্ট রচিত।

১৩৪। ভাষাপরিচ্ছেদ (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত)—শ্রীবিশ্বনাথ কৃত।

১৩৫। ন্যায়সার—রামানুজ শ্রীনিবাস দাস।

১৩৬। প্রমাণসমুচ্চয়—দিঙ্‌নাগ বিরচিত।

১৩৭। ব্রহ্মসূত্র শ্রীভাষ্য—শ্রীরামানুজাচার্য কৃত, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা।

১৩৮। ন্যায়রত্নাকর—পার্থসারথি মিশ্র প্রণীত।

১৩৯। তত্ত্ব-সংগ্রহপঞ্জিকা—কমল শীল প্রণীত।

১৪০। প্রকরণ পঞ্চিকা—শালিকনাথ প্রণীত।

১৪১। সাংখ্যসূত্র (সাংখ্যপ্রবচভাষ্য সমেত)—বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত।

১৪২। অদ্বৈতামোদঃ—বাসুদেব শাস্ত্রী কৃত।

১৪৩। পদার্থ ধর্মসংগ্রহঃ—প্রশস্তপাদকৃত।

১৪৪। শ্লোকবার্ত্তিক—কুমারীল ভট্ট কৃত।

১৪৫। বাক্যপদীয়ম্—ভর্তৃহরি বিরচিত।

১৪৬। শ্রীভাষ্যম্—শ্রীরামানুজকৃত—আর, ডি, কারমারকার সম্পাদিত, পুণা সংস্করণ।

১৪৭। "রসিকদেবজী কী বাণী"—শ্রীরসিক দেবাচার্য কৃত।

১৪৮। সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি—শ্রীহরিব্যাসদেবজী কৃত।

১৪৯। নিম্বার্ক সম্প্রদায় কী সাধনপ্রণালী—পণ্ডিত কিশোরদাসজী কৃত বৃন্দাবন সংস্করণ।

১৫০। বিশ্বকোষ—

১৫১। প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী)—চিৎসুখাচার্য বিরচিত।

১৫২। পঞ্চপাদিকা—পদ্মপাদাচার্য বিরচিত।

১৫৩। ভামতী—বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত।

১৫৪। গীতারহস্য—বালগঙ্গাধর তিলক বিরচিত গীতাব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ।

সমাপ্ত